শ্রীঃ

রঙ্গপুরসাহিত্যপরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত—

কামরূপশাসনাবলী

ভূমিকা—

কামরূপরাজাবলী

সমন্বিত

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য

সঙ্কলিত।

রঙ্গপুরসাহিত্যপরিষৎ হইতে

সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীকর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩৮ সাল।

মূল্য ছয় টাকা

বারাণসী
ভারতধর্ম্ম প্রেসে
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান
কলিকাতা—
মেসার্স্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

রঙ্গপুর—
সাহিত্যপরিষৎ কার্য্যালয়।

গৌহাটি—
লাইব্রেরিয়ান্, কর্জন্ হল্ লাইব্রেরি।

বারাণসী—
ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট্ লিমিটেড্, জগৎ গঞ্জ;
কাশী বাণীমন্দির, দশাশ্বমেধ রোড্;
এবং
গ্রন্থকার, অগস্ত্যকুণ্ড।

শ্রীশ্রীকামরূপাধীশ্বরী জয়তি ॥

মুখবন্ধ।

সন ১৩১৫ সালে গৌহাটিতে 'বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা' (১) প্রতিষ্ঠিত হয়—উদ্দেশ্য, আসামপ্রদেশ সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া এই প্রান্তীয় প্রদেশটিকে বাঙ্গালীর নিকট সম্যক্ সুপরিচিত করা; কেননা, বঙ্গের অতি সন্নিকটস্থ থাকিলেও—এবং বহু বাঙ্গালী এখানে উপনিবিষ্ট হইলেও—আসামের প্রকৃত কাহিনী বঙ্গীয় সমাজে যথোচিত পরিজ্ঞাত নহে—বরং তৎসম্বন্ধে নানা অলীক কথাই প্রচারিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর এই প্রতিষ্ঠানটি আসামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়াছিল; আসাম প্রত্নতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত ৺হেমচন্দ্র গোস্বামী, পণ্ডিতরত্ন মহামহোপাধ্যায় ৺ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন প্রভৃতি অনেক অসমীয়া সুধী সজ্জন ইহার সভ্য হইয়া বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুই একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজও আগ্রহ পূর্ব্বক ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন; এবং আসাম উপত্যকার তদানীন্তন কমিশনর ও ডাইরেক্টর্ অব্ এথ্‌নোগ্রাফি কর্ণেল্ গর্ডন্ সি. এস্. আই. মহোদয় একদা সভাধিবেশনে উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা (বঙ্গভাষায় হইলেও) আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া সভাকে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

সেই সভারই প্রথম বর্ষের একটি অধিবেশনে প্রাগুক্ত মহামহোপাধ্যায় ৺ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার স্বত্বাধিকৃত বলবর্ম্মার তাম্রশাসন খানি প্রদর্শন করেন এবং ইহা স্বয়ং পাঠ করিয়া মর্ম্মার্থ প্রকাশ করেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ খানি কিছুদিনের জন্য পাইয়া, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ হর্ণ্‌লি ইং ১৮৯৭ অব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটির জর্ণেলে ঐ শাসনের যে সচিত্র সানুবাদ পাঠ প্রকাশিত করেন, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া সংশোধিত পাঠ ও বঙ্গানুবাদ সহ একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করি—তাহাতে ডাঃ হর্ণ্‌লির পাঠের ও অনুবাদের নানাস্থলে যে সব ভুল ভ্রান্তি ছিল, সে গুলিও প্রদর্শন করি। (২) ইতঃ পূর্ব্বে প্রাচীন লিপি পাঠে অভ্যস্ত ছিলাম না; বলবর্ম্মার শাসনখানির আলোচনায় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিল। ঐ সময়েই প্রাগুক্ত ৺হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় তদানীং অচিরাবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের একখানি শাসন (৩) প্রাপ্ত হন—ঐ

(১) বর্ত্তমানেও ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটি শাখারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—সপ্তদশ বর্ষ, ১৩১৭—২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য। [এস্থলে বক্তব্য যে ডাঃ হর্ণ্‌লি মহোদয়ের নিকট আমি ঋণী; পরে রত্নপাল ও ইন্দ্রপালের শাসনলিপি তাঁহারই পাঠ ও অনুবাদ দেখিয়া অনেকটা পড়িতে ও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; লোকান্তরিত উক্ত মহোদয়ের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।]

(৩) এইখানি সম্প্রতি ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় (পুষ্পভদ্রা) তাম্রশাসন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

শাসনের পাঠশোধনাদি এবং বঙ্গানুবাদ আমাকেই করিতে হয়; তাহাতে প্রাচীন লিপি পাঠে আরো কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করি।

ইতোমধ্যে 'উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র সহিত সম্পর্ক ঘটে—তাহাতে ইহার কার্য্যগণ্ডীর ভিতরে আসামকেও ভুক্ত করা হয়। সন ১৩১৮ সালে ৺কামাখ্যাধামে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়—তদুপলক্ষে আসামের প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনার্থ 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' সংস্থাপিত হয়। তাহাতে সঙ্কল্প করা হয়, যে ঐ সমিতির পক্ষে আমি প্রাচীন কামরূপের তৎসময় পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত শাসনগুলির পুনরালোচনা পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদ সহ ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে ঐ সকল প্রবন্ধ 'কামরূপশাসনাবলী' নামে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত করিব।

সেই সময় 'রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদে'র সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়াতে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য়ই আমার প্রবন্ধগুলি প্রকাশকরিতে আরম্ভ করি। সর্ব্বাদৌ ইন্দ্রপালের (প্রথম) শাসন সম্বন্ধে প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় (১৩১৯ সনের ২য় ও ৪র্থ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। এই সময়েই ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনখানির তিনটি ফলক (প্রথম, দ্বিতীয় ও অন্ত্যফলক) আবিষ্কৃত হইয়া আমার হস্তগত হয়—সেই গুলি যথাযথ পাঠ করিয়া ইংরেজী ও বাঙ্গালায় Epigraphia Indica Vol. XIIতে, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৯ সালে) এবং বিজয়ায় (১৩২০ সালে) প্রবন্ধ প্রকাশ করি। কালক্রমে এই শাসনের অপর তিনখানি ফলক আবিষ্কৃত হইলে তদবলম্বনে Epigraphia Indica Vol. XIXতে, 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদে'র মুখপত্র 'প্রতিভা' পত্রিকায় (১৩২৯-৩০ সালে) (১) এবং আরো দুই এক স্থলে প্রবন্ধ প্রকাশিত করি। ইতোমধ্যে বনমালের তাম্রশাসন (১৩২১ সালে) এবং রত্নপালের তাম্রশাসনদ্বয় (১৩২২ সালে) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় আলোচনা করি। (২) ঐ (১৩২২) সনেই সেই পত্রিকায় ধর্ম্মপালের পূর্ব্বোল্লেখিত শাসনখানিরও সানুবাদ পাঠ প্রকাশিত করি। সন ১৩৩২ সালে হর্জ্জরবর্ম্মার তাম্রশাসনের একটি ফলক এবং ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসন আমার হস্তগত হয়। হর্জ্জরের ফলকখানির প্রাথমিক পাঠ 'প্রতিভা' পত্রিকায় (১৩৩৫ সালে) এবং ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় শাসন (গুয়াকুচি) লিপির সানুবাদ পাঠ ও আলোচনা রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩৬ সালে) প্রকাশিত হইয়াছে। (৩) অতএব এই শাসনাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট

(১) তখন রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাখানির প্রচার কিছুকালের জন্য বন্ধ ছিল।

(২) বলা আবশ্যক যে ইন্দ্রপালের (প্রথম) শাসন, বনমালের তাম্রশাসন এবং রত্নপালের শাসনদ্বয় প্রাগুল্লেখিত বলবর্ম্মার শাসনালোচনার রীতিতেই (অর্থাৎ এশিয়াটিক্ সোসাইটির জর্ণেলের সঙ্গে মিলাইয়া) পুনরালোচিত হইয়াছিল।

(৩) ধর্ম্মপালের ঐ শাসন, ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় শাসন এবং হর্জ্জরের ফলক তখন পর্য্যন্ত (এবং বোধহয় এখনও) অপর কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই।

সমুদয় লিপিই মৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে আলোচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। (১) এখন সেই সব লিপি আবশ্যকমতে সংশোধন এবং বহু সংযোজন পূর্ব্বক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

বৈদ্যদেব ও বল্লভদেবের শাসন দুইটি এই শাসনাবলীভুক্ত হওয়া উচিত ছিল বলিয়া হয়তো অনেকেই মনে করিতে পারেন; কিন্তু ঐ দুই শাসনপ্রদাতার সম্বন্ধে 'ভূমিকা—কামরূপরাজাবলী'তে যাহা আলোচিত হইয়াছে, (২) তাহা হইতেই প্রতীত হইবে যে তাঁহারা উভয়েই কামরূপ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন না—অতএব তাঁহাদের শাসন এই গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করা সমীচীন বোধ হয় নাই।

তেজপুর শহরের নিকট ব্রহ্মপুত্রের তটস্থিত হর্জ্জরবর্ম্মার পাষাণ লিপি অপাঠ্যপ্রায় হইয়াছে। ইহার পাঠ কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকিলেও আমার বিশ্বাস, পাঠ ঠিক হয় নাই; অথচ নিজেও যে ঐ সব পাঠ বিচার করিয়া বিশুদ্ধপাঠ প্রকাশ করিব—তাহা অসাধ্য মনে করি। তথাপি উহা একেবারে উপেক্ষিতও হইতে পারে না—তাই এই সম্বন্ধে 'প্রতিভা'য় (১৩৩৪ সাল ৩য়-৪র্থ সংখ্যায়) প্রকাশিত মদীয় সমালোচনা ঈষৎ সংশোধন ক্রমে এই শাসনাবলীর পরিশিষ্টে যোজিত হইল। বলা আবশ্যক, শাসনাবলীতে আলোচ্যমান সমস্তই 'তাম্রশাসন'—এইটি 'শিলালিপি'; তাই ইহার পরিশিষ্টে স্থানলাভই শোভন বিবেচিত হইয়াছে।

ভাস্করবর্ম্মার শাসনের প্রথম অংশ আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইবার অব্যবহিত পরেই 'প্রাচীন কামরূপের রাজমালা' নামক একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩২০ সালের তৃতীয় সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। তাহাতে তৎসময় পর্য্যন্ত প্রকাশিত শাসনগুলি হইতে রাজগণের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল—নরক, ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের উল্লেখ মাত্র ছিল। ঐ প্রবন্ধটি কতকটা বিস্তারিত করিয়া 'কামরূপ রাজাবলী' নামক প্রবন্ধ শ্রীহট্ট হইতে প্রচারিত (ইদানীং বিলুপ্ত) 'কমলা' পত্রিকায় (১৩৩২ সনের অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্রমাসের সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহা কামরূপ শাসনাবলীর 'ভূমিকা'রূপে পরিগণিত হইবে বলিয়া তখনই প্রচার করা হয়। সেই ভূমিকা এই মুখবন্ধের পরেই যোজিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'র পক্ষে শাসনাবলী সঙ্কলিত করিতে প্রবৃত্ত হই; পরন্তু ঐ সমিতি কোনও কারণে স্বয়ং ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সঙ্কলনারম্ভের সময়েই রাজশাহীস্থ 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' হইতে আশা পাইয়াছিলাম, তাঁহারা ইহা নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত করিবেন; পরিশেষে কারণবিশেষে তাঁহারাও ভারগ্রহণ করিলেন না।

(১) কেবল ধর্ম্মপালের প্রথম (শুভঙ্করপাটক) শাসনখানি মাত্র গতবর্ষের শেষভাগে হস্তগত হওয়াতে এই গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হইল।

(২) বৈদ্যদেবের বিষয় [৪০] ও [৪২] পৃষ্ঠায় এবং বল্লভদেবের কথা [৪২] পৃঃ (৫) পাদটীকায় দৃষ্ট হইবে। [বৈদ্যদেবের শাসনখানি 'গৌড়লেখমালা'র অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে—ফলতঃ তিনি গৌড়রাজের প্রতিনিধিরূপে তদ্রাজ্যভুক্ত কামরূপের একটা অংশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন মাত্র।]

এইরূপে ঘটনাচক্রে, যাঁহাদের মুখপত্রে শাসনগুলির অধিকাংশ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেই রঙ্গপুরসাহিত্যপরিষৎই অবশেষে এই গ্রন্থেরও প্রকাশক হইয়া আমার সমধিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

কামরূপ শাসনাবলী ইংরেজী ভাষায় সঙ্কলিত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে—তথা ইউরোপ আমেরিকায়ও—পঠিত হইবার পক্ষে সুবিধা হইবে, এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইংরেজীতেই ইহার সঙ্কলনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার তাহা মনঃপূত হয় নাই। শাসনগুলি যাঁহারা পাইয়াছিলেন তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধর বা প্রতিনিধি আসামবাসী—তথা বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানবাসী—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের বিবরণ ও রচনা পাঠ করিবেন—ইহা আমার একতম উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য, শাসনাবলী ইংরেজীতে সঙ্কলিত হইলে, সাধিত হইত না—কেননা তাঁহারা প্রায়শঃ ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ। আসাম ও বাঙ্গালার পাঠক সাধারণের পক্ষেও ইংরেজীতে লিখিত প্রাত্নতত্ত্বক গ্রন্থগুলি অনায়াসপাঠ্য নহে। অপিচ, আমার এই প্রায় পাদশতাব্দীব্যাপী প্রয়াসের ফল যদি মাতৃভাষার পুরাবৃত্ত সাহিত্যের মধ্যে সামান্য একটু স্থানও লাভ করে—আমি কৃতার্থম্মন্য হইব। এই সকল কারণেই এই গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত হয় নাই। তবে যদি কোনও ব্যক্তি বা সমিতি এই গ্রন্থের ইংরেজীতে (বা অপর কোনও ভাষায়) অনুবাদ প্রকাশ করেন, আমি সানন্দে তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান—এবং প্রয়োজন হইলে, যথোচিত সাহায্য বিধানও—করিতে প্রস্তুত আছি।

শাসনের পাঠও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাপিত করিবার অভিপ্রায় আমার প্রথমাবধি ছিল; কিন্তু মদীয় শুভানুধ্যায়িগণের কেহ কেহ নাগরাক্ষরে মুদ্রাপণের উপদেশ প্রদান করাতে, স্বীয় মত পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাদের অভিমত অঙ্গীকার করিয়াছি। বঙ্গাক্ষর অপেক্ষা নাগরাক্ষর অস্মদ্দেশীয়গণের একটু আয়াসপাঠ্য সন্দেহ নাই; তথাপি দেবভাষায় এই দেবাক্ষরের ব্যবহারই শোভন। আসামে ও বাঙ্গালায় যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা নাগরাক্ষরেও প্রায়শঃ অভ্যস্ত। বিশেষতঃ, বঙ্গাক্ষরানভিজ্ঞ ভিন্ন-দেশীয় কেহ যদি শাসনগুলির পাঠমাত্র অবগত হইতে ইচ্ছুক হন, ইহাতে তাঁহাদেরও সুবিধা হইতে পারে।

কামরূপের শাসনলিপিগুলিতে বর্গ্য ও অন্তঃস্থ বকারে আকৃতিগত কোনও পার্থক্য নাই—অর্থাৎ (বঙ্গাক্ষরের ন্যায়) উভয়ই ঠিক একরূপ। শাসনলিপিতে নাগরাক্ষরের ব্যবহার হওয়াতে বর্গ্য ও অন্তঃস্থ ব (ব ও ব) ভিন্ন ভিন্নরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রাত্নতত্ত্বিকগণের কেহ কেহ এইরূপ স্থলে সকল 'ব'কেই অন্তঃস্থ ধরিয়া নেন—এবং যেখানে বর্গ্য 'ব' হইবে সেই খানে টীকায় তাহার উল্লেখ করেন; যেমন, 'বল' শব্দ—তাঁহারা vala লিখিয়া পাদটীকায় বলেন, read 'bala'। কিন্তু তাঁহাদের এই রীতি সঙ্গত মনে করিনা: কামরূপশাসনলিপিতে বর্গ্য ও অন্তঃস্থ বএর যখন একই রূপ—তখন সকল ব কে 'অন্তঃস্থ' মনে না করিয়া 'বর্গ্য'ও তো মনে করা যায়? বরং তাহাই অধিকতর সঙ্গত হইত, কেননা উচ্চারণও সম্ভবতঃ উভয় ব কারের একবিধই ছিল এবং তাহা বর্গীয় ব এর ন্যায়ই ছিল—যেমন বাঙ্গালায়।

পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ অনুসারে পদান্তস্থিত ম্ এর পরে কোনও ব্যঞ্জনবর্ণ না থাকিলে, ইহা অনুস্বারে পরিণত হইতে পারে না। কিন্তু শাসনলিপিতে প্রায়শঃ তাদৃশ ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লিখিত হইয়াছে—যথা ভাস্করবর্ম্মার শাসনের প্রথম শ্লোকার্দ্ধের শেষে আছে **বিমূষিতং**, ব্যাকরণ অনুসারে হওয়া উচিত ছিল **বিমূষিতম্**। কিন্তু ইহা কেবল যে কামরূপশাসনেই দেখা যায়, এমন নহে, গৌড়লেখমালাদিতেও ঐরূপই দৃষ্ট হয়। তাই এরূপ স্থলে ং কে **ম্** তে পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। এতাদৃশ অনুস্বার প্রয়োগ প্রাকৃত ভাষায়ই দেখা যায় (১) ; এবং তদানীন্তন সংস্কৃতে যে প্রাকৃতের কতকটা প্রভাব ছিল, তাহা ঈদৃশ অনুস্বার দ্বারা সূচিত হইতেছে (২)।

মূল শাসনলিপিতে পঙ্‌ক্তির বা শ্লোকের ক্রমিক সংখ্যা নাই—এই গ্রন্থে তাহা যথারীতি প্রদত্ত হইয়াছে। শ্লোকগুলি প্রাচীন পুঁথিপত্রে যেমন লিখিত হইত, শাসনলিপিতেও তেমনি আছে—অর্থাৎ কোনও একটি শ্লোক পঙ্‌ক্তিমধ্যে শেষ হইয়া গেলেও, তৎপরে অপর শ্লোক (বা ঐ শ্লোকের অপরার্দ্ধ) সেই পঙ্‌ক্তিতেই আরব্ধ হইয়াছে, কেবল বিরাম চিহ্নদ্বারা একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্লোকার্দ্ধ—এবং দীর্ঘতরছন্দঃ স্থলে শ্লোকপাদও—পৃথক্ পৃথক্ পঙ্‌ক্তিতে সজ্জিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ শাসনলিপি যথাযথভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে—অশুদ্ধি বা অসঙ্গতি কিছু থাকিলে পাদটীকায় তাহা সংশোধিত করিয়া শুদ্ধ পাঠ নির্দ্দেশ করা হয়। এই গ্রন্থে সেই পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই—শাসনলিপি যথামতি পরিশুদ্ধ আকারেই মুদ্রিত হইয়াছে—অশুদ্ধি বা অসঙ্গতি স্থলে, মূলে যাহা ছিল পাদটীকায় তাহা লিখিত হইয়াছে। যাহা কিছু সংশোধিত হইয়াছে তাহা যে সবই অশুদ্ধ ছিল—একথা বলিতে পারি না—অস্মদ্দেশপ্রচলিত নিয়মানুসারে যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই বিহিত হইয়াছে ; যেমন মূলে আছে **সংপত্তি**, পাঠে **সম্পত্তি** করা হইয়াছে। এইরূপ, পদের মধ্যে বা অন্তে রেফযুক্ত য এর দ্বিত্ববিধান হইয়াছে—যেমন **শৌর্য** স্থলে **শৌর্য্য, পর্যালোচন** স্থলে **পর্য্যালোচন** করা হইয়াছে। কখনও বা একরূপত্ব বিধানার্থ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে—যেমন **ছন্দোগ** ও **ছান্দোগ** অথবা **বাহ্বৃচ** ও **বাহ্বৃচ্য**—উভয়ই শুদ্ধ ; কিন্তু শাসনলিপিতে প্রায়শঃ **ছান্দোগ (বা বাহ্বৃচ্য)** থাকাতে সর্ব্বত্র ঐরূপই লিখিত হইয়াছে; তবে পাদটীকায় **ছন্দোগ (বা বাহ্বৃচ)** উল্লেখিত হইয়াছে।

শাসনলিপিতে যে সকল অক্ষর বা শব্দ বা বাক্যাংশ—এমন কি অনুস্বার বিসর্গও—তক্ষকারের প্রমাদ বশতঃ পড়িয়া গিয়াছে—তাহা ( ) বন্ধনী মধ্যে যোজিত হইয়াছে ; তজ্জন্য কোনও পাদটীকা দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করি নাই।

---

(১) **মো বিন্দুঃ** ৪।১২ (বররুচিকৃত প্রাকৃত প্রকাশ)।

(২) মুগ্ধবোধের (হস্ সন্ধি ৫৪ সূত্রের) দুর্গাদাস কৃত টীকায় আছে, **মো বিন্দুরবসানে বেতি বর্দ্ধমানঃ**। এইরূপ আরো দুই একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন; সারস্বত ব্যাকরণের **মোঽনুস্বারঃ** (২।৩।১৮) সূত্রের পরে **অবসানে বা** এই সংযোজন দৃষ্ট হয়। এতাদৃশ বিকল্পের বিধান প্রাকৃতের অনুসরণে হইয়াছে বলিয়াই প্রতীত হয়।

ভাস্করবর্ম্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মপাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক শাসনপ্রদাতার সময়ে শাসনলিপির অক্ষর কিরূপ ছিল, প্রধানতঃ তৎপ্রদর্শনার্থ প্রত্যেকের শাসনের অন্ততঃ এক এক খানি ফলকের চিত্র গ্রন্থ মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুসন্ধিৎসু কেহ কামরূপের প্রাচীন লিপির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবেন। এই চিত্র প্রকাশ ব্যাপারে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই. মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকা হইতে অনেকটি চিত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; যাহাতে সেইগুলি মদীয় গ্রন্থ মধ্যে পুনঃ প্রকাশিত করিতে পারি তদর্থে ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় সোসাইটির সম্পাদক মহোদয়ের অনুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই নিমিত্তে ৺ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশে (১) এবং সোসাইটির সম্পাদক মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অপর যে সকল চিত্র এবং ব্লক্ বিনামূল্যে সংগৃহীত হইয়াছে, চিত্রের নিম্নে তত্তৎ স্থলের উল্লেখ দ্বারা ঋণ স্বীকার করিয়াছি।

পণ্ডিতবর্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় এই শাসনাবলীর অনেক অংশ দেখিয়া মধ্যে মধ্যে সংশোধন ও সংযোজনার্থে সমুচিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পাণিনি ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় হইতেও তাদৃশ অনেক সহায়তা পাইয়াছি। কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ নানাশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে যেরূপ সাহায্য পাইয়াছি—তাহা বর্ণনাতীত; সরস্বতীভবনের কোনও পুস্তক বা পত্রিকা দেখিবার প্রয়োজন হইলে তিনি সানন্দে তাহা স্বয়ং আনিয়া দিয়াছেন; তাঁহার অবসর সময় অতি অল্প হইলেও, এই গ্রন্থসংক্রান্ত যে কোনও কাজই হউক না কেন, তাহা করিতে তিনি কদাপি পরাঙ্মুখ হন নাই। ইঁহাদের সহায়তা লাভ করিয়া আমি অত্যন্ত উপকৃত ও উৎসাহিত হইয়াছি। শাসনপ্রদত্ত ভূমির সীমানির্দ্দেশক বৃক্ষগুলির মধ্যে অনেকটির পরিচয়লাভার্থে স্বনামধন্য অধ্যাপক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং কাশীস্থ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ—এই মহোদয়দ্বয়কে যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি—তখনই তাহার যথোচিত উত্তর পাইয়াছি। গৌহাটি কটন কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদবেদান্তশাস্ত্রী, তত্রত্য প্রবীণ উকীল কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির প্রাথমিক সম্পাদক ধর্ম্মভূষণ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ও তদনুজ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ সেন এবং কামরূপ নিবাসী তথ্যানুসন্ধিৎসু শ্রীযুক্ত সোণারাম চৌধুরী—ইঁহাদিগের নিকটে আমি যখন যে বিষয়ে সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছি—তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছি। কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস সঙ্কলয়িতা খান্‌চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ সাহেব কামতাপুর সম্বন্ধীয় নানা তথ্য জ্ঞাপন করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব

(১) অতীব পরিতাপের বিষয় যে শাস্ত্রী মহাশয় অতি অল্পদিন হইল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমারই দুর্ভাগ্য যে তিনি এই গ্রন্থখানি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না!

বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহোদয় ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় শাসন এবং ধর্ম্মপালের প্রথম ও দ্বিতীয় শাসন কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং এইগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিয়া আমার কার্য্যের প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার মহাশয় অযাচিত ভাবে এখানে আসিয়া, কেবল যে এই ব্যাপারে সহানুভূতিমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন এমন নহে, অপিচ গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও সাঙ্গতা বিধানার্থ কয়েকটি কাজের—বিশেষতঃ ইহার একটি (বর্ণানুক্রমিক) 'সূচী' (১) সঙ্কলনের—ভার সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য বিধান করিয়াছেন। আমি এই সকল সদাশয় মহাত্মগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ফলতঃ ইঁহাদের সানুগ্রহ সহায়তা লাভ করিতে না পারিলে এই গ্রন্থে সমধিক অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইত।

যাঁহারা এই ব্যাপারে প্রথম হইতেই আমার সহায়তা বিধান অথবা উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের হস্তে এই গ্রন্থখানি দিতে পারিলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিতাম, এমন অনেকেই আজ লোকান্তরিত। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। আসাম প্রত্নতত্ত্বালোচনায় চিরসহায় আমার পরম সুহৃৎ পণ্ডিত ৺হেমচন্দ্র গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় ৺পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন, প্রাত্নতত্ত্বিকবর্য্য ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন সি. আই. ই., পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺যাদবেশ্বর তর্করত্ন, আসাম তথ্যানুসন্ধানে সদা সহায়ক ৺গোপালকৃষ্ণ দে ও প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রিয় ছাত্র ৺জগন্নাথ দে—ইঁহারা জীবিত থাকিলে এই গ্রন্থাবলোকনে কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেন! তাঁহাদের উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞতাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

আমার বিদ্যাবুদ্ধি—এমন কি অধুনা শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাও—এতাদৃশ নহে যে এই বৃহৎকার্য্য অচ্ছিদ্রভাবে সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারি। ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখিত প্রাজ্ঞ মহোদয়গণের সদয় সাহায্য সত্ত্বেও ইহাতে আমার অক্ষমতা নিবন্ধন ভ্রম প্রমাদ বহু রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে গুরুতর কতকগুলি যাহা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি—তাহা 'সংযোজনী ও সংশোধনী'তে প্রদত্ত হইল। (২)

যে সকল লঘুতর—প্রায়শঃ মুদ্রাকর কৃত—ভুল (যথা, ১: মাত্রাফলাদির চ্যুতি বা অপপ্রয়োগ, ব ও ঘ, য ও ষ প্রভৃতির বিপর্য্যয়, ইত্যাদি) আপাতদৃষ্টিতেই পাঠকের নিকট ধরা পড়িবে, তাহা বাহুল্য বিবেচনায় শোধিত হইল না। পরন্তু শাসনের পাঠে—এবং তৎ সংক্রান্ত পাদটীকায়—

(১) শাসনাবলী ১৯৩-১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) শাসনাবলী ১৯৯ পৃষ্ঠাবধি দ্রষ্টব্য। (এইরূপ স্থলে সর্ব্বত্র 'অবধি' অর্থ 'হইতে'।)

[বাহুল্য হইলেও নিবেদয়িতব্য যে গ্রন্থের সমালোচনায়—অথবা ইহার কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার—পূর্ব্বে যেন অনুগ্রহপুরঃসর সংযোজনী সংশোধনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়।]

ঐরূপ ক্ষুদ্র ভুলও যথাসম্ভব সংশোধনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নচেৎ ঐগুলি মূল শাসনলিপিতেই ছিল বলিয়া প্রতীত হইতে পারিত।

এস্থলে আরো বক্তব্য এই, যে সকল গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দু একখানি (যথা Watters' Yuan Chwang) মুদ্রাঙ্কণ সময়ে আমার নিকটে না থাকায় উদ্ধৃতাংশগুলি মিলাইয়া ছাপাইতে পারা যায় নাই—তাই মধ্যে মধ্যে মূলের সঙ্গে হয়তো ঈষৎ অনৈক্য লক্ষিত হইতে পারে। অপিচ যে প্রেসে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে নানা চিহ্ন সমন্বিত ইংরেজী অক্ষর (letters with diacritical marks) না থাকাতে ইংরেজী উদ্ধৃতাংশে ঐ সকল চিহ্নযুক্ত বর্ণের ব্যবহার করিতে পারা যায় নাই।

আশা করি সুধী সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি—

বারাণসী—শকাব্দ ১৮৫৩,
অগ্রহায়ণ—শুক্লা পঞ্চমী।

শ্রীপদ্মনাথদেবশর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রীতিরস্তু ॥

ভূমিকা

কামরূপরাজাবলী। (১)

তাম্রশাসন প্রাচীন ইতিহাসের ছিন্নপত্র স্বরূপ; এতাদৃশ কয়েক খানি ছিন্নপত্র কালের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে যথাসম্ভব সাজাইয়া কামরূপ শাসনাবলী সাধারণ্যে উপস্থাপিত করা হইতেছে। অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব্বে তৎকাল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত শাসনগুলি হইতে "প্রাচীন কামরূপের রাজমালা" একটি সঙ্কলন পূর্ব্বক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম (২)। এই স্থলেও তাদৃশ একটি রাজবংশাবলী প্রদানের প্রয়াস ব্যপদেশে প্রকাশ্যমান শাসনাবলীতে উল্লেখিত রাজগণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

কামরূপ রাজ্য খুব প্রাচীন সন্দেহ নাই—তবে নামটী কিছু অর্ব্বাচীন—রামায়ণে ও মহাভারতে "প্রাগ্‌জ্যোতিষ" নামই দেখা যায়। কিন্তু রামায়ণে (৩) (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—দ্বিচত্বারিংশ সর্গে) প্রাগ্‌জ্যোতিষের সংস্থান অগাধে বরুণালয়ে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহান্ অগাধে বরুণালয়ে ॥৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥৩১
তত্র সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্য স্ততস্ততঃ ॥৩২ (৪)

---

(১) শ্রীহট্ট হইতে প্রচারিত (অধুনা বিলুপ্ত) "কমলা" পত্রিকায় (১৩৩২ সালের একাধিক সংখ্যায়) ইহা প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; সম্প্রতি বহু সংযোজন-সংশোধন পুরঃসর ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

(২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩২০, ৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩) এই গ্রন্থে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির শ্লোকোদ্ধার প্রায়শঃ "বঙ্গবাসী" সংস্করণ হইতে করা হইয়াছে।

(৪) রামায়ণের বঙ্গদেশীয় হস্তলিখিত একখানি পুথিতে (আদিকাণ্ডে ৩৬ তম অধ্যায়ে) প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরের উল্লেখ দেখিয়াছি—

তথামূর্ত্তরয়া ধীর শ্চক্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং।
ধর্ম্মারণ্যসমীপস্থ বসুশ্চক্রে গিরিব্রজম্ ॥

[৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত গৌড়ের ইতিহাসে (৩২ পৃষ্ঠায়) এই শ্লোক ৩৫তম অধ্যায়ের বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে এবং 'অমূর্ত্তরয়া' স্থানে 'অমূর্ত্তবক্রা' রহিয়াছে।]

লক্ষ্যের বিষয় যে ত্রেতাযুগের সেই সীতান্বেষণ ব্যাপারের সম্পর্কে 'নরকের' নামটাও উল্লেখিত হইয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যা হইতে সুষেণপ্রমুখ যে সব বানর পশ্চিমদিকে যাইবে, তাহাদিগকেই সুগ্রীব কর্তৃক ঐরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কপিরাজের নিশ্চয়ই দিগ্‌ভ্রম ঘটিয়াছিল—পূর্ব্বদিকে অথবা উত্তর দিকে প্রেরিত বানর গণকেই ঐরূপ বলা উচিত ছিল। (১) মহাভারত—সভাপর্ব্বে অর্জ্জুন কর্তৃক উত্তর দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তের সঙ্গে সংগ্রামের উল্লেখ আছে। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী সন্দেহ নাই; তবে এখানে এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে যে, অর্জ্জুন উত্তরদিগভিমুখেই চলিয়াছিলেন—পরন্তু কুলিন্দবিষয় হইতে শাকলদ্বীপ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন—কেননা, সম্ভবতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য তখন চীনের কিয়দংশ নিয়া হিমালয়ের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (২) যে হেতু ঐ স্থলেই দেখিতে পাইতেছি—

স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ। (মহাভারত সভা ২৬শ অ, ৯ম শ্লোক)

চীনের কিছুটা তাঁহার অধিকারভুক্ত না হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তের চীন সৈন্য কোথা হইতে আসিয়াছিল? (৩)

বঙ্গের সংস্করণে ('বঙ্গবাসী' সংস্করণও বঙ্গের রামায়ণ অবলম্বনে সঙ্কলিত) আছে—

অমূর্ত্তরজসো নাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজম্॥ (আদি কাণ্ড— ৩২।৭)

অর্থাৎ এস্থলে প্রাগ্‌জ্যোতিষের নাম নাই—তৎস্থলে ধর্ম্মারণ্য আছে।

(১) এই স্থলে বক্তব্য যে কালিকাপুরাণে নরকের বিবরণে আছে, রাবণ বধের পর নরক জন্ম-পরিগ্রহ করেন; তাহা হইলে এই প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও নরক পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী কোনও স্থানের হইবে—কামরূপের নহে। ইহাই সম্ভাব্য; কেননা, এই নরককে 'দানব' অর্থাৎ দনুবংশজ বলা হইয়াছে—কামরূপরাজ নরক পৃথিবীসম্ভূত 'ভৌম' বা 'পার্থিব'; দুরাত্মতা হেতু পশ্চাৎ 'অসুর' সংজ্ঞা ভাজন হইয়াছিলেন।

[পরন্তু কচিৎ (যথা হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৬৩ তম অধ্যায়ে) 'ভৌম' নরকেরও বিশেষণ মধ্যে 'অসুর' শব্দের সহিত 'দানব'—এমন কি 'দিতিনন্দন' (দৈত্য)—শব্দও রহিয়াছে; এতাদৃশ স্থলে "'দানব সদৃশ' বা 'দৈত্যপ্রতিম' দেবদ্রোহী"—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।]

(২) অশ্বমেধ পর্ব্বেও আছে, ত্রিগর্ত্ত (জালন্ধর) অতিক্রম করিয়াই পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষে পৌঁছিয়াছিল। (৭৪-৭৫ অধ্যায়)। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে দিগ্বিজয় বর্ণনাতে রঘুকে উত্তরদিকে গিয়া হিমালয় প্রদেশ জয় করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ আক্রমণ করিতে দেখা যাইতেছে।

(৩) এই স্থলে বলা আবশ্যক যে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে পূর্ব্বদিগ্‌বিজয়ার্থ যাত্রা করিয়া ভীমসেন অবশেষে লৌহিত্যে পৌঁছিয়াছিলেন—

এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
বসু তেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগমদ্বলী॥
স সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ।
করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ॥ সভাপর্ব্ব ৩০শ অধ্যায় ২৬-২৭ শ্লোক।

পরন্তু এই লৌহিত্য নদ নহে—জনপদ; সম্ভবতঃ লৌহিত্য নদ যে স্থলে সমুদ্রে পড়িয়াছিল সেই অঞ্চল

রামায়ণ ও মহাভারতের (১) ন্যায় হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরের (২)—তথা নরকের—কথা আছে, কিন্তু কামরূপের নামোল্লেখ নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও প্রাগ্‌জ্যোতিষের নাম (ভারতবর্ষের প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে) উল্লেখিত হইয়াছে—কিন্তু তাহাতেও কামরূপের নাম নাই। পরন্তু কালিকাপুরাণে উভয় নামই আছে এবং নিরুক্তিও আছে—

अस्य मध्ये स्थितो ब्रह्मा प्राङ् नक्षत्रं ससर्ज ह।
ततः प्राग्ज्योतिषाख्येयं पुरी शक्रपुरीसमा॥ ৩৮শ অধ্যায়।১১৯
शम्भुनेत्राग्निनिर्दग्धः कामः शम्भोरनुग्रहात्।
तत्र रूपं यतः प्राप कामरूपं ततोऽभवत्॥ ৫১তম অধ্যায়।৬৭

কালিদাসের রঘুবংশেও প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং কামরূপ এই উভয় নামই রহিয়াছে—

चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन् प्राग्ज्योतिषेश्वरः। ৪।৮১
× × × × × ×
तमीशः कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमम्। ৪।৮৩

সে যাহা হউক কালিকাপুরাণেই নরকের উৎপত্তি, তাঁহার প্রাগ্‌জ্যোতিষ (বা কামরূপ) রাজ্যপ্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার বিনাশ ইত্যাদি সমস্ত কথা, ৩৬শ হইতে ৪০শ—এই পাঁচ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। কামরূপাধিপতিগণের প্রতি শাসনেই নরকের উল্লেখ রহিয়াছে—তাই কালিকাপুরাণ হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার বিবরণ সংক্ষেপে এস্থলে প্রদত্ত হইল।

নদের নামেই অভিহিত হইত—তবে তাহা প্রাগ্‌জ্যোতিষের পশ্চিমদক্ষিণ সীমার সংলগ্ন (বা ঈষদন্তরিত) ভূভাগ ছিল, সন্দেহ নাই।

(১) রামায়ণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্ব ৪৮শ ও ১৩০তম অধ্যায়ে নরকের উল্লেখ আছে—দ্রোণপর্ব্বে ভগদত্তবধাধ্যায়েও আছে। মহাভারতে নরককে 'ভৌম' অর্থাৎ পৃথিবীর পুত্র বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও তিনি বরাহের পুত্র ছিলেন, একথা নাই; বরং আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ২০শ অধ্যায়ে আছে—

तथा शैलालयो राजा भगदत्तपितामहः।
तपोबलेनैव नृपो महेन्द्रसदनं गतः॥ ১০ম শ্লোক

তবে এই ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত না হইয়া অপর কোনও ভগদত্ত হইতে পারে—বহু ব্যক্তির এক নাম থাকিতে পারে।

এস্থলে উল্লেখিতব্য যে বনপর্ব্বে (১৪১তম অধ্যায়ে) অপর এক নরকের বিবরণ আছে—সে **দিতেঃ সুতঃ** দৈত্য ('ভৌম' নহে)—ইন্দ্রপদ কামনায় তপস্যা করিতেছিল। বিষ্ণু তাহাকে মায়া দ্বারা নিহত করেন। (নীলকণ্ঠ টীকায় **नरकस्य भौमासुरस्य** লিখিয়া ভুল করিয়াছেন।)

(২) প্রায় সর্ব্বত্রই—এবং শাসনগুলিতেও—**প্রাগ্‌জ্যোতিষ** দেখা যায় কেবল ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনে **प्राग्ज्योतिषा** (২য় শ্লোক—শাসনাবলী ১৫১ পৃঃ) রহিয়াছে।

শ্রীভগবান্ সত্যযুগে বরাহ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া প্রলয়পয়োধিমগ্না বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিবার পর রজস্বলা ধরিত্রীতে গর্ভাধান করেন—কিন্তু জননীর অপবিত্রাবস্থায় গর্ভাধান হেতু সন্তান অসুর ভাবাপন্ন হইবে ভাবিয়া দেবতারা প্রসবে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। নারায়ণের শরণাপন্ন হওয়াতে ধরিত্রীর গর্ভযাতনা উপশমিত হইলেও ব্যবস্থা হয় যে ত্রেতার মধ্যভাগে (রাবণ বধের পর) সন্তানের জন্ম হইবে। ভগবান্ একথাও বলিয়া যান যে পুত্র জন্মের পরে তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি আসিয়া উহার জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

ত্রেতার সুপ্রসিদ্ধ বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনক অপুত্রক ছিলেন—তিনি সন্তানার্থ যজ্ঞ করেন, তাহাতে যজ্ঞ ভূমিতেই দুইটী পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেন। কন্যাটি যজ্ঞ ভূমিতেই হলচালনায় পৃথিবী হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন; বলা বাহুল্য যে ইনিই "সীতা"। ধরিত্রী তখন রাজর্ষিকে বলিলেন—"আপনাকে এই কন্যা দিলাম—ইহার জন্য রাবণবধ হইবে; অতঃপর আমি আপনাকে একটি পুত্র দিব—তাহাকে বাল্যাবস্থায় পালন করিতে হইবে।" যথা কালে জনকের যজ্ঞভূমিতে পুত্র প্রসব করিয়া পৃথিবী মধ্যরাত্রে রাজর্ষিকে সংবাদ দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। জনক গিয়া দেখিলেন নবজাত বালক একটা নরমস্তকে নিজ মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছে; গৃহে আনিয়া মহিষীর হস্তে উহাকে সমর্পণ করিলেন—এবং নরমস্তকে মাথা রাখিয়াছিল বলিয়া বালকের নাম রাজ-পুরোহিত গৌতম (নামকরণ সংস্কার কালে) 'নরক' (ক=মস্তক) রাখিলেন। (১) স্বয়ং ধরিত্রী ধাত্রীবেশে নরকের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

নরক ষোড়শবর্ষবয়স্ক হইলে পৃথিবী রাজর্ষির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, ধাত্রীরূপেই নরককে গোপনে গঙ্গাতীরে আনিয়া তাঁহার জন্ম বিবরণ বিবৃত করিলেন ও তাঁহাকে নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। নরক তখন পিতৃদর্শনার্থ উৎসুক হইলে, পৃথিবী নারায়ণকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি উপস্থিত হইলেন এবং নরক ও পৃথিবী সহ গঙ্গায় নিমগ্ন হইয়া ক্ষণমাত্রেই কামরূপ মধ্যগত কামাখ্যা-ধিষ্ঠিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ দেশ তখন কিরাতাধ্যুষিত ছিল; তদধিপতি ঘটক নারায়ণ প্রভৃতিকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল; ভগবানের আদেশে নরক কিরাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ঘটকের শিরশ্ছেদন করিলেন—এবং দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত কিরাতদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আসিলেন। তখন নারায়ণ নরককে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য প্রদান করিয়া করতোয়া (২) পর্য্যন্ত কামাখ্যা দেবীর আবাস ভূমির সীমা মধ্যে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির উপনিবেশ সংস্থাপন

---

(১) নরস্য শীর্ষে স্বশিরো নিধায় স্থিতবান্ যতঃ।
তস্মাত্তস্য মুনিশ্রেষ্ঠো নরকং নাম বৈ ব্যধাত্॥ কালিকাপুরাণ ৩৮।২

(২) অতএব দেখা যাইতেছে যে বংশের প্রবর্ত্তক আদি রাজা নরকের সময় হইতেই করতোয়া কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল। তবে অপর সীমা—অন্ততঃ ভগদত্তের সময়ে—দিক্করবাসিনী ছাড়াইয়া যে চীন ও পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ বিবৃত হইবে।

করিলেন এবং বিদর্ভরাজ কন্যা মায়ার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। রাজ্যের নানারূপ শ্রী সম্পাদন পূর্ব্বক নারায়ণ পুত্রকে বলিয়া গেলেন—"দ্বাপরান্তে তোমার পুত্র হইবে; ইতোমধ্যে দেবতা ও ব্রাহ্মণের বিরোধী হইবে না; জগন্মাতা কামাখ্যা ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিবে না—অন্যথা গতপ্রাণ হইবে"। নরকও কিছুদিন উপদেশ প্রতিপালন করিয়া স্বরাজ্যে দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন।

দ্বাপরযুগের শেষভাগে বলিপুত্র বাণনামা অসুর শোণিত পুরের অধিপতি হইলে, তাঁহার সঙ্গে নরকের বড়ই বন্ধুতা জন্মিল; ঐ অসুরের অসদ্দৃষ্টান্তে নরকও দেবদ্বিজে বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। (১) মহর্ষি বশিষ্ঠ কামাখ্যা দর্শনার্থ আগমন করিলে নরক তাঁহাকে বাধা দিলেন—তাই বশিষ্ঠ কুপিত হইয়া অভিশাপ দিলেন—"নররূপী নারায়ণ শীঘ্রই তোমার বিনাশ করিবেন—তাবৎকাল পর্য্যন্ত কামাখ্যাও অন্তর্হিতা হইবেন"। (২)

শাপ প্রভাবে কামাখ্যার অন্তর্ধান বশতঃ রাজ্যে নানারূপ অমঙ্গল উপস্থিত হইল; তখন বন্ধুবর বাণ আসিয়া প্রবোধ দিলেন—"ভয় কি, ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া বর গ্রহণ কর তবেই অভিশাপের উপশম হইবে"। নরক শত বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে অনেক বরলাভ করিলেন—কিন্তু মোহবশতঃ মুনিশাপের প্রতিবিধানার্থ প্রার্থনা করিলেন না। বাণের পরামর্শে অসুরদিগকে আনিয়া তিনি সেনাপতি পদে বৃত করিলেন; দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন; বরুণকে জয় করিয়া তাঁহার ছত্রও নিয়া আসিয়া-

---

(১) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য খণ্ড—তৃতীয় অধ্যায়ে আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বরাহ ভাবে আবিষ্ট হইয়া মুরারিগুপ্তকে বলিতেছেন—

"যেকালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল নরক নামে পুত্র মহাবল।
আপন পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিলুঁ সকল॥
মহারাজা হইলেন আমার নন্দন।
দেবদ্বিজগুরুভক্তি করেন পালন॥
দৈব দোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হইল ভক্তদ্রোহী রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিলুঁ আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥ (১২০ পৃষ্ঠা, হিতবাদী সংস্করণ)

(২) যোগিনীতন্ত্রে নরকের কথা অতি সংক্ষেপে রহিয়াছে; তাহাতে বশিষ্ঠের শাপে কামাখ্যার অন্তর্ধানের বিবরণও আছে—তবে ঐ শাপ সম্বন্ধে এইরূপ আছে যে কামাখ্যা মহাদেবকে শাপের কথা বলিলে তিনি শাপোদ্ধারের বিধান করিয়াছিলেন। (যোগিনীতন্ত্র পূর্ব্বার্দ্ধ ১২শ পটল দ্রষ্টব্য।)

ছিলেন। ইতোমধ্যে নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারকায় অবস্থান করিতেছিলেন—ইন্দ্র তাঁহার নিকট গিয়া নরকের দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলে—শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ারূঢ় হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া নরকাসুরকে সুদর্শন চক্র দ্বারা বিনাশ করিলেন। তখন পৃথিবী আসিয়া অদিতির কুণ্ডল প্রদান পূর্ব্বক নরকসন্তানের প্রতিপালনার্থ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরক পুত্র ভগদত্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বারুণচ্ছত্র এবং বহুবিধ ধনরত্নাদি সহ প্রস্থান করিলেন। (১)

(১) হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব্ব ৬৩-৬৪ অধ্যায়ে), বিষ্ণুপুরাণে (পঞ্চম অংশ ২৯শ অধ্যায়ে) এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ম স্কন্ধ ৫৯তম অধ্যায়ে) সংক্ষেপে নরকের কাহিনী বর্ণিত আছে, কিন্তু বিদেহ বা জনকের কোন কথা নাই; অদিতির কুণ্ডল হরণের ও বারুণচ্ছত্রের কথা সর্ব্বত্রই আছে। তাম্রশাসনে (এবং মহাভারত—উদ্‌যোগ পর্ব্ব—৪৮শ অধ্যায়ে) কুণ্ডল হরণের কথা আছে, ছত্রের কথা নাই। পরন্তু হর্ষচরিতে (৭ম উচ্ছ্বাসে) আছে, ভাস্করবর্ম্মা দূতদ্বারা নরকাহৃত বারুণচ্ছত্র হর্ষবর্দ্ধনকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। আবার কালিকাপুরাণ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে (১২৬ তম শ্লোকে) আছে—

अदितिः कुण्डलयुगं मयया निर्म्मितं स्वकम् ।
ददौ स्वकन्यादाकृत्ये पुत्र्यै मेधातिथेस्तदा ॥

মেধাতিথির কন্যার অর্থাৎ অরুন্ধতীর বিবাহ সময়ে অদিতি তাঁহাকে স্বীয় কুণ্ডল দিয়া ফেলিয়াছিলেন—তবে নরক (ইহার বহুকাল পরে) অদিতির কুণ্ডল পাইলেন কিরূপে? বোধ হয় অদিতি পশ্চাৎ আর এক যোড়া কুণ্ডল গড়াইয়া ধারণ করিয়াছিলেন। বারুণচ্ছত্র তো শ্রীকৃষ্ণ নিয়া গেলেন, উহা মৌরসীসূত্রে ভাস্করবর্ম্মা কিরূপে পাইলেন? তবে কি শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানানন্তর দ্বারকাপুরী বিধ্বস্ত হইলে পর, বজ্রদত্ত (বা তদুত্তরাধিকারী কেহ) পুনরায় ইহা দখল করিয়াছিলেন? পরন্তু ছত্রের যে বর্ণনা হর্ষচরিতে আছে তত্তটা পুরাণাদিতে নাই—কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের হাতে পড়িয়া কি ইহার ঐটুকু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল?

অপিচ রাজতরঙ্গিণী—দ্বিতীয় তরঙ্গে নরকাহৃত এই বারুণচ্ছত্রের বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে। কাশ্মীররাজ মেঘবাহন প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজকন্যা অমৃতপ্রভার স্বয়ংবরে গিয়াছিলেন:—

तत्र तं वारुणं छत्रं छायया राजसन्निधौ ।
भेजे वरस्रजा राजकन्यका चामृतप्रभा ॥
तेन तस्य निमित्तेन वृद्धिमागामिनीं जनाः ।
अजानन्नम्बुवाहस्य पाश्चात्येनेव वायुना ॥
राज्ञा हि नरकेणैतद्गुरुणा वरुणाद्वारयाम् ।
आनीतमकरोच्छायां न विना चक्रवर्त्तिनम् ॥

রাজতরঙ্গিণী হিতবাদী সংস্করণ, ২।১৪৮—১৫০ শ্লোক

ইহা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে ঐ ছত্র সার্ব্বভৌম রাজাকেই মাত্র ছায়া প্রদান করিত। এই কথা ভাস্করবর্ম্মার দূতও (হর্ষচরিত—৭ম উচ্ছ্বাসে) বলিয়াছিলেন।

বরাহরূপী স্বয়ং নারায়ণ যাঁহার জনক, ভূতধাত্রী ধরিত্রী যাঁহার গর্ভধারিণী, ত্রেতা ও দ্বাপর ব্যাপিয়া যাঁহার রাজত্ব কাল, স্বর্গ মর্ত্য যাঁহার প্রতাপে প্রকম্পিত ছিল, নানা পুরাণেতিহাসে যাঁহার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতি ইদানীং দুইটী মাত্র স্থলে—তাহাও অসুরোপনাম যোগে—সংরক্ষিত হইতেছে। এক, 'নরকাসুরের পর্ব্বত'—ইহা গৌহাটি শহরের অনতি দূরে অবস্থিত, সম্ভবতঃ ইহারই উপরিভাগে তদীয় আবাস বাটিকা ছিল; অপর, 'নরকাসুরের পথ'—ইহা শ্রীশ্রীকামাখ্যা-ধিষ্ঠিত নীলাচল পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রস্তরমণ্ডিত প্রশস্ত সরণি। (১)

নরকের পর তৎপুত্র ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি হন; তাঁহার বিবরণ মহাভারত সভাপর্ব্ব, উদ্যোগপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব ও দ্রোণপর্ব্বে রহিয়াছে। (২) তিনি খুবই যুদ্ধপটু ছিলেন—দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনের

আবার রাজতরঙ্গিণী—তৃতীয় তরঙ্গে আছে যে ঐ কাশ্মীর রাজ মেঘবাহন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দ্বীপান্তর আক্রমণার্থ সমুদ্রতীরোপান্ত বনভূমিতে উপস্থিত হইলে বরুণদেব মায়াবিস্তার পূর্ব্বক মেঘবাহন হইতে ছত্রের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন (২৭-৭০ শ্লোক)। ঐ ছত্র স্বীয় দিব্য প্রভাবে গতিশীল ছিল (রাঃ তঃ ৩।৩২)।

রাজতরঙ্গিণীর ইংরেজী অনুবাদক স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন সংকলিত "Chronological Table of Kashmir Kings" অনুসারে মেঘবাহনের রাজত্ব ৩০৮৮ লৌকিকাব্দ (=১২ খৃঃ অঃ)। এই গণনামতে মেঘবাহন ভাস্করবর্ম্মান—তথা হর্ষবর্দ্ধনের—বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তাহা হইলে হর্ষচরিতে কথিত কাহিনীর সঙ্গতি-বিধান কিরূপে হইবে? বরুণদেব দয়া করিয়া কি ইতোমধ্যে কোনও কামরূপাধিপতিকে ঐ ছত্র প্রদান করিয়াছিলেন? [লক্ষ্যের বিষয় যে, হর্ষের নিকটে ভাস্করের দূত কর্তৃক ছত্রের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ যে ইহার অধিকার করিয়াছিলেন ঐ কথার—তথা মেঘবাহনের (উপরি উক্ত) কাহিনীর—কোনও উল্লেখ নাই।]

বলা আবশ্যক যে এই ছত্র দেবীযুদ্ধের সময় শুম্ভের আলয়েও ছিল :—

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি। চণ্ডী ৫।৯৭

(১) এই পথের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে—রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর সংকলিত 'আসাম বুরঞ্জি' (ইতিহাস) গ্রন্থেও ইহা স্থান পাইয়াছে; এতদ্দ্বারা নরকের আসুরী প্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। একদা নরক কামাখ্যা দেবীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে, দেবী বলিলেন, "যদি রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে এই স্থানে পথঘাট মন্দির ইত্যাদি নির্ম্মিত করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে সম্মত আছি।" নরক তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিয়া রাত্রি মধ্যেই ঐ সকল সম্পাদনার্থ আদেশ করিলেন। কার্য্যও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল—এমন সময় দেবীর ছলনায় কুক্কুটধ্বনি শ্রুত হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, তাই বিবাহ আর হইল না। (কামাখ্যাপীঠে যে স্বল্পপরিসর মন্দির মধ্যে অবস্থিত, তাহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত—কিন্তু কামদেব প্রতিষ্ঠিত—বলিয়াই প্রবাদ।)

(২) আদিপর্ব্ব প্রভৃতি অপর কতিপয় স্থলেও তাঁহার কথা রহিয়াছে, তবে পরিমাণে যৎসামান্য বলিয়া ঐ সব উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইল না।

সঙ্গে অষ্টাহব্যাপী সমরে ব্যাপৃত থাকিয়া পরিশেষে যেন একটু ঘোরবিয়ানা করিয়া তাঁহার সঙ্গে আপোষ করিয়াছিলেন। নরক ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—কিন্তু ভগদত্ত নিজকে ইন্দ্রের সখা বলিয়া খ্যাপিত করিয়া তৎপুত্র অর্জ্জুনকে বাৎসল্যভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন—

> অহং সখা মহেন্দ্রস্য শক্রাদনবরো রণে।
> ন শক্ষ্যামি চ তে তাত স্থাতুং প্রমুখতো যুধি॥
> ত্বমীপ্সিতং পাণ্ডবেয় ব্রূহি কিং করবাণি তে।
> যদ্ বক্ষ্যসি মহাবাহো তৎ করিষ্যামি পুত্রক॥ সভাপর্ব্ব—২৬।১২-১৩

এরূপ বাৎসল্যের কারণ আরও আছে, বোধ হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারতে, ভগদত্তের কন্যা ভানুমতী অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছিলেন—এই কথা আছে। কামরূপে তো একথা খুবই প্রচলিত; এমন কি প্রাগ্জ্যোতিষের বর্ত্তমান প্রতিনিধি গৌহাটি শহরে একটি পুষ্করিণী সেই বিবাহ কালে খনিত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। (১) সে যাহা হউক, ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়া প্রবলপরাক্রমে ১২ দিনযুদ্ধ করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনহস্তে নিহত হন। তিনি তখন জরাগ্রস্ত ছিলেন—এমন কি ললাটে কাপড়ের পট্ট বাঁধিয়া তাঁহাকে লোলচর্ম্মাবরণ হইতে দৃষ্টিশক্তি পরিমুক্ত রাখিতে হইয়াছিল।

> বলীসংছন্ননয়নঃ শূরঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ।
> অক্ষ্ণোরুন্মীলনার্থায় বদ্ধপট্টো হ্যসৌ নৃপঃ॥ দ্রোণপর্ব্ব ২৮।২৫

মৃত্যুর দিনে ভগদত্ত তাঁহার হস্তী নিয়া সমরে পাণ্ডব সৈন্য মথিত করিতেছিলেন—অর্জ্জুনকেও বৈষ্ণবাস্ত্র (২) প্রয়োগে নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাহা নিজের বক্ষস্থলে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সখাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন। দুর্দ্ধর্ষ ভগদত্তের সেই লোল চর্ম্মাবরোধক বস্ত্র

---

(১) সভাপর্ব্বে (৫১তম অধ্যায়ে) দুর্য্যোধন পিতৃসমীপে ভগদত্তের কথা পাড়িয়াছিলেন—

> প্রাগ্জ্যোতিষাধিপঃ শূরো ম্লেচ্ছানামধিপো বলী।
> যবনৈঃ সহিতো রাজা ভগদত্তো মহারথঃ॥ ১৪শ শ্লোক

এভাবের বর্ণনা আছে; এস্থলে সম্বন্ধের কোনও উল্লেখ নাই।

[কামরূপে প্রচলিত প্রবাদে দুর্য্যোধন ভগদত্তের ভগিনীপতি—রায় বাহাদুর গুণাভিরামের বুরঞ্জি ৩য় অধ্যায়]

(২) এই বৈষ্ণবাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ (অন্যরূপে) পৃথিবীর প্রার্থনামতে নরককে প্রদান করেন—ভগদত্ত উত্তরাধিকারসূত্রে তাহা প্রাপ্ত হন। (দ্রোণপর্ব্ব ২৮শ অধ্যায়)। কালিকাপুরাণে আছে (৩৮শ অধ্যায়) নারায়ণ নরককে প্রাগ্জ্যোতিষাধিপত্যে স্থাপন করিয়া নানাবিধ উপহারের সহিত একটি 'শক্তি' প্রদান করেন। নরকবধের পর পৃথিবী প্রার্থনা করিয়া সেই 'শক্তি' ভগদত্তকে দেওয়াইয়াছিলেন (৪০শ অধ্যায়)।

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে কাটিয়া ফেলাতে ভগদত্ত দৃষ্টিহীন হন—তখনই অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (১)

ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের কথা অশ্বমেধ পর্ব্বে (৭৫-৭৬ অধ্যায়ে) আছে। বজ্রদত্ত বালক (২) ছিলেন বলিয়াই হয়তো ভারত যুদ্ধে পিতার সঙ্গে যান নাই। পিতৃহন্তা অর্জ্জুনের সঙ্গে খুব পরাক্রমের সহিত 'ত্রিরাত্র' যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিশেষে বাহক হস্তীটি আহত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হওয়াতে বজ্রদত্তও ভূমিগত হইলেন—তখন অর্জ্জুন আপোষের কথা পাড়িয়া যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিলেন। (৩)

---

(১) ভগদত্তবধার্থ অর্জ্জুনকে প্ররোচিত করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন :—

\+ \+ \+ \+ \+

বিমুক্তং পরমাস্ত্রেণ জহি পার্থ মহাসুরম্॥
বৈরিণং যুধি দুর্দ্ধর্ষং ভগদত্তং সুরদ্বিষম্। দ্রোণ ২৮।৩৭-৩৮

\+ \+ \+ \+ \+

অর্থাৎ ভগদত্তকে সুরদ্বেষী অসুর বলিয়াছিলেন। পরন্তু ভগদত্ত নিজকে সুরপতি ইন্দ্রের সখা বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছিলেন—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; ভাস্করবর্ম্মার শাসনেও (৫ম শ্লোকে) ভগদত্তকে 'ইন্দ্রসখ' বলা হইয়াছে। এমন কি দ্রোণপর্ব্বের ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও আছে :—

নিহত্য তং নরপতিমিন্দ্রবিক্রমং সখায়মিন্দ্রস্য তদৈন্দ্রিরাহবে।
ততোঽপরাং স্তব জয়কাঙ্ক্ষিণো নরান্ বভঞ্জ বায়ুর্বলবান্ দ্রুমানিব॥ দ্রোণ ২৮।৫১

এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই বলা যায়, যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন দিব্য দৃষ্টিতে অতীতের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে ছিলেন; ভগদত্ত প্রযুক্ত বৈষ্ণবাস্ত্র দেখিয়াই তিনি উহা আপন বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া ঐ অস্ত্রের অতীত কাহিনী—কিরূপে নরক উহা পান, ইত্যাদি—অর্জ্জুনের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টিতেই তিনি ভগদত্তের পূর্ব্বজন্মের বিষয় দেখিয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভগদত্ত পূর্ব্বজন্মে যে অসুরই ছিলেন, তাহা মহাভারত সম্ভবপর্ব্বে রহিয়াছে :—

বাষ্কলো নাম যস্তেষামাসীদসুরসত্তমঃ।
ভগদত্ত ইতি খ্যাতঃ স জজ্ঞে পুরুষর্ষভঃ॥ আদি ৬৭।৯

(সম্ভবতঃ তখন পিতৃসখ বৃদ্ধকে বধ করিতে অর্জ্জুন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন—অন্তর্দ্দর্শী শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ে তৎপ্ররোচনার্থ ঐরূপ বলাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন)।

(২) বজ্রদত্ত বলিতেছেন :—হতো বৃদ্ধো মম পিতা শিশুং মামদ্য যোধয়। অশ্ব: ৭৬.৪

(৩) বজ্রদত্তের বীরত্ব সম্বন্ধে ভাস্কর বর্ম্মার শাসনে আছে :—

মদমলমলঘুবজ্রগতিরতোষয়দ্ যঃ সদা সংখ্যে॥ (৬ষ্ঠ শ্লোক)

ইন্দ্রপালের শাসনেও সেই কথাই রহিয়াছে—

দোর্দ্দণ্ডপ্রবীর্য্যপরিতোষিতবজ্রপাণিঃ। (৮ম শ্লোক)

পরন্তু বজ্রদত্ত কখন কিরূপে এবং কোথায় ইন্দ্রকে যুদ্ধে সন্তোষিত করিয়াছিলেন—তাহা অস্মদ্দৃষ্ট পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায় নাই—অথচ ৪০০ বৎসর ব্যবহিত দুইটি শাসনে যে কথা রহিয়াছে—তাহা নিতান্ত অমূলক কিছু হইবে, ইহা মনে করিতে পারি না।

আলোচ্যমান সমস্ত তাম্রশাসনেই নরক ও ভগদত্তের কথা আছে এবং ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন ছাড়া অন্যগুলিতে বজ্রদত্তেরও উল্লেখ রহিয়াছে (১)। ভাস্কর বর্ম্মার ও ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের পুত্র বলিয়া লেখা আছে, কিন্তু বনমাল, বলবর্ম্মা ও রত্নপালের শাসনে বজ্রদত্ত ভগদত্তের ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বনমালের শাসনে আছে,—

কৃষ্ণেণ তং (নরকং) নিহত্য চ সুতৌ ভগদত্তবজ্রদত্তাখ্যৌ।
তস্য (নরকস্য) সুতৌ তদ্বনিতা করুণবিলাপহৃতহৃদয়েন ॥ (৯র্থ শ্লোক)

তাহাতে দেখা যায়, কৃষ্ণ নরকের ভগদত্ত ও বজ্রদত্ত নামক দুইটী পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বনমালের শাসনরচয়িতা কোথা হইতে যে এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, জানিতে পারা যায় নাই। ইহা মহাভারতবিরোধী—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; কালিকাপুরাণেও নরকের পুত্রগণের নামের মধ্যে ভগদত্ত আছেন, কিন্তু বজ্রদত্ত নাই :—

ঋতুমত্যান্তু জায়ায়াং কালে স নরকঃ ক্রমাৎ।
ভগদত্তং মহাশীর্ষং মদবন্তং সুমালিনং ॥
চতুরো জনয়ামাস পুত্রানেতান্ ক্ষিতেঃ সুতঃ। কালিকাপুরাণ ৪০ অধ্যায়। ১-২

কোন্ প্রমাণে যে ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের ভ্রাতৃসম্পর্ক, কেবল বনমালের শাসনলেখক নহেন—অপিচ বলবর্ম্মা ও রত্নপালের তাম্রশাসন রচয়িতাও—লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত: অথচ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস্করবর্ম্মার শাসনরচনাকারী এবং রত্নপালের পৌত্র ইন্দ্রপালের শাসনলেখক বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র—এই মহাভারত সম্মত কথাই লিখিয়াছেন।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে বিষয়টাকে আরো একটু জটিল করা হইয়াছে। ভাস্করের দূত হর্ষের নিকট বলিতেছেন (৭ম উচ্ছ্বাস) :—

মহাত্মন স্তস্য (নরকস্য) অন্বয়ে ভগদত্তপুষ্পদত্তবজ্রদত্তপ্রভৃতিষু ব্যতীতেষু বহুষু মেরুপমেষু মহত্সু মহীপালেষু ইত্যাদি।

(হর্ষচরিত-জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ ৫৮৪—৫ পৃষ্ঠা)

ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের মধ্যে এই পুষ্পদত্ত প্রক্ষিপ্ত হইলেন কি প্রকারে? পুষ্পদত্ত বজ্রদত্তের পুত্রও হইতে পারেন—পরন্তু তাঁহার পূর্ব্বনিপাত কিরূপে হইল? ফলতঃ ইহাও এক সমস্যার বিষয়। (২)

---

(১) হর্জরের ফলকেও বজ্রদত্তের উল্লেখ দেখা যায় না—তবে অপাঠ্য অংশে এবং অপ্রাপ্ত (প্রথম) ফলকে ছিল কি না বলা যায় না।

(২) ভাস্কর বর্ম্মার শাসনে পুষ্যবর্ম্মার নাম পূর্ব্বপুরুষ গণনার প্রথমেই পাওয়া যায়; অনেক সময় 'পুষ্য' ও 'পুষ্প' পরস্পর সমানার্থকরূপে অপর শব্দের পূর্ব্বে বসে, যেমন 'পুষ্যরথ' ও 'পুষ্পরথ'; 'পুষ্যমিত্র' ও 'পুষ্পমিত্র'; তাই পুষ্যবর্ম্মা হয়তো পুষ্পবর্ম্মারূপে ভাস্করদূতের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিলেন—অপিচ ভগদত্ত

মহাভারতাদিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের উপরি উক্ত তিন নরপতির (অর্থাৎ নরক, ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের) নামই পাওয়া যায়। তাঁহাদের সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, ঠিক বলা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চীনের কিয়দংশ প্রাগ্‌জ্যোতিষান্তর্গত ছিল—তিব্বতের সীমা পর্য্যন্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল। (১) রাজা ভগদত্তকে "পূর্ব্বসাগরবাসী" (উদ্যোগ পর্ব্ব ৪র্থ অ-১১শ শ্লোকে) ও "পর্ব্বতপতি" (দ্রোণ-২৫শঅ: ৫২তম শ্লোকে) বলা হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে তিনি **সহ ম্লেচ্ছৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ** সমুপস্থিত হইয়াছিলেন (সভা—৩৪ অঃ, ১০ম শ্লোক)। বোধ হয় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর পূর্ব দিকস্থিত পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া চীনের একটা অংশে—সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত—ভগদত্তের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। (২)

ও বজ্রদত্তের পরে না বসিয়া প্রমাদ বশতঃ মধ্যে স্থান পাইয়াছেন, এবং দুই 'দত্তে'র মাঝে বসায় 'পুষ্পদত্ত' হইয়া পড়িয়াছেন!

[এতৎ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয় রহিয়াছে। কর্ণপর্ব্ব ৫ম অধ্যায়ে দুর্য্যোধনের পক্ষীয় যুদ্ধে নিহতগণের তালিকায় আছে—

ভগদত্তসুতো রাজন্ কৃতপ্রজ্ঞো মহাবলঃ।
শ্যেনবচ্চরতা সংখ্যে নকুলেন নিপাতিতঃ॥ কর্ণ ৫।২৯

ইনি অবশ্যই বজ্রদত্তের জ্যায়ান্ ভ্রাতা ছিলেন—কেননা, ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বজ্রদত্ত বালক বলিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগ দেন নাই। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে 'কৃতপ্রজ্ঞ' শব্দটি বোধ হয় নাম নহে—বিশেষণ, অন্ততঃ বঙ্গবাসী প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদে ইহার প্রতিশব্দ (কৃতবুদ্ধি) থাকায় ইহাই অনুমিত হয়। তবে কি ইহারই নাম 'পুষ্পদত্ত'? এই দুই নামে কোমলতম 'পুষ্প' এবং কঠিনতম 'বজ্র' দেখিয়া মনে হয় ঈদৃশ নাম দুইটি দুই ভ্রাতার হইলে হইতেও বা পারে, তাহা হইলে ভগদত্তের পরে ও বজ্রদত্তের পূর্ব্বে পুষ্পদত্তের উল্লেখ সমীচীনই বোধ হইবে। পরন্তু 'কৃতপ্রজ্ঞ' নামও হইতে পারে; এবং তিনি পিতার সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হওয়াতে 'রাজা' হইতে পারেন নাই; তাই তাঁহার নাম (পুষ্পদত্ত হইলেও) ঐ ভাবে (মহামহীপালগণের মধ্যে) উল্লেখ যোগ্য মনে করা যায় না।]

(১) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে উপস্থিত হইয়া ভগদত্ত যে সকল উপহার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে—

আজানেয়ান্ হয়ান্ শীঘ্রান্ আদায়ানিলরংহসঃ।
× × × × × × ×
অশ্মসারময়ং ভাণ্ডং শুদ্ধদন্তৎসরূনসীন্॥ (সভা ৫১ অঃ ১৫।১৬ শ্লোক)

পার্ব্বত্য দেশ সুলভ পাথরের জিনিষ ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বাটযুক্ত খড়্গাদি ছাড়া দ্রুতগামী ঘোটকও ছিল—ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় বর্ত্তমান ভূটান তাঁহার অধিকারে ছিল—আজিও ভুটিয়া ঘোড়া তথা হইতে এদেশে আমদানি হইয়া থাকে। এই দিক্ দিয়াও যে প্রাগ্‌জ্যোতিষের তিব্বতসংস্পৃষ্টি ঘটিয়াছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখিত রঘু ও অর্জ্জুনের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বিজয়ের বিবরণ হইতেও প্রতীত হয়।

(২) বনমালের তাম্রশাসন—৫-৬ শ্লোকে—যাহা আছে তাহা হইতে জানা যায় যে ভগদত্ত পৈতৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপত্য মাত্র প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই—তিনি তপস্যা দ্বারা মহাদেবের আরাধনা

ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের যুদ্ধ সময়ে হস্তীর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়—তাহা এখনও আসামের এক বিশেষ সম্পত্তি। কামরূপ রাজগণ তাঁহাদের সিল্ "হাতীমার্কা" করিয়া গজসম্পদ্ গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর ভাগে পর্ব্বতে ও অরণ্যে 'ভগদত্তের' (১) বাড়ীর কথা লোকমুখে শুনা যায়—তাহাতে বোধ হয় সেই প্রাচীন যুগে পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরপূর্ব্বাংশের কিয়দংশ কামরূপের অধীন ছিল : হয়তো বা মধ্যযুগেও কামরূপাধিপতি কেহ কেহ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া আসিয়া ঐ অংশে সাময়িক অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।

পুরাণেতিহাসের যুগে প্রাগ্জ্যোতিষ ও তদধিপতিগণের বিবরণ যথালব্ধ উপরে প্রদত্ত হইল। তাম্রশাসনাদি হইতে যাহা পাওয়া যাইতেছে, সম্প্রতি তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

অশোকের কোনও স্তম্ভ কামরূপ প্রদেশে এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই : ফলতঃ এই রাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার মোটেই হয় নাই—চীন পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াং এবিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া গিয়াছেন। (২) গুপ্ত সম্রাট্‌দের সময়ে তাঁহাদের প্রভাব কামরূপে বিস্তৃত হইয়া ছিল, তাই তেজপুরের সন্নিকৃষ্ট (ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ) পাষাণগাত্রলিপিতে 'গুপ্ত৫১০' এই অব্দাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে। (৩) সমুদ্র গুপ্তের যে স্তম্ভলিপি (৪) প্রয়াগে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার মিত্র রাজ্যাবলী (সমতট ডবাক কামরূপ নেপাল কর্ত্তৃপুরাদি) মধ্যে কামরূপের নাম স্পষ্টই রহিয়াছে।

ঐ সময় যিনিই সার্ব্বভৌম পদবী লাভের জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন তিনিই একবার ভারতের এই উত্তর পূর্ব্বদিক্‌স্থিত প্রাচীন রাজ্যের অধিপতির সহিত প্রহরণ বিনিময় করিয়া গিয়াছেন—তিনি নিকটস্থিত মগধের গুপ্তবংশীয় নৃপতিই হউন—আর দূরস্থ মালবাধিপতিই হউন (৫)।

করিয়া বর স্বরূপ উপরিপত্তনাধিপত্যও লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ **তনুরপিয়ী জন্তু মহতাং প্রার্থনা**। তিনি প্রাগ্জ্যোতিষপার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির আধিপত্য লাভ করিয়া রাজ্যের সীমা উত্তরে ও পূর্ব্বে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন; এবং প্রাচীপতি পিতৃশত্রু মহেন্দ্রের সঙ্গে সখ্য বন্ধন করিয়া সুরলোকেও প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

(১) ঐ অঞ্চলে 'ভগদত্ত' নামটি বোধ হয় কামরূপাধিপতিগণের সাধারণ সংজ্ঞা; নানা স্থানে 'ভগদত্তের বাড়ী'র নির্দ্দেশ দ্বারা ইহাই সূচিত হয়।

(২) They (অর্থাৎ কামরূপাধিবাসিগণ) worshipped the devas and did not believe in Buddhism. So there had never been any Buddhist monastery in the land.

Watters' Yuan Chwang Vol ii P- 186)

(৩) পরিশিষ্টে হর্জ্জর বর্ম্মার শিলালিপি দ্রষ্টব্য।

(৪) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol iii P. 8

(৫) প্রমাণ, যশোধর্ম্মদেবের মন্দশোরে আবিষ্কৃত শিলা লিপি—Ibid—Vol iii p. 146—

আলৌহিত্যোপকণ্ঠাতালবনগহনোপত্যকাদামহেন্দ্রাত্—ইত্যাদি শ্লোক।

এতদ্‌গ্রন্থে আলোচ্যমান শাসনাবলীর মধ্যে প্রথমালোচিত ভাস্করবর্ম্মার শাসনে তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম পাইতেছি। নিম্নে তাহা আনুমানিক সময় নির্দ্দেশ ক্রমে প্রদত্ত হইল :—

আনুমানিক সময়	রাজার নাম
৪র্থ শতাব্দী (মধ্যভাগ)	পুষ্য বর্ম্মা
	❘
	সমুদ্র বর্ম্মা = (পত্নী) দত্তদেবী
	❘
	বলবর্ম্মা = রত্নবতী
	❘
৫ম শতাব্দী	কল্যাণবর্ম্মা = গন্ধর্ব্ববতী
	❘
	গণপতি বর্ম্মা = যজ্ঞবতী
	❘
	মহেন্দ্রবর্ম্মা = সুব্রতা
	❘
	নারায়ণবর্ম্মা = দেববতী
	❘
৬ষ্ঠ শতাব্দী	* মহাভূতবর্ম্মা = বিজ্ঞানবতী (নামান্তর ভূতিবর্ম্মা)
	❘
	* চন্দ্রমুখবর্ম্মা = ভোগবতী
	❘
	* স্থিতবর্ম্মা = নয়নদেবী
	❘
	* সুস্থিতবর্ম্মা = * শ্যামাদেবী (নামান্তর মৃগাঙ্ক)
	❘
৭ম শতাব্দী (পূর্ব্বার্দ্ধ)	সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা * ভাস্করবর্ম্মা

* এই চিহ্নিত নামগুলি হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাসে আছে। তবে মহাভূতবর্ম্মার স্থলে কেবল নামান্তর 'ভূতিবর্ম্মা', স্থিতবর্ম্মার স্থলে 'স্থিতিবর্ম্মা' এবং সুস্থিতবর্ম্মার স্থলে 'সুস্থিরবর্ম্মা' এই ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। হর্ষচরিতে ভাস্করবর্ম্মার 'কুমার' এই উপনাম দেখা যায়, শাসনে তাহা নাই। সম্প্রতি ভাস্কর-বর্ম্মার একটি সিলের ভগ্নাংশ নালন্দার ভগ্নাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গণপতিবর্ম্মা হইতে ভাস্করবর্ম্মা পর্য্যন্ত নাম আছে—এবং যজ্ঞবতী হইতে ভাস্করের মাতা পর্য্যন্ত রাজ্ঞীদেরও নাম আছে—তাহা শাসনের নামগুলির সহিত মিলিয়াছে, কেবল নয়নদেবীর স্থলে 'নয়নশোভা' এবং শ্যামাদেবীর স্থলে 'শ্যামা (?) লক্ষ্মী' রহিয়াছে। (Journal of the Behar & Orissa Society, March 1920 Pp 151-152).

কালনির্দ্দেশে ভাস্করবর্ম্মার রাজত্বসময় আমাদের সুবিদিত। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যারম্ভকাল ৬০৬ খৃষ্টাব্দ; ঐ সময়েই ভাস্করবর্ম্মার দূত আসিয়া হর্ষের সঙ্গে তাঁহার মৈত্রীর প্রস্তাব করেন; প্রায় সেই সময়েই ভাস্করেরও রাজ্যারম্ভ কাল বলিতে পারি। চীন পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াং কামরূপ প্রদেশে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে আসেন, তখনও ভাস্করবর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। চারি পুরুষে শতাব্দী ধরিয়া, মহাভূতবর্ম্মা (বা ভূতিবর্ম্মা) ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজত্ব করেন—এইরূপ অনুমান করিতে পারি। সেই হিসাবে পুষ্যবর্ম্মা ৪র্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন একথা বলা যায়। ইহার সমর্থনে আরো একটি বিষয় বলিতে পারি; সমুদ্রবর্ম্মা ও তৎপত্নী দত্তদেবীর নামের সহিত বিখ্যাত সমুদ্রগুপ্ত (যিনি চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট্ রূপে বিরাজমান ছিলেন) ও তৎপত্নী দত্তদেবীর নামের সাদৃশ্যে বোধহয় সমুদ্রবর্ম্মার পিতা পুষ্যবর্ম্মা (১) সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার অধিরাজত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধন পূর্ব্বক ঐ মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের নামানুসারে (২) কেবল যে পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন—এমন নহে, পুত্রবধূটিকেও সম্রাট্ পত্নীর নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন—অথবা উক্তনামিকা কন্যা-নির্ব্বাচন পূর্ব্বক পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। (৩)

কামরূপাধিপতি এই মধ্য যুগের রাজগণের মধ্যে ভাস্করবর্ম্মার ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কেহ ছিলেন না; তিনটি বিভিন্ন স্থল হইতে আমরা তাঁহার খাটি ইতিহাস পাইতেছি—মহাকবি বাণভট্ট লিখিত 'হর্ষচরিত' (৭ম উচ্ছ্বাস), ভাস্করবর্ম্মার স্ব প্রদত্ত তাম্রশাসন এবং চীন পরিব্রাজক য়ুয়নচোয়াঙের লিখিত বিবরণী। হর্ষচরিতে আছে, হর্ষবর্দ্ধন, তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন গৌড়াধিপ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়াই গৌড় অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন; কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই ভাস্করবর্ম্মার

---

(১) পুষ্যের নিজের নামটীতেও শুঙ্গবংশীয় রাজগণের বীজিপুরুষ 'পুষ্য'মিত্র এবং হর্ষবর্দ্ধনের বংশের আদি পুরুষ 'পুষ্য'ভূতির নামের মিল দেখা যায়।

(২) তদানীন্তন কামরূপাধিপতিগণ গুপ্ত সম্রাট্গণের কেবল নামানুকরণই করিয়াছিলেন এমন নহে—তাঁহাদের মন্দিরাদিনির্ম্মাণরীতিরও যে অনুসরণ করিয়াছিলেন—তাহার চিহ্নও আবিষ্কৃত হইয়াছে; স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তেজপুর শহরের নিকটবর্ত্তী দহপর্ব্বতীয়া নামক গ্রামে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট তোরণ দ্বারে ঐ চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন—তদীয় Plastic Art of the Gupta period and its influence on later Medieval Art প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য। (The Bengalee March 3, 1925)

(৩) এই নাম সাম্য দর্শনে একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিলেন। ডাঃ ভিন্‌সেণ্ট্ এ, স্মিথ্ তদীয় "আর্লি হিস্‌টরী অব্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ভাস্করবর্ম্মা সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কোচ ছিলেন। এই উক্তির প্রতিবাদ কল্পে ভাস্করের তাম্রশাসনের উল্লেখিত তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—এখনও কি তিনি ভাস্করবর্ম্মাকে 'কোচ' বলিবেন? তদুত্তরে ডাঃ ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ লিখিয়াছিলেন যে পুষ্যবর্ম্মা ও সপত্নীক সমুদ্রবর্ম্মার নামকরণে প্রসিদ্ধ রাজগণের অনুকরণ দেখিয়া তিনি অনুমান করেন—এই বংশলতিকা জাল হইতে পারে—এমন নজিরও না কি আছে। তাঁহার

দূত হংসবেগ আসিয়া উপহার প্রদান পূর্ব্বক(১)হর্ষের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের প্রস্তাব করিলেন। ভাস্করবর্ম্মার পিতা সুস্থিতবর্ম্মা যে মহাসেন গুপ্ত কর্তৃক পরাভূত হন (২) তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র (৩) নরেন্দ্রগুপ্ত (শশাঙ্ক)ই তদানীং গৌড়াধিপ নামে হর্ষচরিতে আখ্যাত। এই শশাঙ্ক সার্ব্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন—ভাস্করবর্ম্মা তাঁহারই ভয়ে অভিভূত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে অভিযানকারী হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে ঐরূপ

উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে, নামে অনুকরণ থাকিলেও এস্থলে জাল হইবার কোনও কারণ নাই—কেননা ভাস্করবর্ম্মা এক অতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বংশের রাজা ছিলেন ; মহাভারতাদিতে যাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী রহিয়াছে, তাঁহাদের অধস্তন পুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত ঐ কুলীন নৃপতির পক্ষে ঈদৃশ জুগুপ্সিত উপায়ে আভিজাত্য খ্যাপন নিতান্তই অনাবশ্যক। যাহা হউক অবশেষে ডাঃ ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ তদীয় আর্লি হিষ্টরীর ঐ (ভাস্করের কোচত্ব) বিষয়ক মন্তব্য প্রত্যাহার করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই বাদানুবাদের কিয়ৎকাল পরেই তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। [সবিশেষ "প্রতিভা" ১৩২৮। অগ্রহায়ণ (১১ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা), ২৮৫-৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "ভাস্করবর্ম্মা ও ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

(১) উপহারের একটি জিনিষ—ভাস্করের পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত 'আভোগাখ্য' বারুণচ্ছত্র ; ইহাই পুরাণাদিতে উল্লেখিত নরকাহৃত ছত্র হইবে। কেননা, হর্ষচরিতে আছে, **যঃ** (অর্থাৎ নরক) **বরুণস্য বহিঃ ক্ষুভিত হৃদয়মিবমাতপত্রমহার্ষীত্** তবে ঐ ছত্র শ্রীকৃষ্ণ নিয়া গিয়াছিলেন। [এ সকল কথা বিস্তারিত ভাবে ইতঃপূর্ব্বে এক পাদটীকায় লেখা হইয়াছে।] এ ছাড়াও ভগদত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত রাজগণের পরিচিত মূল্যবান অলঙ্কারাদি সহ উৎকৃষ্ট বস্ত্র, পানপাত্র, মৃগচর্ম্ম, বেত্রাসন, অগুরুত্বকে লিখিত পুস্তক, নানা সুগন্ধি দ্রব্য মৃগনাভি, শ্বেতকৃষ্ণ চামর, নানাবিধ জীব জন্তু (যথা, কিন্নর, বনমানুষ, শুক, শারিকা ইত্যাদি) বহু সামগ্রী উপহার পাঠাইয়াছিলেন। [কামরূপে তদানীন্তন শিল্প ও উৎপন্নদ্রব্য কিরূপ ছিল—এই সকল দ্রব্য তালিকা হইতে জানা যাইতে পারে।]

(২)

श्रीमहासेनगुप्तोऽभूत् तस्माद्वीराग्रणीः सुतः
सर्व्ववीरसमाजेषु लेभे यो धुरि वीरताम् ॥
श्रीमत्सुस्थितवर्म्मयुद्धविजयश्लाघापदाङ्कं मुहु-
र्यस्याद्यापि विबुद्धकुन्दकुमुदस्रुयया च्छहारं सितम् ।
लौहित्यस्य तटेषु शीतलवनेषूत्फुल्लनागद्रुम-
च्छायासुप्तविबुद्धसिद्धमिथुनैः स्फीतं यशो गीयते ॥

আদিত্য সেনের অফসড় লিপি (Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol iii p. 203) [এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে ডাক্তার ফ্লিট্ এই সুস্থিতবর্ম্মাকে মধ্য দেশাধিপতি মৌখরি রাজবংশজাত বলিয়াছেন। Ibid, Introduction P 15) **लौहित्यस्य तटेषु** দেখিয়াও যে তিনি নিঃসন্দেহে এই ভুল করিতে পারিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।]

(১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ) ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। [পরন্তু ১২১ পৃঃ (ঘ পরিশিষ্টে বংশলতিকায়) শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের পুত্ররূপেই প্রদর্শিত হইয়াছেন।]

মূল্যবান্ উপহারাদি প্রদান পূর্ব্বক মৈত্রীস্থাপন করিবার জন্য হংসবেগকে প্রেরণ করেন। ভাস্কর-বর্ম্মা দূতমুখে যে কথাগুলি হর্ষবর্দ্ধনকে বলিয়া পাঠান, তাহা উল্লেখযোগ্য—"শৈশবাবধি ভাস্করের স্থির সংকল্প এই যে মহাদেবের পাদারবিন্দ ব্যতীত অপরকে নমস্কার করিবেন না; ঈদৃশ মনোরথ এই তিনের অন্যতম দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে—সমস্ত পৃথিবী জয়, মৃত্যু অথবা প্রচণ্ডপ্রতাপ হর্ষের সহিত মিত্রতা।" (১) যাহা হউক, হর্ষবর্দ্ধন মৈত্রী স্বীকার করিয়া প্রত্যুপঢৌকন সহ নিজের প্রধান দূত পাঠাইয়া ভাস্করবর্ম্মাকে সম্মানিত করিলেন। অতঃপর ভাস্করের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই—ভাস্কর **মহানৌহস্ত্যশ্বপত্তিসম্পত্ত্যুপাত্তজয়শব্দান্বর্থস্কন্ধাবারাৎ কর্ণসুবর্ণবাসকাৎ** (প্রথম ফলক—২-৩ পঙ্‌ক্তি) শাসনাদেশ করিয়াছেন। এই শাসনপ্রদান সময়ে কর্ণসুবর্ণ যে ভাস্করের অধীন ছিল একথা ঠিক্ বলিতে পারা যায় না; সম্ভবতঃ দুই মিত্রে মিলিয়া প্রবল অমিত্র গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ হইতে তাড়াইয়া দিয়া যখন বিজিত রাজধানীতে থাকিয়া শক্রবিজয়ে উৎসবানন্দ উপভোগ করিতে ছিলেন—তখন এই তাম্রশাসন আদিষ্ট হইয়াছিল। (২)

শাসনে দেখা যায় ভাস্করের একজন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন—সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা; তাঁহার সম্বন্ধে যে টুকু কথা আছে (৩) তাহাতে বোধ হয় তিনি (হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজ্যবর্দ্ধনের ন্যায়) স্বল্পকালমাত্র রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাই পরোপকারের নিমিত্তেই তাঁহার উন্নতি বিহিত হইয়াছিল। হর্ষচরিতে (তথা চীন পরিব্রাজকের লেখায়) ভাস্করকে 'কুমার' বলা হইয়াছে; হয়তো তিনি জ্যেষ্ঠের রাজত্বকালে 'কুমার' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—সিংহাসনারূঢ় হইয়াও (জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মানার্থ) 'কুমার' নামটি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। (৪) ইতঃপূর্ব্বে

---

(১) **অযমস্য চ শৈশবাদারভ্য সঙ্কল্পঃ স্থেয়ান্ স্থাণুপাদারবিন্দদ্বয়াদৃতে নাহমন্যং নমস্কুর্য্যামিতি। ইত্যশ্চায়ং মনোরথ স্ত্রিভুবনদুর্লভ স্ত্রয়াণামন্যতমেন সম্পদ্যতে সকলভুবনবিজয়েন বা মৃত্যুনা বা যদি বা প্রচণ্ডপ্রতাপজ্বলনবিগ্রহেণ জগত্যেকবীরেণ দেবোপমেন মিত্রেণ।** (হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস—৫৮৫-৮৬ পৃঃ)।

(২) শাসন স্বীয় রাজধানী হইতে আদিষ্ট না হইয়া কেন কর্ণসুবর্ণ হইতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ক আনুমানিক কথা শাসনালোচনায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। (ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন—আলোচনা ৫-৬ পৃষ্ঠা)।

[অপিচ, ঐ আলোচনায় (৯ম পৃঃ) বলা হইয়াছে, এই শাসন ভাস্করের রাজত্বের প্রথম ভাগেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এদিকে গুপ্ত ৩০০ (খৃঃ ৬১৯-২০) অব্দে সম্পাদিত গঞ্জামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে (Epigraphia Indica Vol. V1 Pp. 143 et seq.) শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ বলিয়াই উল্লেখিত হইয়াছেন; তাহাতে ইহাই প্রতীত হয় যে তদানীং হর্ষ ও ভাস্কর কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণের বিজয় স্থায়ী হয় নাই; শশাঙ্ক ইহা পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। বোধ হয় শশাঙ্কের মৃত্যু (আনুমানিক ৬২৫ খৃঃ) হইলে পর ইহা হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

(৩) **যস্যোন্নতিঃ পরার্থা বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তিসেব্যস্য।**
নগরাজস্য সুপ্রতিষ্ঠিতকটকস্য কুলাচলস্যেব॥ ভাস্করবর্ম্মার শাসন-২১শ শ্লোক

(৪) হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে য়ুয়নচোয়াং লিখিয়াছেন যে তিনিও জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর অনিচ্ছার সহিত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া "কুমার শিলাদিত্য" এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (Watters' Yuan Chwang,

(পাদটীকায়) উল্লেখিত নালন্দার সিলেও সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মার নামটি আছে, ইহাও সৌভ্রাত্রেরই পরিচায়ক।

চীন পরিব্রাজক য়ুয়নচোয়াং যখন (৬৪৩ অব্দে) কামরূপে যান, তখন তিনি 'কলোতু' (করতোয়া) নদী উত্তীর্ণ হইয়াই ঐ রাজ্যে প্রবেশ করেন। তাহা হইলে দেখা গেল যে সেই সময়েও করতোয়াই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল; পূর্ব্বে বলিয়াছি, নরকের সময়েও সীমা ঐরূপই ছিল। বনমাল দেবের রাজ্যকালে, অর্থাৎ ইহার দুইশত বৎসর পরেও, এবং বোধ হয় তাঁহার পরেও বহুকাল—করতোয়াই কামরূপের পশ্চিমসীমা ছিল। (১) চারিহাজার বৎসর গৌড়মগধাদির প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতিগণের পার্শ্বে থাকিয়াও যে কামরূপের ভূপতিগণ তাঁহাদের রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে ভাস্করবর্ম্মার এবং তদীয় অগ্রপশ্চাদ্বর্ত্তী কামরূপাধিপতিগণের বীরত্বের—তথা রাজনীতির—উৎকর্ষ সূচিত হয়। শ্রীহট্ট জেলার প্রায় পূর্ব্বপ্রান্তে—পঞ্চখণ্ড নিধনপুরে—ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন পাওয়া গেল দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন যে ঐ অঞ্চল তদানীং কামরূপের অধীন ছিল। পরন্তু শাসনখানি চন্দ্রপুরিবিষয়ান্তর্গত ময়ূরশাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র সম্বন্ধীয়, শ্রীহট্ট পঞ্চখণ্ডের হইতে পারে না; পশ্চাৎ তদধিকারী ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে পঞ্চখণ্ডে নীত হইয়াছে। (২)

এখন য়ুয়নচোয়াঙের কথা। তিনি ভাস্করবর্ম্মার রাজত্বের শেষাংশে, এবং নিজেরও ভারত ভ্রমণের শেষ ভাগে (৬৪৩ খৃঃ), কামরূপে আগমন করেন। তিনি তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে কামরূপ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহার কিয়দংশ ইতঃপূর্ব্বে এক পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাস্করবর্ম্মার সম্বন্ধেও তিনি প্রশংসাবাদই করিয়া গিয়াছেন:—

The reigning king who was a Brahmin by caste and a descendant of Narayana Deva, was named Bhaskara Varman ("sun armour") his other name being 'Kumara' (youth). The sovereignty has been transmitted in the family for 1000 generations. His Majesty was a lover of learning and his subjects followed his example; men of abilities came from far to study here; though the king was not a Buddhist, he treated the accomplished Sramanas with respect. (৩)

Vol. 1, p. 343). পরন্তু ভাস্করবর্ম্মার কুমার সংজ্ঞার অপর কারণও থাকিতে পারে। দূতবাক্যে আছে **তস্য চ সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য [সুস্থির(র)বর্ম্মণঃ] দেব্যাং শ্যামাদেব্যাং ভাস্করদ্যুতি র্ভাস্করবর্ম্মাপরনামা তনয়ঃ শান্তনো র্ভাগীরথ্যাং ভীষ্ম ইব কুমারঃ সমভবত্।** (হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস-৫৮৫ পৃঃ)। ইহাতে ভীষ্মের সঙ্গে উপমা রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয় ভাস্কর তখনও অবিবাহিত রহিয়াছিলেন। তদীয় শাসনে 'কুমার' উপনামের অবিদ্যমানতায় বোধ হইতে পারে, যে শাসনাদেশ কালে তিনি বিবাহিত হইয়া 'কুমার' সংজ্ঞা বর্জ্জন করিয়াছিলেন; পরন্তু চীন পরিব্রাজক ভাস্করের রাজত্বের প্রায় শেষভাগে কামরূপে আসিয়া ভাস্করকে 'কুমার' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছিলেন—তাহাতে ভাস্কর কখনও বিবাহ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়।

(১) ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনের অতিরিক্ত আলোচনা—১৬৬ পৃঃ (৪) পাদটীকা (শেষাংশ)—দ্রষ্টব্য।

(২) এই অনুমানের ভিত্তি স্বরূপ বিচার বিতর্ক শাসনের আলোচনাতেই বিস্তারিত ভাবে করা হইয়াছে। (ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন আলোচনা ৬-৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

(৩) Watters' Yuan Chwang Vol. ii page 186.

ইহাতে ভাস্করবর্ম্মাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হইয়াছে—ইহা ভুল, সন্দেহ নাই; সম্ভবতঃ পরিব্রাজক তদানীং বৌদ্ধবিপ্লাবিত দেশে ভাস্করবর্ম্মার অনন্যসুলভ সুক্ষত্রোচিত আর্য্যাচার দেখিয়া, বিশেষতঃ তিনি নারায়ণ দেবের বংশধর বলিয়াও, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া থাকিবেন। একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই বৈদেশিকের প্রশংসাবাক্যে প্রমাণিত হইতেছে; তাহা এই যে তাম্রশাসনে ভাস্করবর্ম্মার যে সমস্ত বিশেষণ রহিয়াছে, তাহা অলীক স্তুতিবাদ মাত্র নহে। অপিচ, তদানীন্তন ভারত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন তদীয় মিত্র ভাস্করবর্ম্মাকে উচ্চ সম্মানের আসন প্রদান করিতেন—এক শোভাযাত্রায় স্বয়ং শক্র সাজিয়া ভাস্করকে ব্রহ্মার পদবী দিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই বনিয়াদি রাজবংশের এরূপ সম্মান সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইত—তাই কালিদাস রঘুবংশে (১) সূর্য্যবংশাবতংস অজকে বিবাহ ক্ষেত্রে কামরূপাধিপতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার করাইয়াছেন—

ततोवतीर्य्याशु करेणुकायाः स कामरूपेश्वरदत्तहस्तः।
वैदर्भनिर्दिष्टमथो विवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्तः॥ রঘুবংশ, ৭ম সর্গ-১৭শ শ্লোক।

ভাস্করবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর (৬৪৮ খৃঃ) পরেও বিদ্যমান ছিলেন। হর্ষের অরুণাশ্ব বা অর্জ্জুন নামক এক অমাত্য তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন—চীন রাজদূত ওয়াং হিউয়েন চি ভারত বর্ষে আসিয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইলে তিনি তিব্বতে গিয়া এক প্রবল বাহিনী সহ আসিয়া অর্জ্জুনের রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন ভাস্কর সেই চীন বীরের প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎকালে (৬৪৯ অব্দে) ভাস্করবর্ম্মা পূর্ব্ব ভারতের অধিস্বামী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (২)

ভাস্করবর্ম্মার অব্যবহিত (কি ঈষদ্ব্যবহিত) পরেই এক রাজবিপ্লবের বার্ত্তা আমরা পাইতেছি। রত্নপালের তাম্রশাসনে আছে—

एवं वंशक्रमेण क्षितिमथ निखिलां भुञ्जतां नारकाणां
राज्ञां म्लेच्छाधिनाथो विधिचलनवशादेव जग्राह राज्यम्।
शालस्तम्भः क्रमेस्यापि हि नरपतयो विग्रहस्तम्भमुख्या
विख्याताः सम्बभूवु स्त्रिगुणितदशतासंख्यया संविभिन्नाः॥
निर्व्वंशं नृपमेकविंशतितमं श्रीत्यागसिंहाभिध-
न्तेषां वीक्ष्य दिवङ्गतं पुनरहो भौमो हि नो युज्यते।
स्वामीति प्रविचिन्त्य तत्प्रकृतयो भूभारसाक्षमं
सागन्ध्यात् परिचक्रिरे नरपतिं श्रीब्रह्मपालं हि यं॥৯ম ও ১০ম শ্লোক।

---

(১) এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে কালিদাসের রঘুবংশে বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয় বা অজের বিবাহ কাহিনী মূল (বাল্মীকির) রামায়ণে নাই।

(২) Vincent A. Smith's Early Histry of India p. 327 দ্রষ্টব্য।

এই 'ব্রহ্মপাল' শাসনপ্রদাতা রত্নপালেরই পিতা; রত্নপালের তাম্রশাসনের অক্ষর পর্য্যালোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞ ডাঃ হর্ণ্লি উহা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লিপি বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন (১)। ঐ শাসন রত্নপালের রাজ্যের পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। (২) তাহা হইলে রত্নপালের রাজত্বের আরম্ভের সময় একাদশ শতাব্দীর প্রথমে (অথবা দশম শতাব্দীর শেষে) হইয়া পড়ে—তৎপিতা ব্রহ্মপাল অবশ্যই দশম শতাব্দীর শেষভাগে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে শালস্তম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীত্যাগসিংহ পর্য্যন্ত ২১ জন নৃপতি কামরূপের রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন—শতাব্দীতে গড়ে ৭ জন ধরিলেও শালস্তম্ভের সময় ৭ম শতাব্দীতে গিয়া পড়ে। তাই বলা হইয়াছে, ভাস্করের অল্প পরেই নরক ভগদত্তের বংশীয়দের সিংহাসন 'ম্লেচ্ছাধিনাথ' শালস্তম্ভের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল।

শালস্তম্ভকে রত্নপাল ম্লেচ্ছ বলিলেও শালস্তম্ভের বংশীয় নৃপতিগণ আপনাদিগকে নরক ভগদত্তের বংশধর বলিয়াই খ্যাপিত করিয়াছেন। (৩) এমন কি তাঁহাদের শাসনের সিলটি সেই হস্তিমূর্ত্তি-সমন্বিত চমসাকারই ছিল। (৪)

এই শালস্তম্ভ বংশীয় জনৈক নৃপতির ঠিক সময় জানিতে পারা গিয়াছে; দরং জেলার হেড্ কোয়ার্টার্ তেজপুর শহরের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি পাষাণগাত্র লিপির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—তাহাতে হর্জ্জরবর্ম্মার নাম আছে এবং "গুপ্ত ৫১০" এই অব্দাঙ্ক স্পষ্ট রহিয়াছে; ইহাতে হর্জ্জর ৮২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, এই প্রমাণ পাওয়া গেল। এস্থলে হর্জ্জর, বনমাল ও বলবর্ম্মার শাসনের—তথা রত্নপালের শাসনের প্রাগুদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের—অবলম্বনে সঙ্কলিত শালস্তম্ভের একটি বংশলতিকা প্রদত্ত হইল।

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal part 1 No 1 of 1898—p. 102.

(২) বলা আবশ্যক যে এ যাবৎ রত্নপালের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে—তন্মধ্যে একখানি তদীয় রাজত্বের ২৫শ অব্দে এবং দ্বিতীয়খানি ২৬শ অব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল।

(৩) বনমাল ও বলবর্ম্মার শাসন দ্রষ্টব্য। তাঁহাদের সিলেও 'প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপান্বয়' এই বিশেষণ আছে। [কাঁহারা কি জন্যে সাধারণ্যে 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া অভিহিত হইতেন তৎসম্বন্ধে হর্জ্জরের শাসনে সম্ভবতঃ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে একটা কৈফিয়ৎ ছিল; কেননা মধ্য ফলকের ১ম পৃষ্ঠা ২য় পঙ্‌ক্তিতে আছে **অতো ম্লেচ্ছাভিধানাস্তু ভবিষ্যা স্তব পার্থিব**। দুঃখের বিষয়, ঐ শ্লোকার্দ্ধের পূর্ব্বের অংশ অপাঠ্য—এবং প্রথম ফলকখানিও পাওয়া যায় নাই। তাই এতদ্বিষয়ক কৌতূহল পরিতৃপ্তির উপায় দেখা যাইতেছে না।]

(৪) ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের সিলটি অগ্নিদগ্ধ (অতএব স্ফুটিত ও বিপ্লুতমুদ্রাচিহ্ন) হইলেও চমসাকার ও হাতীমার্কা দেখা যায়। (পরবর্ত্তী রত্নপাল প্রভৃতির সিলও সাদৃশই ছিল।)

আনুমানিক সময়	নাম	কোন্ কোন্ তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে।
সপ্তমশতাব্দী (শেষার্দ্ধ)	শালস্তম্ভ (১)	হর্জ্জরের শাসন ফলক, বনমাল, বলবর্ম্মা ও রত্নপালের শাসন।
	।	
	বিজয় (২)	হর্জ্জরের শাসন ফলক ও বলবর্ম্মার শাসন।
	বিগ্রহস্তম্ভ (সম্ভবতঃ বিজয়ের নামান্তর) (৩)	রত্ন পালের শাসন।
অষ্টম শতাব্দী	পালক (৪)	হর্জ্জরের শাসন ফলক ও বলবর্ম্মার শাসন।
	কুমার	হর্জ্জরের শাসন ফলক।
	বজ্রদেব	ঐ
	হর্ষবর্ম্মা (বা শ্রীহরিষ) (৫)	ঐ ও বনমালের শাসন।
	বলবর্ম্মা (৬)	হর্জ্জরের শাসন ফলক।
	×	
	×	
	চক্র (৭)	ঐ
	অরথি	ঐ
	।	
	আরথ (৮)	বনমালের শাসন।

(১) এই নামটি হর্জ্জর, বনমাল ও বলবর্ম্মার (অর্থাৎ শালস্তম্ভ বংশীয় নৃপতিদিগের) শাসনে 'সালস্তম্ভ' (দন্ত্যসকারাদি) লিখিত হইয়াছে। 'শাল' ও 'সাল' উভয়ই (বৃক্ষ অর্থে) শুদ্ধ।

(২) বিজয়, বিগ্রহস্তম্ভ, পালক এবং হর্জ্জরের জনক জননী সম্বন্ধে বিবৃতি হর্জ্জর শাসনফলকের আলোচনাংশে (৪৬ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

(৩) 'বিগ্রহস্তম্ভ' নাম বা নামান্তর না হইয়া উপনামও হইতে পারে; বলবর্ম্মার শাসনে (২১শ শ্লোকে) 'রণস্তম্ভ' এবং ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় শাসনে (৬৩ পংক্তিতে) 'সংগ্রামস্তম্ভ' দ্রষ্টব্য।

(৪) পালক, কুমার, বজ্রদেব ও হর্ষবর্ম্মা—ইঁহাদের প্রত্যেকে স্বীয় পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার পুত্র কি না, স্পষ্ট জানা যায় নাই।

(৫) 'হর্ষ' শব্দে (রেফের পর) প্রাকৃতের নিয়মে ইকারাগম হইয়াছে (প্রাকৃত প্রকাশ ৩।৬২ দ্রষ্টব্য); তাই 'হর্ষবর্ম্মা' ও 'শ্রীহরিষ' অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হইতেছে।

(৬) নামটির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে (হর্জ্জর শাসন ফলকের আলোচনাংশ ৪৫ পৃষ্ঠা (২) পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

(৭) চক্র ও অরথি (বা আরথি) দুই ভাই—কেহই রাজ্যাভিষিক্ত হন নাই; শাসনাবলী—৫২ পৃঃ (২) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৮) অরথির জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়াই বোধ হয় ইনি 'আরথ' নামে অভিহিত (বনমালের শাসন ৯ম শ্লোক); 'প্রালম্ভ' ইঁহার ভ্রাতা। আরথ 'রাজা' হইয়াছিলেন কি না ঠিক বলা যায় না।

আনুমানিক সময়	নাম	কোন্ কোন্ তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে।
নবম শতাব্দী	প্রালম্ভ(=জীবদা বা জীবদেবী) (১)	হর্জ্জরের শাসন ফলক ও বনমালের শাসন।
গুপ্ত৫১০(৮২৯-৩০খৃঃ)	হর্জ্জর(২)(=মঙ্গলশ্রী বা শ্রীমন্তরা)	হর্জ্জরের শাসনফলক, বনমাল ও বলবর্ম্মার শাসন।
	বনমাল	ঐ ঐ ঐ
	জয়মাল (নামান্তর বীরবাহু)(=অম্বা)	বলবর্ম্মার শাসন।
দশম শতাব্দী	বলবর্ম্মা	ঐ
	×	
	×	
	শ্রীত্যাগসিংহ (২১তম) (নির্ব্বংশ)	রত্নপালের শাসন।

বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অক্ষর আলোচনা করিয়া ডাঃ হর্ণ্‌লি ঐ শাসনের কাল দশম শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তবে অনুমানতঃ ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন। (৩) তখন হর্জ্জরের পাষাণগাত্র লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই—না হইলেও তাঁহার অনুমানে অর্দ্ধশতাব্দীমাত্র অগ্রপশ্চাৎ দেখা যায়; এই প্রভেদ অবস্থা বিবেচনায় অকিঞ্চিৎকর।

শালস্তম্ভবংশের যে তিনজন রাজার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা—হর্জ্জর, বনমাল ও বলবর্ম্মা—সকলেই হারুপ্পেশ্বর (৪) নামক স্থান হইতে শাসনাদেশ করিয়াছিলেন; ইহা লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)

(১) হর্জ্জরের শাসন ফলকে জীবদেবীর নাম আছে, পরন্তু প্রালম্ভের নাম পাওয়া যায় নাই।

(২) 'হর্জ্জর' নাম 'হরজ্জর' হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত শব্দ হইবে। [হরজ্জরের উৎপত্তিকথা হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব্ব ১২২ তম অধ্যায়ে) এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২০ তম অধ্যায়ে) আছে। শোণিত-পুরাধিপতি বাণ রাজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ সময়ে উহার উৎপত্তি। নামটি হইতেও সন্দেহ হয়, হর্জ্জরের রাজধানী শোণিতপুরেরই একদেশে ছিল—পশ্চাৎ এই রাজধানীর কথা আলোচনা করা যাইবে।]

(৩) বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের সময় সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক ডাঃ হর্ণ্‌লি (তৎপূর্ব্বে আলোচিত) ইন্দ্রপালের শাসন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে করিয়াছেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol LXVI 1897 Part No. 2 দ্রষ্টব্য।)

(৪) বনমালের তাম্রশাসনের সোসাইটি পত্রিকায় পাঠ আছে, 'হরেশ্বর'—ইহা স্পষ্টই পাঠকের ।। (ঐ শাসনের আলোচনাংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

নদের তীরবর্ত্তী নগর; সম্ভবতঃ 'তেজপুর' শহরে অথবা তন্নিকটস্থ কোনও স্থানে রাজধানী 'হারুপ্পেশ্বর' অবস্থিত ছিল। বনমালের পিতা হর্জ্জরবর্ম্মার পাষাণগাত্রলিপি যে তেজপুর শহরের সন্নিকৃষ্ট, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ এই শহরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কারু-কার্য্যখচিত স্তম্ভ ইত্যাদি বহু প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়—অধিকাংশই বর্ত্তমান আফিস আদালত গৃহাদির অধোভাগে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে এখানে যে একটি সৌধমন্দিরাদি বিশিষ্ট প্রাচীন নগর ছিল (১) ইহাই সূচিত হয়। বনমালের শাসনে রাজধানী বর্ণনায় **শ্রীকামেশ্বরমহাগৌরী-ভট্টারিকাশ্যামধিষ্ঠিতশিরসঃ কামকূটগিরেঃ** লৌহিত্যাতীরাবস্থানের উল্লেখ দেখা যায়, এই কামকূটগিরি খুব সম্ভব বর্ত্তমান তেজপুরের সন্নিকটবর্ত্তী পুরাতন দেবতামন্দির সমন্বিত অনত্যুচ্চ শৈলের প্রাচীন নাম হইবে।

ভাস্করবর্ম্মার রাজধানী সম্ভবতঃ নরক ভগদত্তের সময় হইতে যে স্থান কামরূপাধিপতিগণের রাজধানী ছিল, তাহাই অর্থাৎ প্রাগ্জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহাটি) ছিল, যদিও তাম্রশাসনে (কর্ণ-সুবর্ণ হইতে আদিষ্ট হওয়াতে) রাজধানীর কোন উল্লেখ নাই। শালস্তম্ভ বোধহয় স্বকীয় ম্লেচ্ছত্বাপবাদ নিবন্ধন প্রাগ্জ্যোতিষে আসিয়া বাস করিতে সাহসী হন নাই—তাই বোধ হয় তিনি যে অঞ্চলের অধিনাথ ছিলেন, সেই অঞ্চলে স্থিত হারুপ্পেশ্বরে (২) কামরূপ বা প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহারাও আপনাদিগকে নরক ভগদত্তের বংশীয় বলিয়াছেন। আজকাল যেমন চন্দ্রসূর্য্য বংশের নানা শাখা নানা স্থানে দেখা যায়, সেইরূপ শালস্তম্ভও নরকভগদত্তের কোনও শাখা বংশীয় ছিলেন, এবং তাই বলিয়াই বোধ হয় কামরূপ রাজ্য অধিকার করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১) স্থানীয় প্রবাদ এই যে ইহাই বাণরাজার রাজধানী শোণিতপুর—বর্ত্তমান নামেও ইহাই বুঝায়, অসমীয়া ভাষায় 'তেজ' অর্থ শোণিত। ইহা অসম্ভব নহে—কেননা, বাণ ও নরকের যে বিবরণ কালিকা-পুরাণে (৩৯শ অধ্যায়ে) পাওয়া যায়, ইহা এই প্রবাদের সমর্থকই বটে। এবং এই নিমিত্ত পরবর্ত্তী কালেও ইহাই রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, বোধ হয়। বর্ত্তমানেও তেজপুর দরং জেলার প্রধান নগর।

(২) এই হারুপ্পেশ্বর হয়তো কোনও দেবতার নাম ছিল—সম্ভবতঃ কোনও শিবলিঙ্গ 'হারুপ্প' নামক এতদ্বংশীয় কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার স্থাপিত ছিলেন। 'হারুপ্প' নামটীও ম্লেচ্ছত্ব সূচক। (তবে হারুপ্প সংস্কৃত 'সারূপ্য' শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশও হইতে পারে—ইনি ভক্তের সারূপ্য (মুক্তি) প্রদায়ক বলিয়া এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন—ইহাও অনুমানতঃ বলা যাইতে পারে।) [সম্প্রতি তেজপুরের নিকটে দহ-পর্ব্বতীয়া নামক যে গ্রামের এক ভগ্ন মন্দিরের গঠনে গুপ্তরীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাও হারুপ্পেশ্বরের অন্তর্বর্ত্তী স্থান হইতে পারে।]

এই বংশের একজন রাজার কথা আমরা নেপালের একটি লিপিতে পাইতেছি। পশুপতিনাথের মন্দিরের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখস্থ বৃষের পশ্চাদ্ভাগে স্থিত একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তরে (১) খোদিত জয়দেবের লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১৫৩ হর্ষাব্দে (৭৫৯ খৃষ্টাব্দে) এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল; ইহাতে আছে—

মাদ্যদ্দন্তিসমূহদন্তমুসলক্ষুণ্ণারিভূমৃচ্ছিরো-
গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গকোসলপতিশ্রীহর্ষদেবাত্মজা।
দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতগুণৈর্যুক্তা প্রভূতা কুলৈ-
র্যেনোঢ়া ভগদত্তরাজকুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাভুজা॥ ১৫শ শ্লোক।

ইনি সম্ভবতঃ শালস্তম্ভ বংশীয় 'হর্ষবর্ম্মা' বা 'শ্রীহরিষ' হইবেন; পরন্তু 'গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ-কোসলপতি' হইলেও কামরূপাধিপতি বলিয়া উল্লেখিত হন নাই—তবে তাঁহার কন্যাকে 'ভগদত্ত রাজ-কুলজা' বলাতেই বোধ হয় যথেষ্ট হইল মনে করিয়া শাসনকৃৎ কামরূপের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ, কোসল এই সকলের আধিপত্য তিনি লাভ করিয়া-ছিলেন, ইহা অত্যুক্তিবাদ বলিয়া মনে হয়; অথবা হয়তো হর্ষ (বা শ্রীহরিষ) দিগ্বিজয় উপলক্ষে গিয়া তত্তদ্দেশে ক্ষণিক আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। (২)

ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণদেবের তাম্রশাসনে এই (শালস্তম্ভ) বংশীয় অপর এক ভূপতির কথা রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নামোল্লেখ নাই। গৌড়াধিপ দেবপাল দেবের রাজত্বের সময় তদীয় অনুজ ও সৈন্যাধ্যক্ষ জয়পালের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে আছে—

যাতাশ্রুক্তে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধ্না
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিতসমিত্‌সংকথাং যস্য চাজ্ঞাং॥

(গৌড়লেখমালা ৫৮ পৃঃ)।

দেবপাল নবমশতাব্দীর শেষভাগে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন; সেই সময় **রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণাং** সম্ভবতঃ জয়মাল(বীরবাহু) ছিলেন। দেবপালের ৩৩শ রাজ্যাব্দে প্রদত্ত শাসনে জয়পালের ঐ বিজয় কাহিনীর উল্লেখ না থাকায় বোধ হয় এই ব্যাপার তাঁহার রাজত্বের চরমকালে

(১) × a slab of black slate + + placed behind the bull + + opposite to the western door of the temple of Pasupati. (Indian Antiquary Vol ix—p. 178,)

(২) ইহাই সম্ভাব্য—কেননা ৮ম শতাব্দীতে গৌড় প্রভৃতি রাজ্যে অরাজকতা বিদ্যমান ছিল—ইত্যবসরে ঐ কামরূপরাজ দিগ্বিজয় করিয়া থাকিতে পারেন। গৌড়লেখমালায় ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন—৪র্থ শ্লোকে গৌড়রাজ্যে মাৎস্যন্যায়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

ঘটিয়াছিল ; তাহা হইলে সেই সময়ে বলবর্ম্মা প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ছিলেন, ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে। (১)

শালস্তম্ভের বংশধারা বিলুপ্ত হইলে, প্রজারা নরকবংশীয় রত্নপালের পিতা ব্রহ্মপালকে নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক রাজা করিয়াছিল—যেমন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ের প্রজাবর্গ ধর্ম্মপালের পিতা গোপালকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। (২) গোপাল যেমন গৌড়ে পালবংশের প্রবর্ত্তক, ব্রহ্মপালও কামরূপে পালকুলের আদি পুরুষ, তাই বহু পরবর্ত্তী ধর্ম্মপালের উভয় তাম্রশাসনেই সর্ব্বাদৌ ব্রহ্মপালের উল্লেখ করা হইয়াছে ; শাসন দাতা ধর্ম্মপাল পিতা শ্রীহর্ষপালকে 'পালকুল প্রদীপ' (২য় শাসন ৫ম শ্লোকে) বলিয়াছেন এবং স্বয়ং 'পালান্বয়াম্বুজ রবি' শব্দে (ঐ ৮ম শ্লোকে) বিশেষিত হইয়াছেন। (৩) নিম্নে ইহাদের বংশ লতিকা প্রদত্ত হইল।

আনুমানিক শতাব্দী	নাম	কোন্ কোন্ শাসনে উল্লেখিত।
১০ম শতাব্দী (শেষাংশ)	ব্রহ্মপাল (=কুলদেবী)	রত্নপাল, ইন্দ্রপাল ও ধর্ম্মপালের উভয় শাসন।
	|	
১১শ শতাব্দী	রত্নপাল	ঐ ঐ ধর্ম্মপালের প্রথম শাসন।
	|	
	পুরন্দরপাল (৪) (=দুর্ল্লভা)	ইন্দ্রপাল ও ধর্ম্মপালের প্রথম শাসন।
	|	
	ইন্দ্রপাল	ঐ
	|	
	গোপাল (=নয়না)	ধর্ম্মপালের (উভয়) শাসন।
	|	
	হর্ষপাল (=রত্না)	ঐ
	|	
১২শ শতাব্দী	ধর্ম্মপাল (৫)	ঐ

(১) এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সঙ্কলিত 'গৌড়রাজমালা'—২৩ পৃষ্ঠায় লামা তারানাথের লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে "ধর্ম্মপাল + + + কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন।" ইহা যথার্থ হইলে ধর্ম্মপালের (তদীয় রাজত্বের ৩২শ বর্ষে প্রদত্ত) তাম্রশাসনে অথবা তৎপুত্র দেবপালের শাসনে সগৌরবে উল্লেখিত হইত। ধর্ম্মপাল হর্জ্জর এবং তৎপুত্র বনমালের সমসাময়িক ; বনমাল **ত্রিস্রোতায়াঃ পশ্চিমতঃ** ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন [তদীয় শাসনলিপি—বিশেষতঃ আলোচনাংশ (৫৭ পৃষ্ঠা)—দ্রষ্টব্য]। ইহাতে নরকের সময়ে যাহা (অর্থাৎ করতোয়া) কামরূপের পশ্চিমসীমা ছিল—বনমালের সময়েও তাহাই ছিল ; এবং তাঁহার পরেও যে বহুকাল করতোয়াই কামরূপের পশ্চিম-সীমা ছিল, ইহা প্রসঙ্গতঃ ইতঃ পূর্ব্বে—[১৭] পৃষ্ঠায়—বলা হইয়াছে। অতএব কামরূপরাজ্যের কিয়দংশেরও 'অধিকার' তখনও কেহ করেন নাই, ইহা বলা যাইতে পারে।

(২) গৌড়লেখমালা—ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন (৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

(৩) এই সাদৃশ্যে প্রতীত হইতেছে তদানীন্তন কামরূপাধিপতিগণ পার্শ্ববর্ত্তী প্রবল পরাক্রান্ত গৌড়রাজগণের অনুসরণেই সম্ভবতঃ 'পাল' শব্দান্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৪) ইনি সিংহাসনারূঢ় হইবার পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিলেন।

(৫) শিলিমপুরে প্রাপ্ত একখানি প্রস্তর লিপিতে (Epigraphia Indica vol xiii pp. 283-295 দ্রষ্টব্য) কামরূপরাজ জয়পালের নাম রহিয়াছে ; সম্ভবতঃ ইনি ধর্ম্মপালের অধস্তন পুরুষ—পুত্র বা পৌত্র—হইবেন। এসম্বন্ধে বিশেষ কথা পশ্চাৎ আলোচিত হইবে।

রত্নপালের তাম্রশাসনে রাজধানীর নাম 'দুর্জ্জয়া' রহিয়াছে—রত্নপাল **প্রাগ্জ্যোতিষেষু দুর্জ্জয়াখ্যপুরমধ্যুবাস।** (১) ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে শালস্তম্ভবংশের অবসানে তাঁহাদের রাজধানী হারূপেশ্বর পরিত্যক্ত হইয়াছিল; এবং বোধ হয় ব্রহ্মপালই নূতন রাজধানীর পত্তন করিয়াছিলেন—রত্নপাল সম্ভবতঃ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। দুর্জ্জয়া যে কোথায় ছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা কঠিন; তবে একথা বলা যাইতে পারে—ইহা লৌহিত্য নদের তীরে এবং সম্ভবতঃ নদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত ছিল—কেননা, রত্নপালের ১ম শাসনে (তথা ইন্দ্রপালের শাসনদ্বয়ে) প্রদত্ত ভূমি "উত্তরকূলে" ছিল বলিয়া ভিন্নভাবে উল্লেখ যোগ্য হইয়াছে। (২)

মনে হয়, প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের স্থলেই এই দুর্জ্জয়ার পত্তন হইয়াছিল। শালস্তম্ভ **নারকোণাং × × বিঘ্নিচলনবশাদেব জগ্রাহ রাজ্যং**—(রত্নপালের শাসন ৯ম শ্লোক)। ইহাতে সূচিত হইতেছে, শালস্তম্ভ নরকবংশীয় নৃপতি বিশেষকে পরাভূত করিয়া এবং খুব সম্ভব রাজধানীটিরও (অবরোধাদি নিবন্ধন) সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস সাধন করিয়া (৩) রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

তিন শতাব্দীকাল পরে শালস্তম্ভবংশ লুপ্ত হইলে, যখন প্রজারা ব্রহ্মপালকে নরকবংশীয়দের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া রাজা করিল, তখন ঐ প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুর একপ্রকার নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়িয়াছিল বোধ হয়; তাই প্রজানির্ব্বাচিত ব্রহ্মপাল প্রজাদের মনোরঞ্জনার্থই হারূপেশ্বরে না গিয়া নরক ভগদত্তাদির রাজধানীর স্থলেই তাঁহার রাজধানীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। 'প্রাগ্জ্যোতিষ' পূর্ব্বে রাজ্য ও নগর উভয়েরই সংজ্ঞা ছিল; কিন্তু সম্ভবতঃ শালস্তম্ভবংশীয়দের সময়—অর্থাৎ যখন নগরটি বিধ্বস্ত প্রায় হইয়া গেল তখন—হইতেই ইহা রাজ্যমাত্র বাচক হইয়া পড়িয়াছিল(৪); তাই বোধ

---

(১) রত্নপালের (১ম) তাম্রশাসন ৪০ পঙ্ক্তি (শাসনাবলী ৯৭ পৃষ্ঠা)। [দ্বিতীয় শাসনে এসব বিষয়ে একই কথা রহিয়াছে—লেখাও অস্পষ্ট; তাই এবংবিধ স্থলে প্রথম শাসনেরই উল্লেখ করা হইবে।]

(২) রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনের ভূমি কোন্ কূলে ছিল তাহার উল্লেখ নাই—সম্ভবতঃ ঐ ভূমি দক্ষিণ কূলে ছিল বলিয়াই কূলের কথা উল্লেখিত হয় নাই। এই ভূমি 'কলঙ্গা বিষয়ান্তঃপাতী' ছিল (শাসনাবলী ১১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য); সম্ভবতঃ 'কলঙ্গা' নদীর নামানুসারেই বিষয়েরও নাম হইয়াছিল—ঐ নদী ব্রহ্মপুত্রের একটি উপনদী—দক্ষিণদিক্ হইতেই আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। হারূপেশ্বর লৌহিত্যের উত্তর কূলে (বর্ত্তমান তেজপুরে বা তৎসন্নিধানে) ছিল বলিয়া বলবর্ম্মার শাসনের ভূমি 'দক্ষিণকূলে' থাকার কথা উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে (বলবর্ম্মার শাসন ৩৩ পঙ্ক্তি—শাসনাবলী ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(৩) ইহাও বোধ হয় শালস্তম্ভদের রাজধানী পরিবর্ত্তনের একটা কারণ হইবে।

(৪) তবে যে শালস্তম্ভ বংশীয়দের—তথা পাল বংশীয় রাজগণের—শাসনে 'প্রাগ্জ্যোতিষপুর' দেখা যায়—তাহা নরক ভগদত্তাদির বর্ণনাতেই মাত্র দৃষ্ট হয়। পরন্তু ইহাদের সিলে যে 'প্রাগ্জ্যোতিষ' আছে তাহা রাজ্য বাচক।

হয় নব নির্ম্মিত নগরের পুরাতন নাম 'প্রাগ্জ্যোতিষ' রাখা সঙ্গত বিবেচিত হয় নাই; অতএব তৎপরিবর্ত্তে ইহার নাম (সার্থক বিশেষণবাচক) 'দুর্জ্জয়া' রাখা হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, দুর্জ্জয়া সুদৃঢ় প্রাকার পরিবেষ্টিত, অতএব সুরক্ষিত হইয়া অন্বর্থনামা হইয়াছিল; ইহার বর্ণনায় আছে—

यस्य शुकक्रीड़ाशकुनिपञ्जरेण गुर्ज्जराधिराजमज्वरेण दुर्द्दान्तगौड़ेन्द्रकरिकूट-पाकलेन, केरलेशाचलशिलाजतुना वाहिकतायिकातङ्ककारिणा दाक्षिणात्यक्षौणिपति-राजयक्ष्मणा × × × × प्राकारेणावृतप्रान्तम्। (১)

ইহাতে এই বুঝায় না যে তত্তদ্দেশীয় নরপতিগণ আসিয়া দুর্জ্জয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাহা সম্ভাব্যও ছিলনা, কেননা রাজধানীটি রত্নপালের ঐ শাসন প্রদানের সময়ে অর্থাৎ তদীয় রাজত্বের পঞ্চবিংশ বর্ষেও এত অধিক দিনের প্রতিষ্ঠান হয় নাই যে ইতোমধ্যে দূরদূরান্তরের রাজগণ আসিয়া ব্যষ্টি বা সমষ্টি ভাবে ইহা অবরোধ করিয়াছিলেন। শাসনরচয়িতার ভাব সম্ভবতঃ এই যে, ঐ সকল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ আসিয়া আক্রমণ করিলেও বিফল মনোরথ হইয়া যাইতেন—ইহার প্রাকার এত দুর্ভেদ্য ছিল! অর্থাৎ দুর্জ্জয়ার যথার্থাভিধানত্ব প্রদর্শনই এই সকল উক্তির উদ্দেশ্য ছিল। (২)

---

(১) রত্নপালের ১ম শাসন (শাসনাবলী ৩৪-৩৬ পঙ্‌ক্তি—৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা)।

(২) এতৎ সম্বন্ধে ডাঃ হর্ণ্‌লি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লেখ যোগ্য। Of Ratnapala it is related that he came into hostile contact with the kings of Gurjara, Gauda, Kerala and the Dekkan, and with the Bahikas and Taikas. Assuming that Ratnapala's age has been rightly fixed at about 1010 to 1050 A. D., the king of Gurjara of that period would be the Western Chalukya king Jayasimha III or Somesvara I. By the Kerala king the Chola Rajaraja is perhaps intended. The Gauda king may have been Mahipala or Nayapala of the Pala dynasty of Bengal and Bihar. To whom the term "king of Dakshinatya or the Dekkan" may refer I do not know. The Bahikas and Taikas are generally taken to be Trans-Indus people—those of Balkh and the Tajiks. But × × × × the panegyrist probably only wished to parade his familiarity with Sanskrit literature and further attempts at identification would be waste of labour. (J. A. S. B. Part 1, No 1. of 1898—p. 105.) ['দাক্ষিণাত্যক্ষৌণিপতি' দ্বারা সম্ভবতঃ সেন রাজগণের (তদানীন্তন) পূর্ব্বপুরুষ কেহ সূচিত হইতেছেন; কেননা বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে তদীয় পূর্ব্বপুরুষদের সম্বন্ধে আছে—

वंशे तस्यामरस्त्रीविततरतकलासाक्षिणो दाक्षिणात्य-
क्षौणीन्द्रैर्वीरसेनप्रभृतिभिरभितः कीर्त्तिमद्भिर्बभूवे। ৪র্থ শ্লোক

(P. 46, vol III. Inscriptions of Bengal by Dr Nanigopal Majumdar)

'বাহিক তায়িক' কোন্ ভূভাগে অবস্থিত তাহা যথাস্থানে [রত্নপালের প্রথম শাসন ১০৫ পৃষ্ঠা (৫) পাদটীকায়] বিবৃত হইয়াছে।

রত্নপালের পুত্র (ইন্দ্রপালের পিতা) পুরন্দরপাল সিংহাসনাধিরূঢ় হইতে পারেন নাই—তাই ইন্দ্রপালের শাসনে **শ্রীরত্নপালবর্ম্মদেবপাদানুধ্যাত......শ্রীমদিন্দ্রপালবর্ম্মদেবঃ কুশলী**(১) রহিয়াছে। শাসনের ১৭শ শ্লোক হইতে জানা যায় যে ইন্দ্রপাল রত্নপাল হইতেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন—পিতা পুরন্দরপাল তখন স্বর্গগত হইয়াছিলেন (২)

পুরন্দরপাল **সুবেশ্ম সুকবিশ্চ** বলিয়া এই শাসনে আখ্যাত হইয়াছেন ; এইরূপ প্রবাদ যে অসমীয়া ভাষায় শুক্রনীতির অনুবাদ মূলক "নীতিকুসুম" নামে একখানি গ্রন্থ এই পুরন্দর-পাল কর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছিল। তবে একাদশ শতাব্দীতে অসমীয়া ভাষা এতদাকারে বর্ত্তমান ছিল কি না—এবং একজন রাজপুত্র প্রাকৃত ভাষায় লেখনী প্রয়োগ করিতে অধ্যবসায়ী হইয়াছিলেন কি না, তাহা বিচার্য্য বিষয়। (৩) সে যাহা হউক, তদীয় পুত্রের (ইন্দ্রপালের) শাসনে আছে পুরন্দর **জামদগ্ন্যভুজবিক্রমার্জ্জিতপ্রাজ্যরাজ্যনৃপবংশসম্ভবা** (৪) দুর্লভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন—কিন্তু রাজ্যটা যে কোথাকার তাহা বুঝা গেল না। পরশুরাম তো একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া কত রাজ্যই 'ভুজবিক্রমার্জ্জিত' করিয়া গিয়াছিলেন ; তবে তন্নামাঙ্কিত পরশুরামকুণ্ডের সংস্পৃষ্ট ভূভাগের যেরূপ কাহিনী প্রচারিত আছে, তাহাতে জানা যায় যে ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার উত্তরপূর্ব্বপ্রান্তে অধুনা মিশ্‌মি, খাম্‌তি প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতীয়দের অধ্যুষিত যে ভূভাগ দেখা যায়, তাহাতে পরশুরাম একটি ব্রাহ্মণোপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া যান ; কালক্রমে তাহার বিলোপ ঘটিলেও তত্রত্য মিশ্‌মিদের আচার ব্যবহারে কতকটা আর্য্যাচারের পরিচিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায়—হয়তো রত্নপালাদির সময়ে সেখানে একটি 'রাজ্য'ও ছিল—তদধিপতিবংশজা কোনও রাজকুমারীর সহিত পুরন্দরের পরিণয় হইয়াছিল। (৫)

---

(১) ইন্দ্রপালের প্রথম তাম্রশাসন দ্বিতীয় ফলক দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—৩৪-৩৫ পংক্তি। দ্বিতীয় শাসনেও এই অংশে একই কথা রহিয়াছে।

(২) প্রথম শাসনের শ্লোকটির কিয়দংশ মুছিয়া গিয়াছে—দ্বিতীয় শাসনে (২৬-২৮পংক্তি) ইহার পাঠ এই :—

স্বর্গং গতে পিতরি যস্য যশঃশরীরে পৌরস্য পূতমনসা হরিবিক্রমেণ।
রাজ্ঞা বয়ঃপরিণতেন গুণানুরূপমিত্যর্পিতা স্বয়মিয়ন্নিজরাজলক্ষ্মীঃ ॥

(৩) এমনও হইতে পারে, ইহা পুরন্দর পাল সংস্কৃতে অথবা তৎকাল প্রচলিত দেশভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাহা ইদানীন্তন কোনও ব্যক্তি বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন।

(৪) ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন ১৩শ শ্লোক—প্রথমার্দ্ধ।

(৫) কালিকাপুরাণোক্ত (ইতঃ পূর্ব্বে বর্ণিত) উপাখ্যানে আছে নরক বিদর্ভ রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই 'বিদর্ভ'ও সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যস্থিত তন্নামক রাজ্য না হইয়া এই পূর্ব্বোত্তরকোণস্থিত ভূভাগই ছিল। এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে ; তত্রত্য একটি নদীর নাম 'কুণ্ডিল', তত্তীরে (বিদর্ভ রাজধানীর সনাম) কুণ্ডিন (বা কুণ্ডিল) নগরের সংস্থান ছিল বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ ; রুক্মিণীর পিত্রালয়ও এই খানেই ছিল—ইহা কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রবাদের কথা স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট বাহাদুরও তদীয় History of Assam গ্রন্থে (Pp. 15-16) উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মপাল‌ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নরকবংশীয়গণ শালস্তম্ভবংশীয়দের রাজত্বকালে তিন শত বৎসর কাল সম্ভবতঃ ঐ দিকেই 'কোণ ঠেসা' হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন ; সৌভাগ্যক্রমে ব্রহ্মপাল রাজ্যলাভ করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পরেও সম্বন্ধবাদ সেই অঞ্চলে স্থিত কোনও রাজ্যাধিপতির সঙ্গেই করিয়াছিলেন, তবে সেই রাজ্য নগণ্য গোচের হইলে ও শাসনরচয়িতা কবির ভাষায় জাঁকালো ভাবেই উল্লেখিত হইয়াছে।

পালরাজগণের বংশলতিকায় রত্নপালের রাজত্ব কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। (১) তাঁহার দ্বিতীয় শাসনখানি তদীয় রাজ্যের ২৬শ অব্দে প্রদত্ত হওয়াতে অনুমান হয় যে তিনি ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পৌত্র পিতামহের অব্যবহিত উত্তরাধিকারী হইলে তাঁহার রাজ্যকাল একটু দীর্ঘতর হইবারই কথা—যেমন ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের হইয়াছিল। তবে ইন্দ্রপাল তত দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ না করিতেও পারেন ; তথাপি তিনি যে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ব্যাপিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যের সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন, ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না ; এবং তদীয় পুত্র ও পৌত্র—গোপাল ও হর্ষপাল—ঐ শতাব্দীর অবশিষ্ট অংশে রাজ্যাধিকারী ছিলেন, ইহাও অনুমানতঃ বলা যাইতে পারে। তাই হর্ষপালের পুত্র ধর্ম্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন—ইহা ঐ বংশলতিকায় দেখান হইয়াছে। (২) ইনিও যে দীর্ঘকাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তদীয় শাসনালোচনায় যুক্তিতর্ক প্রদত্ত হইয়াছে। (৩)

ধর্ম্মপালের দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে ; তাঁহার (রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে) প্রদত্ত প্রথম তাম্রশাসনে রাজধানীর কোনও কথা নাই—কিন্তু তৎপ্রদত্ত দ্বিতীয় শাসনে আছে—

কামরূপনগরে নৃপোভবদ্ধর্ম্মপাল ইতি সান্বয়াহ্বয়ঃ। (২০শ শ্লোক)

ইহা হইতে প্রতীত হইতেছে যে ধর্ম্মপালের রাজত্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই (৪) রত্নপাল-ইন্দ্রপালের রাজধানী দুর্জ্জয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং তৎপরিবর্ত্তে 'কামরূপনগর' রাজধানী হইয়াছিল। এই 'কামরূপনগর' কোথায় ছিল ইহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে। ভগদত্তের সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যের সীমা চীনদেশের কিয়দংশ সহ পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—একথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (৫) ঐ

(১) ইহার কারণ ইতঃপূর্ব্বে (রাজাবলী [১৯] পৃষ্ঠায়) প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২) তবে তাঁহার রাজ্যারম্ভের কাল একাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হইবে, বোধ হয়।

(৩) শাসনাবলী ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) কেননা, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বের প্রায় আরম্ভ কালেই (অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষে) যে (প্রথম) শাসনখানি প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে দুর্জ্জয়ার নাম থাকিত। [এই শাসনে লৌহিত্যের উল্লেখ না থাকাতেও, তিনি যে তখন লৌহিত্য তীরবর্ত্তী দুর্জ্জয়ায় থাকিতেন না—ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। এ বিষয়ে পশ্চাৎ বিস্তারিত আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

(৫) রাজাবলী [১১] পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বসীমা অধিকদিন অব্যাহত ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। তবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমদিক্ ছাড়া অন্যদিকে যে সমুদয় পর্ব্বতরাজি রহিয়াছে—ঐ সকলের অধিপতিগণ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অধীনে সামন্তরূপে অবস্থিত ছিলেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণ হর্জ্জরবর্ম্মার শাসনফলক হইতেই পাওয়া যায় :—

রাজ্যার্থং বিজিগীষবো গিরিদূরিপ্রান্তেষু যস্তা স্থিতাঃ।

(লব্ধ্যর্থং শরণে)কৃতা নৃপসুতাঃ স্থানে যমধ্যাসতে॥ ১২শ শ্লোক (প্রথমার্দ্ধ)

অর্থাৎ প্রান্তীয় রাজগণ প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন এবং এই অবস্থা রত্নপাল, ইন্দ্রপাল—এমন কি ধর্ম্মপালের সময়েও ছিল, বলা যাইতে পারে। পরন্তু রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল ; দিগ্বিজয়ী ভূপতিগণ—বিশেষতঃ পার্শ্ববর্ত্তী গৌড়-বঙ্গের রাজগণ—ঐ দিক্ দিয়াই প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য আক্রমণ করিতেছিলেন। (১) অবশ্য ধর্ম্মপালের রাজত্ব কালেও (অন্ততঃ প্রথমাংশে) রাজ্যের সমগ্র পশ্চিম সীমা যুড়িয়া তদানীং আয়াসলভ্যা করতোয়া নদীই বহমানা ছিল। (২) পরন্তু প্রবল শত্রুর আক্রমণ সুষ্ঠু ও সত্বর প্রতিহত করিবার নিমিত্ত (৩) সম্ভবতঃ 'দুর্জ্জয়া' পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রপালের অধস্তন পুরুষ কেহ পশ্চিমদিকে সীমাস্থিত ঐ করতোয়ার যথাসম্ভব সন্নিধানে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন—ইহা অনুমানতঃ বলা যাইতে পারে। এই রাজধানী ব্রহ্মপুত্রের তীরে ছিল না—কিছু দূরেই ছিল। প্রমাণ এই যে শালস্তম্ভবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী (হারূপেশ্বর) অথবা পালবংশীয়দের রাজধানী (দুর্জ্জয়া) লৌহিত্যতীরবর্ত্তী থাকার সময়ে লৌহিত্যের উল্লেখ—অন্ততঃ বন্দনার শ্লোকাবলী মধ্যে—থাকিতই (৪) ; বনমালের ও রত্নপালের রাজধানী বর্ণনায় তো লৌহিত্যের কথা বিশেষ ভাবেই রহিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মপালের কোনও শাসনেই লৌহিত্যের নাম গন্ধও নাই। এমন কি তাঁহার প্রদত্ত ভূমি ব্রহ্মপুত্রের কোন্ কূলে ছিল তাহারও উল্লেখ নাই, (৫) ব্রহ্মপুত্র হইতে দূরে

---

(১) ঐ সকল আক্রমণের মধ্যে যে গুলির কথা জানিতে পারা গিয়াছে—পশ্চাৎ সেই সমুদয়ের উল্লেখ করা হইবে।

(২) করতোয়ার উত্তরাংশ ধর্ম্মপালের পরেও বহুশতাব্দী কামরূপরাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল ; দক্ষিণাংশই অতিক্রম করিয়া গৌড়াধিপতি রামপাল যে কামরূপের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন—তাহা পশ্চাৎ বিবৃত হইবে।

(৩) ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনের ভূমি কোনও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্থলে শস্ত্রজ্ঞ 'রথিক'কে কেন প্রদত্ত হইয়াছিল—তাহার কারণ নির্দ্দেশেও এইরূপ আক্রমণের কথা বলা হইয়াছে। ঐ শাসনের অতিরিক্ত আলোচনা (শাসনাবলী ১৬৪ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

(৪) হর্জ্জরের প্রথম ফলকখানি পাওয়া যায় নাই—তাই ইহাতে লৌহিত্যের উল্লেখ ছিল কি না ঠিক বলা যায় না—তবে উল্লেখ থাকাই প্রত্যাশিত।

(৫) অথচ প্রথম শাসনের ভূমি দিজ্জিন্না বিষয়ান্তঃপাতী ছিল ; বলবর্ম্মার শাসনের ভূমি ঐ বিষয়ের মধ্যে ছিল—তাহা 'দক্ষিণকূলে' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনের আলোচনাংশ ১৪৯ পৃঃ (২) পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

অবস্থিত হওয়াতেই বোধ হয় উহার কুলের কথা মনেও হয় নাই—তাই উল্লেখিতও হয় নাই; অর্থাৎ রাজধানী 'কামরূপ'নগর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছাড়াইয়া পশ্চিমে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এই 'কামরূপ'ই সম্ভবতঃ পশ্চাৎ 'কামতা' (১) নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কোচবিহার রাজধানীর ১৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

"আসাম বুরঞ্জী"তে আছে, "ধর্ম্মপাল নামে একজনা রজারো নাম পোয়া যায়—এই জনা রজাই এই দেশর ব্রাহ্মণক দিয়া বৃত্তি আছে। কামরূপ জিলার গুয়ালকুচির "বাশরীওয়া" ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত থকা ব্রাহ্মণ সকলর ভূমি বৃত্তি এই ধর্ম্মপাল রজাই দিয়া। এতিয়ার তেজপুরলৈকে এই জনা রজার আধিপত্য থকা স্বন্দরে জানিব পরা গইছে কোনো কোনোয়ে এনে ভাবে যে বঙ্গদেশত পালবংশর নাশ হোয়ার পাছত সেই বংশরে কোনো একজনাই কামরূপর পশ্চিমভাগত অর্থাৎ এতিয়ার রঙ্গপুরর বগুরা মহকুমার কোনো ঠাইত নগর করিছিল। আরু সেই বংশরে সেই ধর্ম্মপাল রজা।" (২) ইহাতে অবান্তর নানাবিধ ভ্রান্তি (৩) থাকিলেও আমাদের অনুমানের অনেকটা সমর্থন

---

(১) নামটি আসাম বুরঞ্জীতে 'কমতা' রহিয়াছে। কামরূপের চলিত ভাষায় কোনও শব্দে দুইটি আকার থাকিলে আদ্য আকার হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হয়, যথা 'রাজা' স্থলে 'রজা'; এখানেও সম্ভবতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস সঙ্কলয়িতা খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ সাহেব স্বয়ং কামতাপুরের সন্নিকটবর্ত্তিস্থানবাসী; তিনি (পত্রে) লিখিয়াছেন: "কামাখ্যা দেবীর অপর নাম 'কামদা' (কালিকাপুরাণ ৬২।২) এই কামদা হইতে কামতা হইয়াছে অনুমিত হয়।" তিনি আরো লিখিয়াছেন, "ভগবতীর আর এক নাম 'কামরূপা' (কালিকাপুরাণ ৬৪।৭৩); কামরূপের অপভ্রংশে কামতা কোথাও পাই নাই, অবস্থানুসারে হওয়াও কঠিন মনে হয়; কিন্তু ধাতু তো একই এবং একই ভগবতীর নাম হইতে ঐ দুইটি নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং ভাষার দিক্ দিয়া অপভ্রংশ না হইলেও শব্দ দুইটি আমার মতে মূলতঃ একই মনে হয়।"

শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র সেন সঙ্কলিত বগুড়ার ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১১২ পৃষ্ঠায় 'ভাবতা' নামক একটি গ্রামের উলেখ আছে—তাহা বৈদ্যদেবের শাসনোল্লেখিত 'ভাবগ্রাম' হইতে পারে; এইরূপ 'তা' ভাগান্ত নাম আরো দেখা যায়, যথা 'বেলতা' (বিল্বগ্রাম)। 'কামতা' সেইরূপেই কামরূপের সংক্ষেপ 'কাম' পদের উত্তর (স্বার্থে) 'তা' যোগে হইয়াছে কি না, ইহাও চিন্ত্য। [এই সংক্ষেপ নিতান্ত কাল্পনিকও নহে—দেবীর নাম যেমন 'কামদা' ও 'কামরূপা' তেমনই 'কামা'ও বটে। (কালিকাপুরাণ ৬২।২)]

(২) রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর কৃত আসাম বুরঞ্জী (৪র্থ সংস্করণ) ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা।

(৩) প্রথম ভ্রান্তি এই যে কামরূপ জিলার (সোয়ালকুচির) ব্রাহ্মণদিগকে বৃত্তি দাতা এবং (অন্ততঃ) তেজপুর পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী ধর্ম্মপাল কখনও গৌড়ের পালবংশীয় হইতে পারেন না—কামরূপের পালোপাধিক রাজগণেরই বংশধর। দ্বিতীয়—ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় শাসনখানি কামরূপ জেলাস্থিত পুষ্পভদ্রানদীর খাতে পাওয়া গিয়াছে (শাসনাবলী ১৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য); তাই তিনি যে কামরূপ জেলার ব্রাহ্মণ বিশেষের বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ না থাকিতে পারে। কিন্তু সোয়ালকুচিতে প্রাপ্ত শাসন খানি

হইতেছে ; এবং ধর্ম্মপাল স্বয়ং যে নগর নির্ম্মাণ করেন নাই—ইহাও সূচিত হইতেছে। কামতানগর ইদানীন্তন রঙ্গপুরের দিকেই ছিল—রঙ্গপুর জেলায় উত্তর সীমার অল্প ব্যবধানে (বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে) কামতার ধ্বংসাবশেষ সংস্থিত। 'কামরূপ' নামটি যে কখন 'কামতা'য় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—ঠিক বলা যায় না ; তবে তাহা ধর্ম্মপালের রাজত্বের শতাব্দীকাল মধ্যে (বা পরে) মুসলমান আক্রমণের প্রারম্ভ সময়ে ঘটিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। (১)

কামতাপুরই যে দুর্জ্জয়ার পরে নরক-ভগদত্ত বংশীয় ভূপতি গণের রাজধানী হইয়াছিল—তাহার একটা অবান্তর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বুকানন হেমিল্টন কামতাপুরের ধ্বংসা-

রত্নপালের প্রদত্ত ; (শাসনাবলী ১১০ পৃঃ)। ইহা প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে কামরূপের আদালতে 'ধর্ম্মপালে'র প্রদত্ত বলিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দাখিল করা হইয়াছিল—এইরূপ অনুমান করা গিয়াছে। (এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে)। তৃতীয়—'বগুড়া' কখনও রঙ্গপুরের মহকুমা ছিল না—একটা থানার নাম ছিল—তাহাও রাজশাহী জেলার অধীন ছিল। (আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বগুড়া জেলার সৃষ্টি হয়—তাহার অর্দ্ধাধিক শতাব্দীপরে লিখিত এই বুরঞ্জীতে ইহা এভাবে উল্লেখিত হইল !)

এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে ধর্ম্মপালের রাজ্য তেজপুর (অর্থাৎ বর্ত্তমান মধ্য আসাম) পর্য্যন্ত থাকিবার কথা ঐ বুরঞ্জী লেখক 'সম্ভব' ভাবেই জানিতে পারিয়াছিলেন—ইহাতে সূচিত হয় যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তৎপূর্ব্বের অংশও (অর্থাৎ বর্ত্তমান 'উপর আসাম'ও) তাঁহার অধিরাজত্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল—তবে ঐ ভূভাগ তখন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অবস্থায় ছিল না, ভূয়িষ্ঠভাবে নানা পার্ব্বত্য ও আরণ্য (প্রাচীন 'কিরাত'কল্প) জাতিসমূহ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যই সেই অঞ্চলে ছিল—তন্মধ্যে একটির উল্লেখ এতৎ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে (রাজাবলী [২৭] পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(১) ঐ সময়ের (অর্থাৎ ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর) মোসলমান আক্রমণের বিবরণী প্রসঙ্গে স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুর তদীয় History of Assam গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

At the period with which we are now dealing, the whole tract up to the Karatoya seemed still, as a rule, to have formed a single kingdom, but the name had been changed from Kamarupa to Kamata. The Mahammadan historians sometimes speak as if the terms Kamarupa and Kamata were synonymous and applicable to one and the same country, but on other occasions they appear to regard the term as distinct, and it would seem that at times the tracts east and west of the Sankosh owed allegiance to different rulers, just as they did in the latter days of Koch rule. (Chap. III Pp 42-43—2nd Edition).

সম্প্রতি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার মহাশয়(পত্রে)লিখিয়াছেন, "হুসেনশাহের যে দুইটি inscriptionsএ কামতার উল্লেখ আছে (Maldah Madrasa Inscription এবং অধুনা আবিষ্কৃত Kantaduar Inscription) সেই দুইটিতেই 'কামতা' ও 'কামরু' এক সঙ্গে আছে যেন উহারা synonymous." [মোসলমানগণ প্রায়শঃ কামরূপের 'প' লোপ করিতেন। ঘনরামের শ্রীধর্ম-মঙ্গলেও কামরূপকে 'কাউর' লেখা হইয়াছে।]

বশেষ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া এক বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে আছে It might naturally have been supposed that on the conquest of the city, the zealous followers of the Kuran would have destroyed the idol of Kamateswari, but the worshippers of the goddess do not accuse them of such an action. Hindu tradition has it, that, on the fall of the city, the fortunate amulet of Bhagadatta retired to a pond near which the Singimari enters the city, and there remained concealed until a favourable time for reappearing occurred. This happened in the reign of Ram Narayan, the fourth of the present line of Kuch Behar Rajas. (১) ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে ভগদত্ত বংশীয় নৃপতিগণের বংশ পরম্পরাপূজিত দেবীর 'যন্ত্র' ঐ বংশের বিলোপ হইবার বহু পরেও কামতাপুরেই 'কামতেশ্বরী' নামে বিরাজমান ছিলেন—মোসলমান কর্ত্তৃক নগরের ধ্বংস হইলে কিয়ৎকাল অন্তর্হিতাবস্থায় ছিলেন, পরে প্রকাশিত হন। ঐ যন্ত্র নিশ্চয়ই ইন্দ্রপালের অধস্তন পুরুষ—যিনি 'কামরূপ নগরে'র পত্তন করেন—তাঁহারই সঙ্গে আনীত হইয়াছিলেন (২)।

---

(১) Hunter's Statistical Account of Kuch Behar Pp 368-369. [হাণ্টার সাহেব কামতাপুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন This city was founded by Raja Niladhwaj the first king of the line which succeeded the Pal dynasty in the government of Kamrup". (Ibid p. 362). পরন্তু ইহা যে খেন জাতীয় প্রথম রাজা নীলধ্বজের পূর্ব্বেও ছিল—তাহা স্যর্ এডোয়ার্ড গেইট্ কৃত History of Assam গ্রন্থ (Chap II pp 39-45) হইতেই জানা যাইতেছে।]

(২) কোচবিহারের প্রাগুক্ত খান চৌধুরী সাহেব 'কামতেশ্বরী' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "প্রাচীন কামতাপুর গড়ের অভ্যন্তরে 'গোসানীমারি' নামক স্থান আছে। + + + তথায় + + কামতেশ্বরী কৌটায় আবদ্ধ অবস্থায় পূজিতা হন। ভিতরে দর্শন নিষেধ; কৌটার উপর ভগবতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।" ৺কামাখ্যা দেবীর মহামুদ্রাও সর্ব্বদা ঢাকা অবস্থায় থাকাতে অপরের অদর্শনীয়। সম্ভবত কামতেশ্বরী যন্ত্র কামাখ্যারই প্রতীক স্বরূপ।

সম্প্রতি এতদ্বিষয়ক আলোচনায় মনে হইতেছে যে শালস্তম্ভবংশীয় বনমালের শাসনে উল্লেখিত 'কামেশ্বর মহাগৌরী' এবং পালবংশীয় ইন্দ্রপালের (দ্বিতীয়) শাসনে উল্লেখিত 'মহাগৌরী কামেশ্বর', (পীঠ তদানীং গুপ্ত থাকিলেও) কামাখ্যা দেবীর ও তদীয় ভৈরবের প্রতিনিধি এবং ইহারা উভয়ত্র একই দেবতা। [পূর্ব্বে ইন্দ্রপালের ঐ শাসনালোচনায়—১৩১ পৃঃ (৩) টীকায়—যে ভিন্নরূপ কল্পনা করা হইয়াছে তাহা বোধ হয় ঠিক হয় নাই।] পুরুষানুক্রমে কামরূপ রাজগণ ইহাদের পূজা করিতেন—যেখানেই রাজধানী হইত—সেই খানে ইহাদেরও স্থাপনা হইত। তাই ইহারা প্রাগ্জ্যোতিষপুর হইতে হারুপ্পেশ্বরে, তথা হইতে দুর্জ্জয়ায় এবং অবশেষে কামরূপ বা কামতা নগরে নীত হইয়া অধিষ্ঠাতৃদেবদেবীরূপে পূজিত হইয়াছেন। তবে কামতায় বোধ হয় পরিশেষে স্থানের নামে ইহারা 'কামতেশ্বর' ও 'কামতেশ্বরী'রূপে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন; নগরধ্বংসের সময়ে

গৌড়ের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভূপতি ধর্ম্মপালের নাম যশঃ যেমন ইদানীন্তন কালেও বঙ্গের জনসাধারণের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া রহিয়াছে, (১) তেমনি কামরূপের এই ধর্ম্মপালের অবদানও আসাম অঞ্চলে অধুনাতন সময়েও এতই সুপরিচিত যে অপরের প্রদত্ত শাসনও তাঁহারই বলিয়া খ্যাপিত হইয়াছে, বোধ হয়। এসম্বন্ধে একটি উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

বনমালদেবের তাম্রশাসন কিঞ্চিদধিক নবতি বৎসর পূর্ব্বে এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইবার সময়ে গবর্ণর জেনারেলের আসামস্থ এজেণ্ট্ জেনারেল্ জেন্‌কিন্‌স্ বাহাদুর লিখিয়াছিলেন,—A similar grant of two plates was laterly produced by a Brahmin in the Kamroop courts ❀ ❀ ❀ It was a grant of land as Burmuttur by Durmpal, in the year 36, without any

---

কামতেশ্বরী অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন—তিনি পুনঃ প্রকটিতা হইয়াছেন। পরন্তু কামতেশ্বর সম্বন্ধে ঐ সাহেবের প্রবন্ধে কোনও কথা নাই। তবে তিনিও যে কামতায় ছিলেন—তাহার একটু সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে। ডাঃ বুকানন হেমিল্টনের বর্ণনার একস্থলে আছে :— I could only observe two places on the mound which bore any appearance of having been buildings ; × × Towards the east side is a small square heap which is said to have been the temple of the goddess Kamateswari which is extremely probable. The other ruin situated towards the west side, has been paved with stones and is supposed to have been the Raja's house ; but this, I suspect, is not so well founded. Besides the fact that such a proximity to the residence of the presiding deity of the kingdom would not have been decent, the place is exceeding small, and totally unfit for the residence of a prince. It seems to be more suitable, in situation and size, for a building in which, on days of great solemnity, the image of the deity would be placed. (P. 365 Hunter's Statistical Account of Kuch Behar). ঐ সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন যে শেষোক্ত স্থান রাজার বসতিস্থল নহে ; তবে রাজাকেও সাধারণতঃ 'কামতেশ্বর' বলা হইত—তাই হয়তো লোকে তখন সাহেবকে ইহা রাজার মন্দির বলিয়াছিল, অথবা তিনিই ভুল বুঝিয়া ইহা রাজার মন্দির মনে করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে মহাদেবীর পার্শ্বে মহাদেবেরই স্থান থাকিবার কথা—এবং কামতাপুরেও তাহাই ছিল। এতৎ সম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমানে গোসানীমারিতেও কামতেশ্বরীর মন্দিরের সন্নিকটেই আর একটি মন্দিরে কামতেশ্বর সংস্থাপিত হইয়াছেন। [কোচবিহার হইতে ১২৯২ সালে প্রকাশিত মাসিক পত্র "কুলশাস্ত্রদীপিকা" ১ম ভাগে (৩১১-৩১৯ পঃ) "কামতাপুরের ভগ্নাবশেষ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

এস্থলে আরো বক্তব্য যে এই দেবীকে 'কান্তেশ্বরী'ও বলে ; 'কামা' ও 'কামদা'র ন্যায় 'কান্তা'ও কামাখ্যার নামান্তর, যথা—

কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী ।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে ॥ কালিকাপুরাণ ৬২।২

অপিচ, কামাখ্যায় যেমন কোচরাজগণের গমন নিষেধ, কামতেশ্বরীর স্থানেও তাদৃশ নিষেধ রহিয়াছে।

(১) ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে (২য় সর্গে) আছে—

ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর ।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর ॥

mention what era, to three (১) Brahmins, and detailed the boundaries of the grant. That inscription was not very legible, the letters in some places being much rubbed × ×.(২) জেনারেল জেন্‌কিন্‌স্ কথিত তাম্রশাসনখানি এখন আর পাওয়া যাইতেছে না ; তবে ইহা যে এই শাসনাবলীতে আলোচিত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন দুইখানির একখানিও নহে—ইহা অনুমান করিবার কারণ এই যে শাসনদ্বয়ের প্রত্যেকখানিতে তিন খানি করিয়া ফলক রহিয়াছে এবং অক্ষরগুলিও সুন্দর পড়া যায় ; অপিচ প্রথম শাসনখানি ধর্ম্মপালের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় শাসনে কোনও রাজ্যাব্দের উল্লেখ নাই। প্রনষ্ট শাসন প্রদাতা ঐ ধর্ম্মপাল এবং হর্ষপালাত্মজ এই ধর্ম্মপাল একই ব্যক্তি কি না, এবিষয়েও নিশ্চয় করিয়া কোন কিছু বলা অসম্ভব—শাসনখানি যদি কোনও দিন আবিষ্কৃত হয়, তবেই শাসন প্রদাতার পিতৃপিতামহের পরিচয় পাইলে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে। (৩)

শাসন প্রদাতা ধর্ম্মপাল ব্যতীত, আরো দুই একজন ধর্ম্মপালের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুর জেলার ডিমলার নিকটে একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া প্রাগুক্ত ডাঃ বুকানন

(১) এই three (যদি these স্থলে ভুল লেখা বা ছাপা না হয়) তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিন ব্যক্তির —অর্থাৎ দান প্রাপক এবং তাঁহার পিতা ও পিতামহের—নাম দেখিয়া ঐরূপ ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol IX Part II, 1840. P. 766.

(৩) জেন্‌কিন্‌স্ বাহাদুর যে শাসনখানিকে 'ধর্ম্মপালের' বলিয়াছেন খুব সম্ভব তাহাই কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দীর পরে 'রত্নপালের' (দ্বিতীয়) তাম্রশাসন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ধর্ম্মপালের বলিয়া কথিত ঐ শাসনের ফলক দুইখানি কামরূপের কোনও ব্রাহ্মণের অধিকৃত ছিল, অক্ষর অতিশয় অপাঠ্য, স্থানে স্থানে ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছে ; রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনেরও ফলক দুইখানি কামরূপের এক ব্রাহ্মণ ভূম্যিষ্ঠ গ্রামে (সোয়ালকুচিতে) পাওয়া গিয়াছে, অক্ষরগুলি অতীব অপাঠ্য ও বহু স্থলে ক্ষয়িত। (ঐ শাসনের আলোচনাংশ—শাসনাবলী ১১০ পৃষ্ঠা—দ্রষ্টব্য)। রত্নপালের ঐ দ্বিতীয় শাসনে (এবং সিলেও) তাঁহার নাম পাওয়া যায় বটে, তবে তাহা এতই অস্পষ্ট যে তখনকার দিনে (৯০ বৎসর পূর্ব্বে, বিশেষতঃ আসামে) তাহা 'ধর্ম্মপাল' বলিয়া পড়া অসম্ভাব্য নহে। রত্নপালের ঐ শাসন প্রদানের সময় **রাজ্যে বড়্বিংশতিতমে** লিখিত হইলেও—**বিংশ** এতই অস্পষ্ট যে উহা **ত্রিংশ** পঠিত হওয়া তদানীং খুবই সম্ভব ছিল ; আর এই অব্দ যে শাসন প্রদাতারই স্বকীয় রাজ্যাব্দ—তাহাও সাহেব বাহাদুর প্রণিধান করিতে পারেন নাই। সিল সহ ফলক দ্বয়ের চিত্র (J. A. S. B. Vol. LXVII, Part 1, 1898 Plates XII & XIIIতে) দ্রষ্টব্য। [ঐ প্রনষ্ট শাসন কিরূপে পঠিত হইয়াছিল তদ্বিবরণ জেন্‌কিন্‌স্ বাহাদুরের চিঠিতেই আছে। (J. A. S. B. Vol IX, Part II P. 765) "At the time it was first brought up, there was no person in the province who could read the inscription, but having given to a Pandit the alphabet of ancient forms of Sanscrit writing published by Mr. James Princep, to illustrate his discoveries, he was soon able to make out the inscription "]

হেমিণ্টন লিখিয়াছেন—Dharma Pal's City—About two miles from a bend in the Tista, a little below Dimla [in Rangpur District], are the remains of a fortified city, said to have been built by Raja Dharma Pal, the first king of the Pal dynasty in Kamrup. It is in the form of a parallelogram, rather less than a mile in length × × and about half a mile in breadth × ×. Dharma Pal had a sister-in-law, Mainavati, the remains of whose fort still exist on the west bank of the Deonai river, about two miles west from Dharma Pal's fort. × × × At some distance from the south of this existed a circular mound of earth called Haris Chandra-pat. × × I have no doubt that this is a tomb probably that of Haris Chandra, whose daughter was married to Gopi Chandra, the son of Mainavati, and who succeeded his uncle Dharma Pal in his government." (১)

ইনি যে প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি পালবংশীয় ধর্ম্মপাল নহেন, তাহার প্রমাণ ইহাতেই রহিয়াছে; এই ধর্ম্মপালের পরিচয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি পালবংশের প্রথম রাজা। আবার দেখা যায় তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী অন্যবংশীয় গোপীচন্দ্র হইয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার বংশ তাঁহাতেই আরম্ভ এবং তাঁহাতেই শেষ হইয়াছিল। (২)

জেনারেল জেন্‌কিন্‌স্‌ বাহাদুর বনমালের শাসন লিপি পাঠাইবার সময়ে সোসাইটিতে যে

(১) Pp. 360-2 Hunter's Statistical Account of Kuch Behar.

(২) এস্থলে ময়নাবতী (বা ময়নামতী) ও তৎপুত্র গোপীচন্দ্রের কাহিনী সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ত্রিপুরা জেলায়ও ময়নামতীর গল্প প্রচলিত আছে—এবং কোমিল্লা শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী একটি অনুচ্চ—কিন্তু বহু মাইল দীর্ঘ—পাহাড় ময়নামতীর নাম বহন করিতেছে; ঐ পাহাড়ে ময়নামতীর উপখ্যান বর্ণিত গোপীচন্দ্র প্রভৃতির বসতি স্থলও নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। তবে ত্রিপুরা জেলায় প্রচলিত ময়নামতীর গল্পে ধর্ম্মপালের নাম দেখা যায় না,—গোপীচন্দ্রকে 'ধর্ম্মরাজ' বলা হইয়াছে ঃ—

ধর্ম্মরাজ গুবিচন্দ্র শুনহ বচন॥ ময়নামতীর গান ১ম পৃঃ (প্রতিভা ১৩২০)।

"ময়নামতীর গানে"র অন্যতর সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় (প্রতিভা শ্রাবণ ১৩২১—॥/০ পৃষ্ঠায়) উপরি উল্লেখিত ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছেন যে ইনি গৌড়ের সুপ্রসিদ্ধ ভূপতি মহীপালের আত্মীয় এবং তৎপ্রতিনিধিরূপে দণ্ডভুক্তির (অর্থাৎ বেহারের) শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ইহা অসম্ভাব্য না হইতেও পারে। পরন্ত ডাঃ বুকানন হেমিণ্টন 'ধর্ম্মপালের নগর' বলিয়া যে জায়গার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা করতোয়া নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বলিয়াই প্রতীত হয়; এবং এই করতোয়া চিরকাল—এমন কি মোসলমান আক্রমণের সময়েও—কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল। গৌড়ের রাজপ্রতিনিধি ধর্ম্মপাল কামরূপের সীমার ভিতরে আসিয়া নগর স্থাপন করিয়াছিলেন—ইহা সম্ভাবনীয় মনে করা যায় না।

চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পালোপাধিক কতকগুলি রাজার নামতালিকা রহিয়াছে—তন্মধ্যে এক Dhamba Pal [= ধর্ম্মপাল] আছেন (১)।

এ ছাড়া আরো এক ধর্ম্মপালের নাম স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুরের আসাম ইতিহাসে উল্লেখিত হইয়াছে—A Kshatriya named Dharma Pal, it is said, came from the west and founded a kingdom. (২) বলা বাহুল্য যে ইনি উপরি উল্লেখিত কোনও 'পাল' বংশীয় ছিলেন না এবং ইহার বিবরণও কিংবদন্তী মূলক।

ইতঃপূর্ব্বে (৩) জয়পালের উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং তিনি (শাসনদ্বয় প্রদাতা) ধর্ম্মপালের অধস্তন পুরুষ (পুত্র বা পৌত্র) কেহ হইবেন, একথা অনুমান করা হইয়াছে। শিলিমপুরে প্রাপ্ত (ঐ স্থলে উল্লেখিত) প্রস্তর লিপিতে প্রহাস নামক একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রশংসাবাদ রহিয়াছে এবং তাঁহার নির্লোভতার নিদর্শন স্বরূপ বলা হইয়াছে যে তিনি কামরূপরাজ জয়পালের তুলাপুরুষ দানোপলক্ষে প্রদত্ত ৯০০ স্বর্ণমুদ্রা ও দশশত (ধান্য) উৎপাদিকা ভূমি—উপরোধ সত্ত্বেও গ্রহণ করেন নাই। (৪) কামরূপের পাল বংশের আদি পুরুষ ব্রহ্মপাল হইতে ধর্ম্মপাল পর্য্যন্ত রাজগণের তালিকায় এমন কোন অবকাশ নাই যেখানে জয়পালের সমাবেশ হইতে পারে। (৫) এই নিমিত্ত ইহাকে ধর্ম্মপালের পুত্র-পৌত্র স্থানীয় মনে করা হইয়াছে। তবে এই অনুমানের পরিপন্থী একটি বিষয় রহিয়াছে ; লিপির আলোচয়িতা অধ্যাপক বসাক মহাশয় শিলিমপুর লিপির অক্ষরভঙ্গি দৃষ্টে ইহা একাদশ শতাব্দীর লেখা মনে করেন। অথচ পাল রাজগণের বংশলতিকায় ধর্ম্মপালকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় কেবল লিপিভঙ্গি দ্বারা সময় নিরূপণ নিরাপদ্ নহে—তাহাতে শতাব্দী অগ্রপশ্চাৎ হওয়া বিচিত্র নয়। ডাঃ

(১) J. A. S. B. IX, Part II (1840). P. 766. (এই তালিকায় ব্রহ্মপালাদি কাহারও নাম নাই—এতদন্তর্ভুক্ত ধর্ম্মপালের নাম জপাগু(?)পাল ও হরিপালের পরে আছে, অতএব ইনি শাসন প্রদানকারী ধর্ম্মপাল হইতেই পারেন না।

(২) History of Assam, Chap. I. P. 17

(৩) রাজাবলী [১৪] পৃঃ (৫) পাদটীকা।

(৪) শিলিমপুর লিপি ২২শ শ্লোক (Ep. Ind. XIII P. 292) :—

यः कामरूपनृपते र्ज्जयपालदेवनाम्न स्तुलापुरुषदानुरचिन्त्यधाम्नः।
हेम्नां शतानि नव निर्भरमर्थ्यमानो नैवाददे दशशतोदयशासनं च॥

[লিপিতে পাঠ **नाम्नः तुला ......;** ইহা সংশোধিত হইল।] লিপির ব্যাখ্যাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় 'দশশতোদয়শাসন' অনুবাদ করিয়াছেন—a sasana yielding an income of thousand (coins). কিন্তু কামরূপ শাসনাবলীতে ঈদৃশ স্থলে সহস্রোৎপত্তি দ্বারা সহস্র (দ্রোণ) ধান্য জন্মে এমন (ভূমি) বুঝায়। (বলবর্ম্মার শাসন—আলোচনাংশ ৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

(৫) রাজাবলী [১০] পৃষ্ঠায় পাল রাজগণের বংশ লতিকা দ্রষ্টব্য।

হর্ণ্‌লির ন্যায় লিপি তত্ত্ববিৎ বলবর্ম্মার সময় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—হর্জ্জরের পাষাণলিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে বলবর্ম্মার সময় আগাইয়া গিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (১) আবার ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় শাসনের অতিরিক্ত আলোচনায় (২) দেখান হইয়াছে যে ঐ শাসনের ফলক-গুলিতে বিভিন্ন সময়ের লিপি ভঙ্গী—শিল্পীর বিভিন্নতা বশতঃ—রহিয়াছে। পুত্র পিতার হস্তাক্ষর—শিষ্য গুরুর হস্ত লিপি—অনুকরণ করিত, ইহা অসম্ভাব্য নহে। শিলিমপুর লিপির শিল্পী মাগধ ছিলেন—তাই তদীয় হস্তাক্ষর একটু প্রাচীন ধাঁচের হইয়াছে—স্থান ভেদেও লিপিভেদ হওয়া বিচিত্র নয়।

এই জয়পালের নাম অন্য এক লিপিতেও পাওয়া যাইতেছে। বিলাতে ইণ্ডিয়া আপিসে সংরক্ষিত সংস্কৃত হস্তলিখিত পুথির তালিকার 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ' নামক একখানি পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে—

তস্মাদ্ভূষিতসাব্ধিভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈ-
র্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রাভাকরগ্রামণীঃ।
ক্ষ্মাপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্॥

(P. 289 Ep. Ind. XIII)

ইহাতে উমাপতির নামটি পাওয়া যাইতেছে; সম্ভবতঃ ইনিই সেই ধরোপাধিক উমাপতি, যিনি বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তির রচয়িতা (৩) এবং তৎপৌত্র লক্ষ্মণসেনের সচিব বলিয়া প্রখ্যাত। তিনজন ভূপতির যিনি সমসাময়িক, তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, ইহা বলিতেই হইবে। বিজয়-সেনের পুত্র বল্লালসেনের রাজত্ব কাল ১১৫৯ হইতে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ (৪); ইহাতে বিজয় সেনের সময় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, এবং লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকাল ঐ শতাব্দীর শেষভাগ, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জয়পাল যখন উমাপতিকে 'মহাদান' প্রদান করেন তখন উমাপতি **ভূষিতসাব্ধিভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈ র্বিদ্বন্মৌলিঃ**; অতএব কিঞ্চিৎ প্রৌঢ়বয়স্ক ছিলেন; তাই ঐ মহাদান দ্বাদশশতাব্দীর তৃতীয় পাদে গৃহীত হইয়াছিল বলিলে অসঙ্গত হইবে না। অতএব জয়পালের রাজত্বের সময়ও ঐরূপই হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি; এই নিমিত্তই তাঁহাকে ধর্ম্মপালের পুত্র অথবা পৌত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (৫)

---

(১) রাজাবলী [২১] পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) শাসনাবলী ১৪৫ পৃষ্ঠা।

(৩) **এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধবুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ॥৩৫**

(P. 49 Inscriptions of Bengal Vol III)

(৪) গৌড়রাজমালা ৬২ পৃষ্ঠাবধি দ্রষ্টব্য।

(৫) 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত (জয়পাল সংস্পৃষ্ট) শ্লোকটীতে উমাপতির নামের সঙ্গে 'ধর' উপাধি না থাকাতে, ইনি যে সুবিখ্যাত 'উমাপতি ধর'—এবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। এতদুত্তরে

উভয় লিপিতেই আমরা কামরূপরাজ জয়পালকে ধর্ম্মিষ্ঠ ও দানশীল দেখিতে পাইতেছি—তাঁহার পিতা (বা পিতামহ) ধর্ম্মপালও যে দাতা ও ধার্ম্মিক ছিলেন ইহা তদীয় শাসনালোচনাতেই বলা হইয়াছে। এবং তুলাপুরুষ দানের দ্বারা সূচিত হয় যে তিনি সমৃদ্ধিশালী ভূপতি ছিলেন। শিলিমপুরলিপির ২২শ শ্লোকে জয়পালের বিশেষণ **অচিন্ত্যধামা:** দ্বারাও তাঁহার প্রভাবশালিত্ব সূচিত হইয়াছে। (১)

রাজধানী দুর্জ্জয়ার বর্ণনায় যাহাই থাকুক না কেন, রত্নপালের রাজত্ব সময়ে কামরূপের উপর কোনও বিজিগীষুর আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না—তবে তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা ইন্দ্র-পালের অথবা তৎপুত্র হর্ষপালের সময়ে বোধহয় চালুক্য রাজকুমার কর্ণাটেন্দু বিক্রমাঙ্ক তদীয় পিতার রাজত্ব কালের [১০৪০-১০৭১ খৃঃ] মধ্যে পূর্ব্বদিগ্‌বিজয় উপলক্ষে আসিয়া কামরূপ নৃপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে বিহ্লণ কৃত বিক্রমাঙ্কচরিতে আছে :—

गायन्ति स्म गृहीतगौड़विजयस्तम्बेरमस्याहवे (২)
तस्योन्मुलितकामरूपनृपतिप्राज्यप्रतापश्रियः।

বক্তব্য এই যে 'ধর' শব্দ এইস্থলে কৌলিক উপাধি মাত্র, নামের অংশ নহে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সঙ্কলিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'—দ্বিতীয় ভাগ—ব্রাহ্মণকাণ্ড—তৃতীয় অংশে (২০০ পৃষ্ঠায়) আছে "এদেশীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে ঘৃতকৌশিক ও গৌতম গোত্রই শ্রেষ্ঠ কুলীন, ইহাদের মধ্যে 'ধর' উপাধি দৃষ্ট হয়।" এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবু উমাপতি ধরের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, তিনি যে 'দাক্ষিণাত্য বৈদিক' শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(১) এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে কেহ কেহ মনে করেন এই জয়পাল গৌড়াধিপ দেবপালের অনুজ ছিলেন—যাঁহার কামরূপরাজের উপর প্রভাব বিস্তারের কথা নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে উল্লেখিত হইয়াছে। (রাজাবলী[২৩]পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এ বিষয়ে অধ্যাপক বসাক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন—তাহা সমীচীনই হইয়াছে (P. 289 Ep. Ind. XIII); অর্থাৎ ঐ জয়পাল 'কামরূপনৃপতি' হওয়া দূরে থাকুক, কুত্রাপি 'ক্ষ্মাপাল' ছিলেন বলিয়াও জানা যায় নাই। নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের ঐ স্থলের অনুবাদ ব্যাখ্যায় স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও বলিয়াছেন—"ইহাতে + + + প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতির সহিত সন্ধিবন্ধনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (গৌড় লেখমালা ৬৬ পৃঃ পাদটীকা)। অতএব ঐ জয়পাল কর্ত্তৃক কামরূপাধিকারের কোনও কথা নাই। আরো একটী বিষয় অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে এই শিলিমপুর শাসনোল্লেখিত জয়পাল কামরূপেরই (পালবংশীয়) রাজা। কেননা, তাঁহার যে শাসনদান প্রহাস গ্রহণ করেন নাই, তাহা "দশশতোদয়" বিশেষিত ছিল; ভূমির পরিমাণে, "এত হাজার (ধান্য) উৎপাদিকা ভূমি," বলবর্ম্মার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পাল রাজগণের সময় পর্য্যন্ত, সমস্ত শাসনেই দৃষ্ট হইবে। ইহা কামরূপেরই বিশেষত্ব—গৌড়াধিপগণের এতাদৃশ সহস্রধান্যোৎপত্তিক ভূমি দানের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

(২) কাশী জ্ঞানমণ্ডল-প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ **स्तम्बेरमस्याबहे** (২৭ পৃষ্ঠা)—বোধহয় প্রামাদিক।

মাতুস্যন্দনখঙ্কঘোষমুষিতপ্রত্যূষনিদ্রারসাঃ
পূর্ব্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধবনিতাঃ প্রালেয়শুভ্রং যশঃ ॥
৩য় সর্গ—১৪ তম শ্লোক।

এই আক্রমণের ফলে কামরূপ রাজ্যের কোনও অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধহয় না।

বিক্রমপুরের রাজা ভোজবর্ম্মার বেলব লিপিতে তদীয় পিতামহ জাতবর্ম্মার সম্বন্ধে একটি শ্লোক রহিয়াছে :—

বৃন্বন্ বৈণ্যপৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
যোঙ্গেষু প্রথয়ন্ শ্রিয়ং পরিভবংস্তাং কামরূপশ্রিয়ম্।
নিন্দন্ দিব্যভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ম্
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়সাচ্ছ্রিয়ং বিততবান্ স্বাং সার্ব্বভৌমশ্রিয়ম্ ॥৮ (১)

ইহা হইতে কেহ কেহ (২) বলিয়াছেন যে জাতবর্ম্মা কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্লোকটি যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ বলা বোধহয় সমীচীন হয় নাই। এখানে দ্বিতীয় পাদটিতে স্পষ্টই 'অঙ্গ' ও 'কামরূপ' এই শব্দদ্বয়ে শ্লেষ রহিয়াছে—অর্থ এই যে তাঁহার অবয়বে এমন সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়াছিল যে কামদেবের (প্রসিদ্ধ) সৌন্দর্য্যও পরাভূত হইয়াছিল। (৩) অতএব জাতবর্ম্মার কামরূপ বিজয়বার্ত্তা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

গৌড়াধিপ রামপাল কর্তৃক কামরূপ বিজয়ের কথা সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" গ্রন্থে একাধিক স্থলে পাওয়া যাইতেছে :—

তস্য জিতকামরূপাদিবিষয়বিনিবৃত্ত(৪)মানসম্পাদ্যঃ।
মহিমানমানয়ন্নৃপো যতমানস্য প্রজাভিরস্তার্থম্ ॥৩।৪৭
বিগ্রহনির্জ্জিতকামরূপভূন্ ৪।৫

---

(১) Inscriptions of Bengal Vol. III P. 20.

(২) যথা, ৺ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়; তদীয় বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগে (২য় সংস্করণ—২৭৭ পৃষ্ঠায়) আছে, (জাতবর্ম্মা) + + + "অঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠালাভ এবং কামরূপরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন"।

(৩) শ্লেষমূলক সার্ব্বভৌমত্বের অপর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। নেপালরাজ জয়দেবের যে প্রস্তর লিপির একটি শ্লোক ইতঃপূর্ব্বে—রাজাবলী [২৩] পৃষ্ঠায়—উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরের শ্লোকটি এই :—

অঙ্গশ্রিয়া পরিগতো জিতকামরূপঃ কাঞ্চীগুণাঢ্যবনিতাভিরুপাস্যমানঃ।
কুর্ব্বন্ সুরাষ্ট্রপরিপালনকার্য্যচিন্তাং যঃ সার্ব্বভৌমচরিতং প্রকটীকরোতি ॥১৬

(Indian Antiquary Vol IX, P. 179)

(৪) এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত পাঠে এখানে একটি ':' রহিয়াছে—ছন্দোনুরোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

এইবার কামরূপের দক্ষিণপশ্চিমভাগস্থ একটা বৃহৎ খণ্ড গৌড়রাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। বৈদ্যদেবের শাসন হইতে জানা যাইতেছে যে রামপালের পুত্র কুমারপালের সময়ে এই পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী ভূভাগে যিনি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন—সেই তিম্‌গ্যদেব 'নৃপতি' বিদ্রোহী হওয়াতে, বৈদ্যদেব তৎস্থলে ঐ প্রদেশে 'নরেশ্বর'ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (১) ইহাতে 'কামরূপ' বা 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' রাজ্যের নাম নাই—আছে 'পূর্ব্বদিকস্থিত' ভূভাগে ; তাই মনে হয়, এই অংশ গৌড়রাজ্যের সামিল হইয়া পড়িয়াছিল। তবে যে প্রদত্ত ভূমির সংস্থান বর্ণনায় "প্রাগ্‌জ্যোতিষ ভুক্তি"র এবং "কামরূপ মণ্ডলে"র উল্লেখ আছে (২)—তাহা বোধহয় ইহা যে পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ (বা কামরূপ) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহারই পরিচায়ক মাত্র।

যাঁহাকে শাসন ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণের পুরুষানুক্রমিক বসতি স্থল ছিল বরেন্দ্রীস্থিত ভাবগ্রামে। (৩) ঐ ভাবগ্রামই পশ্চাৎ 'ভাবতা' নামে পরিচিত হইয়াছিল—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; (৪) ইহা বর্ত্তমান বগুড়া শহরের প্রায় ১১ ক্রোশ দক্ষিণে—প্রাচীন করতোয়ার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। (৫) প্রদত্ত ভূমি অবশ্যই করতোয়ার পূর্ব্বদিকে ভাবগ্রামের সন্নিকৃষ্ট স্থানেই ছিল, ইহা অনুমান করা অসমীচীন হইবে না। তাই বলিয়াছি—বৈদ্যদেবের শাসিত ভূভাগ যাহা রামপাল কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল—তাহা কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমাংশ ছিল।

রামপাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না—তর্কের বিষয় ; পরন্তু তিনি যে একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বিদ্যমান ছিলেন—ইহা অবিসংবাদিত। (৬) তাহা হইলে এই কামরূপ বিজয় তদীয় জীবনের শেষ অবদান বলিয়া বোধ হইতেছে।

ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনে প্রদত্ত ভূমি যিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার নিবাস যে গ্রামে ছিল, তাহা 'শ্রাবস্তি' জনপদের অন্তর্গত। বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী শিলিমপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে যাঁহার প্রশস্তি রহিয়াছে—সেই ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষদের নিবাস ঐ শ্রাবস্তি জনপদের অন্তর্গত (অপর) এক

---

(১) एताहशो हरिहरिहभुवि सत्कृतस्य श्रीतिम्ग्यदेवनृपतेर्विकृतिं निशम्य।
गौडेश्वरेण भुवि तस्य नरेश्वरत्वे श्रीवैद्यदेव उरुकीर्त्तिरयं नियुक्तः ॥১৩

(গৌড়লেখমালা ১৩১ পৃষ্ঠা)।

(২) বৈদ্যদেবের শাসন ৪৮-৪৯ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য (গৌড়লেখমালা ১৩৪ পৃষ্ঠা)

(৩) ঐ ২২-২৮ শ্লোক (ঐ ১৩৩-১৩৪ পৃষ্ঠা)

(৪) রাজাবলী [৩০] পৃঃ (১) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৫) বগুড়ার ইতিহাস (২য় সংস্করণ) ১১২ পৃষ্ঠা।

(৬) গৌড়রাজমালা এবং রাখাল বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসে এইরূপই আছে। রাখাল বাবু তাঁহার Palas of Bengal প্রবন্ধে (Chap. VI তে) লিখিয়াছেন—Ramapaladeva was succeeded by his second son Kumarapala about the year 1097 A. D. (P. 101, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol V. no. 3.)

গ্রামে ছিল—তথা হইতে তাঁহারা 'সকটী' ব্যবধানে—বালগ্রামে আসেন, পরে তৎসন্নিহিত 'শীয়ম্ব' গ্রামে বসতি করেন। (১) বালগ্রাম এখন 'বোলগাও'রূপে পরিচিত হইতেছে—এবং শীয়ম্ব 'শিলিমপুর' হইয়াছে। উভয় গ্রামই কামরূপ রাজ্যের (সম্ভবতঃ) সীমাস্থিত শ্রাবস্তি জনপদের অল্পব্যবহিত ; (২) এবং বর্ত্তমান বগুড়া শহর হইতে ইহাদের দূরত্ব ১১।১২ ক্রোশ আন্দাজ হইবে ; তাই, কামরূপস্থ শ্রাবস্তি জনপদও বগুড়া হইতে প্রায় তাদৃশ ব্যবধানেই ছিল—ইহা মনে করিতে পারা যায়। অতএব কামরূপ রাজ্যের যে দক্ষিণপশ্চিমাংশ রামপাল স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন—শ্রাবস্তি তাহার অন্তর্গতই ছিল বোধ হয়। (৩) অতএব শ্রাবস্তি অঞ্চল নিবাসী হিমাঙ্গকে প্রথম শাসনের ভূমি দান করাতে (৪) অনুমিত হইতেছে, যে তখনও রামপাল কামরূপ অংশতঃ অধিকার করেন নাই। ঐ শাসন ধর্ম্মপালের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে প্রদত্ত হয়। ধর্ম্মপালের রাজত্ব কাল মোটামুটি হিসাবে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রদর্শিত হইলেও—তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের সময় একাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ; তাহা যদি ঐ দশকের প্রারম্ভেও ধরা যায়—তাহা হইলেও ১০৯৪ কি ১০৯৫ অব্দে কামরূপবিজয় হইয়াছিল, ইহাই বলিতে হয়– অর্থাৎ রামপালের মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল।

---

(১) এ সকল কথা ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনের অতিরিক্ত আলোচনায় অনেকটা বলা হইয়াছে। (শাসনাবলী ১৬৪-১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) 'সকটী' অর্থ 'একটা শকটে একদিনে যতদূর যাইতে পারে'—এরূপ ব্যবধান মনে করা হইয়াছিল; (ধর্ম্মপালের ১ম শাসনের অতিরিক্ত আলোচনা ১৬৬ পৃঃ (৩) পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি প্রাগুক্ত বগুড়ার ইতিহাসে—৭২ পৃঃ (৪) পাদটীকায়—আছে "সকটী=ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটি গাঞি" ; তাহা হইলে সকটী একটা 'গ্রাম' ছিল—ইহাতে শ্রাবস্তি হইতে বালগ্রামের দূরত্ব বহুপরিমাণে কমিয়াই যায়।

(৩) কামরূপের যে অংশ গৌড়রাজ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া ঐ রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তাহার আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করা যায় না ; কেননা, ইহার নিমিত্ত 'নৃপতি' বা 'নরেশ্বর' উপাধিযুক্ত একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার নিযুক্তি আবশ্যক হইয়াছিল। ঐ অংশের পূর্ব্বদিক্ সম্ভবতঃ অপর রাজ্য অথবা তুম্ন্ড্যা নদীর দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল—তাই প্রস্থে (পূর্ব্বে পশ্চিমে) ইহার পরিসর বেশী ছিল না; দৈর্ঘ্যে—উত্তরে দক্ষিণে—বিশেষতঃ উত্তরদিকেই (কেননা দক্ষিণদিকও বোধ হয় পূর্ব্বদিকের ন্যায় সীমাবদ্ধ ছিল)—বিস্তার সমধিক ছিল। পূর্ব্বোল্লেখিত ভাবগ্রাম হইতে শীয়ম্ব বা শিলিমপুরের দূরত্ব ২২।২৩ ক্রোশ আন্দাজ হইবে—তাই তৎসমান্তরাল করতোয়ার অপর পারে স্থিত ভূমিরও দৈর্ঘ্য ঐরূপই ছিল। অন্ততঃ সেই পরিমাণ ভূমি গৌড়াধিপ দখল করিয়াছিলেন—এবং শ্রাবস্তি জনপদ তদন্তর্গত হইয়াছিল—এইরূপ পরিকল্পনা অসঙ্গত বোধ না হইবারই কথা।

(৪) সম্ভবতঃ ঐ শাসন প্রদানকালেই গৌড়াধিপের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল—তৎকালে রণদক্ষ হিমাঙ্গ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক হয়তো সাময়িকভাবে প্রতিপক্ষের গতিরোধ করাতেই তাদৃশ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন ; (ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনের অতিরিক্ত আলোচনা—১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কুমারপালের রাজত্বকাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ছিল— এবং তাঁহার অমাত্য বৈদ্যদেবও সুতরাং ঐ সময়কার লোক। বৈদ্যদেবকে কামরূপের রাজা বলিয়া অনেকেই মনে করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার সময়ে ধর্ম্মপাল প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন—বৈদ্যদেব গৌড়-রাজ্যভুক্ত কামরূপের একটা অংশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন মাত্র। তবে যে ভাবে তিনি শাসনে—মহা রাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক (১) ইত্যাদি উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছেন— তাহাতে তাঁহাকে একটা রাজ্যের স্বাধীন ভূপতি মনে করা অসঙ্গত নহে। তিনি গৌড়াধিপ কুমারপালের অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ গৌড়াধিপ তাঁহাকে ঐরূপ উপাধি ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ; (২) অথবা হয়তো কুমারপালের মৃত্যুর পর বৈদ্যদেব তাঁহার শাসিত ভূভাগে "স্বাধীন" হইয়াছিলেন এবং সেই সময়েই একটি শাসন প্রদান করিয়া ঐ স্বাধীনতা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

বৈদ্যদেব (বা তৎপরবর্ত্তী কেহ) যে অধিক দিন কামরূপের ঐ খণ্ডে স্বকীয় আধিপত্য অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ বোধহয় না। তখন গৌড়ের পালরাজগণের পতনোন্মুখাবস্থা এবং সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের সময়। কামরূপাধিপতি তাঁহার নষ্টাংশের উদ্ধার সাধনে সম্ভবতঃ উদাসীন ছিলেন না—আবার হয়তো ঐ অংশ কামরূপের অন্তর্নিবিষ্টও হইয়া পড়িয়াছিল ; অথবা উহা বিজিগীষু সেনরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। যে রূপেই হউক, এই রাজ্যখণ্ড উপলক্ষেই সম্ভবতঃ বিজয় সেনের সহিত কামরূপরাজের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তদীয় দেওপাড়া লিপিতে আছে—

গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায।

২০শ শ্লোকার্দ্ধ। (৩)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৪) যে বিজয়সেন দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিলেন ; ইহাতে বোধহয় বিজয় সেনের কামরূপ বিজয় সময়ে— ধর্ম্মপাল স্বয়ং না হউন—তাঁহার পুত্র বা পৌত্র কেহ (? জয়পাল) কামরূপের অধীশ্বর ছিলেন। (৫)

---

(১) বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ৪৭-৪৮ পংক্তি দ্রষ্টব্য (গৌড়লেখমালা ১৩৮ পৃঃ)।

(২) ইদানীন্তন কালেও কোনও কোনও জমিদার 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ভূষিত হইয়াছেন।

(৩) Inscriptions of Bengal Vol III. P. 48. [তবে **অপাকৃত** দ্বারা বোধহয় যেন তদানীন্তন কামরূপ নৃপতি বিজয় সেনের রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—তিনি তথা হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।]

(৪) রাজাবলী [৩৭] পৃষ্ঠা।

(৫) এতদুপলক্ষে স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় বাঙ্গালার ইতিহাসে (২য় সংস্করণ— ১১শ পরিচ্ছেদ ৩১৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "এই সময়ে কে কামরূপসিংহাসনে আসীন ছিলেন তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। বল্লভদেবের পিতামহ রায়ারিদেব ত্রৈলোক্যসিংহ বোধহয় তখনও কামরূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই।" ঠিক্ কোন্ ব্যক্তি তখন কামরূপেশ্বর ছিলেন—তাহা নিশ্চয় ভাবে বলা কঠিন ; অনুমানতঃ যতটা বলা যায়, উপরেই বিবৃত হইয়াছে। বল্লভদেবের পিতামহ কিংবা কোনও

বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেনও কামরূপাধিপতির সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন—

× × **বিক্রমবশীকৃতকামরূপ** × × (মাধাই নগর লিপি ৩২শ পঙ্‌ক্তি) (১)

ইহা যদি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথমভাগে ঘটিয়া থাকে তবে তখন জয়পালই কামরূপাধিপতি ছিলেন—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

যাহা হউক জয়পালের পরে আর কোনও কামরূপাধীশ্বর পালোপাধিক নৃপতির উল্লেখ কামরূপের অথবা অন্য কোনও স্থলের তাম্রশাসনে বা শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে না। পরন্তু পালোপাধিধারী অনেক নৃপতি যে কামরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা প্রাগুক্ত জেনারল্ জেন্‌কিন্‌স্ বাহাদুর কর্ত্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটিতে লিখিত পত্র হইতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

পূর্ব্বপুরুষ কদাপি কামরূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন—এমন প্রমাণ তো এযাবৎ কিছুই পাওয়া যায় নাই। ঘটনাক্রমে বল্লভদেবের একখানি শাসন আসামের তেজপুর শহর স্থিত জনৈক ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের হস্তগত হয়—তিনি উহা এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন—তাই ইহার সংজ্ঞা হইল Assam Plates. ইহা যে আসামের কোনও জায়গায় পাওয়া গিয়াছিল—তাহাও (অন্ততঃ ডাঃ কীল্‌হর্ণ এর প্রবন্ধে) উল্লেখিত হয় নাই—অথচ তাম্রশাসন একটা অস্থাবর জিনিষ—অনায়াসে দূর দূরান্তরে নীত হইতে পারে—যেমন(ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত স্থলে বলা হইয়াছে) বৈদ্যদেবের শাসন বারাণসী অঞ্চলে (কাশীধামের সন্নিকটে) পাওয়া গিয়াছিল। বল্লভদেবের এই শাসন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'প্রতিভা' পত্রিকায়—১৪শ বর্ষ ২।৩।৪ সংখ্যায়—প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে বল্লভদেব যে রাজ্যের রাজকুমার ছিলেন তাহা কামরূপের অন্তর্বর্ত্তী ছিল না—তবে তাহা পশ্চিমদক্ষিণ সীমার নিকটবর্ত্তী অধুনাতন পূর্ব্ববঙ্গের প্রান্তবর্ত্তী কোনও একটা ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল। শাসনে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের নাম গন্ধও নাই বরং বঙ্গরাজের সঙ্গে সংগ্রামের কথা আছে। শাসন লিপি বেশ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে বঙ্গীয় রাজগণের শাসনের লিপিভঙ্গী ও রীতিপদ্ধতির সঙ্গেই ইহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে—কামরূপাধিপতিগণের শাসনের সঙ্গে তেমন ঐক্য লক্ষিত হয় না। (এতৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত যুক্তি তর্ক উপরি উল্লেখিত 'প্রতিভা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধেই দৃষ্ট হইবে—এস্থলে তৎসমস্তের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।) [অপিচ বল্লভদেব নগনভোকচন্দ্র (১১০৮) শকে অর্থাৎ ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে শাসন প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রপিতামহ ভাস্কর অবশ্যই দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে—এবং পিতামহ রায়ারিদেব ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে—বিদ্যমান ছিলেন। তখন ধর্ম্মপাল হইতে জয়পাল পর্য্যন্ত রাজগণ কামরূপের অধিপতি ছিলেন—অতএব ভাস্কর বা তদ্বংশীয়দের অবস্থান সেই সময়ে কামরূপে সম্ভবেই না [illegible] এস্থলে বলা আবশ্যক যে আসামের তথ্যানুসন্ধানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন স্যর এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুর অবশ্যই (১৮৯৯ অব্দে) এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকাতে প্রকাশিত Assam Plates of Vallavadeva প্রবন্ধ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি (১৯০৫ অব্দে প্রকাশিত) তদীয় History of Assam গ্রন্থে ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই; তিনি বোধহয় স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বল্লভের রাজ্য আসামে ছিল না।]

(১) Inscriptions of Bengal Vol III—P. 111

উক্ত সাহেব স্থানীয় কোনও ব্রাহ্মণের নিকট একখানি প্রাচীন ইতিবৃত্ত দেখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকগুলি পালোপাধিক (তন্মধ্যে প্রাগুল্লেখিত 'ধর্ম্মপাল'ও একজন) রাজার নাম ছিল। ঐ সকল পালরাজ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—These are the names given in page 117 of Prinsep's Tables, but in a different order ; but no further notice is taken of any of the Pal race. (১) তবে তাঁহাদের রাজ্য পশ্চিমে করতোয়ার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলেও—পূর্ব্বদিকে, এবং দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তেও, ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল।

ইতোমধ্যে ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে, যথন বঙ্গবিহারাদি বিজেতা মোহাম্মদ ই বখ্‌তিয়ার খিলিজি এক প্রকাণ্ড মোসলমান বাহিনী সহ কামরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন—তখন তাঁহাকে প্রায় সমস্ত সেনা হারাইয়া কথমপি প্রাণ বাঁচাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছিল ; সেই ঘটনার একটি স্মারক লিপি কানাইবড়শী নামক স্থানে (২) পাষাণগাত্রে খোদিত রহিয়াছে :—

শাক ১১২৭

শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাসত্রয়োদশে।

কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মায়যুঃ ॥ (২)

ইহাতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দের (আনুমানিক) ২৭শে মার্চ্চ তারিখ পাওয়া যাইতেছে।

কেবল এই প্রাথমিক আক্রমণেই যে মোসলমানগণ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন এমন নহে ; ভবিষ্যতেও উঁহারা বারংবার কামরূপ আক্রমণ করিয়া ইহার কোনও অংশ অধিক সময় স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হন নাই। (৩) তবে প্রধানতঃ ইঁহাদের আক্রমণাধ্যবসায়েই প্রাচীন কামরূপ রাজ্য ক্রমশঃ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছিল, সন্দেহ নাই।

(১) P. 767, J. A. S. B. Vol IX Part II, 1840.

(২) গৌহাটি শহরের পূর্ব্বাংশ উজান বাজারের বরাবর উত্তর ব্রহ্মপুত্রের অপর তীর হইতে মাইল খানিক পূর্ব্বোত্তরে গিয়াই এই লিপির স্থল পাওয়া যায়। ইহার পুরা নাম 'কানাইবরশীবোয়া'; এই নামকরণ সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ এই যে শ্রীকৃষ্ণ (কানাই) নাকি এখানে বসিয়া 'বড়শী বাহিয়াছিলেন', অর্থাৎ বড়শী দিয়া মাছ ধরিয়াছিলেন। [অপিচ এখান হইতে ক্রোশখানিক পশ্চিমদক্ষিণে গৌহাটি শহরের পশ্চিমভাগের সোজা উত্তর ব্রহ্মপুত্রতীরে অশ্বক্লান্ত তীর্থ রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব এখানে ক্লান্ত হইয়াছিল তাই নাকি স্থানটির ঐ নাম হইয়াছে।]

(৩) পরবর্ত্তী আহোম রাজগণের অধিকার সময়েও মোসলমানগণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই—বারংবার পরাজিত হইয়া উঁহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছিল ; ঐ পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ, নানাস্থানে পরিদৃষ্ট বহু কামানের উপর লেখা রহিয়াছে **যবনং জিত্বা অস্ত্রমিদং প্রাপ্তং** ইত্যাদি। (Report on the Progress of Historical Research in Assam, 1897, Appendix I দ্রষ্টব্য।)

কানাইবড়শী পাষাণগাত্রলিপি।

লিপির দৈর্ঘ্য—৪৪ ইঞ্চি

প্রত্যেকটি অক্ষর গড়ে ২, ইঞ্চি

স্কেল—২
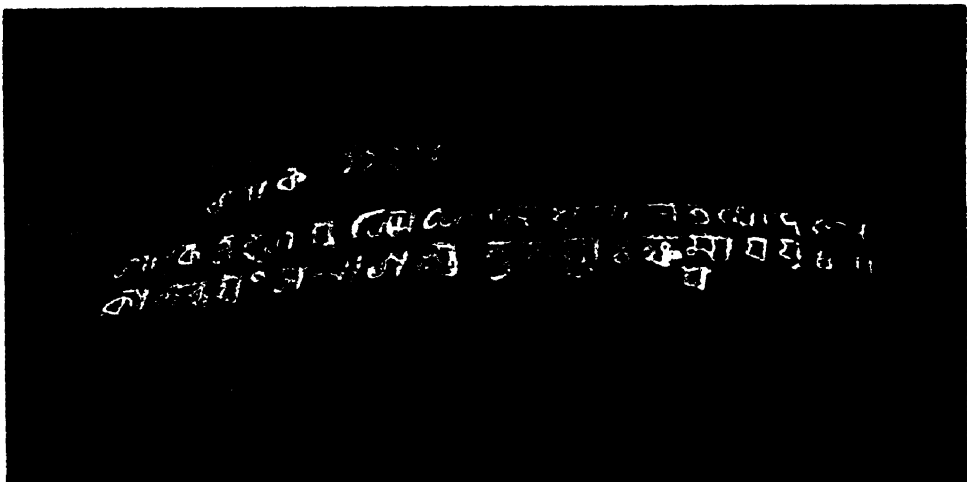
ইতঃপর যাঁহারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নানা রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কাহিনী অনেকটা যোগিনী তন্ত্রে রহিয়াছে ; বিশেষতঃ কোচ ও আহোম রাজগণের উৎপত্তি বিবরণ যোগিনীতন্ত্র প্রথমার্দ্ধ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পটলে আছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী (দ্বাদশ) পটলে শকাব্দ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়—সেই সব এখনও প্রহেলিকার অবস্থায় রহিয়াছে—জানিনা কখন ইহার উদ্ভেদ হইবে।

চুটিয়া, কাছাড়ী, আহোম, কোচ প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসীদের মধ্যে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি হইয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ব্বে আহোম ও পশ্চিমে কোচ এই দুইটি প্রবল জাতি কর্ত্তৃক প্রাচীন কামরূপ রাজ্য ভাগাভাগি হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের বিবরণ, প্রধানতঃ (আহোম) 'বুরঞ্জী' ও (কোচ) 'রাজবংশাবলী' হইতে, এবং অনেকটা মন্দির প্রভৃতির লিপি ও চরিত্রগ্রন্থাদি হইতে, যথোচিত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; তদবলম্বনে অধুনাতন সময়ের ইতিহাস দেশীয় ভাষায় রায় গুণাভিরাম বরুয়াবাহাদুর প্রভৃতি লেখকগণ কর্ত্তৃক এবং ইংরেজী ভাষায় স্যর্ এডোয়ার্ড গেইট্ বাহাদুর দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (১)

(১) সম্প্রতি ডাঃ ওয়েড্ (Dr Wade) নামধেয় জনৈক ইংরাজ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে লিখিত একখানি হস্তলিখিত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহাও প্রাচীন হস্তলিখিত বুরঞ্জী ইত্যাদি অবলম্বনেই সঙ্কলিত হইয়াছিল।

শাসনসূচী।

ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর তাম্রশাসনের স্ফুটিত সিল্

চিত্র "বিজয়া" ১৩২০ আষাঢ় সংখ্যা হইতে সংগৃহীত

[ইহাই সম্ভবতঃ ভূভারতের পরম প্রাচীন শাসনের সিল—শাসনাবলী ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

কামরূপশাসনাবলী।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন।

(নিধনপুরলিপি)

আলোচনা।

শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড পরগণার অন্তঃপাতী নিধনপুর গ্রামের জনৈক মোসলমান কৃষীবল ১৩১৯ সালের পৌষমাসে উহার গৃহের পার্শ্বে যখন একটা উচ্চ ভিটা কাটিয়া সমভূমি করিতেছিল, তখন প্রায় দেড়হাত মাটীর নীচে এই শাসনখানি প্রাপ্ত হয়। শাসনের ফলকগুলি একটা অঙ্গুরীয়ক দ্বারা গ্রথিত ছিল—ঐ অঙ্গুরীয়কের মাথায় চমসাকৃতি এক প্রকাণ্ড সিল ছিল—উহা ফাটা এবং উহাতে একটা হাতীর আকৃতি অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। জানা গিয়াছে, এই ব্যক্তি সাতখানি ফলক পাইয়াছিল, তন্মধ্যে চারি খানি অপরের নিকট বিক্রয় করে এবং অবশিষ্ট তিন খানি ফলক সিলসহ গ্রথিত অবস্থায় প্রকাশ করে। ঐগুলি আমার হস্তগত হইলে নানা পত্রিকায় (১) শাসনের আলোচনা করা হইয়াছিল; দেখাগেল যে শাসনখানি অসম্পূর্ণ—১ম ও ২য় ফলক এবং শেষের ফলকখানি মাত্র রহিয়াছে। মধ্যের ফলকগুলির অভাবে শাসনের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল হইলেও জানা গেল যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যিনি কামরূপের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, যাহার কথা চীন পর্য্যটক য়ুয়নচোয়াং তদীয় ভ্রমণ কাহিনীতে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, বাণভট্টকৃত হর্ষচরিতে যাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—সেই কুমার ভাস্করবর্ম্মার দ্বারা ইহা প্রদত্ত এবং ইহাতে তাহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম রহিয়াছে।

---

(১) 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'—১৩১৯—৪র্থ সংখ্যা। 'বিজয়া'—আষাঢ় ১৩২০ এবং **Epigraphia Indica Vol. XII—No 13** দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য এই সকল প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ প্রাপ্ত ফলক গুলির আবিষ্কার হওয়াতে ভূয়িষ্ঠ সংশোধনার্হ হইয়াছিল—পরে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে ঐ সব শোধন করা গিয়াছে।

তারপর ঐ তিনখানি ফলক পাওয়ার প্রায় চারি বৎসর পরে, উপান্ত্য ফলকখানি লোক সমক্ষে প্রকাশিত হয়—তাহাতে দেখা গেল যে প্রদত্ত ভূমি ৫১½ (১) অংশ করিয়া বিভিন্ন গোত্রের ৬৬ জন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইয়াছে এবং ৭ অংশ 'বলিচরুসত্র' নিমিত্ত (২) পৃথক্ রাখা হইয়াছে। পরন্তু ভূমি যে কোথায় কি উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণসাৎ করা হইয়াছে, তাহা জানা গেল না। (৩) তবে আরো অন্ততঃ একখানি ফলক প্রাপ্তির সংবাদ তখনই প্রচারিত হইয়া পড়ে। কিছুকাল পরে ঐখানিও বাহির হইল; দেখা গেল যে এখানি তৃতীয় ফলক; তাহা হইতে জানা গেল যে প্রদত্ত ভূমি চন্দ্রপুরি বিষয়ে ময়ূরশাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল। উহা প্রথমতঃ ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা (অপর নাম মহাভূতবর্ম্মা) কর্ত্তৃক দান করা হইয়াছিল,—তাঁহার শাসনের ফলকগুলি অগ্নিদাহে নষ্ট হওয়াতে ভাস্করবর্ম্মা নূতন করিয়া এই শাসনখানি প্রদান করেন। এই শাসনে নানা গোত্রের বহু ব্রাহ্মণের নাম ও অনেক অংশের কথা পাওয়া গেল। ইহাতে দেখা গেল যে—সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭টি ভিন্নগোত্রীয় (অন্ততঃ) ১১৯ জন ব্রাহ্মণকে ৯৫ ১/১৬ অংশ দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে বলিচরুসত্রের ৭ অংশ যোগ দিলে ১০২ ১/১৬ (৪) অংশ হয়। অংশ সমষ্টিতে ভগ্নাংশ থাকায় অনুমান হইয়াছিল, আরো অন্ততঃ একখানি ফলক অনাবিষ্কৃত থাকিতে পারে; এবং এইরূপ জনরবও শুনা গিয়াছিল যে—আর একখানি এখনও লুক্কায়িত অবস্থায় আছে। কিন্তু তাহা থাকিলেও উহাতে কেবল আরো কতিপয় বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণের নাম ও অংশ পরিমাণ মাত্র থাকিবে, ইহার অভাবে এই শাসনের ঐতিহাসিক আলোচনার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। (৫) অবশেষে ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে

(১) পূর্ব্বে ৫১½ গণিত হইয়াছিল—ভ্রমবশতঃ একস্থলে ½ অধিক ধরা হয় [পাদটীকা (৪) দ্রষ্টব্য]।

(২) ইহাতে বোধ হয় যে ঐ স্থানে একটি দেবালয় ছিল। মহানাম সংক্ষোভের শাসনে আছে "भगवत्याः पिष्टपुर्य्याःकारितकदेवकुले बलिचरुसत्रोपयोगार्थम् ।" [Pp 114—5 Corpus Inscriptionem Indicarum Vol. III—দ্রষ্টব্য।]

(৩) উপান্ত্য ফলকের পাঠ ও তদুপলক্ষে প্রবন্ধ একটি 'নবযুগ' পত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ সালে, তৎপর ১৩২৯ সালের 'প্রতিভা' পত্রিকার প্রথম (ত্রৈমাসিক) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৪) মধ্যের (চতুর্থ ?) ফলকখানি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ১০২ ১/১৬ অংশ হিসাব করা হইয়াছিল (Epigraphia Indica No. 19 Vol XIX p 116 দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সম্প্রতি মধ্যের ঐ ফলকখানির আবিষ্কার হওয়াতে গোত্র সহিত অংশের পরিমাণ তিন স্থলে (½ স্থানে ১/৫) পরিবর্ত্তিত করাতে (অনুবাদাংশে ক্রমিকনম্বর ১৮, ২৮ ও ১৬৫ এর ফুটনোট দ্রষ্টব্য) ½ কমিয়া গেল। [মধ্যের ঐ। চতুর্থ ?। ফলকের পাঠ ইত্যাদি Epigraphia Indica Vol. XIX No. 40তে আলোচিত হইয়াছে।]

(৫) তৃতীয় ফলকখানি প্রাপ্তির পরেই একটি প্রবন্ধ লিখিয়া 'প্রতিভা' পত্রিকার ১৩৩০—দ্বিতীয় (ত্রৈমাসিক) সংখ্যায় প্রকাশিত করা হয়। এই তৃতীয় ও সেই উপান্ত্যফলক আলোচনা পূর্ব্বক ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ Epigraphia Indica Vol XIX, No 19তে প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বের

পঞ্চখণ্ডে গিয়া নিধনপুরে সেই কৃষকের বাড়ী এবং যে ভিটা খুঁড়িয়া শাসনখানি পাওয়া গিয়াছিল তাহাও পরিদর্শন করি। তৎসময়ে অপর এক মোসলমানের নিকট হইতে আর একখানি ফলক ক্রয় করিয়া আনি—ইহা তৃতীয় ও উপান্ত্য ফলকের মধ্যবর্ত্তী। তাহাতে গোত্রও বেদ পরিচয় সহ আরো কতিপয় ব্রাহ্মণের নাম ও অংশ লিখিত রহিয়াছে। এতাবৎ প্রাপ্ত ফলকগুলিতে ৫৬টি ভিন্নগোত্রীয় (১) (অন্ততঃ) ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নাম ও ১৬৬৫ অংশের হিসাব পাওয়া গেল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে অংশ বিভাগ সম্পূর্ণ হয় নাই—আরও ঈদৃশ ফলক অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। (২)

শাসনখানি পাওয়া গেল শ্রীহট্ট পঞ্চখণ্ডের এক গ্রামে (নিধনপুরে); শাসন প্রদাতা কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মা; প্রদত্ত ভূমি চন্দ্রপুরি বিষয়ান্তঃপাতি ময়ূরশাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র; এবং এই ভূমিদানকার্য্য ভাস্করের চারিপুরুষ পূর্ব্বে তদীয় বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব প্রথম প্রশ্ন এই যে "ময়ূরশাল্মলাগ্রহার" কোথায়? অর্থাৎ "চন্দ্রপুরি বিষয়", বর্ত্তমানে যাহা পরগণা পঞ্চখণ্ড বলিয়া খ্যাত, তাহাই কিনা, এবং শ্রীহট্ট অঞ্চল ভূতিবর্ম্মার তথা ভাস্করবর্ম্মার সময়ে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল কিনা? অপিচ ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধাবার হইতে শাসন আদেশ করিয়াছেন; তাই দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে কর্ণসুবর্ণ কদাপি ভাস্করের অধীন ছিল কিনা? এই দুইটি প্রশ্নই প্রধান এবং এই দুইটির সমাধানের উপরেই অন্যান্য অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপিত ও যথামতি মীমাংসিত হইবে।

(অসম্পূর্ণ শাসনের) আলোচনার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সংশোধনও করা হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রের ১২শ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় "তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণপরিচয়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ (এবং পূর্ব্বের ৩খানি ও এই দুই খানির মূল পাঠ) প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর মধ্যের ফলক খানি পাইবার পর "তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণ পরিচয়" বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে। (ব্রাহ্মণসমাজ ১৪শ বর্ষ ১১ সংখ্যা।)

(১) এস্থলে এবং ইতঃপূর্ব্বে যে গোত্রসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে একই গোত্র ভিন্ন ভিন্ন বেদের হইলে পৃথক্ পৃথক্ গোত্র ধরা হইয়াছে—যেমন ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় 'কাশ্যপ' ভিন্ন ভিন্ন গোত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অপিচ 'ভরদ্বাজ' ও 'ভারদ্বাজ' এবং 'কশ্যপ' ও 'কাশ্যপ' পৃথক্ পৃথক্—গোত্র মনে করা হইয়াছে।

(২) পরিদর্শনোপলক্ষে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে (ক) ফলক সংখ্যা ৭ খানি ছিল। (খ) যে ভিটা খুঁড়িয়া ফলক পাওয়া যায় তাহা বেশী উচ্চ ছিল না, কোদাল দিয়া দেড় হাত খুঁড়িতেই ঐ গুলি বাহির হইয়া পড়ে। (গ) শাসনাবিষ্কারক মোসলমান ৩ খানি মাত্র নিজে রাখিয়া বাকি ৪ খানি ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট তখনই বিক্রয় করিয়া ফেলে—ঐ চারি খানির মধ্যে ক্রমশঃ তিন খানি পাওয়া গেল—একটি এখনও হস্তগত হইতে পারে নাই। [এই অনাবিষ্কৃত ফলকখানির জন্য বহু চেষ্টা করা গেল—কিন্তু সফলকাম হইতে পারি নাই। তবে ইহাতে আরো কতিপয় ব্রাহ্মণের নাম, গোত্র (বেদ পরিচয় সহ) ও অংশের হিসাব, এই মাত্র থাকিবার কথা।]

"চন্দ্রপুরি" বিষয়টার কোনও 'ভুক্তি' বা 'মণ্ডল' উল্লেখিত না থাকাতে বোধ হয়, ইহা **"শ্রীপ্রাগ্জ্যোতিষভুক্তৌ। কামরূপমণ্ডলে।"** (১) ছিল। অপর মণ্ডলের হইলে তাহার উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইত। বহুদূরবর্ত্তী শ্রীহট্ট প্রদেশ প্রাগ্-জ্যোতিষ ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহা অবশ্যই মণ্ডলান্তরের অধীন হইত এবং শাসনে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকিত।

তখন শ্রীহট্ট একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চীন পরিব্রাজক য়ুয়নচুয়াং—যিনি এই ভাস্করবর্ম্মার সময়েই কামরূপেও আসিয়াছিলেন,—সমতট পরিভ্রমণ সময়ে যে ছয়টি রাজ্যের নাম শুনিয়াছিলেন তাহার প্রথমটির নাম ছিল—"শিহলিচটলো"; ইহা সমতটের সংলগ্ন পূর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত ছিল; ইহাই শ্রীহট্ট (২)। শ্রীহট্টের তাৎকালিক স্বতন্ত্রতার আর একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে; আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টাব্দে জালন্ধর রাজবধূ ঈশ্বরাদেবী যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তৎপ্রশস্তির শিরোভাগে **"শ্রীহট্টাধিশ্বরেশ্বরঃ"** লেখা রহিয়াছে (৩)। এই লেখা টুকু যদিও প্রশস্তির মূললিপি অপেক্ষা অর্ব্বাচীন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, তথাপি বেশী দিনের পরবর্ত্তী হইবে না। বিশেষতঃ যে যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের সীমা নির্দ্দেশ (৪) দেখিয়া তন্মধ্যে শ্রীহট্টের অবস্থান নিরূপিত হইয়া থাকে তাহাতেই কামরূপের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহট্টেরও পৃথক্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

"ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগে চ কামরূপং বিজানিহি

* * *

শ্রীহট্টমপি পূর্ব্বে চ * * * ।"

যোগিনীতন্ত্র দ্বিতীয়াঙ্ক প্রথম পটল।

---

(১) বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে (গৌড় লেখমালা ১৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) স্পষ্ট তাহাই আছে; এই শাসন পালরাজগণের অমাত্য বংশীয় বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়াতে এবং প্রদাতা ভিন্ন রাজ্যের লোক বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ 'ভুক্তি' ও 'মণ্ডলের' উল্লেখ করার প্রয়োজন হইয়াছিল।

(২) যাঁহারা এ বিষয়ে বিচার বিতর্ক দেখিতে চান তাঁহারা মল্লিখিত "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধ দেখিবেন। ইহা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'—১৩২৬ সালের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরাজী সংস্করণ To the East of Samatata ১৯২০ অব্দের জানুয়ারী সংখ্যা—রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশিত হইয়াছে। (উভয় প্রবন্ধেরই প্রতিবাদ হইয়াছিল, উত্তরও প্রকাশিত হইয়াছে. সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩২৯ সালের ২য় সংখ্যা এবং Hindustan Review, July 1924, দ্রষ্টব্য। আবার হিন্দুস্থান রিভিউর উত্তরের প্রত্যুত্তরও হইয়াছিল—তাহারও একটা জবাব দেওয়া হইয়াছে. Indian Historical Quarterly—Vol IV No 1 দ্রষ্টব্য।)

(৩) Epigraphia Indica Vol 1—part i—p 20 দ্রষ্টব্য। (**ধী** স্থলে **খি** ঐ লিপিরই একটা ভুল)

(৪) **करतोयां समाश्रित्य यावद्दिक्करवासिनीम् ।**

* * *

दक्षिणां ब्रह्मपुत्रस्य लाक्षायाः सङ्गमावधि যোগিনীতন্ত্র প্রথমার্দ্ধ ১১শ পটল।

অপিচ, যোগিনীতন্ত্রে বিশ্বসিংহের নাম আছে—ইনি যোড়শ শতাব্দীর লোক; ঐ সময়ে তো শ্রীহট্ট মোসলমানদের অধিকার ভুক্তই ছিল। ফলতঃ যোগিনীতন্ত্রের ঐ সীমা কোনও রাষ্ট্রীয় সীমানা (**political boundary**) নহে; ইহা মনুসংহিতোক্ত 'আর্য্যাবর্ত্ত' 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' ইত্যাদির ন্যায় একটা পৌরাণিক ভূ-বিভাগের নির্দ্দেশক মাত্র।

তবে 'চন্দ্রপুরি' কোথায় অবস্থিত ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বোত্থাপিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেই হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্ম্মার তথা কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল কিনা? চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়নচোয়াং কামরূপ ও কর্ণসুবর্ণের পৃথক্ পৃথক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, কর্ণসুবর্ণ কামরূপের অন্তর্বর্ত্তী ছিল না। ইহা যে তদানীং কিয়ৎকাল ভাস্করের অধিকৃত ছিল, তাহাও বোধ হয় না। হর্ষচরিতে যাঁহাকে গৌড়াধিপতি বলা হইয়াছে, তিনিই কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক। তিনি হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ্যান্ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে বধ করেন; সেই হত্যার প্রতিশোধ মানসে হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসন প্রাপ্তির পরেই গৌড়াভিমুখে অভিযান করেন; তখন ভাস্করবর্ম্মা দূত পাঠাইয়া হর্ষের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হন। কর্ণসুবর্ণ (তথা গৌড় বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন) কামরূপের সংলগ্ন রাজ্য ছিল। অতএব রাজনীতির সূত্রানুসারে গৌড়াধিপ ভাস্করবর্ম্মারও 'অরি' ছিলেন; (১) এবং অরির অরি হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে তাই 'মিত্রতা' ঘটিয়াছিল। যাহা হউক দুই মিত্রে মিলিয়া কর্ণসুবর্ণ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ জয়ের ফলভাক্ হর্ষবর্দ্ধনই হইয়াছিলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য কামরূপের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তবে যখন এই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল, তখন হয় তো কর্ণসুবর্ণ রাজধানী অধিকার করিয়া ভাস্করবর্ম্মা মিত্রের সহিত উৎসবানন্দে কিছুদিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন; সেই সময়েই বোধ হয় এই তাম্রশাসন আদিষ্ট হইয়াছিল।

এই অনুমান যদি ঠিক্ হয় তাহা হইলে চন্দ্রপুরি বিষয়ের অবস্থান সম্বন্ধেও একটা উপপত্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।

কামরূপরাজ্য তদানীং করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কেন না, চীন পরিব্রাজক য়ুয়নচোয়াং 'কলোতু' নদী পার হইয়াই কামরূপে প্রবেশ করেন (৬৪৩ খৃঃ)। এই কলোতু (অর্থাৎ করতোয়া) রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষ (বর্ত্তমান গৌহাটি) হইতে বহুদূরে অবস্থিত। করতোয়ার সমীপবর্ত্তী জনপদ হইতে তখনকার দিনে রাজধানীতে যাওয়া বড় সোজা কথা ছিল না। আমার বোধ হয় এই চন্দ্রপুরি বিষয় করতোয়ারই নিকটস্থ ছিল (২) এবং যখন পূর্ব্বতন শাসনখানি দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে তদভাবে

(১) শশাঙ্কের পিতা মহাসেনগুপ্ত ভাস্করবর্ম্মার পিতা সুস্থিতবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। (P 203, Vol III Fleet's Corpus Inscriptionem Indicarum.)

(২) বনমাল দেবের পশ্চাদালোচিত তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমি **"ত্রিস্রোতায়াঃ পশ্চিমতঃ"** ছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমান রঙ্গপুর জিলায়। ঐ ভূমির একটি সীমায় 'চন্দ্রপুরি' বিষয় [illegible]। ইহা যদি 'চন্দ্রপুরি' স্থান [illegible]

রাজকর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণদের অধিকৃত অগ্রহারের কর ধার্য্য করিবার নিমিত্তে প্রয়াস করিতেছিলেন (শাসনের তৃতীয় ফলক ১ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তখন ব্রাহ্মণেরা নষ্টোদ্ধারের নিমিত্তে অবশ্যই দুই একবার প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়াছিলেন। কিন্তু তখন হয় তো তাঁহারা ভাস্করকে হর্ষের পক্ষে গৌড়াধিপের বিপক্ষে যুদ্ধে বিব্রত জানিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুভাবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তারপর যখন বাড়ীর কাছেই (কর্ণসুবর্ণে) ভাস্করবর্ম্মার যুদ্ধে জয়লাভের বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারা সেই স্থানেই জয়শ্রীমণ্ডিত মহারাজাধিরাজ ভাস্করবর্ম্মদেবের প্রশস্তি পাঠ পূর্ব্বক তৎসকাশে যে প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা মঞ্জুর হইয়া নূতন শাসনের হুকুম জারি হইয়া গিয়াছিল।

শাসন প্রদত্ত ভূমি যে কামরূপের পশ্চিম সীমা ঘেঁসা ছিল তাহার প্রমাণ এই ভূমির সীমা নির্দ্ধারণে "গঙ্গিণিকা" শব্দটি হইতেই কতকটা পাওয়া যায়। প্রায় দুইশত বৎসর পরে প্রদত্ত গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল দেবের (খালিমপুরে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে "গঙ্গিণিকায়" (১) উল্লেখ আছে; ঐ শাসন পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির গ্রাম বিশেষের সম্পর্কে ছিল। এবং আরো একটু উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে ভাস্করের শাসনে যেমন "ময়ূরশাল্মল" অগ্রহারের কথা আছে, ধর্ম্মপালের শাসনেও 'মাঢ়া শাল্মলী' গ্রামের নাম আছে। ইহাও পরস্পর সান্নিধ্যদ্যোতক বলিয়াই মনে হয়।

এখন অবান্তর প্রশ্ন আসিল, শাসনখানি যে শ্রীহট্টে পঞ্চখণ্ডে পাওয়া গেল, ইহা কিরূপে সম্ভাবা হইল? তাম্রশাসন স্থাবর (immovable) জিনিষ নহে, যদিও তদ্দ্বারা প্রায়শঃ স্থাবর ভূম্যাদি প্রদান করা হইত। তাই যে তাম্রশাসন দ্বারা কামরূপ মণ্ডলে একখণ্ড ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই (বৈদ্যদেব প্রদত্ত) শাসন সুদূর বারাণসীর নিকটে কমৌলিতে পাওয়া গিয়াছিল। (২) অতএব কামরূপের চন্দ্রপুরি বিষয়ের ভূমিদান সম্পর্কীয় এই শাসন সুদূর শ্রীহট্টান্তর্গত পঞ্চখণ্ড পরগণায় পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিশেষ কারণ নাই। শাসনের তৃতীয় ফলকের প্রথম পৃষ্ঠায় 'পট্টকপতি' বলিয়া দুইজন সংজ্ঞিত হইয়াছেন; এক প্রাচেতসগোত্রীয় সাধারণস্বামী, অপর কাত্যায়নগোত্রীয় মনোরথস্বামী। সম্ভবতঃ প্রাচেতস সাধারণস্বামী ও তদীয় বংশধরগণের বিলোপ ঘটিলে, কাত্যায়ন

হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই অনুমান ঠিকই হইয়া যায়। (বর্ত্তমানের শাসনের পাঠে যে বহু ভ্রমসংকুল ছিল—পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শিত হইবে।)

(১) গৌড়লেখমালা ১৫ পৃষ্ঠা। (তবে সেখানে শব্দটির বানানে 'ণ' স্থানে 'ন' হইবে) গঙ্গিনিকা সম্বন্ধে গৌড়লেখমালায় (২৫ পৃঃ পাদটীকায়) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন "গঙ্গিনিকা শব্দ এখনও গাঙ্গিনা নামে বরেন্দ্র মণ্ডলে প্রচলিত আছে, মরা নদীর পুরাতন খাত এই নামে কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং বরেন্দ্রমণ্ডলের কোনও স্থানেই গঙ্গিনিকার অসম্ভাব নাই।" পরন্তু খোদ কামরূপে মরা নদীর পুরাতন খাত বহু থাকিলেও 'গাঙ্গিনা' শব্দের ব্যবহার নাই—যদিও পূর্ব্ববঙ্গে (ময়মনসিংহে—শ্রীহট্টে) গাঙ্গিনা শব্দটি প্রচলিত আছে।

(২) গৌড়লেখমালা [illegible] দ্রষ্টব্য।

মনোরথস্বামী কিংবা তদীয় উত্তরাধিকারী কাহারও হস্তে শাসনখানির পূর্ণাধিকারিত্ব আপতিত হইয়াছিল, তিনি পঞ্চখণ্ডে আগমন করাতে শাসনও তৎসঙ্গে এখানে আসিয়া পড়িয়াছিল।

"পঞ্চখণ্ড" এই জায়গাটি সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে ইহা পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনও একটী যজ্ঞ করিবার জন্য ত্রিপুরাপতি পাঁচজন বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহারা এইস্থানে উপনিবিষ্ট হওয়াতে ইহার নাম পঞ্চখণ্ড হইয়াছে। সেই পঞ্চ গোত্রের নাম বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর। কথিত আছে যে উঁহারা এইস্থলটির মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া স্বকীয় জন্মভূমি হইতে আরও পাঁচ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিয়া বসতি করাইয়াছিলেন—পশ্চাদাগত পাঁচ গোত্রের নাম কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম। (১) এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'বৈদিক' বা 'সাম্প্রদায়িক' ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত এবং আভিজাত্যে অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি এই পঞ্চখণ্ডের কাত্যায়ন (পটুকপতি মনোরথের) বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও এতৎ সম্প্রদায়ের বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জগন্নাথমিশ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুন্ধরা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।

উপরিলিখিত দশটি গোত্রের মধ্যে সাতটি গোত্রই অবিকল শাসনে উল্লিখিত রহিয়াছে। যথা বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য ও গৌতম। অপর তিনটি গোত্র (বৎস, পরাশর ও স্বর্ণ কৌশিক) মধ্যে বৎস ও পরাশর, 'বাৎস' ও 'পারাশর্য্য' রূপেই বোধ হয় শাসনে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যদিও শাসনে 'স্বর্ণকৌশিক' নাই, তথাপি 'কৌশিক' থাকাতে অনুমান হয় তখনও কৌশিক গোত্র, 'স্বর্ণ', 'রজত' 'ঘৃত' ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণে সংজ্ঞিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গোত্ররূপে বিভাজিত হয় নাই। (২) এই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে মৈথিল বলিয়া খ্যাপিত করেন। কামরূপের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণও মৈথিল বলিয়া পরিচয় দেন—ঐ অঞ্চলে মৈথিল স্মৃতিই প্রচলিত। কামরূপের সভ্যতা মিথিলার নিকটেই প্রধানতঃ ঋণী। কামরূপের প্রথম পৌরাণিক রাজা নরক, মিথিলার অধিপতি রাজর্ষি জনকের গৃহে লালিত পালিত হইয়া, আর্য্য সভ্যতার আলোক বর্ত্তিকা লইয়া, তদানীং অসভ্য কিরাতাধ্যুষিত কামরূপের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, একথা কালিকা পুরাণের ৩৮শ অধ্যায়ে বর্ণিত রহিয়াছে। চীনপরিব্রাজক য়ুয়নচোয়াং কামরূপের ও

---

(১) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) এস্থানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে একখানি ফলক এখনও অপ্রাপ্ত রহিয়াছে। তাহাতে আরও অভিনব গোত্রের উল্লেখ থাকিতে পারে—তন্মধ্যে বৎস, পরাশর এবং স্বর্ণ কৌশিকও থাকিতে পারে। অপিচ পঞ্চখণ্ডে আগত সকলেই যে এই শাসনে দান প্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের বংশধর ছিলেন, ইহাই বা কিরূপে বলা যায়? তবে অধিকাংশই যে তদ্বংশীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাস্করবর্ম্মার যে বিবরণী লিখিয়াগিয়াছেন (১) তাহাতে দেখা যায় যে কামরূপরাজ্য বৌদ্ধপ্রভাবপরিমুক্ত ছিল, এবং ভাস্করবর্ম্মাও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। দূরদেশ হইতে প্রতিভাবান্ বিদ্যার্থিগণ কামরূপে আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। অথচ তখন পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলি বৌদ্ধ মঠাদি পূর্ণ ছিল। ভূতিবর্ম্মার সময়েও ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্বাংশের এই অবস্থাই থাকিবার কথা। তাই সম্ভবতঃ এই শাসনে দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা বৌদ্ধ বিপ্লাবিত মিথিলা প্রদেশ (২) হইতে আগমনার্থ সমাগত হইয়া এখানেই বিদ্যালাভান্তে ভূমিদান গ্রহণপূর্ব্বক উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। পুরুষপরম্পরা সেই স্মৃতি জাগরূক থাকায় তথা হইতে শ্রীহট্টে আগত ব্রাহ্মণগণও মৈথিল বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

যজ্ঞসম্পাদনার্থ ত্রিপুরাধিপতি এই সকল সদ্ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এই প্রবাদের কথাও বলিয়াছি। যজ্ঞে বৃত ব্রাহ্মণগণ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদেরই বিশেষজ্ঞ হইবেন ইহাই নিয়ম। বৎস (বাৎস) বাৎস্য ভরদ্বাজ কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর (পারাশর্য্য) এই পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বেদ পরিচায়ক যেসব বিশেষণ শাসনে আছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে বাৎস্য ও পারাশর্য্য ঋগ্বেদীয়, ভরদ্বাজ সামবেদীয়, কৃষ্ণাত্রেয় ও বাৎস যজুর্ব্বেদীয়

---

(১) "They (i. e. the people of Kamarupa) worshipped the Devas and did not believe in Buddhism. So there had never been any Buddhist monastery in the land. The Deva temples were some hundreds in number and various systems had some myriads of professed adherents × × × His majesty (i. e. Bhaskaravarman) was a lover of learning and his subjects followed his example; men of abilities came from far lands to study here. (Watters' Yuan Chwang Vol II p 186)

(২) আলোচ্যমান (ভাস্করবর্ম্মার) শাসনে দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের প্রায় সকলেই 'স্বামী' পদবী যুক্ত। ইদানীন্তন কালে মান্দ্রাজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণের নামে এই স্বামী পদবী ভূরিশঃ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে কেহ মনে করিতে পারেন যে শাসনে উল্লেখিত ঐ সকল স্বামীরা বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হয়ত দাক্ষিণাত্য হইতে কামরূপে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ডাঃ ফ্লিট্ প্রকাশিত আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্ত সম্রাটদের লেখমালায় (Corpus Inscriptionem Indicarum vol. III তে) অন্ততঃ কুড়ি জনের নাম স্বাম্যন্ত পাওয়া যাইতেছে; ঐ সকল শাসন ভাস্কর বর্ম্মার শাসনের প্রায়শঃ পূর্ব্ববর্ত্তী। এমন কি পরবর্ত্তী গৌড় লেখমালায়ও স্বামী উপাধি দৃষ্ট হয়। মদনপালদেবের তাম্রশাসনে বটেশ্বর স্বামীকে ভূমিদান করা হইয়াছে (১৫৪ পৃঃ)। আবার স্বামী উপাধি দাক্ষিণাত্যেও যে ঐ যুগে সর্ব্বদা দেখা যাইত, তাহাও বলিতে পারি না। নীবচোড় প্রদত্ত পীঠপুরম শাসনের ন্যায় অতি বৃহৎ লিপিতে পঞ্চশতাধিক ব্রাহ্মণের নাম রহিয়াছে, প্রায়শঃ ভট্টপদবীর—একটিতেও স্বামী নাই। (Vide Ep. Ind. Vol. V. No. 10. pp 70—100) [এই শাসনে ফলক ৯ খানি, ব্রাহ্মণ সংখ্যা ৫১৬, গোত্র সংখ্যা ২৭—তন্মধ্যে অর্দ্ধেক আন্দাজ ভাস্করের শাসনে অনুল্লেখিত গোত্র।]

ছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কৃষ্ণাত্রেয় শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় এবং বাৎস কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় ছিলেন। (১)

কেবল যে শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষেরাই এই শাসনোক্ত ব্রাহ্মণগণের বংশধর এমনও নহে; অধুনা বঙ্গদেশে যে সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষ হয়তো এই শাসনোল্লেখিত ব্রাহ্মণগণের বংশজাত। কালক্রমে যখন বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধপ্রভাব দূরীভূত হইয়া গেল তখন এই কামরূপ হইতেই হয়তো অনেক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। অপিচ, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজিপুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণের কান্যকুব্জ হইতে এদেশে শুভাগমন কেহ বলেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হইয়াছিল; ইহাই প্রাচীনতম সময়-নির্দ্দেশ। রাজা ভূতিবর্ম্মার সময়েই (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে) দেখা যাইতেছে যে কামরূপে বহুসংখ্যক ভিন্নগোত্রীয় ব্রাহ্মণ একটি গ্রামে অবস্থিত ছিলেন—এবং সেই গ্রামটি অধুনাতন উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গেরই একদেশে ছিল ইহাও অনুমান করা হইয়াছে। তাহা হইলে খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল না, একথা (২) ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়।

এই শাসনখানি কোন্ সময়ে নূতন করিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা বিচারকরা আবশ্যক। হর্ষের রাজ্যারম্ভের কাল ৬০৫ খৃষ্টাব্দ; সিংহাসনস্থ হইয়াই তিনি গৌড়াধিপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং সেই সময়েই ভাস্করবর্ম্মার দূত আসিয়া মৈত্রীবন্ধনের প্রস্তাব করে; একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চীন পরিব্রাজক য়ুয়নচোয়াং ৬৪৩ অব্দে কামরূপে গিয়াছিলেন। তখনও ভাস্করবর্ম্মাই কামরূপের অধিপতি। সে যাহাই হউক এই ফলক তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগেই প্রদত্ত হইয়াছিল। কেন না ইতঃপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে—ভাস্কর যখন গৌড়াধিপের সঙ্গে হর্ষের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিজয়লাভ পূর্ব্বক কর্ণসুবর্ণে উৎসবানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, ঐ সময়েই এই শাসনের আদেশ হয়। বোধ হয় ভাস্করের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই ভূতিবর্ম্মার প্রদত্ত শাসনখানি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই যখন নূতন রাজার (ভাস্করের) আমোলে রাজ্যের নূতন কল্পে রাজস্ব বন্দোবস্ত হইতেছিল তখনই

(১) এস্থলে বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানে এসকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বেদ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পঞ্চগোত্রের মধ্যে এখন আর ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ নাই। গোত্র অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও বেদ পরিবর্ত্তন অসম্ভাব্য কিছুই নহে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও তাহা ঘটিয়াছে। তাই একই পিতার সন্তান বলিয়া প্রখ্যাত শাণ্ডিল্য গোত্রজ রাঢ়ীয়গণ সামবেদীয়—কিন্তু ঐ গোত্রজ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঋগ্বেদীয় পাওয়া যাইতেছে।

(২) ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্গে ব্রাহ্মণ অধিকার ২য় প্রবন্ধ" দ্রষ্টব্য। কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আমদানী ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই খ্যাপিত হইতেছে। যজ্ঞানুষ্ঠান সমর্থ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব ভারতের এই পূর্ব্বোত্তরপ্রান্তে তখন যে ছিল না, এবং রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় যে পঞ্চ গোত্রের কথা আছে ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণও যে এতদঞ্চলে ছিল, তাহা এই ভাস্করের শাসন হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে।

শাসনেরও প্রদর্শন প্রয়োজন হয়। (১) অতএব বোধ হয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আলোচ্যমান এই শাসন প্রদত্ত হইয়াছিল।

শাসনের ফলকগুলি যে একটা অঙ্গুরীয়ক (কড়া) দ্বারা গ্রথিত ছিল এবং তদগ্রভাগে যে একটা হাতী মার্কা স্ফুটিত সিল ছিল, তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। উহা বোধ হয় ভূতিবর্ম্মার প্রদত্ত পূর্ব্বতন শাসনের সিল। অগ্নিদাহে ঐ শাসনলিপি নষ্ট হইয়া গেলেও তৎপ্রমাণ স্বরূপ সম্ভবতঃ সিলটি রক্ষিত হইয়াছিল। ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত নূতন কল্পে রচিত শাসনেও সেই স্ফুটিত সিলই যোজিত হইয়াছিল। অক্ষরগুলি লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হওয়ায় সিলে যে কি লেখা ছিল পড়া যায় না। তবে পরবর্ত্তী কামরূপাধিপতিগণের শাসনের সিলে যেরূপ পাঠ আছে তাহার অনুকরণে বলা যায় **স্বস্তি শ্রীপ্রাগ্জ্যোতিষা-ধিপতি- (বা -ধিপান্বয়-) মহারাজাধিরাজশ্রীম-দ্ভূতি- (বা -ন্মহাভূত-) বর্ম্মদেবঃ** এইরূপ লিখিত ছিল।

প্রথম ও শেষ ফলকের এক এক পৃষ্ঠা লেখা, বাহিরের দিকের পৃষ্ঠায় কোনও লেখা নাই। অপর ফলকগুলির উভয় পৃষ্ঠায়ই লেখা রহিয়াছে। ফলকগুলি ১১ X ৬ ইঞ্চি পরিমিত—লেখা প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ১৪ পংক্তি। উৎকীর্ণ অক্ষরগুলি বেশ সুস্পষ্ট। (২) তবে ভুলভ্রান্তিও অনেক রহিয়াছে, ং ঃ বহুশঃ পড়িয়া গিয়াছে। প্রায় সমস্ত শ্লোকই একঘেয়ে আর্য্যা ছন্দে গ্রথিত হইলেও ঐ সকল শ্লোকে কবিত্ব বেশ আছে, 'শ্লেষ' বিলক্ষণ দেখা যায়। গদ্যাংশের ভাষা সুদীর্ঘসমাসাঢ্য গৌড়ীয় রীতির অনুগামিনী—তৎকালীন মহাকবি বাণভট্টের রচনার অনেকটা সদৃশ; তবে লেখক বাণভট্টের অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। শাসনখানি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমেই প্রদত্ত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তখন বাণভট্ট কাদম্বরী ও হর্ষচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিনা, তাহাই সন্দেহের বিষয়।

একটি বিষয়ে ভাস্করবর্ম্মার শাসনখানি, কামরূপাধিপতি অন্যান্য নরপতিদের (এবং এই গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট) শাসনগুলি হইতে বিশিষ্টতা ব্যঞ্জক হইয়াছে। শাসনের শেষভাগে বৃহস্পতি সংহিতা (৩) হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে ভূমিদানের প্রশংসাবাদ এবং অপহরণকারীর উপর

(১) শাসনের তৃতীয়ফলকে আছে **রাজ্ঞা শ্রীভূতিবর্ম্মণা তাম্রপট্টীকৃতং যত্ তত্তাম্রপট্টাভাবাত্ করদমিতি**—শাসন দেখাইতে না পারাতে ভূমিতে কর ধার্য্য হইবার কথা হইয়াছিল। [ইহাতে সূচিত হইতেছে যে ঐ যুগেও রাজারা সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজ্যের জমি-জমার বিলি-বন্দোবস্ত রদ-বদল করিবার জন্য আমীন পাটোয়ারি প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন।]

(২) 'বিজয়া' ও Epigraphia Indicaতে যে যে ফলক আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে—সিলটির ছবি কেবল 'বিজয়া'তেই ছাপা হইয়াছিল

(৩) অধুনাতন মুদ্রিত ও প্রচারিত বৃহস্পতি সংহিতায় এই শ্লোকদ্বয়ের পাঠের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় আছে। তবে ১৩০০ বৎসর ব্যবধানে এইরূপটা যটা অপ্রত্যাশিত নহে।

ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর তাম্রশাসনের প্রথম ফলক।

[... Vol. XII হইতে গৃহীত।]

পৃঃ—১৬

অভিসম্পাত হইয়াছে। গৌড়লেখমালায় উদ্ধৃত প্রায় সমস্ত শাসনেই ঈদৃশ শ্লোক রহিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন কামরূপের অপর কোনও ভূপতি প্রদত্ত শাসনে এইসব কিছুই নাই। 'কর্ণসুবর্ণ' হইতে আদিষ্ট হওয়াতেই কি এই বিশেষত্ব ঘটিয়াছে? অথবা গৌড়ভূমির সন্নিকর্ষ বশতঃ কি ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল? (১)

—:❋:—

শাসনের পাঠ।

(প্রথম ফলক)

☞ বামপার্শ্বস্থ অঙ্কগুলি মূল শাসনলিপির পংক্তিসংখ্যা সূচক।

১। ॐ प्रणम्य देवं शशिशेखर(ं) प्रियं

पिनाकिनं भस्मकणैर्विभूषितं (।) (২)

विभूतये भूतिम-(तां द्विज-)

২। न्मनां

करोमि भूय (:) (৩) स्फुटवाचमुज्ज्वलां (৪) ॥ ১ (৫)

स्वस्ति महानौहस्त्यश्वपत्तिसम्पत्त्युपात्त(৬) जयशब्दा(न्व-)

৩। ितस्कन्धावारात् कर्णसुवर्ण (৭) वासकात् ॥

भोगीश्वरकृतपरिकरमौलणजितकामरूपम-

৪। विमुक्तं (।)

परमेश्वरस्य रूपं निजभूतिविभूषितं जयति ॥ ২ (৮)

---

(১) তাহা হইলে **त्रिस्रोतायाः पश्चिमतः** (অধুনাতন বগুড়া জেলার অন্তর্গত স্থানে) বনমাল দেবের প্রদত্ত (পশ্চাৎ আলোচয়িতব্য) ভূমিদানসম্পর্কিত তাম্রশাসনে এই শ্লোকগুলির অসদ্ভাব বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। পরন্তু (ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখিত) বৈদ্যদেবের শাসনে এই সকল শপথ বাক্য রহিয়াছে।

(২) লক্ষ্যের বিষয়, এই শাসনলিপিতে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের পরে কুত্রাপি '।' (বিরাম চিহ্ন) দেখা যায় না।

(৩) এস্থলে ':' না দিলেও চলিত। (**खर्परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः** পাণিনি ৮।৩।৩৬ বার্ত্তিক।) কিন্তু অর্থবোধ সৌকর্য্যার্থে ইহা দেওয়া গেল। এইরূপ অন্যত্র দুএকস্থলেও করা হইয়াছে।

(৪) মূলে (অর্থাৎ মূল শাসনলিপিতে) আছে **मुज्वलां** (৫) এই শ্লোকে বংশস্থবিল বৃত্ত।

(৬) মূলে আছে **हस्त्यस्वपत्तिसंपत्त्युपात**

(৭) মূলে রেফ চিহ্ন দেখা যায় না—তবে **ण्ण** এই দ্বিত্বদ্বারা রেফাক্রান্তত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৮) এই হইতে শাসনের সমস্ত শ্লোকে আর্য্যাজাতি রহিয়াছে—কেবল বৃহস্পতি সংহিতা হইতে উদ্ধৃত উপান্ত্য শ্লোকদ্বয় অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্তে রচিত।

जयति जगदेकबन्धु-

৫। लोकहितयस्य सम्पदो हेतु (:) (।)

परहितमूर्त्तिरदृष्टः फलानुमेयस्थितिर्धर्म्म(:) ॥ ३

৬। धात्रीमुचिर्लिप्सो (१) रम्बुनिधे (:) कपटकोलरूपस्य (।)

चक्रभृत (:) सूनुरभूत् पार्थिववृन्दारको नरक (:) ॥ ४

৭। तस्माद्दृप्तनरकान्नरकाद्जनिष्ट नृपतिरिन्द्रसखः (।)

भगदत्तः ख्यातजयं विजय(ं)

৮। युधि यः समाह्वयत ॥ ५

तस्यात्मज (:) क्षतारेर्वज्रगतिर्वज्रदत्तनामाभूत् (।)

शतम-

৯। खमखण्डबलगतिरतोषयद् यः सदा संख्ये ॥ ६

वंश्येषु तस्य नृपतिषु वर्षसह-

১০। स्त्रत्रयं पदमवाप्य (।)

यातेषु देवभूयं क्षितीश्वर(:) पुष्यवर्म्माभूत् ॥ ७

मात्स्यन्याय-(२)

১১। विरहित (:) प्रकाशरत्न(:) सुतो द्रुरथ (३) लघु(:) (।) (४)

पञ्चम इव हि समुद्र(:) समुद्रवर्म्माभवत्तस्य (५) (॥) ८

১২। अविखण्डितबलवर्म्मा बलवर्म्मा तस्य सूनुरजनिष्ट (।)

क्षितिपस्य दत्तदेव्या(ं) (६) सेना य-

১৩। स्याभ्यमित्रीया ॥ ९

---

(১) মূলে আছে मुच्चिर्लिप्सोः (২) মূলে আছে मात्सन्याय

(৩) মূলে আছে द्रुरथ

(৪) এই (দ্বিতীয়) পাদে আর্য্যার গণভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে, লেখায় এমন কিছু ভুল হইয়াছে—যাহা ধরিতে পারা যাইতেছে না। सुतो द्रुरथलघु স্থলেই প্রমাদ ঘটিয়াছে।

(৫) মূলে আছে भवतस्य।

(৬) মূলে এস্থলে অনুস্বার বা বিসর্গ কিছুই নাই—অনুস্বার যোজনা করা হইয়াছে। ध्रुवः प्रभवः (পা—১।৪।৩১) দ্বারা ৫মী করিলে : (বিসর্গ) হইত; কিন্তু জননী স্থলে অধিকরণে সপ্তমীই হইয়া থাকে—তাই "ং" (অনুস্বার) দেওয়া হইল।

তস্যাপি রত্নবত্যা(`) নৃপতিঃ কল্যাণবর্ম্মনামাভূত্ (।)
তনয়স্তনীয়সা-

১৪। মপি যো দোষাণামনাবাসঃ ॥ ১০
গন্ধর্ব্ববতী তস্মাদ্ গণপতিমিব দানবর্ষণমজস্রং (।)

১৫। গণপতিমগণিতগুণগণমসূত কলিহানয়ে তনয়ং ॥ ১১
তন্মহিষী যজ্ঞবতী

(দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা)

১৬। যজ্ঞবতীবারণি (:) সুতমসূত (।)
যজ্ঞবিধীনামাস্পদমনলমিব মহেন্দ্রবর্ম্মাণং ॥ ১২
তস্মাদ্-

১৭। জনয়দাত্মজমাত্মবিদঃ সুব্রতা ভুব (:) স্থিতয়ে (।)
নারায়ণবর্ম্মাণং জনকমিবাধিগতসাংখ্যার্থং ॥ ১৩

১৮। প্রকৃতিরিব তস্য পুংসো দেববতী স্থিরগুণানুবন্ধায় (।)
ষষ্ঠমিব মহাভূতং বধৌ (১) মহা-

১৯। ভূতবর্ম্মাণং ॥ ১৪
চন্দ্রমুখস্তস্য সুত (২) শ্চন্দ্র ইব কলাকলাপরমণীয়ঃ (।)
বিজ্ঞানব-

২০। তো দ্যৌরিব যং সুষুবে ধ্বান্তশান্তিকরং ॥ ১৫
ভোগবতী ভোগবতী ভূতেঃ স্থিতবর্ম্মণ-

২১। স্ততো (৩) হেতুঃ (।)
আসীদ্ভোগিপতেরিব ভূমিভৃতোনন্তভোগস্য ॥ ১৬
তস্মাদগাধ-

২২। মূৰ্ত্তং (৪) রকলিতরত্নাকুপোঢ়লক্ষীকাত্ (।)

(১) মূলে আছে ন্দধৌ

(২) এস্থলে লক্ষ্য করিলে দেখাযায় যে ফলকে পূর্ব্বে চন্দ্র লেখা হইয়াছিল; তৎপরে ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক উহার উপর সুত লেখা হইয়াছে।

(৩) মূলে আছে ততো (৪) মূলে আছে মুৰ্ত্তং

क्षीरोदधेरिव नृपादकलङ्क-

২৩। श्रीमृगाङ्कोभूत् ॥ १७

उदपादि नयनदेव्या(ं) सूनु(१)स्तस्य स्वबाहुधृत-

২৪। राज्यः (।)

देवः सुस्थितवर्म्मा यः ख्यातः श्रीमृगाङ्क इति ॥ १८

प्रत्युरसं विलसन्ती(ं)

২৫। तद्वन इव यां मुदा हरिर्वहति (।)

सा श्रीरर्थिजनेभ्यः क्षितिरिव विश्राणिता येन ॥ १९

২৬। कार्त्तगुणीव श्यामादेवी तस्मादजीजनत्तनयं (२) (।)

शशिनमिव सुप्रतिष्ठित-

২৭। वर्म्माणमपास्तये त(म)मां ॥ २०

यस्योन्नतिः (३) परार्था विद्याधरचक्रवर्त्तिसेव्यस्य (।)

सग-

২৮। जस्य सुप्रतिष्ठितकटकस्य कुलाचलस्येव (४) ॥ २१

सैव श्यामादेवी तस्यानुजम-

২৯। कलितोदयमसूत (।)

श्रीभास्करवर्म्माणं भास्करमिव तेजसां निलयं (॥) २२

(দ্বিতীয় ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

৩০। एकोपि हि यः पुंसां (५) हृदयेष्वभिलषित(ः) स्वभावेन (६) (।)

शुद्धेषु दर्पणेष्विव (७) बहुरूप-

৩১। मं सम्मुखीनेषु (८) ॥ २३

यस्याविहतमतनुभि-

---

(১) মূলে আছে सुनु (২) মূলে আছে दजीजनततनयं (৩) মূলে আছে यस्योन्नत्तिः

(৪) মূলে আছে कुलाचलस्यव (৫) মূলে আছে पुमां

(৬) এই স্থলে অক্ষরগুলি বড়ই অস্পষ্ট; অনুমানতঃ स्वभावेन এই পাঠ ধরিয়া লেওয়া হইয়াছে।

(৭) মূলে আছে दर्पणाष्विव

(৮) মূলে আছে सन्मुखीनेषु (অদ্যাপি ভাষায় 'সন্মুখ' 'সন্মান' ইত্যাদি দেখা যায়।)

स्तेओभि (१) र्लक्ष्म नृपतिभवनेषु (।)

उद्‌-

৩২। पात्रेष्विव (२) भूरिषु विलोक्यते भास्करस्येव ॥ २४

अत्यालः स्वारोह(ः) कल्पद्रुम-

৩৩। वत्समृद्धिभूरिफल(ः) (।)

छायोपाश्रित (३) अनतापरिवेष्टितपादमूलो यः (॥) २५

৩৪। इत्यपि स जगदुदय (४) कल्पनास्तमयहेतुना भगवता कमलसम्भवेना-

৩৫। वकीर्ण्णवर्ण्णाश्रमधर्म्मप्रविभागाय निर्म्मितो भुवनपतिरिवोदयानुरक्तमण्ड-

৩৬। लो (५) यथायथमुचितकरनिक (र) चितरणाकुलितकलितिमिरसञ्चय-

৩৭। तया(६)प्रकाशितार्य्य (७) धर्म्मालोक(ः) (৮) स्वभुजबलतुलितसकलसाम-

৩৮। न्तचक्रविक्रम (ः) (৮) स्थिति (৯) विनयसंस्तवोपचितभक्तिषु प्रकृतिषु परम्परीणासु (१०)

৩৯। निकाममुपकल्पिता(११)नेकभोगीनवर्त्मा(१२)समरविजितनरपतिशतविहित-(१३)

৪০। विविधनुतिवचनकुसुमरचित (१४) रुचिरकीर्त्तिचित्रावतंसाङ्कः (१५) शिविरिव परो-

৪১। पकारधिश्राणनाभिरतसत्त्व(१६)वृत्तिर्यथासमयमुदितगुणविधिविभाग-

(১) মূলে আছে स्तजोभिः। (২) মূলে আছে पात्तेष्विव।

(৩) মূলে আছে च्छायोपाश्रिन। (৪) মূলে আছে जगतुदुय

(৫) মূলে আছে मृण्डलो (৬) মূলে আছে तिमरसञ्चयतय

(৭) মূলে আছে प्रकाशितय

(৮) বিসর্গ দ্বারা পরবর্ত্তী পদ হইতে পৃথক্ করা হইল। (৯) মূলে আছে स्थित्ति

(১০) মূলে আছে परंपरीणास्त [परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति (পা ৫।২।১০) সূত্রের ব্যাখ্যায় ভট্টোজিদীক্ষিত (সিদ্ধান্তকৌমুদীতে) লিখিয়াছেন—परांश्च परतरांश्चानुभवति परम्परीणः। प्रकृतेः परम्परभावो निपात्यते। অতএব परंपरीणासु পদমধ্যে অনুস্বারব্যবহার ব্যাকরণ সম্মত নহে।]

(১১) মূলে আছে कल्पता। (১২) মূলে আছে वत्मा

(১৩) মূলে আছে वहित। (১৪) মূলে আছে रचत

(১৫) মূলে আছে चित्तावतङ्सङ्कः [चित्र শব্দ শব্দস্তোমমহানিধিতে चित् क्विप्- त्रायते त्रै-क वा तलोपः এইরূপে সাধিত হইয়াছে – অতএব चित्त্ অশুদ্ধ নহে।]

(১৬) মূলে আছে सत्व

৪২। सम्बन्धपटुतया सुरगुरुरिवापरः (১) परैरबहितप्रभाव(:) श्रुत(২)शौर्य्यधैर्य्य-

৪৩। शौटीर्य्यसुचरितैरलङ्कृतात्मवृत्तिः प्रतिपक्षसंश्रयनिराकृतैरिव विच-

৪৪। र्जितो दोषैरचलितनिरन्तरप्रणयरसभराकृष्टकामरूपलक्ष्मीस्समा-(৩)

(তৃতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা)

৪৫। लिङ्गनप्रकटिताभिगामिक (৪) गुणानुरागवृत्तिः कलियुगपराक्रमाकलितविप्र-

৪৬। हस्य समुच्छ्वास (৫) इव भगवतो धर्म्मस्य नयस्याधिष्ठानमास्पदं गुणानां निधिः

৪৭। प्रणयिनामुपघ्नः सम्श्रस्तानां श्रीसम्पदामायतनं वसुमतीसुतक्रमाधि-

৪৮। गतपदसमुत्कर्षदर्शित (৬) प्रभावशक्तिर्म्महाराजाधिराजः श्रीभास्करवर्म्म-

৪৯। देवः कुशली ॥ चन्द्रपुरिविषये वर्त्तमानभाविनो विषयपतीनधिकर-

৫০। णानि च समाज्ञापयति विदितमस्तु भवतामेतद्विषयान्तःपातिमयूर-(৭)

---

(১) মূলে আছে परे (২) মূলে আছে श्रत

(৩) মূলে আছে लक्ष्मीस्समा [এখানে लक्ष्मी পর্য্যন্ত পদটিকে পরবর্ত্তী অংশ হইতে পৃথক্ করিলে অর্থ ভাল হয় না।]

(৪) মূলে अभिकामिक পাঠ স্পষ্টই রহিয়াছে ; পরন্তু মনে হয় এখানে ভ্রমতঃ गा স্থানে का লিখিত হইয়াছে—শব্দটি अभिगामिक হইবে। কামন্দকীয় নীতিসারে (৪র্থ সর্গ—প্রকৃতিসম্পৎপ্রকরণে) অভিগামিক গুণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

कुलं सत्त्वं वयः शीलं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता।
अविसंवादिता सत्यं वृद्धसेवा कृतज्ञता॥
दैवसम्पन्नता बुद्धिरक्षुद्रपरिवारता।
शक्यसामन्तता चैव तथा च दृढभक्तिता॥
दीर्घदर्शित्वमुत्साहः शुचिता स्थूललक्षता।
विनीतता धार्म्मिकता गुणाः साध्वभिगामिकाः॥
गुणैरेतैरुपेतः सन् छव्यक्तमभिगम्यते।
तथा च कुर्व्वीत यथा गच्छेल्लोकाभिगम्यताम्॥

Dr. Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. IIIতে সঙ্কলিত ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক তাম্রশাসনে অভিগামিক গুণের উল্লেখ আছে।

(৫) মূলে আছে समुच्छ्वास (৬) মূলে আছে दर्षित

(৭) মূলে আছে मयुर

৫১। शाल्मलाग्रहार क्षेत्रं (১) राज्ञा श्रीभूतिवर्म्मणा कृतं यत् तत्ताम्रपट्टा (২) भा-

৫২। वात् करद्‌मिति महाराजेन ज्येष्ठभद्रान् विज्ञाप्य (৩) पुनरस्यामिनव (৪) पट्ट-
करणाय शासनं

৫৩। दत्त्वा (৫) चन्द्रार्कक्षितिसमकालमकिञ्चित्प्रग्राह्यतया भूमिच्छिद्रन्यायेन
पूर्व्वभो-

৫৪। क्तृ (৬) ब्राह्मणेभ्यः प्रतिपादितं यत्र ब्राह्मण (৭) नामानि (।) प्राचेतसो
वाजसनेयी पट्टकप-

৫৫। तिः अंश (৮) द्व्यर्द्धेका साधारणस्वा(मी) (৯)॥ श्रीवसुर्भ्रातृत्रयेण (১০)
एकांश (:)॥ सोमवसुर्भ्रातृ (১১) सहितोर्द्धांश (:)॥

৫৬। कात्यायनच्छान्दोगो(১২)मनोरथस्वा(मी) चतुर्थांशहीनो द्विरंशः पट्टकपति (:)॥
अर्द्धांश (:) विष्णुघोषस्वामी॥

৫৭। वेदघोषस्वा(मी) एकांशः (:)॥ यास्को बाह्वृच्यो (১৩) दामदेवस्वा(मी)
अंश(:)॥ घोषदेवस्वा(मी) अर्द्धांश (:)॥ नन्ददे-

৫৮। वस्वा(मी) अर्द्धांश (:)॥ भारद्वाजच्छान्दोगोर्कदत्तो गात्र (১৪) सहिताध्यर्द्धां-
श(:)॥ तुष्टिदत्तस्वा(मी) अर्द्धां-

(তৃতীয় ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

৫৯। श(:)॥ काश्यपसगोत्रवाजसनेयी ऋषिदामस्वा(मी) अंश(:)॥ शुभदाम-

(১) মূলে আছে क्षेत्. (২) মূলে पट्ट আছে—আকারটা নাই।

(৩) মূলে আছে महाराजज्येष्ठभद्रविज्ञाप्य (৪) মূলে আছে नव

(৫) মূলে আছে शासनं दत्वा (৬) মূলে আছে भोक्त् (৭) মূলে আছে यत्र ब्राह्मणा

(৮) अंश লিখিতে প্রায় সর্ব্বত্র अङ्श লেখা হইয়াছে। (এই সংশোধন পাদটীকায় আর উল্লেখ করা যাইবে না)।

(৯) সর্ব্বত্র প্রথমার একবচনান্ত स्वामी স্থলে स्वा লেখা হইয়াছে; সকল স্থলেই (मी) যুড়িয়া দেওয়া হইল। [পরন্তু লক্ষ্যের বিষয় এই যে দ্বিবচন ও বহুবচন স্থলে যথাক্রমে स्वामिभ्यां (কখনও বা स्वामिनोः) এবং स्वामिभ्यः এইরূপ দেখা যায়, কখনও প্রথমান্ত দেখা যায় নাই। একবচন স্থলে কেবল সর্ব্বশেষ নামটি ষষ্ঠ্যন্ত विदुवस्वामिनः (১২৫—১২৬ পংক্তি) দেখা যাইতেছে।]

(১০) মূলে আছে भ्रातृत्येण (১১) মূলে আছে वर्सुभ्रातृ (১২) মূলে আছে छन्दोग

(১৩) মূলে আছে बाह्वृच (১৪) মূলে আছে दत्तगोत्र

स्वा(मी) अंश (:) ॥ कौत्सो वाजसने-

৬০। यी शनैश्चर (১) भूति(:) गोत्रांश(:)॥ बाह्वृच्यो गौरात्रेय (২) सङ्कर्षणस्वा(मी) द्विरंश (:) ॥ नरस्वा(मी) अंश (:) ॥ नारायण-

৬১। स्वा(मी) अर्द्धांश (:) ॥ विष्णुस्वा(मी) अंश (:) ॥ सुदर्शनस्वा(मी) अंश (:) ॥ गोपेन्द्रस्वा(मी) अंश (:) ॥ अर्कस्वा(मी) अंशाच्चतुर्थो (৩) भागः ॥

৬২। भानुस्वा(मी) (अ)र्द्धांश (:) ॥ भूयस्करस्वा(मी) अर्द्धांश(:) ॥ कृष्णात्रेयो वाजसनेयी यशोभूति स्वा(৪) (मी) गोत्रांश(:) ॥ भरद्वाज-

৬৩। शल्लान्दोगो वरुणस्वा(मी) अंश(:) ॥ कौण्डिन्यो वाजसनेयी मधुसेनस्वा(मी) अंश (:) ॥ गौतमशल्लान्दोगो

৬৪। ध्रुवसोमस्वा(मी) अंश (:) ॥ विष्णुसोमस्वा(मी) अंश (:) ॥ भारद्वाजो वाजसनेयी विष्णुपालित (৫) स्वा(मी)

৬৫। (अ) ध्यर्द्धांश (:) ॥ शुचिपालितस्वा(मी) अंश(:) ॥ मित्रपालितार्थपालितयो(:) अर्द्धांश (:) ॥

৬৬। प्रजापतिपालितस्वा(मी) अंशाच्चतुर्थभाग (:) ॥ गौतमो वाजसनेयी मधुस्वा(मी) अंश(:) ॥

৬৭। चक्रदेवस्वा(मी) अर्द्धांश (:) ॥ वात्सश्चारक्यः (৬) कुष्माण्डपत्र (৭) स्वा(मी) चतुर्थांशहीनपाद (:) (৮) ॥ ईश्वर- (৯)

৬৮। दत्तस्वा(मी) द्विरंश (:) ॥ मौद्गल्यवाजसनेयि (১০) सुदर्शनदिनकर-

---

(১) মূলে আছে **शनिश्चर** (২) মূলে আছে **बाहवृचो गौरात्रय**

(৩) মূলে আছে **अंशाचतुर्थो** (৪) মূলে আছে **यशभूतिस्वा ॥**

(৫) মূলে আছে **विष्णुर्पालित** (রেফচিহ্ন ঈষৎ দেখা যায়।)

(৬) মূলে আছে **चारक्यो**

(৭) মূলে **पत्र** রহিয়াছে, **पुत्र**ও উদ্দিষ্ট হইতে পারে।

(৮) মূলে আছে **पद**

(৯) **ईश्वर** শব্দে (এখানে এবং পরেও) **ई** অক্ষরটি **ह्र** মত লেখা হইয়াছে।

(১০) মূলে আছে **मौद्गल्यो वाजसनेयी**; ইহার সঙ্গে **सुदर्शनदिनकरस्वामिभ्यां** অন্বিত হইতে পারে না। তাই বিভক্তি লোপ করিয়া সমাসবদ্ধ করা হইল।

स्वामिभ्याम् (১) **अंश** (:) ॥ **शौनको** (২)

৬৯। **वाजसनेयी यज्ञकुण्डस्वा**(**मी**) (**अ**)**ध्यर्द्धांश** (:) ॥ **यश**(:)**कुण्ड-स्वा**(**मी**) **पादाधिकांश** (:) ॥ **अर्ककुण्डस्वा**(**मी**) **अंश** (:) ॥

৭০। **नारायणकुण्डस्वा**(**मी**) **अंश**(:) ॥ **ईश्वरकुण्डस्वा**(**मी**) **अर्द्धपादाभ्यधिक**(:) **अंश** (:) ॥ **शक्तिकुण्डस्वा**(**मी**) ।

৭১। **अंशाच्चतुर्थभाग** (:)॥ **तोषकुण्ड स्वा**(**मी**) **अर्द्धपादाभ्यधिक**(:) **अंश**(:) ॥ **पाराशर्य्यचारक-**

৭২। **साधुस्वा**(**मी**) **अंश** (:)॥ **आश्लायन** (৩) **छान्दोगगङ्गस्वा**(**मी**) **अंश**(:) ॥ **वाराही वाह्वृच्यो नर** (৪) **स्वा**(**मी**) **अंश**(:) ॥

(চতুর্থ ফলক (৫)—প্রথম পৃষ্ঠা) (৬)

৭৩। **प्रवरनाग** (৭) **स्वा**(**मी**) **चतुर्थभागहीनोंश** (:) ॥ **अपनागस्वा**(**मी**)

---

(১) মূলে আছে **स्वामिभ्यां** ; কিন্তু পরে স্বরবর্ণ আছে তাই **मू** স্থানে অনুস্বার হওয়া অনুচিত। (ঈদৃশ অনুস্বার আরো দেখা যাইবে।)

(২) এখানে **भ**এর উপরে তৎস্থানে **न** লিখিবার প্রয়াস দৃষ্ট হইতেছে। **शौनक**ই বোধহয় অভিপ্রেত।

(৩) মূলে আছে **अश्लायया**

(৪) নামটি অস্পষ্ট ; তবে আগের অক্ষরটা কথঞ্চিৎ **न** [illegible] যায়। নামে দুইটি অক্ষরই ছিল বোধ হয়—তাই **नर** কল্পিত হইল। (এই নাম পূর্ব্বেও আছে—[illegible] পংক্তি দ্রষ্টব্য)

(৫) ইহা ঠিক্ চতুর্থফলক কিনা বলা যায় না—পঞ্চমও হইতে পারে। আরো একখানি ফলক অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, উহা আবিষ্কৃত হইলেও যে এই [illegible] মিটিবে তাহার সম্ভাবনা দেখা যায় না ; কেন না এই ফলকের প্রারম্ভে ও শেষে পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্বর্ত্তী ফলকে [illegible] অপেক্ষিত কিছু দেখা যাইতেছে না—অনাবিষ্কৃত ফলকেরও সেই অবস্থা হইবে। (পরন্তু পরবর্ত্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

(৬) যে ভাবে ফলকখানি অন্যান্য ফলকসহ গ্রথিত হইয়াছিল, অর্থাৎ গ্রন্থি স্থলের রন্ধ্র দেখিয়া যাহা অনুমিত হইতেছে, তাহাতে ইহাই প্রথম পৃষ্ঠা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, এস্থলে শাসন লেখকের ভ্রম হইয়াছে ; যাহা দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তির আরম্ভেই **स्वा** রহিয়াছে—নাম নাই—অথচ ঐ নামটি প্রথম পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে নাই। অপিচ প্রথম পৃষ্ঠার প্রারম্ভে **नाग** পদান্তক নাম কতকগুলি রহিয়াছে—এইগুলি অপর (অর্থাৎ ২য়) পৃষ্ঠার শেষ নাম **गोमिनाग**এরই [illegible] বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; কেন না অন্যত্র বহু স্থলেই দেখা গিয়াছে, একবিধ (যথা কুণ্ড সোম দত্ত ইত্যাদি পদান্তক) নামগুলি এক সঙ্গেই লিখিত হইয়াছে। [এই অনুমান ঠিক্ হইলে এইখানি চতুর্থ ফলক না হইবারই কথা।]

(৭) মূলে আছে **भाग** ; পরের নামগুলিতে **नाग** থাকায় এই সংশোধন করা হইল

अंश (:) तोषनागहस्थिनागस्वामिभ्या(म्)

৭৪। अंशाश्चतुर्थो भागः (:) ॥ काश्यपो वाजसनेयी मनघोषस्वा(मी) अंश(:) ॥ वैष्णवृद्धिश्छान्दोगो

৭৫। सर्प्पिषिस्वा(मी) अंश(:) जनार्द्दनस्वा(मी) अंश (:) ॥ कौशिको बाहृच्य (:) अर्कस्वा(मी) (अ)ध्यर्द्धांश(:)॥ अच्युदास-

৭৬। स्वा (मी) अर्द्धांश (:) ॥ गौतमो वाजसनेयी सनातन-स्वा(मी) अंश(:) ॥ हर्षप्रभ(:) गोत्रेण सह अर्द्धां-

৭৭। श (:) ॥ कौटिल्यो वाजसनेयी खण्डसोमस्वा(मी) (अ) ध्यर्द्धांश (:) ॥ श्रेयस्करगतिगौरिसोमेभ्यः

৭৮। अंश(:)॥ वकुलसोमस्वा(मी) अर्द्धांश(:) ॥ धृति-सोमसिंह (১) सोम स्वामिभ्यामर्द्धांश(:) ॥ कृष्णा-

৭৯। त्रेयो (২) वाजसनेयी भायश (:) स्वा(मी) (अ) ध्यर्द्धां-शः(:) ॥ यज्ञस्वा(मी) पादाभ्यधिकोंश(:) ॥ दैव-

৮০। स्वा(मी) पादाभ्यधिकोंश(:) ॥ दर्द्दिस्वा(मी) अर्द्धां-श (:) ॥ प्रद्युम्न (৩) स्वा(मी) (अ)ध्यर्द्धांश(:) ॥ वृद्धि-स्वा(मी) द्विरंश(:) ॥

৮১। दिवाकरहर्य्यच्युत (৪) त्वष्टुतोषनागेभ्यः (৫) अंश(:) ॥ कवेस्तरो वाजसनेयी

৮২। मेधस्वा(मी) अंश(:) ॥ माण्डव्यो वाजसनेयी धृतिस्वामी (৬) गोत्रेण सह अंशश्चतु-

---

(১) মূলে আছে **सिङ्ह** (২) মূলে আছে **त्रेयो**

(৩) মূলে আছে **प्रद्युन्न**

(৪) মূলে আছে **हरिअच्युत** ; সমাস মধ্যে সন্ধি না থাকা নিতান্তই অনুচিত—তাই সন্ধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। [সন্ধি না থাকাতে আমরা **हरि** ও **अच्युत** যে দুই ব্যক্তি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি—নচেৎ **हर्य्यच्युत**কে একজন ধরিয়া নিতাম।]

(৫) মূলে আছে **नागेभ्यो**

(৬) মূলে আছে **धृतीस्वामि** [পূর্ব্বে বলিয়াছি সর্ব্বত্র **स्वामी** স্থলে **स्वा** লেখা হইয়াছে কিন্তু এখানে বাক্যে দাঁড়াইয়াছে—বোধ হয় ; কিন্তু **स्वामि** (ইহাও ভুল) লেখা হইয়াছে।]

৮৩। র্থভাগ(ঃ) ॥ কশ্যপো বাজসনেয়ী (১) কেশবস্বা(মী)
অংশ(ঃ) ॥ ভারদ্বাজো বাজসনেয়ী গৌরিস্বা(মী)

৮৪। অংশ (ঃ) ॥ সুচরিত স্বা(মী) অর্দ্ধাংশ (ঃ) ॥ ভারদ্বাজো
বাজসনেয়ী বপ্পস্বা(মী) অংশ (ঃ) ॥ কৌণ্ডিন্যো বাহ্বৃচ্যঃ (২)

৮৫। কর্কদত্তস্বা(মী) অংশ (ঃ) ॥ ভারদ্বাজো বাহ্বৃচ্যঃ (২)
উদয়নস্বা(মী) অংশ(ঃ) ॥ বাসিষ্ঠো বাহ্বৃচ্যমেরুদত্তস্বা(মী)

৮৬। অংশ(ঃ) ॥ অগ্নিবেশ্যবাজসনেযি (৩) নরেন্দ্ররেণুভূতিস্বা(মি)
ভ্যাম্ অংশ(ঃ) ॥ মেঘভূতিস্বা(মী) অর্দ্ধাংশ(ঃ) ॥

৮৭। সাঙ্কৃত্যায়নচারক্যঃ (৪) চন্দ্রপদ্মস্বা(মী) অংশ(ঃ) ॥
যাস্কো বাহ্বৃচ্যকালিস্বা(মী) অংশ(ঃ)

(চতুর্থফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

৮৮। (৫) স্বা(মী) (অ) ধ্যর্দ্ধাংশ(ঃ) ভট্টিমহেশ্বর-
স্বা (মী) অর্দ্ধাংশ (ঃ) ॥ পারাশর্য্যো বাহ্বৃচ্যো গোপাল-
নন্দিস্বা(মী) অংশঃ ॥ ভার্গবো (৬)

৮৯। বিশ্বভূতিস্বা(মী) অংশ (ঃ) ॥ সুরক্ষিতসুচরিতাভ্যা (ম্)
অর্দ্ধাংশ(ঃ) ॥ ভারদ্বাজ স্তৈত্তিরীয় (৭) শিবগণ-

৯০। স্বা(মী) অংশ (ঃ) ॥ বাহ্বৃচ্য কাত্যায়নঃ ভ্রাতৃত্রয়েণ (৮)

(১) মূলে আছে বাজসনয়ী

(২) মূলে আছে বাহ্বৃচ্যো

(৩) মূলে আছে অগ্নিবেশ্যো বাজসনেয়ী

(৪) মূলে আছে চ্যারক্যো

(৫) এই খানে স্বাএর পূর্ব্বে কোনও অক্ষরের অবকাশ নাই, অথচ পূর্ব্ব পৃষ্ঠায়ও কোনও নাম নাই যার সঙ্গে স্বাএর যোগ আছে। তবে পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির অবসানে ইঞ্চি খানিক জায়গা খালি আছে; হয়তো সেখানে নামটি দাগা ছিল, তক্ষকার ভ্রমতঃ তাহা খোদিত করে নাই। পরন্তু ইহা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা কিনা, সন্দেহের বিষয়। (১৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

(৬) মূলে আছে ভগবো

(৭) মূলে আছে স্তৈত্তিরিযি

(৮) মূলে আছে ত্রযেণ

वसुश्रीस्वा(मी) अंश (:) ।। कौशिको वाजसनेयी

৯১। वीरभूतिस्वा(मी) अंश (:) ॥ विष्णुभूतिस्वा(मी) अर्द्धांश (:) ।।
प्रमोदभूतिस्वा(मी) अंश (:) ।। भारद्वाजो वाज-

৯২। सनेयी विष्णुदत्तस्वा(मी) अंश (:) ॥ कौण्डिन्यो वाजसनेयी
वृहस्पतिस्वा(मी) अंश(:) ॥ यास्को

৯৩। बाह्वृच्यहर्षदेवस्वा(मी) अंश (:) ॥ जातूकर्ण्ण-
वाजसनेयी मेधस्वा(मी) अंश(:) ॥ कृष्णस्वा(मी) अंश (:) ॥

৯৪। माधवहरिभ्याम् (১) अंश (:) ॥ भारद्वाजश्छान्दोगो
जनार्द्दनदेवस्वा(मी) अंश (:) ॥ मौद्गल्यो

৯৫। वाजसनेयी विष्णुसोमस्वा (मी) अर्द्धांश(:) ॥
गार्ग्यश्चारक्यो धनसेनस्वा(मी) अंश (:) ॥ प्रमो-

৯৬। दसेनघोषसेनाभ्याम् (১) अंश(:) ॥ सोमसेनस्वा(मी)
अंश(:) ॥ गौतमो वाह्वृच्य (২) भास्कर-

৯৭। मित्त्रस्वा(मी) अंश(:) ॥ मधुमित्त्रस्वा(मी) अंश(:) ॥
साधारणमित्त्रसाधुमित्त्राभ्याम् (১) अंश(:) ॥ धृति-

৯৮। मित्त्रस्वा(मी) अर्द्धांश(:) ॥ भारद्वाजो बाह्वृच्यशुक्रभव
स्वा(मी) अंश(:) ॥ पौत्रिमाष्य (৩) बाहवृच्यसुदर्शन-

৯৯। धनेश्वरस्वामिभ्याम् (১) अर्द्धांश(:) ॥ शाण्डिल्यो वाजसनेयी
रविस्वा(मी) अंश(:) ॥ मधुस्वा(मी) अंश(:) ॥

১০০। महीधरस्वा(मी) अंश(:) ॥ पौर्ण्णा (৪) बाह्वृच्यभट्टि-
महेश्वरस्वा(मी) अंश(:) ॥ भट्टिमातृस्वा(मी)
अर्द्धांश(:) ॥

১০১। रुद्रभट्टिस्वा(मी) अर्द्धांश(:) ॥ कौशिकश्छान्दोगः (৫)

(১) মূলে আছে भ्यां। (২) মূলে আছে बाहवृच (৩) মূলে আছে पौत्रिमाष्यो

(৪) মূলে আছে पौणा (বোধ হয় দ্বিত্ব দ্বারাই রেফাক্রান্তত্ব সূচিত হয়—তাই পর পংক্তিতেও सावर्णिया স্থলে सावणिया আছে।

(৫) মূলে আছে छान्दोगो

अद्रि (১) विलेपनस्वा(मी) अंश(ः) ॥ सावर्णिण-

১০২। कसगोत्रो वाजसनेयी गोमिनागस्वा(मी) अंश(ः)

(উপান্ত্য ফলক (২)—প্রথম পৃষ্ঠা)

১০৩। शालङ्कायनवाजसनेयी सूर्य्यस्वा(मी) अंश(ः)। (৩) भारद्वाजो

वाजसनेयी भवदेवस्वा(मी) अंश(ः)।

১০৪। शर्व्वदेवस्वा(मी) अंश(ः) (।।) गोमिदेवस्वा(मी) अर्द्धांश(ः) (৪)। सावित्र (৫)

देवस्वा(मी) द्विरंश(ः)। अर्कदेवस्वा(मी) अर्द्धांश(ः)(৪)।

১০৫। साधारणस्वा(मी) अंशाच्चतुर्भाग(ः)। गार्ग्यो (৬) वाजसनेयी

दामरातस्वा(मी) अंश(ः)। भारद्वाजो

১০৬। वाजसनेयी वसुदत्तस्वा(मी) द्विरंश(ः)। आलम्बायनो

वाजसनेयी(৭) यागेश्वरस्वा(मी) अंश(ः)।

১০৭। विश्वेश्वरस्वा(मी) अंश(ः)। दिव्येश्वरस्वा(मी) अंश(ः)।

गणेश्वरस्वा(मी) अंश(ः)। बुधेश्वरस्वा(मी) अंश(ः)।

১০৮। जातेश्वराङ्केश्वराभ्याम् (৮) अंश(ः) ॥ धौतेश्वर (৯) स्वा(मी)

अंशाच्चतुर्भाग(ः) ॥ मघेश्वरस्वा(मी) अ(ं) शाच्चतुर्भाग (ः) (১০)।

১০৯। जह्नवीश्वर (১১) स्वा(मी) अर्द्धांश(ः) ॥ नन्देश्वरस्वा(मी)

अंश(ः)। आङ्गिरसो वाजसनेयी दासभूति-

১১০। स्वा(मी) अंश(ः)। काश्यपो बाहृच (১২) प्रकाशवरस्वा(मी)

भ्रातृसहितोंशः। यास्को वाजसनेयी

---

(১) মূলে আছে अद्रि (শুদ্ধ পাঠ आर्द्र ও হইতে পারে।)

(২) এই শাসনের ফলকসংখ্যা ৭ খানি বলিয়া জানা গিয়াছে ; তাহা হইলে ইহা ষষ্ঠ ফলক হইবে।

(৩) এই ফলকে বহু স্থানে ।। স্থলে । বসিয়াছে—সেইগুলি অপরিবর্তিত রাখিয়া দেওয়া গেল।

(৪) মূলে আছে अद्धंश　(৫) মূলে আছে सवित्र

(৬) মূলে রেফটি নাই।　(৭) মূলে আছে वजसनेयी

(৮) মূলে আছে भ्यां　(৯) মূলে আছে धोतेश्वर

(১০) মূলে আছে च्चतुर्भग [পরন্তু चतुर्भागः স্থলে चतुर्थोभागः অধিকতর সমীচীন। (৬১ পংক্তি দ্রষ্টব্য) এইরূপ चतुर्भागः এতৎপূর্বে আরো দু এক স্থলে দেখা গিয়াছে।]

(১১) মূলে আছে जह्नेश्वर　(১২) মূলে আছে बाहृच।

১১১। गायत्रीपाल (১) स्वा(मी) अंश(ः) ॥ पाराशर्य्यो बाह्वृच्यशान्त-
शर्म्मस्वा(मी) अंश(ः) ॥ कौशिको

১১২। बाह्वृच्यः पद्मदासस्वा(मी) गोत्रांशः ॥ गोवर्द्धनयक्षपाल-
पशुसुदर्शनस्वामि

১১৩। श्याम् (২) अर्द्धांशः ॥ पाङ्कल्यश्छान्दोगो गोपालस्वा(मी) अंशः ॥
कश्यपस्तैत्तिरीय (৩) उग्रदत्तस्वा(मी)

১১৪। अंशः ॥ वार्हस्पत्यो बाह्वृच्यो (৪) भट्टिनन्द (৫) स्वा(मी) अंशः ॥
देवकुलस्वा(मी) अंशः ॥

১১৫। जनार्दनस्वा(मी) अर्द्धांश(ः) ॥ ॥ सुनयन (৬) नारायणवृद्धि-
स्वामिभ्यः अर्द्धांशः ॥ गौतमो बाह्वृ-

(উপান্ত্য ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

১১৬। च्य ईश्वरभट्ट स्वा(मी) अंशः ॥ भृगुस्वा(मी) अर्द्धांशः ॥
भारद्वाजबाह्वृच्यरुद्रघोषस्वा(मी) अंशः ॥
कात्यायनश्चारकः कौशिसो· (৭)

১১৭। मस्वा(मी) अंशः ॥ गौतमो वाजसनेयी प्रभाकरकीर्त्ति-
स्वा(मी) अंशः ॥ शाण्डिल्यो वाजसनेयी अनन्त (৮) स्वा(मी)
अंश(ः)।

---

(১) মূলে আছে **गायाग्निपाल** [তবে **ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम्** (পা ৬।৩।৬৩) এই সূত্রের দ্বারা ইহার সমর্থন হইতে পারে।]

(২) মূলে আছে **श्यां** Ep. Ind. সম্পাদক ইহা **श्यः** পড়িয়াছেন, কিন্তু অনুস্বার যুক্ত আকার স্পষ্টই রহিয়াছে।)

(৩) মূলে আছে **तैत्तरीय**

(৪) মূলে আছে **बाह्वृच्ये**

(৫) মূলে **नन्त** আছে। (নামটি অনন্ত হইতেও পারে—তাহা হইলে **अ** পড়িয়া গিয়াছে।)

(৬) মূলে **सनयन** আছে। (ইহাও যে নাম না হইতে পারে, এমন নহে—তবে **सुनयन** হইলেই ভাল অর্থ হয়।)

(৭) সর্ব্বশেষ অক্ষরটি একটু অস্পষ্ট।

(৮) মূলে আছে **अनन्द**; (ঈপ্সিত পাঠ **आनन्द**ও হইতে পারে।)

১১৮। शौनको बाह्वृच्यो गतिभट्टिस्वा(मी) अंशः ॥ तेज- (১)
भट्टिस्वा(मी) अंशः। मन्त्रघोष (২) तेजभट्टिनन्दभू-

১১৯। तिस्वामिभ्याम् (৩) (अ) र्द्धांशः ॥ दामभट्टिस्वा(मी) अंशः ॥
मेघभट्टिस्वा(मी) अंशः ॥ सुमतिभट्टिस्वा(मी) अंशः ॥

১২০। सुयोगभट्टिस्वा(मी) अंशः ॥ वात्स्यो बाह्वृच्यः(৪) शाश्वतदाम-
स्वा (मी) अंश (:) ॥ गौतमश्छान्दोगः (৫) तोषस्वा(मी)

১২১। अंशः। वाराहो बाह्वृच्यो भट्टिहरस्वा(मी) अंशः ॥ भार-
द्वाजो वाजसनेयी नागदत्तस्वा(मी) अर्द्धांश (:) ॥

১২২। आलम्बायनो दुर्व्वेश्वरस्वा(मी) आत्मा सहार्द्धांशः ॥ भारद्वाजो
रूपाढ्यस्वा(मी) (अ) र्द्धांशः ॥ कौशिक-

১২৩। बाह्वृच्य (৬) चन्द्रदासविमर्दनदासस्वामिनोरेकोंशः ॥ काश्यपो (৭)
वाजसनेयी

১২৪। सुप्रतिष्ठितस्वा(मी) अंशः ॥ गौतमनन्दनस्वा(मी) अंशः ॥
शाकटायनः (৮) तोषस्वा(मी)

১২৫। अर्द्धांशः ॥ गौतमकाश्यपयोः (৯) सारसवकुलस्वामिनोरेकांशः ॥
भारद्वाज (১০) विदुष-

১২৬। स्वामिनः (১১) अर्द्धांशश्चेति ॥ बलिचरुसत्रोपयोगाय समांशा (:) ॥
यदेतत् कौशिको (১২) पचितकक्षेत्रं

১২৭। तत्फल(ं) (১৩) प्रतिग्राहकब्राह्मणा (১৪) नामेव (।) यत्तु
गङ्गिण्युपचितकक्षेत्रं तद्यथालिखित-

১২৮। कब्राह्मणै (:) समं विभज्यतामिति ॥ सीमानो

(১) ইহা तेजो করা নিষ্প্রয়োজন অভিধানে 'তেজ' শব্দও আছে।

(২) মূলে আছে मनघोष ; (ঈপ্সিত পাঠ मन्त्रघोषও হইতে পারে)।

(৩) মূলে আছে भ्यां (৪) মূলে আছে बाह्वृच्यो (৫) মূলে আছে छान्दोगो

(৬) মূলে আছে कौशिको बाह्वृच्यो (৭) মূলে আছে काशपो। (৮) মূলে আছে शाकटायनो

(৯) মূলে আছে काश्यपय (১০) মূলে আছে भारद्वाजो (১১) মূলে আছে स्वामिनो

(১২) মূলে আছে कोशिको (১৩) মূলে আছে ततप्रल (১৪) মূলে আছে ब्राह्मणा

यत्र पूर्व्वेण शुष्ककौशिका ॥ पूर्वदक्षि-

১২৯। णेन सैव शुष्ककौशिका डुम्बरीच्छेदसंवेद्या (১) (॥)

दक्षिणेनापि डुम्बरीच्छेद (:) (২) ॥ दक्षिण-

১৩০। पश्चिमेन गङ्गिणिका (৩) डुम्बरीच्छेदसंवेद्या(১) ॥ पश्चिमेनाधुना

सीमगङ्गिणिका (॥) पश्चिमो-

১৩১। त्तरेण कुम्भकारगर्त्तस्सैव च गङ्गिणिका प्रागभुज्यमाना (॥) उत्तरेण (৪)

वृहज्जाटली ॥ उत्तरपू-

১৩২। र्व्वेण व्यवहारिखासोकपुष्करिणी (৫) सैव शुष्ककौशिका चेति ॥

आज्ञाशतं प्रापयिता (৬)

১৩৩। प्राप्तपञ्चमहाशब्दश्रीगोपाल (:)। सीमाप्रदाता चन्द्रपुरि-

नायकश्रीक्षितिकुण्डः

১৩৪। न्यायकरणिकजनार्द्दनस्वामी व्यवहारिहरदत्तकायस्थ-

दुन्धुनाथप्रभृतयः (৭)

১৩৫। शासयिता (৮) लेखयिता च वसुवर्ण (:) भाण्डागाराधिकृतमहासामन्त-

दिवाकरप्रभ (:)

১৩৬। उत्खेटयिता दत्तकारपूर्ण : (৯)। सेक्यकार (:) कालिया ॥

षष्टिं वर्ष (১০) सहस्राणि स्वर्गे मोदति (১১) भूमिदः (।)

---

(১) মূলে আছে **सम्वेद्या** (২) মূলে আছে **च्छद**

(৩) মূলে আছে **गङ्गणिका**; পরে ইহার বাণান **गङ्गीणिका** আছে; কিন্তু ইহার পূর্বের **गङ्गिण्युपचितक** স্থলে 'ङ्गि' থাকায় সর্ব্বত্র **गङ्गिणिका** করা হইল। খালিমপুরের তাম্রশাসনে **गङ्गिनिका** আছে (গৌড়লেখমালা ১৫পৃষ্ঠা)—তবে সেখানে দন্ত্য ন আছে, এখানে মূর্দ্ধণ্য ণ রাখা হইল।

(৪) মূলে আছে **मानोत्तरेण**

(৫) মূলে আছে **पुष्किरिणी**; লক্ষ্যের বিষয় যে বহুপরবর্ত্তী বলবর্ম্মা ও ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও **पुष्किरिणी** রহিয়াছে।

(৬) মূলে আছে **आज्ञाशताप्रापयित** (৭) মূলে আছে **प्रभृतयः**

(৮) মূলে আছে **शासइता** (৯) মূলে আছে **पुणर्णो** (১০) মূলে আছে **षष्टिम्वर्ष**

(১১) **मोदते** হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ছন্দোভঙ্গভয়ে আর্ষপ্রয়োগ হইয়াছে। তবে মুদধাতু অনুদাত্তেৎ আত্মনেপদী হওয়াতে **अनुदात्तेत्त्वप्रयुक्तमात्मनेपदमनित्यम्** এই পরিভাষানুসারে **मोदति**ও হইতে পারে।

১৩৭। **আক্ষেপ্তা আনুমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেত্‌ ॥ ২৬**

১৩৮। **স্বদত্তাং পরদত্তাংবা (১) যো হরেত বসুন্ধরাং (।)**

স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা (২) পিতৃভিঃ (৩) সহ পচ্যতে ॥ ২৭ (৪)

১৩৯। **শাসনদাহাদর্ব্বাগমিন শ্চলিখিতানি ভিন্নরূপাণি (।)**

তেভ্যোন্তরাণি (৫) যস্মা

১৪০। **তস্মান্নৈতানি (৬) কূটানি ॥২৮**

অনুবাদ।

ওঁ। ভস্মকণবিভূষিত ইষ্টদেব শশিশেখর পিনাকধারী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ঐশ্বর্য্যবান্ ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি নিমিত্ত (দগ্ধীভূত শাসনের) স্পষ্ট কথা পুনশ্চ (ইহাতে) উজ্জ্বল করিতেছি (৭) ॥ ১

স্বস্তি। বিশাল নৌকা হস্তী অশ্ব পদাতি সম্পত্তিবিশিষ্ট সার্ব্বজয়শব্দসমন্বিত কর্ণসুবর্ণ সমাবাসিত স্কন্ধাবার হইতে (শাসন প্রদত্ত হইতেছে) ॥

সর্পরাজ কর্ত্তৃক বিহিতকটিবন্ধ দৃষ্ট (মার) নিজিতকামশরীর অবিমুক্ত মহেশ্বরের নিরৈশ্বর্য্য বিভূষিত মূর্ত্তি জয়যুক্ত হউক (৮) ॥ ২

---

(১) মূলে আছে **পরদত্তাম্বা**   (২) মূলে আছে **ভুত্বা**   (৩) মূলে আছে **পিতৃস**

(৪) এই দুইটি (২৬ ও ২৭ সংখ্যক) শ্লোক ধর্ম্মসংহিতা হইতে উদ্ধৃত। এইগুলি সর্ব্বত্র শাসনেই পাওয়া যায়—তবে পাঠে ঈষৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। পরন্তু কামরূপের আর কোনও শাসনে এইগুলি নাই।

(৫) মূলে আছে **'তেভ্যোন্তরাণি'**   (৬) মূলে আছে **'তস্মানৈতানি**

(৭) মূল শ্লোকটিতে যথেষ্ট রচনাকৌশল রহিয়াছে। মহাদেবকে **ভস্মকণার্বিভূষিতং** করিয়া ভস্মীভূত শাসনের সূচনা করা হইয়াছে। **ভূতিমতাং** এই পদটি শ্লিষ্ট; ঐশ্বর্য্যবান্, অথচ ভস্মীভূত শাসনসম্পন্ন, এই দুই অর্থে ইহা **দ্বিজন্মনাং** পদের বিশেষণ। আবার **ভূতিমতাং** অর্থাৎ **ভূতেঃ ভূতিবর্ম্মণঃ মতাং সম্মতাং**—এই অর্থে ইহা **স্ফুটবাচং** পদের বিশেষণ; **স্ফুটবাচং** অর্থাৎ স্ফুটিত বাক্য—যাহা পরম ভক্ত শাসনপ্রদাতা ভূতিবর্ম্মার সম্মত তাহা—পুনরায় উজ্জ্বল করা হইতেছে।

(৮) এখানেও বিশেষণগুলি শ্লিষ্ট, মহাদেবের পক্ষে যেমন প্রযুক্ত হইয়াছে—তেমনি ভূতিবর্ম্মার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ভোগবিলাসী বাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক পরিবৃত দৃষ্টিমাত্রে কামরূপবাসীর হৃদয়জয়কারক স্বকীয় ভূতি (এই) নাম দ্বারা বিভূষিত অবিমুক্ত অর্থাৎ নিষ্পাপ পরমেশ্বরের (অর্থাৎ রাজাধিরাজ ভূতিবর্ম্মার) রূপ জয়যুক্ত হউক। কামরূপের রাজগণ (বরাবর) পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইতেন। [পশ্চাদালোচ্য ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসনের শেষ ফলকে **শ্রীমত্‌ পরমেশ্বরপাদানাং দ্বাত্রিংশন্নামান্যমূনি** বলিয়া ইন্দ্রপালের ৩২টি উপনাম লিখিত হইয়াছে।]

জয়, জগতের একমাত্র বন্ধু (ইহপর) উভয় লোকের সম্পদের হেতু পরোপকারস্বরূপ অদৃষ্ট (অথচ) ফল দ্বারা অনুমেয়াবস্থান ধর্ম্মের জয় (১)॥ ৩

সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধরণেচ্ছু কপট বরাহরূপী চক্রপাণির নরক (নামক) রাজশ্রেষ্ঠ (২) পুত্র ছিলেন॥ ৪

সেই অদৃষ্টনরক (৩) নরক হইতে ইন্দ্রের সখা ভগদত্ত জাত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনকেও তিনি যুদ্ধে (স্পর্দ্ধা সহকারে) আহ্বান করিয়াছিলেন (৪)॥ ৫

সেই শক্রহস্তা রাজার বজ্রগতি (৫) বজ্রদত্ত নামা পুত্র ছিলেন; তাঁহার সৈন্যগতি অপ্রতিহত ছিল; তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধে ইন্দ্রকেও সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন॥ ৬

তাঁহার বংশীয় নৃপতিগণ তিন হাজার বৎসর (৬) রাজপদ অধিকার করিয়া দৈবসাযুজ্য লাভ করিলে পুষ্যবর্ম্মা ক্ষিতিপতি হইয়াছিলেন॥ ৭

---

(১) হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ না হইলেও তৎপক্ষপাতী ছিলেন; তাঁহার সংসর্গবশতঃ ভাস্করও ত্রিরত্নের একতম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছেন, বোধ হয়।

(২) মূলের **পার্থিব** শব্দটি দ্বারা নরকের পৃথিবীর পুত্রত্বও সূচিত হইয়াছে।

(৩) শ্রীকৃষ্ণহস্তে সম্মুখ সমরে নিহত হওয়াতে নানাবিধ দৌরাত্ম্যকারী অতএব [illegible] তাহাকে নরককেও নরক দর্শন করিতে হয় নাই।

(৪) **সমাহ্বয়ত** আত্মনেপদী হওয়াতে স্পর্দ্ধার ভাব প্রকটিত হইয়াছে। **স্পর্দ্ধায়ামাঙঃ** পাঃ ১।৩।৩১।

(৫) বজ্র শব্দটি এখানে বিদ্যুৎ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থ, ক্ষিপ্র সঞ্চারী।

(৬) বজ্রদত্ত যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক—যদিও কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে—

शतेषु षट्सु सार्द्धेषु त्र्यधिकेषु च भूतले।

कलेर्गतेषु वर्षाणामभवन् कुरुपाण्डवाः ॥ ১। ৫১

অর্থাৎ ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ প্রাদুর্ভূত হন। বজ্রদত্তের আবির্ভাব কাল ৭০০ কল্যব্দ ধরা যায়. ইহাতে ৩০০০ যোগ করিলে ৩৭০০ বৎসর হয়। এখন কল্যব্দ ঈষদধিক ৫০৩০; তাই এখন হইতে ১৩৩০ পূর্ব্বে পুষ্যবর্ম্মার অধিকার কাল সূচিত হয়। কিন্তু ইহা স্থূল হিসাব মাত্র, নচেৎ স্বয়ং ভাস্করবর্ম্মার রাজত্ব কালই ইদানীন্তন সময়ের ১৩৩০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী; পুষ্যবর্ম্মা ভাস্করের একাদশ পুরুষ ঊর্দ্ধতন—শতাব্দীতে চারিপুরুষ হিসাবেও ৩০০ বৎসর আন্দাজ পূর্ব্বেকার। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে পুষ্যবর্ম্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মাৎস্যন্যায় (১) বিরহিত উজ্জ্বলরত্নবিশিষ্ট দ্বন্দ্বযুদ্ধে (২) ক্ষিপ্র পঞ্চম সমুদ্রের ন্যায় (৩) সমুদ্রবর্ম্মা তাঁহার পুত্র ছিলেন ॥ ৮

অপ্রতিহত সৈন্য (অথবা শক্তি) (৪) যাঁহার কবচের ন্যায় ছিল, ঈদৃশ বলবর্ম্মা সেই ভূপতির (সমুদ্র বর্ম্মার) দত্তদেবীগর্ভজাত পুত্র ছিলেন; তাঁহার সৈন্যগণ অরিগণের বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে গমন করিত (৫) ॥ ৯

রত্নবতীর গর্ভে তাঁহার (বলবর্ম্মার) কল্যাণবর্ম্মা নামে পুত্র জন্মিয়াছিলেন; ইনি স্বল্পতর দোষেরও আস্পদ ছিলেন না ॥ ১০

তাঁহাহইতে (অর্থাৎ কল্যাণ বর্ম্মার ঔরসে) গন্ধর্ব্ববতী গণপতির ন্যায় অজস্র দান (৬) বর্ষণকারী অসংখ্যগুণসমূহমণ্ডিত গণপতি (নামে) পুত্র কলি (৭) বিঘাতনিমিত্ত প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ১১

যজ্ঞ কার্য্যে প্রযোজ্য অরণি (কাষ্ঠ) যেমন অগ্নি উৎপাদন করে, তেমনি তাঁহার (গণপতির) মহিষী যজ্ঞবতী যজ্ঞক্রিয়ার আস্পদ পুত্র মহেন্দ্র বর্ম্মাকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ১২

(১) মাৎস্যন্যায় শব্দটী গৌড়ের ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেও আছে; অর্থ, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারজনিত অরাজকতা। কামন্দকীয় নীতিসারে (১ম সর্গ দণ্ডমাহাত্ম্য প্রকরণে) আছে—

परस्परामिषतया जगतो भिन्नवर्त्मनः।
दण्डाभावे परिध्वंसी मात्स्यो न्यायः प्रवर्त्तते॥

'গৌড়লেখমালা' ১৯পৃষ্ঠা পাদটীকায় এবং রাখালদাসবন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগ—১৪৭-১৪৯ পৃষ্ঠায় মাৎস্যন্যায়ের সম্যক ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

(২) সমুদ্রতটভূমির কাছে উত্তালতরঙ্গমালার অনবরত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিয়াছে।

(৩) সমুদ্র চারিটি—তাই ইনি পঞ্চম সমুদ্র বলিয়া উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছেন। চারি সমুদ্রে মাৎস্যন্যায় আছে, জলজন্তুদের মধ্যে বড়গুলি ছোটদিগকে ভক্ষণ করে; কিন্তু এই (পঞ্চম) সমুদ্রে মাৎস্যন্যায় ছিল না। চারি সমুদ্রের রত্নরাজি গর্ভে নিহিত থাকায় অপ্রকাশিত—কিন্তু এই (পঞ্চম) সমুদ্র সুপ্রকাশিতরত্ন (ভূষণ) মণ্ডিত ছিলেন।

(৪) বল অর্থে সৈন্য ও শারীরিক শক্তি উভয়ই বুঝায়। প্রকারান্তরে রাজার নামটিরই অন্বর্থতা সাধিত হইয়াছে।

(৫) **अभ्यमित्राच्छ च** (পা ৫।২।১৭) **अमित्राभिमुखं सुष्ठु गच्छतीति अभ्यमित्रीया सेना।**

(৬) দান গজানন পক্ষে মদস্রাব, নৃপতি পক্ষে ধনাদি প্রদান।

(৭) কলিযুগ ও কলহ এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত।

সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ নৃপতি (মহেন্দ্র বর্ম্মা) হইতে রাজ্ঞী সুব্রতা জনকের ন্যায় (১) সাংখ্যার্থাভিজ্ঞ নারায়ণ বর্ম্মাকে পৃথিবীর স্থিতি নিমিত্তে পুত্র জন্মাইয়াছিলেন ॥ ১৩

তাঁহার গুণ (২) সন্ততি স্থির রাখিবার নিমিত্তে প্রকৃতি পুরুষ হইতে ষষ্ঠ মহাভূতের (৩) ন্যায় (রাজ্ঞী) দেববতীও তাঁহা হইতে (অর্থাৎ নারায়ণ বর্ম্মার ঔরসে) মহাভূত বর্ম্মাকে (গর্ভে) ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪

তাঁহার পুত্র চন্দ্রমুখ বর্ম্মা চন্দ্রের ন্যায় কলা সমূহ (৪) দ্বারা রমণীয় ছিলেন: আকাশ যেমন অন্ধকার বিনাশক চন্দ্রকে, বিজ্ঞানবতীও তেমনি (শোক) তমোপহ (৫) সেই পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ১৫

তাঁহা হইতে ভোগসম্পন্না ভোগবতী, যেমন পৃথিবী ধারণকারী অনন্ত ফণযুক্ত নাগাধিপের পাতালস্থ নাগপুরী স্বৈশ্বর্য্যসমন্বিত ভূতির (অর্থাৎ সম্পদের) হেতু, তেমনই বিলাসিজনগণের অধিপতি অশেষ ভোগবিশিষ্ট ভূপতি স্থিতবর্ম্মারও ভূতির (অর্থাৎ উৎপত্তির) হেতু ছিলেন (৬) ॥ ১৬

---

(১) মহাভারত শান্তি পর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদে আছে, কিরূপে জনক সাংখ্যার্থ অধিগত হইয়াছিলেন। **যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—**

শ্রূয়তামবনীপাল যদেতদনুপৃচ্ছসি।
যোগানাং পরমং জ্ঞানং সাংখ্যানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥

এতদ্দ্বারা উপক্রান্ত প্রসঙ্গ (৩১০—৩১৮ অধ্যায়) দ্রষ্টব্য। নারায়ণ বর্ম্মার পক্ষে সাংখ্য (সংখ্য অর্থাৎ যুদ্ধ সম্বন্ধীয়) এবং আর্থ (অর্থশাস্ত্র বিষয়ক) জ্ঞান সম্পন্ন।

(২) গুণ রাজ্ঞী পক্ষে উৎকর্ষ, প্রকৃতি পক্ষে সত্ত্ব রজঃ তমঃ। অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকে সাংখ্যের উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকে উপমাচ্ছলে পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতির অবতারণা সুষ্ঠু হইয়াছে।

(৩) মহাভূত পাঁচটি—ইনি তাই 'ষষ্ঠ' মহাভূত। Ep. Ind. Vol. XIIতে প্রকাশিত মদীয় ইংরেজী প্রবন্ধের পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—Here the simile is a little faulty. Mahabhutas are not the immediate progeny of prakriti as was the king of Devavati. Out of prakriti was evolved mahat, thence ahankara, whence five tanmatras, and therefrom the Mahabhutas. পরন্তু সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপমায় দোষ আছে বলা যায় না। সাংখ্য-কারিকাতে আছে—**মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি র্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত** ॥ ৩ ॥ অর্থাৎ মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এগুলি বিকৃতি ভাবাপন্ন হইলেও প্রকৃতি সংজ্ঞাভাক্ বটে।

(৪) কলা চন্দ্র পক্ষে (ষোড়শ) অংশ, নৃপতি পক্ষে (চতুঃষষ্টি) বিদ্যা।

(৫) অনুরূপভাব—**সুতাভিধানং (স) জ্যোতিঃ সদ্যঃ শোকতমোপহম্।** রঘুবংশ ১০।২

(৬) প্রথম শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকে ও শ্লেষের চূড়ান্ত হইয়াছে। ভোগ অর্থে সর্পের ফণা এবং সুখাদির অনুভব। ভূতির এক অর্থ উন্নতি অপর অর্থ উৎপত্তি। ভূমিভৃৎ শব্দের এক অর্থ পৃথিবী ধারণকারী নাগপতি অপর অর্থ রাজা। শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে চন্দ্রমুখ বর্ম্মার ঔরসে রাজ্ঞী ভোগবতীর গর্ভে স্থিতবর্ম্মা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

অতলস্পর্শ অসংখ্য রত্নের আকর লক্ষ্মীর আশ্রয়স্থান ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে যেমন (সকলঙ্ক) চন্দ্র উদ্ভূত হইয়াছে, তেমনি গম্ভীরমূর্ত্তি অগণিতধনরত্নাধিকারী রাজশ্রীসমাশ্রিত সেই নরপতি (স্থিতবর্ম্মা) হইতে অকলঙ্ক শ্রীমৃগাঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছিলেন॥ ১৭

তাঁহার (স্থিত বর্ম্মার) ঐ পুত্র (প্রকৃত নাম) সুস্থিত বর্ম্মা দেব নয়নদেবীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন; তিনি আপন হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পরে শ্রীমৃগাঙ্ক (এই উপনামে) খ্যাত হইয়াছিলেন॥ ১৮

(সেই মাত্র ধন মনে করিয়া) কৃপণের ন্যায় নারায়ণ সানন্দে আপন বক্ষঃস্থলে অশেষ শোভা-সম্পন্না যে লক্ষ্মীকে সর্ব্বদা বহন করিতেছেন, সেই লক্ষ্মী (অর্থাৎ ধনাদি সম্পত্তি) মাটীর ন্যায় যাচক জনের মধ্যে তৎকর্ত্তৃক বিতরিত হইয়াছে॥ ১৯

সত্যযুগোদ্ভবার (শ্যামার) ন্যায় শ্যামা দেবী তমোনিরসন নিমিত্ত তাঁহা হইতে (অর্থাৎ সুস্থিত বর্ম্মার ঔরসে) শশীর ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা (নামে) পুত্র উৎপাদিত করিয়াছিলেন॥ ২০

বিদ্যাধরপ্রধান কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হস্তিযূথসমন্বিত সুসংস্থিতনিতম্ব কুলাচলের (১) উচ্চতা যেমন পরিতিতার্থ, সেইরূপ বিদগ্ধচূড়ামণিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত গজসৈন্যসমন্বিত সুপ্রতিষ্ঠিতসৈন্যমণ্ডল সম্পন্ন (২) সেই রাজার অভ্যুদয় অন্যের হিতার্থে হইয়াছিল (৩)॥ ২১

তাঁহার অনুজ ভাস্করের ন্যায় অশেষাভ্যুদয় ও তেজঃসম্পন্ন শ্রীভাস্কর বর্ম্মাকে সেই (পূর্ব্বোক্তা) শ্যামা দেবীই প্রসব করিয়াছিলেন॥ ২২

এক হইলেও তিনি, স্বভাবতঃ নির্ম্মল সম্মুখস্থ দর্পণ সমূহের ন্যায় তদভিমুখস্থ জনগণের চিত্তফলকে বহুভাবে সুষ্ঠু প্রতিবিম্বিত হইতেছেন॥ ২৩

ভাস্করের (দিবাকরের) ছবি যেমন যুগপৎ বহু জল পাত্রে লক্ষিত হয় তেমনি তাঁহারও ছবি প্রভৃত তেজোহেতু অব্যাহত ভাবে নৃপতিগণের গৃহে গৃহে দৃষ্ট হইতেছে॥ ২৪

সর্পাদিরহিত সুখারোহ কল্পদ্রুমের ন্যায় (৪) অক্রূর ও অধিগম্য তিনি সমৃদ্ধিরূপ বহুফল-বিশিষ্ট বটেন এবং (কল্পবৃক্ষেরই ন্যায়) তদীয় পাদমূল ছায়াশ্রিত জনসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে॥ ২৫

ইহাও বটে যে জগতের উৎপত্তি কল্পনা ও বিনাশ কার্য্যের হেতুভূত ভগবান্ পদ্মযোনি কর্ত্তৃক তিনি (রাজা) বিশৃঙ্খল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্যক্ ব্যবস্থাপনার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন। জগৎপতি (সূর্য্য) যেমন

(১) সপ্তকুলপর্ব্বত—**মহেন্দ্রোমলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।**
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥ হিমালয় সহ **অষ্ট কুলাচলাঃ**

(২) কটক, অদ্রিনিতম্ব এবং সেনা; বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব এবং (যৌগিকার্থে) বিদ্বান্।

(৩) ইহাতে এই সূচিত হয় যে সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া অল্প দিন মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহার কৃত কার্য্যের ফল তদীয় অনুজ ভাস্করবর্ম্মা উপভোগ করিয়াছিলেন।

(৪) কল্পবৃক্ষ যেমন প্রার্থিগণের মনোভিলাষ পূর্ণকারী, ভাস্করও তাদৃশ ছিলেন।

উদয়কালে স্বীয় মণ্ডল রক্তবর্ণ করেন, পৃথিবীর অধীশ্বর তিনিও অভ্যুদয় দ্বারা (অরিমিত্রাদি) মণ্ডল অনুরক্ত করিয়াছেন; (এবং) সূর্য্যের ন্যায় যথোচিত কর-সমূহের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা কলি (রূপ) তিমিররাশি আকুলিত করিয়া আর্য্যধর্ম্মালোক প্রকাশিত করিয়াছেন। স্বীয় বাহুবল দ্বারা সমস্ত সামন্ত চক্রের বিক্রম তিনি তুলিত (লঘু) করিয়াছেন। মর্য্যাদা বিনয় আলাপ-পরিচয় দ্বারা কুল-পরম্পরাগত প্রজাপুঞ্জের রাজভক্তি উপচিত হওয়াতে তিনি তাহাদের নানাবিধ সুখভোগের পথ উপকল্পিত করিয়াছেন। তিনি সমরবিজিত শত শত নৃপতি কৃত বিবিধ স্তুতিবাক্যরূপ পুষ্পদ্বারা বিরচিত মনোহর কীর্ত্তিরূপ বিচিত্র কিরীটে চিহ্নিত হইয়াছেন। শিবির (১) ন্যায় পরের হিতার্থে দানকার্য্যে তিনি স্বীয় সত্ত্ববৃত্তি নিয়োজিত করেন। যথাকালে সমুদিত (ষট্) গুণ (২) প্রয়োগবিভাগ বিষয়ে পটুতা নিবন্ধন দ্বিতীয় বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহারও প্রভাব অপরের সুবিদিত। শাস্ত্রজ্ঞান শৌর্য্য ধৈর্য্য পরাক্রম সচ্চরিত্র ইত্যাদি দ্বারা তদীয় চিত্তবৃত্তি অলঙ্কৃত; (তাই) প্রতিপক্ষের আশ্রয় হেতু প্রত্যাখ্যাত হইয়াই যেন দোষগুলি তাঁহাকে পরিহার করিয়াছে (৩)। অবিচলিত সন্তত প্রণয় রসভরে আকৃষ্ট কামরূপ রাজলক্ষ্মী কর্ত্তৃক দৃঢ়ালিঙ্গন দ্বারা তাঁহার অভিগামিক গুণাবলীর প্রতি স্বতঃই অনুরাগের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। কলিযুগের পরাক্রমে বিজড়িত দেহ ভগবান্ ধর্ম্মের তিনি সমুচ্ছ্বাস (অর্থাৎ জীবন); তিনি নীতির অধিষ্ঠান, গুণাবলীর আলয়, প্রণয়িজনের অক্ষয় সম্পত্তি, সন্ত্রস্তগণের আশ্রয় স্থল এবং শ্রী-সম্পদের নিকেতন। পৃথিবীপুত্র (নরক) হইতে ক্রমলব্ধ পদসমুৎকর্ষ হেতু তাঁহার প্রভাবশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। (ঈদৃশ) মহারাজাধিরাজ কুশলী শ্রীভাস্করবর্ম্মদেব চন্দ্রপুরি বিষয়ে (স্থিত) বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়পতিগণ ও বিচারালয় সমূহ প্রতি আদেশ করিতেছেন; আপনারা বিদিত হউন, এই বিষয়ান্তঃপাতি ময়ূরশাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র যাহা নরপতি ভূতিবর্ম্মা কর্ত্তৃক তাম্রপট্টদ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সেই তাম্রপট্টের অভাব বশতঃ করদ হইয়া পড়ায়, মহারাজ জ্যেষ্ঠ ভদ্রদিগকে (৫) জ্ঞাপন করিয়া পুনশ্চ অভিনব পট্ট করণার্থে আজ্ঞাদান পূর্ব্বক

---

(১) ঔশীনর শিবিরাজের অবদান সর্ব্বজনবিদিত। স্বদেহের মাংসের প্রতিবর্ত্তে শ্যেনকবল হইতে কপোতের প্রাণরক্ষা; নিজ পুত্রের মাংসদ্বারা অতিথি ব্রাহ্মণের সপর্য্যা—এসব কাহিনী মহাভারত বনপর্ব্ব ১৯৬—১৯৭ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(২) **সন্ধির্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ**—এই ষাড় গুণ্য ই এস্থলে উদ্দিষ্ট।

(৩) যোগশাস্ত্রের অনুশাসনমতে প্রতিপক্ষাবলম্বনই হেয়বৃত্তিত্যাগের উপায়। দোষের প্রতিপক্ষ গুণ, অতএব শ্রুতশৌর্য্যাদি গুণাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করাতেই তদ্বিরুদ্ধ দোষগুলি স্বতঃই নিরস্ত হইয়া গিয়াছিল। (পাতঞ্জলদর্শন—২। ৩৩—৩৪ দ্রষ্টব্য)

(৪) মূল শাসনলিপির (৪৫ পঙ্ক্তি) পাদটীকায় অভিগামিক গুণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে আছে (গৌড়লেখমালা—১৬ পৃষ্ঠা) **জ্যেষ্ঠকায়স্থ মহামহত্তরমহত্তরদাশগ্রামিকাদিবিষয়ব্যবহারিণঃ..........সমাজ্ঞাপয়তি।**

চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমকাল কোনও কিছু (কর) গ্রহণ যাহাতে না হয় সেই নিমিত্ত ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়ানুসারে (১) পূর্ব্বে ভোগকারী ব্রাহ্মণদিগকে (পূর্ব্বোক্ত অগ্রহার ক্ষেত্র) প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণের নাম, যথা—

[ইহার পর দান গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নাম বেদ গোত্র ও অংশপরিমাণ সহ উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে (ক্রমিক সংখ্যা সহকারে) প্রদত্ত হইল। মূলে অর্থাৎ শাসনলিপিতে যে নামের পূর্ব্বে বেদ বা গোত্রের উল্লেখ নাই, সেই স্থলে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বেদ বা গোত্র উহ্য মনে করা হইয়াছে।]

ক্রমিক সংখ্যা	বেদপরিচয়	গোত্র	নাম	অংশ
১।	বাজসনেয়ী (যজুর্ব্বেদীয়)	প্রাচেতস	সাধারণ স্বামী (পট্টকপতি)	২

(১) 'ভূমিচ্ছিদ্র (বা ভূচ্ছিদ্র) ন্যায়' কামরূপের অপর কোন ও তাম্রশাসনে নাই—গৌড়লেখমালায় বহুস্থলে রহিয়াছে। বৈদ্যদেবের শাসনে আছে—**भूच्छिद्रञ्च अकिञ्चित्करग्राह्य** (গৌড়লেখমালা ১২৪ পৃঃ)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দ্বিতীয়াধিকরণে ২০ প্রকরণের শিরোনাম **भूमिच्छिद्रविधानम्**। ইহার প্রারম্ভেই আছে **अकृष्यायां भूमौ पशुभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत्**। (শ্যামশাস্ত্রীর সংস্করণ—৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যাদব-প্রকাশের—'বৈজয়ন্তী-অভিধানে' আছে:—**भूमिच्छिद्रं कृष्ययोग्या** (ভূমিকাণ্ড বৈশ্যাধ্যায়—১৮ শ্লোক); অতএব চাষের অযোগ্য ভূমিই 'ছিদ্র'—ছিদ্রের পূর্ব্বে 'ভূ' বা 'ভূমি' শব্দ দ্বারা ইহার (শাসনাদিতে) এই পারিভাষিক অর্থ স্বীকৃত করা হয় মাত্র। এই ভূমিচ্ছিদ্র প্রাগুক্ত বৈদ্যদেবের শাসনানুসারে। অকিঞ্চিৎকরগ্রাহ্য হওয়াতে 'ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ে'র অর্থ এই যে শাসনের ভূমি অনুর্ব্বর ভূমির মত্তই কোনরূপ রাজস্ব-প্রদ হইবে না—'লাখেরাজ' বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক ডাঃ কিশোরীমোহন গুপ্ত Indian Antiquary Vol. LI pp 73-79তে প্রকাশিত তদীয় Land System in accordance with Epigraphic Evidence প্রবন্ধে ভূমিচ্ছিদ্র এবং ভূমিচ্ছিদ্রন্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ভূমিচ্ছিদ্র' ভূমিচ্ছেদ অর্থে শাসনাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে—তদ্দ্বারা বাস্তুভূমি ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ভূমিই বুঝায়; ভূমিচ্ছিদ্রন্যায় অর্থ ভূমিদান বিষয়ক সীমানির্দ্দেশাদি বিধিবিধান।

[ডাঃ ফ্লিট তদীয় Corp. Insc. Ind. III—১৩৮ পৃ. পাদটীকায় লিখিয়াছেন—**Bhumichchhidra** lit, a fissure (furrow) of the Land, is a technical fiscal expression of constant occurrence in the Inscriptions. Dr. Buhler has recently discovered the meaning of it in **Yadava-Prakasa's Vaijayanti** in the **Vaisyadhyaya** Verse 18—where it is explained by "**Krishya-yogya Bhumi,**" land fit to be ploughed or cultivated. **मुनीनांच मतिभ्रमः**। **कृष्ययोग्या**তে সন্ধিটা ধরিতে না পারায় এই অনর্থ (unfit স্থলে fit) ঘটিয়াছে।]

ক্রমিক সংখ্যা	বেদ পরিচয়	গোত্র	নাম	অংশ
২।৩।৪।৫	বাজসনেয়ী	প্রাচেতস	শ্রীবসু ও ভ্রাতৃত্রয়	১
৬।৭	ঐ	ঐ	সোমবসু ও ভ্রাতা (১)	½
৮।	ছান্দোগ (সামবেদী)	কাত্যায়ন	মনোরথ স্বামী (পট্টকপতি)	১½
৯।	ঐ	ঐ	বিষ্ণুঘোষ স্বামী	½
১০।	ঐ	ঐ	বেদঘোষ স্বামী	১
১১।	বাহ্বৃচ্য (ঋগ্বেদী)	বাৎস্য	দামদেব স্বামী	১ (২)
১২।	ঐ	ঐ	ঘোষদেব স্বামী	½
১৩।	ঐ	ঐ	নন্দদেব স্বামী	½
১৪।	ছান্দোগ	ভারদ্বাজ	অর্কদত্ত (গোত্র সহিত অধ্যর্দ্ধাংশ)	১½
১৫।	ঐ	ঐ	তুষ্টিদত্ত স্বামী	½
১৬।	বাজসনেয়ী	কাশ্যপ	ঋষিদাম স্বামী	১
১৭।	ঐ	ঐ	শুভদাম স্বামী	১
১৮।	ঐ	কৌৎস	শনৈশ্চরভূতি (গোত্রাংশ)	১ (৩)
১৯।	বাহ্বৃচ্য	গৌরাত্রেয়	সঙ্কর্ষণ স্বামী	২
২০।	ঐ	ঐ	নরস্বামী	১
২১।	ঐ	ঐ	নারায়ণ স্বামী	½
২২।	ঐ	ঐ	বিষ্ণু স্বামী	১
২৩।	ঐ	ঐ	সুদর্শন স্বামী	১

(১) মূলে আছে **ভ্রাতৃসহিতোঽর্দ্ধাংশঃ**; এ অবস্থায় ভ্রাতার সংখ্যা না থাকায় একজন মাত্র ভ্রাতা ধরা হইয়াছে।

(২) ফলকে আছে **"অংশঃ"** ইহা একাংশ মাত্র ধরা হইল; কেননা পূর্ব্ববর্ত্তী নামে (বেদঘোষ স্থলে) **একাংশঃ** আছে—অতএব **অংশঃ একাংশঃ** এরই সংক্ষেপ বলিয়া মনে হইল।

(৩) **'গোত্রাংশঃ'** সে কি তাহা বুঝিতে পারা গেল না। মধ্য ফলক আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে **গোত্রাংশঃ গোত্রসহিতোঽধ্যর্দ্ধাংশঃ** (৫৮ পংক্তি ক্রমিক নং ১৪) এর সংক্ষেপ বলিয়া মনে হইয়াছিল; তাই ১½ ধরা হইয়াছিল। কিন্তু মধ্য ফলক (অর্থাৎ চতুর্থ ফলক) খানিতে দেখা গেল **গোত্রেণ সহ অর্দ্ধাংশঃ** (৭৬-৭৭ পংক্তি—ক্রমিক নম্বর ৬৪) এবং **গোত্রেণ সহ অংশচতুর্থভাগঃ** (৮২-৮৩ পংক্তি—ক্রমিক নং ৮৪) রহিয়াছে। অতএব এস্থলে **গোত্রাংশঃ গোত্রেণ সহ অংশঃ** মনে করিয়া ১ অংশই ধরা হইল।

ক্রমিক সংখ্যা	বেদ পরিচয়	গোত্র	নাম	অংশ
২৪।	বাহ্বৃচ্য	গৌরাত্রেয়	গোপেন্দ্র স্বামী	১
২৫।	ঐ	ঐ	অর্ক স্বামী	১/৪
২৬।	ঐ	ঐ	ভানু স্বামী	১/২
২৭।	ঐ	ঐ	ভূয়ঙ্কর স্বামী	১/২
২৮।	বাজসনেয়ী	কৃষ্ণাত্রেয়	যশোভূতি স্বামী (গোত্রাংশ)	১(১)
২৯।	ছান্দোগ	ভারদ্বাজ	বরুণ স্বামী	১
৩০।	বাজসনেয়ী	কৌণ্ডিন্য	মধুসেন স্বামী	১
৩১।	ছান্দোগ	গৌতম	ধ্রুবসোম স্বামী	১
৩২।	ঐ	ঐ	বিষ্ণুসোম স্বামী	১
৩৩।	বাজসনেয়ী	ভারদ্বাজ	বিষ্ণুপালিত স্বামী	১১/২
৩৪।	ঐ	ঐ	শুচিপালিত স্বামী	১
৩৫। ৩৬	ঐ	ঐ	মিত্রপালিত ও অগ্নিপালিত	১/২
৩৭।	ঐ	ঐ	প্রজাপতিপালিত স্বামী	১/৪
৩৮।	ঐ	গৌতম	মধু স্বামী	১
৩৯।	ঐ	ঐ	চক্রদেব স্বামী	১/২
৪০।	চারক্য (২) (যজুর্ব্বেদী)	বাৎস	কুষ্মাণ্ডপত্র স্বামী (চতুর্থাংশহীন পাদ (?))	১/৩
৪১।	ঐ	মৌদ্গল্য	ঈশ্বরদত্ত স্বামী	২
৪২। ৪৩	বাজসনেয়ী	মৌদ্গল্য	সুদর্শন ও দিনকর স্বামী	১
৪৪।	ঐ	শৌভক (শৌনক (?))	যজ্ঞকুণ্ড স্বামী	১১/২
৪৫।	ঐ	ঐ	যশঃকুণ্ড (৩) স্বামী	১১/৪

(১) ক্রমিক নম্বর ১৮ স্থলে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—**বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণম্**॥ ১২।৬।৫২ ॥ ॥ **বৈশম্পায়নশিষ্যা বৈ চরকাধ্বর্য্যবোঽভবন্**। ১২।৬।৬১

ইহাতে চরক বা চারক্য যে যজুর্ব্বেদীয় তাহাই প্রমাণিত হয়।

(৩) মূল শাসনলিপিতে (৬৯ পঙ্‌ক্তি) **যশাকুণ্ড** ছিল—তাহা সংশোধন পূর্ব্বক **যশঃকুণ্ড** করা হইয়াছে। পরন্তু **সর্ব্বে সান্তা অজন্তা ভবন্তি** এইরূপ একটি প্রামাণিক পরিভাষার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় এই স্থলে (এবং মনঘোষ তেজভট্টি প্রভৃতি স্থলেও) ঐ পরিভাষার প্রয়োগ হইয়াছে।

ক্রমিক সংখ্যা	বেদ পরিচয়	গোত্র	নাম	অংশ
৪৬।	বাজসনেয়ী	শৌভক (শৌনক (?))	শ্রদ্ধকুণ্ড স্বামী	১
৪৭।	ঐ	ঐ	নারায়ণকুণ্ড স্বামী	১
৪৮।	ঐ	ঐ	ঈশ্বরকুণ্ড স্বামী	১ ১/৮
৪৯।	ঐ	ঐ	শক্তিকুণ্ড স্বামী	১/৪
৫০।	ঐ	ঐ	তোষকুণ্ড স্বামী	১ ১/৮
৫১।	চারক্য (১)	পারাশর্য্য	সাধুস্বামী	১
৫২।	ছান্দোগ	আশ্লায়ন (২)	গঙ্গস্বামী	১
৫৩।	বাহ্বৃচ্য	বারাহ	নরস্বামী	১
৫৪।	ঐ	ঐ	প্রবরনাগ স্বামী	৩/৪
৫৫।	ঐ	ঐ	অপনাগ স্বামী	১
৫৬। ৫৭	ঐ	ঐ	তোষনাগ ও হস্পিনাগ	১/৪
৫৮।	বাজসনেয়ী	কাশ্যপ	মনঘোষ (৩) স্বামী	১
৫৯।	ছান্দোগ	বৈষ্ণবৃদ্ধি	সপ্পিণি স্বামী	১
৬০।	ঐ	ঐ	জনার্দ্দন স্বামী	১
৬১।	বাহ্বৃচ্য	কৌশিক	অর্ক স্বামী	১ ১/২
৬২।	ঐ	ঐ	শ্রদ্ধদাস স্বামী	১/২
৬৩।	বাজসনেয়ী	গৌতম	সনাতন স্বামী	১
৬৪।	ঐ	ঐ	হর্ষপ্রভ (গোত্রসহ)	১/২
৬৫।	ঐ	কৌটিল্য	খণ্ডসোম স্বামী	১ ১/২
৬৬। ৬৭। ৬৮	ঐ	ঐ	শ্রেয়ঙ্কর গতি ও গৌরিসোম	১

(১) শাসন পাঠে অধিকাংশ স্থলেই **চারক্য** পড়িয়াছে, পরন্তু এস্থলে **চারক** আছে; ইহা অশুদ্ধ না না হইলেও সর্ব্বত্র একরূপত্ব বিধানার্থ **চারক্য** করাই উচিত ছিল; ঐ ত্রুটি এখানে সংশোধিত হইল।

(২) আশ্লায়ন (আশ্বলায়নের সংক্ষেপ কি ?) দেবপালের তাম্রশাসনেও আছে—কিন্তু গোত্রভাবে নহে—বেদশাখারূপে (গৌড়লেখমালা ৩৯ পৃঃ)

(৩) পূর্ব্বে 'মনঘোষ' পাওয়া গিয়াছে—তাহা 'মন্মঘোষ' বা 'মন্ত্রঘোষ' মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি বোধ হইতেছে, 'মনঘোষ'ই অভিপ্রেত—অতএব শুদ্ধ। (ক্রমিক সংখ্যা ৪৫ স্থলে পাদটীকাও দ্রষ্টব্য।)

ক্রমিক সংখ্যা	বেদ পরিচয়	গোত্র	নাম	অংশ
৬৯।	বাজসনেয়ী	কৌটিল্য	বকুলসোম স্বামী	১/২
৭০। ৭১	ঐ	ঐ	ধৃতিসোম ও সিংহসোম স্বামী	১/২
৭২।	ঐ	কৃষ্ণাত্রেয়	ভাযশঃ স্বামী	১ ১/২
৭৩।	ঐ	ঐ	যজ্ঞস্বামী	১ ১/৪
৭৪।	ঐ	ঐ	দৈবস্বামী	১ ১/২
৭৫।	ঐ	ঐ	দর্দ্দি স্বামী	১/২
৭৬।	ঐ	ঐ	প্রদ্যুম্ন স্বামী	১ ১/২
৭৭।	ঐ	ঐ	বৃদ্ধি স্বামী	২
৭৮।৭৯।৮০।৮১।৮২	ঐ	ঐ	দিবাকর হরি অদ্ভুত তুষ্ট, ও তোষনাগ	১
৮৩।	ঐ	কবেস্তর	মেধস্বামী	১
৮৪।	ঐ	মাণ্ডব্য	ধৃতি স্বামী (গোত্রসহ)	১/৪
৮৫।	ঐ	কশ্যপ	কেশব স্বামী	১
৮৬।	ঐ	ভারদ্বাজ	গৌরিস্বামী	১
৮৭।	ঐ	ঐ	সুচরিত স্বামী	১/২
৮৮।	বাজসনেয়ী	ভারদ্বাজ (১)	বপ্পস্বামী	১
৮৯।	বাহ্বৃচ্য	কৌণ্ডিন্য	কর্কদত্ত স্বামী	১
৯০।	ঐ	ভারদ্বাজ	উদয়ন স্বামী	১
৯১।	ঐ	বাসিষ্ঠ	মেরুদত্ত স্বামী	১
৯২। ৯৩	বাজসনেয়ী	অগ্নিবেশ্য	নরেন্দ্র ও রেণুভূতি স্বামী	১
৯৪।	ঐ	ঐ	মেধভূতি স্বামী	১/২
৯৫।	চারক্য	সাঙ্কৃত্যায়ন	চন্দ্রপক্ষ স্বামী	১
৯৬।	বাহ্বৃচ্য	যাস্ক	কালিস্বামী	১
৯৭।	ঐ	ঐ	(২) স্বামী	১ ১/২

(১) অব্যবহিত পূর্ব্বে 'বাজসনেয়ী ভারদ্বাজ' থাকা সত্ত্বেও বোধ হয় উনি ভিন্ন পরিবারের বলিয়া এরূপ পুনরুক্তি আবশ্যক মনে করা হইয়াছে।

(২) এখানে নামটা নাই ; ইহাই ফলকের ২য় পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তি হওয়াতে মনে হয় অপর পৃষ্ঠায় নামটি ছিল—কিন্তু এই ফলকের ১ম পৃষ্ঠায় তাহা নাই। (শাসন লিপির ৮৮ পংক্তি স্থলে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

ক্রমিক সংখ্যা	বেদ পরিচয়	গোত্র	নাম	অংশ
৯৮।	বাহ্বৃচ্য	যাস্ক	ভট্টিমহেশ্বর স্বামী	১/২
৯৯।	ঐ	পারাশর্য্য	গোপালনন্দি স্বামী	১
১০০।	ঐ	ভার্গব	বিশ্বভূতি স্বামী	১
১০১।১০২	ঐ	ঐ	সুরঞ্জিত ও সুচরিত স্বামী	১/২
১০৩।	তৈত্তিরীয় (যজুর্ব্বেদী)	ভারদ্বাজ	শিবগণ স্বামী	১
১০৪।১০৫।১০৬।১০৭	বাহ্বৃচ্য	কাত্যায়ন	বসুশ্রী স্বামী ও ভ্রাতৃত্রয়	১
১০৮।	বাজসনেয়ী	কৌশিক	বীরভূতি স্বামী	১
১০৯।	ঐ	ঐ	বিষ্ণুভূতি স্বামী	১/২
১১০।	ঐ	ঐ	প্রমোদভূতি স্বামী	১
১১১।	ঐ	ভারদ্বাজ	বিষ্ণুদত্ত স্বামী	১/২
১১২।	ঐ	কৌণ্ডিন্য	বৃহস্পতি স্বামী	১
১১৩।	বাহ্বৃচ্য	যাস্ক	হর্ষদেব স্বামী	১
১১৪।	বাজসনেয়ী	জাতূকর্ণ	মেধস্বামী	১
১১৫।	ঐ	ঐ	কৃষ্ণ স্বামী	১
১১৬।১১৭	ঐ	ঐ	মাধব ও হরি	১
১১৮।	ছান্দোগ	ভারদ্বাজ	জনার্দ্দনদেব স্বামী	১
১১৯।	বাজসনেয়ী	মৌদ্গল্য	বিষ্ণুসোম স্বামী	১/২
১২০।	চারক্য	গার্গ্য	ধনসেন স্বামী	১
১২১।১২২	ঐ	ঐ	প্রমোদসেন ও ঘোষসেন	১
১২৩।	ঐ	ঐ	সোমসেন স্বামী	১
১২৪।	বাহ্বৃচ্য	গৌতম	ভাস্করমিত্র স্বামী	১
১২৫।	ঐ	ঐ	মধুমিত্র স্বামী	১
১২৬।১২৭	ঐ	ঐ	সাধারণমিত্র ও সাধুমিত্র	১
১২৮।	ঐ	ঐ	ধৃতিমিত্র স্বামী	১/২
১২৯।	ঐ	ভারদ্বাজ	শুক্রভব স্বামী	১
১৩০।১৩১	ঐ	পৌত্রিমাষ্য	সুদর্শন ও ধনেশ্বর স্বামী	১/২
১৩২।	বাজসনেয়ী	শাণ্ডিল্য	রবি স্বামী	১
১৩৩।	ঐ	ঐ	মধু স্বামী	১
১৩৪।	ঐ	ঐ	মহীধর স্বামী	১

ক্রমিক সংখ্যা	বেদ পরিচয়	গোত্র	নাম	অংশ
১৩৫।	বাহ্বৃচ্য	পৌষ্ণ	ভট্টিমহেশ্বর স্বামী	১
১৩৬।	ঐ	ঐ	ভট্টিমাতৃ স্বামী	১/২
১৩৭।	ঐ	ঐ	রুদ্রভট্ট স্বামী	১/২
১৩৮।	ছান্দোগ	কৌশিক	অদ্রিবিলেপন স্বামী	১
১৩৯।	বাজসনেয়ী	সাবর্ণিক	গোমিনাগ স্বামী	১
১৪০।	বাজসনেয়ী	শালঙ্কায়ন	সূর্য্যস্বামী	১
১৪১।	ঐ	ভারদ্বাজ	ভবদেব স্বামী	১
১৪২।	ঐ	ঐ	সর্ব্বদেব স্বামী	১
১৪৩।	ঐ	ঐ	গোমিদেব স্বামী	১/২
১৪৪।	ঐ	ঐ	সাবিত্রদেব স্বামী	২
১৪৫।	ঐ	ঐ	অর্কদেব স্বামী	১/৩
১৪৬।	ঐ	ঐ	সাধারণ স্বামী	১/৪
১৪৭।	ঐ	গার্গ্য	দামরাত স্বামী	১
১৪৮।	ঐ	ভারদ্বাজ	বসুদত্ত স্বামী	২
১৪৯।	ঐ	আলম্বায়ন	যাগেশ্বর স্বামী	২
১৫০।	ঐ	ঐ	বিশ্বেশ্বর স্বামী	১
১৫১।	ঐ	ঐ	দিব্যেশ্বর স্বামী	১
১৫২।	ঐ	ঐ	গণেশ্বর স্বামী	১
১৫৩।	ঐ	ঐ	বুধেশ্বর স্বামী	১
১৫৪। ১৫৫	ঐ	ঐ	জাতেশ্বর ও অঙ্গেশ্বর	১
১৫৬।	ঐ	ঐ	ধৌতেশ্বর স্বামী	১/৪
১৫৭।	ঐ	ঐ	মঘেশ্বর স্বামী	১/৪
১৫৮।	ঐ	ঐ	জহ্নীশ্বর স্বামী	১/৩
১৫৯।	ঐ	ঐ	নন্দেশ্বর স্বামী	১
১৬০।	ঐ	আঙ্গিরস	দামভূতি স্বামী	১
১৬১। ১৬২	বাহ্বৃচ্য	কাশ্যপ	প্রকাশবর স্বামী ভ্রাতৃসহিত	১
১৬৩।	বাজসনেয়ী	যাস্ক	গায়ত্রীপাল স্বামী	১
১৬৪।	বাহ্বৃচ্য	পারাশর্য্য	শাশুশর্ম্ম স্বামী	১
১৬৫।	ঐ	কৌশিক	পদ্মদাস স্বামী (গোত্রাংশ)	১

ক্রমিক সংখ্যা	বেদ পরিচয়	গোত্র	নাম	অংশ
১৬৬। ১৬৭	বাহ্বৃচ্য	কৌশিক	গোবর্দ্ধন-যজ্ঞপাল ও পণু-সুদর্শন স্বামী (১)	½
১৬৮।	ছান্দোগ	পাঙ্কল্য	গোপাল স্বামী	১
১৬৯।	তৈত্তিরীয়	কাশ্যপ	উগ্রদত্ত	১
১৭০।	বাহ্বৃচ্য	বার্হস্পত্য	ভট্টিনন্দ স্বামী	১
১৭১।	ঐ	ঐ	সাধু স্বামী	১(২)
১৭২।	ঐ	ঐ	দেবকুলস্বামী	১
১৭৩।	ঐ	ঐ	জনার্দ্দন স্বামী	½
১৭৪। ১৭৫।১৭৬	ঐ	ঐ	সুনয়ন নারায়ণ ও বৃদ্ধিস্বামী	⅓
১৭৭।	ঐ	গৌতম	ঈশ্বরভট্ট স্বামী	১
১৭৮।	ঐ	ঐ	ভৃগুস্বামী	⅓
১৭৯।	ঐ	ভারদ্বাজ	রুদ্রঘোষ স্বামী	১
১৮০।	চারক্য(৩)	কাত্যায়ন	কৌশিসোম স্বামী	১
১৮১।	বাজসনেয়ী	গৌতম	প্রভাকরকীর্ত্তিস্বামী	১
১৮২।	ঐ	শাণ্ডিল্য	অনন্ত স্বামী	১
১৮৩।	বাহ্বৃচ্য	শৌনক	গতিভট্টি স্বামী	১
১৮৪।	ঐ	ঐ	তেজভট্টি স্বামী	১
১৮৫। ১৮৬	ঐ	ঐ	মনঘোষ-তেজভট্টি (৪) ও নন্দভূতি স্বামী	½
১৮৭।	ঐ	ঐ	দামভট্টি স্বামী	১
১৮৮।	ঐ	ঐ	মেধভট্টি স্বামী	১
১৮৯।	ঐ	ঐ	সুমতিভট্টি স্বামী	১
১৯০।	ঐ	ঐ	সুযোগভট্টি স্বামী	১

(১) **গোবর্দ্ধন যজ্ঞপাল পণু সুদর্শন স্বামিভ্যাং** থাকাতে দুইজন ধরা হইল। নচেৎ ৪ জন মনে করিতাম। [এই **ভ্যাং** (**ভ্যঃ** স্থলে) ভুলও হইতে পারে।

(২) মুদ্রিত পাঠে (১১৪ পঙ্‌ক্তিতে) ভ্রমতঃ **সাধু স্বামী অংশঃ** ছাপা হয় নাই]।

(৩) ক্রমিক সংখ্যা ৪০ স্থলে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪) পূর্ব্বোল্লেখিত 'তেজভট্টি' হইতে ইহাকে 'মনঘোষ" বিশেষণ দ্বারা পৃথক্ করা হইয়াছে।

ক্রমিক সংখ্যা	বেদ পরিচয়	গোত্র	নাম	অংশ
১৯১।	বাহ্বৃচ্য	বাৎস্য	শাশ্বতদাম স্বামী	১
১৯২।	ছান্দোগ	গৌতম	তোষ স্বামী	১
১৯৩।	বাহ্বৃচ্য	বারাহ	ভট্টিহর স্বামী	১
১৯৪।	বাজসনেয়ী	ভারদ্বাজ	নাগদত্ত স্বামী	১/২
১৯৫। ১৯৬	ঐ	আলম্বায়ন	দুর্ব্বেশ্বর স্বামী ভ্রাতৃ সহ	১/৬
১৯৭।	ঐ	ভারদ্বাজ	রূপাঢ্য স্বামী	১/২
১৯৮। ১৯৯	বাহ্বৃচ্য	কৌশিক	চন্দ্রদাস ও বিমর্দ্দনস্বামী	১
২০০।	বাজসনেয়ী	কাশ্যপ	সুপ্রতিষ্ঠিত স্বামী	১
২০১।	ঐ	গৌতম	নন্দন স্বামী	১
২০২।	ঐ	শাকটায়ন	তোষ স্বামী	১/২
২০৩। ২০৪	ঐ	গৌতম ও কাশ্যপ	সারস ও বকুল স্বামী	১
২০৫।	ঐ	ভারদ্বাজ	বিদুষ স্বামী	১/২
	বলিচরুসত্র (১) নিমিত্তে			৭
			সমষ্টি	১৬৬ ১/২ ১/৬

কৌশিকা নদীর (চরের ভরাট দ্বারা) যে ভূমির বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার উপস্বত্ব (অংশের অনুপাত অনুসারে) প্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণগণেরই প্রাপ্য; পরন্তু যাহা গঙ্গিণিকা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা যথালিখিত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সমানাংশে বিভক্ত হইবে (২) ইতি। সীমা পূর্ব্বে শুষ্ককৌশিকা। পূর্ব্বদক্ষিণে সেই শুষ্ককৌশিকা ডুম্বরীচ্ছেদ দ্বারা বেদিতব্য। দক্ষিণেও ডুম্বরীচ্ছেদ। দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গিণিকা ডুম্বরীচ্ছেদ দ্বারা বেদিতব্য। পশ্চিমে অধুনা সীমা গঙ্গিণিকা। (৩) পশ্চিমোত্তরে কুম্ভকারগর্ত্ত এবং পূর্ব্বদিকে বক্রীভূত সেই গঙ্গিণিকা। উত্তরে জাটলী (জারুল) গাছ। উত্তরপূর্ব্বে ব্যবহারী

(১) বলি পূজোপহার গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্যাদি, চরু অন্নাদি পক্কোপহার, সত্র অতিথি প্রভৃতির আবাস আহার্য্যাদি প্রদান।

(২) এই বিশেষ ব্যবস্থার মূলে—শুষ্ককৌশিকা ও গঙ্গিণিকার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বোধ হয়। আদিম ভূমিপ্রদাতা ভূতিবর্ম্মার সময়ে সম্ভবতঃ উভয়টীই স্রোতস্বিনী নদী ছিল; তারপর শতাধিক বৎসর পরে উভয় নদীই ক্রমশঃ ভরাট হইয়া একটী 'শুষ্ক' বিশেষণ লাভ করিয়াছে এবং অপরটি 'গঙ্গিণিকা' (মরা নদীর খাত) বলিয়া আখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে।

(৩) 'অধুনা' শব্দ দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে পূর্ব্বে ভূতিবর্ম্মার শাসন প্রদান সময়ে এই গঙ্গিণিকা দূরে ছিল এখন সীমায় পৌঁছিয়াছে।

খাসোকের পুষ্করিণী এবং সেই শুষ্ককৌশিকা। শত আজ্ঞাপ্রাপণকারী পঞ্চমহাশব্দপ্রাপ্ত (১)

---

(১) কোশলরাজ তীবর দেবের শাসনে "সমধিগতপঞ্চমহাশব্দ" আছে, তদুপরি ডাঃ ফ্লিট্ এক বিস্তারিত টিপ্পনী লিখিয়াছেন। (Vide—Fleet's Corp. Insc. Ind.—Vol III p. p.296-28)। আমাদের নিঃসন্দেহ ধারণা হইয়াছিল যে 'মহাসামন্ত' 'মহাপ্রতীহার' 'মহাদণ্ডনায়ক' 'মহামন্ত্রী' 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' 'মহাদোঃসাধনিক' ইত্যাদি যে সকল মহৎ শব্দ পূর্ব্বক উপনাম আছে, তন্মধ্যে পাঁচটি উপাধি পাইলেই 'প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ' এই বিশিষ্টসংজ্ঞালাভ ঘটিত। কিন্তু ডাঃ ফ্লিট্ তাঁহার উক্ত পাদটীকায় অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 'the expression denotes the sounds of five musical instruments, the use of which was allowed as a special mark of distinction to persons of high rank and authority.' তিনি যে সকল অভিমতের উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে মিঃ কে. বি. পাঠক মহোদয়ের মতই উল্লেখ যোগ্য। "Mr. K. B. Pathak (Indian Antiquary Vol. XII. p. 95 f) quoting an old Kanarese passage from a Jain author descriptive of a royal procession which mentions the sounding of the *Pancha Mahasabda* and auspicious drums, stated that the Lingyat Vivekachintamani enumerates the five musical instruments as being the sringa or trumpet, tammata or tabour, the sankha or conch-shell used as a horn, the bheri or kettle-drum and the jaya-ghanta or gong", অর্থাৎ শিঙ্গা, তম্মট, শঙ্খ, ভেরী ও জয়ঘণ্টা এই পাঁচ প্রকার বাদ্যধ্বনি দ্বারা যাঁহারা সম্মানিত হইতেন তাঁহারাই "প্রাপ্ত (বা সমধিগত) পঞ্চমহাশব্দ" সংজ্ঞিত হইতেন। তবে সর্ব্বত্রই যে বিবেকচিন্তামণি-নির্দ্দেশিত এই পাঁচটি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত এরূপ বোধ হয় না। ডাঃ ফ্লিটের ঐ টীকায়ই উল্লেখিত তুলসীদাসের রামায়ণের টীকায় অপর বাদ্য যন্ত্রেরও কথা পঞ্চবিধ ধ্বনির ব্যাখ্যায় রহিয়াছে; যথা—তন্ত্রী, তাল, ঝাঁঝ, নাগারা এবং একটা বাত-নিনাদ যন্ত্র (wind-instrument)।

কহ্লণ কৃত রাজতরঙ্গিণীতেও পঞ্চ মহাশব্দ আছে, যথা—

তস্য পঞ্চ মহাশব্দান্ জ্যায়ানুৎপলকোঽগ্রহীত্।
অন্যে জগৃহিরেঽন্যানি কর্ম্মস্থানানি মাতুলাঃ॥ (৪র্থ তরঙ্গ, ৬৮০ শ্লোক)

ইহাতে '**পঞ্চ মহাশব্দান্**' দ্বারা পাঁচটি বড় বড় '**কর্ম্মস্থানানি**'ই বুঝাইতেছে।

রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদে চতুর্থ তরঙ্গ ১৪০ সংখ্যক শ্লোকের আলোচনায় ডাঃ ষ্টাইন্ও পঞ্চ মহাশব্দ "মহৎ শব্দ পূর্ব্বক ৫টি উপাধিই হইবে"—এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু ষ্টাইন্ সাহেবের উক্ত মতের প্রতিবাদ হইয়াছে—*Vide* the article " Pancha Mahasabda in Raja Tarangini."—by Dr. S. Krishnasvami Aiyangar—in the Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society—Vol. I, (N. S.) 1925 No. II. p. p. 238-245.] ডাঃ আয়েঙ্গার তদীয় প্রবন্ধে ষ্টাইন্

শ্রীগোপাল। সীমা প্রদানকারী চন্দ্রপুরি (১) ভূম্যধিকারী শ্রীক্ষিকুণ্ড। (২) ন্যায়করণিক (৩) জনার্দ্দন স্বামী ব্যবহারী (৪) হরদত্ত কায়স্থ (৫) দুর্লভনাথ প্রভৃতি। শাসনপ্রস্তুতকারী এবং লেখক বসুবর্ণ। ভাণ্ডারগৃহের অধিকারী মহাসামন্ত দিবাকরপ্রভ। উৎখেটয়িতা (৬) দত্তকার পূর্ণ। সেক্যকার (৭) কালিয়া।

ভূমিপ্রদাতা ষাট হাজার বৎসর স্বর্গে সুখভোগ করিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি (প্রদত্ত ভূমি) কাড়িয়া নেয় অথবা (শাসনের) অবমাননা করে, সে ঐ পরিমিত কাল নরকে বাস করিয়া থাকে। ২৬)

নিজদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি যে ব্যক্তি হরণ করে, সে বিষ্ঠার ক্রমি হইয়া পিতৃগণ সহ নরকে পচিয়া থাকে। ২৭

শাসনখানি পুড়িয়া যাওয়ার পর (ইহা) নূতন করিয়া লিখিত হওয়াতে যেহেতু অক্ষরগুলি (পূর্ব্ব লিখিত শাসনের অক্ষর হইতে) ভিন্নরূপ হইয়াছে, অতএব এই সমস্ত কূট অর্থাৎ জাল নহে। ২৮

সাহেবের ঐ অভিমতের প্রতিবাদকল্পে চতুর্থ তরঙ্গের ১৪০ সংখ্যক শ্লোকটি সহ অগ্রপশ্চাৎ আরো কয়েকটি (অর্থাৎ ১৩৭-১৪৩ সংখ্যক) শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহাতে পঞ্চ মহাশব্দ যে পাঁচটি বাদ্যধ্বনি ইহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমার বোধ হয় তিনি যদি মদুদ্ধৃত (ঐ ৬৮০ সংখ্যক) শ্লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে হয়তো ষ্টাইন্ সাহেবের অভিমতের যৌক্তিকতা উপলব্ধিকরিতেন। ফলতঃ এই (৬৮০ সংখ্যক) শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়—পঞ্চ মহাশব্দ পাঁচটি কর্ম্মস্থানেরই বোধক। সম্ভবতঃ পঞ্চ মহাশব্দের (স্থানভেদে) উভয় অর্থই ছিল; কুত্রাপি (যথা কাশ্মীরে) 'কর্ম্মস্থান' অন্যত্র (যথা দক্ষিণাপথে) 'বাদ্যধ্বনি' বুঝাইত। কামরূপে কিংবিধ অর্থ ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না; তবে মনে হয় কাশ্মীর ও কামরূপে একই অর্থ প্রচলিত ছিল।

(১) ভূমি এই চন্দ্রপুরির এলাকায় ছিল। (শাসনের ৪৯ পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য)

(২) 'শ্রী' বোধ হয় নামের অংশ—**শ্রিয়মীক্লতে—শ্রীক্লিন্**

(৩) ইনি সম্ভবতঃ ভূমির সীমাদি নির্দ্ধারণে বিসংবাদ ঘটিলে বিচার পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া দিতেন।

(৪) পূর্ব্বে ব্যবহারী খাসোকের উল্লেখ আছে। যাঁহারা অপরের মামলা মোকদ্দমা চালাইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন, সম্ভবতঃ তাঁহারাই 'ব্যবহারী' সংজ্ঞাভাজন হইতেন।

(৫) কায়স্থ বোধ হয় জাতিবাচক নহে—আফিসের কেরাণী অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৬) অর্থ রাজস্ব আদায়কারী

(৭) এই ব্যক্তি শাসনলিপি তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করিয়াছিল।

হর্জ্জর বর্ম্মার তাম্রশাসনের মধ্য ফলক।

(হাইয়ুংথল লিপি)

আলোচনা।

সন ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে বাবু মণিচরণ বর্ম্মন্ নামধেয় (অধুনা পরলোকগত) একজন শিক্ষিত কাছাড়ী এই ফলক খানির সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "জনৈক মিকির তাহাদের দেবতা পূজা করিবার নিমিত্তে হাইয়ুংথল (১) নামক স্থানে একটী স্থান পরিষ্কার করিতেছিল, সেই সময় ইটের গাঁথনির ভিতরে একত্র শিকল দ্বারা বাঁধা তিনখণ্ড তাম্রফলক প্রাপ্ত হইয়াছিল ; তিনখণ্ডের মধ্যে একখণ্ড জনৈক হিন্দুস্থানী কি বাঙ্গালী কুলিকে দিয়াছে, একখণ্ড লঙ্কা (২) নিবাসী জনৈক কাছাড়ী বর্ম্মন্‌কে দিয়া বাকী একখণ্ড ঐ মিকির নিজে রাখিয়াছে।" মণিচরণ বাবু লঙ্কার ঐ বর্ম্মন্ হইতে আলোচ্যমান এই ফলকখানি হস্তগত করিয়া ইহা দুই একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রদর্শন করেন—কিন্তু কেহই ইহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। অবশেষে শিলচর নর্ম্মাল স্কুলের তদানীন্তন সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ স্বর্গগত বাবু জগন্নাথ দের হস্তে ইহা অর্পণ করেন—তাঁহার নিকট হইতে ১৩৩২ সালে ফলকটি আমার হাতে আসিয়াছে।

মণিচরণ বাবুর প্রাগুল্লেখিত চিঠিখানি পাইয়া অপর দুইখানি ফলক যাহাতে হস্তগত করিতে পারেন—তদর্থে আমি তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম এবং তিনিও জীবিত থাকা কালে তন্নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়—ঐ দুই ফলক আর পাওয়া গেলনা।

এই আলোচ্যমান ফলকখানি মধ্যফলক। অন্ত্যফলক খানির অভাবে, শাসন কি নিমিত্তে প্রদত্ত হইয়াছিল —কে ইহার প্রাপক—এই সব কিছুই জানা গেল না। সমধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রাপ্ত ফলকখানি এরূপভাবে ক্ষয়িত হইয়াছে যে ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির এবং শেষ চারি পঙ্‌ক্তির অনেকটাই পড়িতে পারা যায় নাই ; ঐ পৃষ্ঠায় আরো কতিপয় পঙ্‌ক্তিতে, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম চারি পঙ্‌ক্তির আদ্যভাগে, অনেক অক্ষর ও শব্দ অস্পষ্ট এবং অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু যাহা পড়িতে পারা যায়, তাহাতেও এত ভুল ভ্রান্তি যে অনেক স্থলে প্রকৃত

(১) আসামের নৌগাঁজিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী এইস্থানে বহুপূর্ব্বে কাছাড়ীদের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ।

(২) ইহাও নৌগাঁ জিলার একটি স্থান—আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের একটি ষ্টেশন এখানে রহিয়াছে।

তাৎপর্য্য বোধেরও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বানান ভুল, অনুস্বার বিসর্গচ্যুতি ইত্যাদি যাহা প্রায় তাম্রশাসনেই দেখা যায়—এসব ত আছেই ; এতদ্ব্যতীত বিভক্তি বিপর্য্যয়াদিও রহিয়াছে (১) উদাহরণ— **তস্য চ দেব্যা কমলনিবাসীমিব প্রকটয়তি রূপগুণাঃ মহাদেব্যা মঙ্গলশ্রী** (২৩—২৪ পঙ্‌ক্তি)। পদ্যাংশেও ভুল আছে, যথা **রাজ্যস্বসূব তনয়ৌহি কনীয়সস্তবাহু** (১০ম পঙ্‌ক্তি)। শ্লোক গুলির রচনা-পরিপাটীও প্রশংসাযোগ্য নহে। ফলকে প্রাপ্ত ১৪টি শ্লোকের মধ্যে ১১টিই অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। অলঙ্কারের মধ্যে দুই একটা উপমা ছাড়া আর কিছুই নাই। ফলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস্কর বর্ম্মার—এবং পরবর্ত্তী বনমাল বলবর্ম্মা প্রভৃতির—শাসনের তুলনায় ইহা সকল বিষয়েই অপকৃষ্ট।

পরন্তু এতাদৃশ ভ্রান্তি সঙ্কুল (এবং আকারেও ক্ষুদ্রতম) হইলেও এই লিপিতে অভিনব অনেক বিষয় রহিয়াছে :—

[১] সালস্তম্ভ বংশীয় এমন কয়েক জন নৃপতির নাম ইহা হইতে জানা যাইতেছে—যাহা অপর কোনও শাসনে পাওয়া যায় না। যথা—কুমার ও বজ্রদেব (৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তি) এবং বলবর্ম্মা (?) (২) (৮ম পঙ্‌ক্তি)। বলবর্ম্মার পরবর্ত্তী দুইজন রাজপুত্রের—চক্র ও অরথির (৩)—নাম পাওয়া যায়, তবে ইহারা রাজা হন নাই ; ইহাদের মধ্যে যিনি কনীয়ান্ ছিলেন তাঁহার পুত্র রাজা হইয়াছিলেন (১০ম পঙ্‌ক্তি) কিন্তু ইহার নাম নাই।

[২] কামরূপের অন্য শাসনে অনুল্লেখিত কয়েকটি রাজকর্ম্মচারীর পদবীও ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে। যথা মহাসৈন্যপতি, মহাদ্বারাধিপত্য, মহাপ্রতিহার, মহামাত্য ও ব্রাহ্মণাধিকার (২৭-২৮ পঙ্‌ক্তি)।

[৩] সর্ব্বত্রই যিনি রাজা তিনিই শাসন আদেশ করেন ; কিন্তু এই শাসনের আদেষ্টা যুবরাজ (২৫-২৬ পঙ্‌ক্তি)। (৪)

(১) এই সমস্ত ভুল ভ্রান্তির জন্য শাসনের রচয়িতা সভাপণ্ডিত অবশ্যই দায়ী নহেন ; লেখয়িতা অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফলকের উপর অক্ষরগুলি লিখিয়াছে—এবং তক্ষকার অর্থাৎ অক্ষরোৎকীর্ণকারী—ইহারাই একে আর পড়িয়া বা বুঝিয়া বিড়ম্বনা ঘটাইয়াছে।

(২) নামটি ঠিক বলবর্ম্মা না হইতেও পারে—**বল** স্পষ্টই পড়া যায়, পরের অংশ অস্পষ্ট ; 'বর্ম্মা' ক্ষত্রিয় মাত্রেরই সাধারণ উপাধি—তাই বলবর্ম্মাই লিখিত হইল। বলবর্ম্মা নামটি প্রাচীন কামরূপে আরও পাওয়া যাইতেছে ; ভাস্করবর্ম্মার শাসনে ইহা (১২শ পঙ্‌ক্তিতে) রহিয়াছে—এবং পশ্চাদালোচ্য এক তাম্রশাসনের সঙ্গেও এই নামটি জড়িত আছে।

(৩) নামটী 'আরথি'ও হইতে পারে।

(৪) ইহাতে বোধ হয় হর্জর বার্দ্ধক্য হেতু 'কাজের বাহির' হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাই যুবরাজই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

আবার অপর শাসন গুলিতে রাজা ও রাণীগণের নাম যেরূপ লিখিত হইয়াছে—এবং যে পর্য্যায়ে আছে—এই শাসনে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে :—

[১] রত্নপালের শাসনে (৯ম শ্লোকে) আছে সালস্তম্ভের পর বিগ্রহস্তম্ভ প্রমুখ নরপতি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এখানে 'বিগ্রহস্তম্ভের' নাম নাই। সালস্তম্ভের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিজয় (১) রাজা হন (৪-৫ পঙ্‌ক্তি)। তারপর পালক প্রভৃতি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

[২] কিন্তু বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে (১০ম শ্লোকে) **পালকবিজয়প্রমুখেষু সমতি-ক্রান্তেষু নৃপেষু বহুষু** এইরূপ আছে, তাহাতে আলোচ্যমান শাসনের নামপর্য্যায় ব্যাহত হইতেছে—'বিজয় পালক' স্থলে 'পালক বিজয়' রহিয়াছে। কিন্তু বোধ হয় 'বিজয় পালক' লিখিলে আর্য্যার গণভঙ্গ হইত—তাই বলবর্ম্মার শাসনে 'পালক বিজয়' লিখিত হইয়াছে। (২)

[৩] বনমালের তাম্রশাসনে (৭ম ও ১০ম শ্লোকে) হর্জ্জরের জনক ও জননীর নাম 'প্রালম্ভ' ও 'জীবদা' রহিয়াছে। কিন্তু হর্জ্জরের এই শাসনে তাঁহার পিতার নাম পাওয়া গেল না। (৩) মাতার নাম (১৩শ পঙক্তিতে) জীবদেবী আছে। (৪)

[৪] বনমালের শাসনে (১৫শ শ্লোকে) হর্জ্জরের পত্নীর (বনমালের মাতার) নাম 'শ্রীমন্তরা', কিন্তু হর্জ্জরের লিপিতে (২৪ পঙ্‌ক্তিতে) 'মঙ্গলশ্রী' (৫) নাম লিখিত রহিয়াছে।

হর্জ্জর বর্ম্মার রাজত্ব কাল সম্বন্ধে আমরা একটা ঠিক সংবাদ পাইতেছি। ইঁহার আদিষ্ট একটি পাষাণ-গাত্র লিপি (৬) আছে—তাহাতে 'গুপ্ত ৫১০' এই অঙ্ক রহিয়াছে। ৫১০ গুপ্তাব্দে ৮২৯ খৃষ্টাব্দ হয়। ইহাতে হর্জ্জরবর্ম্মা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কামরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন—একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

এই শাসন 'হারূপেশ্বর' স্কন্ধাবার হইতে আদিষ্ট হইয়াছে। বনমালও বলবর্ম্মার শাসনেও হারূপেশ্বরের উল্লেখ আছে—এমন কি হর্জ্জরের পাষাণ-গাত্র-লিপিতেও আছে; এই লিপি সমন্বিত

(১) বিগ্রহস্তম্ভ বিজয়ের নামান্তরও হইতে পারে।

(২) তবে '**বিজয়প্রমুখেষু বহুষু**' এইরূপ লিখিলেই গণভঙ্গ এড়াইতে পারা যাইত।

(৩) ফলকের ক্ষয়িত অপাঠ্য অংশে আছে কি না বলা যায় না। তবে ৮ম শ্লোকে অনামিক যিনি **রাজ্যমবাপ তনয়ো হি কনীয়সস্তস্য** বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন, ইনি হর্জ্জরের পিতা কিনা ঠিক বলা যায় না।

(৪) এই প্রভেদ তেমন গুরুতর নহে। বনমালের শাসনের পাঠও বিশুদ্ধ নহে।

(৫) ইহা রাজ্ঞীর নামান্তরও হইতে পারে।

(৬) এই পাষাণ-গাত্রলিপি বিষয়ে আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

র্জরবর্ম্মার হাউন্থাল তাম্রশাসনের মধ্য ফলক—
প্রথম পৃষ্ঠা।

হর্জরবর্ম্মার (হাউন্থাল তাম্রশাসনের মধ্য ফলক—
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

পাষাণ বর্ত্তমান তেজপুর শহরের মাইল খানিক ভাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ হারূপেশ্বরও বর্ত্তমান তেজপুর শহর যেখানে আছে—সেই খানেই ছিল। (১)

ফলক খানি হস্তগত হইবার কিছুকাল পরে ইহার যতটা পাঠ করিতে পারিয়াছিলাম তদবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পাঠাইয়াছিলাম—তাহা ঐ পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা"য় (১৮শ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর ইংরেজীতেও একটী প্রবন্ধ **Epigraphia Indica**তে প্রকাশার্থ প্রেরিত হইলে তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট এপিগ্রাফিষ্ট্ মিঃ কে. ভি. সুব্রহ্মণ্য আর্য্য মহোদয় পাঠের সংশোধন কল্পে স্বকীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন—তদনুসারে পাঠের কিঞ্চিৎ সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছি; তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার পাঠ পরীক্ষা পূর্ব্বক সংশোধন করিবার নিমিত্তে আরো দুই এক স্থলে ফলক খানি পাঠাইয়াছিলাম; দুঃখের বিষয়, কোনও ফললাভ করিতে পারি নাই।

প্রকাশ্যমান এই পাঠে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। কতিপয় স্থলে কিছুই পাঠ করিতে না পারিয়া কল্পনার আশ্রয়ে কিঞ্চিৎ লিখিয়া শ্লোকের সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছি। কিন্তু প্রথম দুই পঙ্ক্তিতে তাহাও করিতে সাহসী হই নাই; এই স্থলে (এবং সম্ভবতঃ অপ্রাপ্ত প্রথম ফলকের শেষভাগেও) সালস্তম্ভের মেচ্ছাধিধানত্ব বিষয়ে, তথা ভগদত্ত বংশীয়দের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক সম্বন্ধে, যেন একটা সংবাদ—একটা ভবিষ্যদ্বাণী—ছিল; তাহা রত্নপালের শাসনে (৯ম ও ১০ম শ্লোকে) যেমন রহিয়াছে—তদনুরূপ না হইবারই কথা; কেননা শাসন প্রদাতা হর্জ্জর স্বয়ং সালস্তম্ভের অধস্তন সন্ততি। অতএব এখানে কল্পনা করিয়া কিছু লেখা অসমীচীন মনে করিলাম। অপিচ ১১শ, ১২শ ও ১৩শ পঙ্ক্তিতে ৯ম ও ১০ম শ্লোকের পূর্ণতা সম্পাদনেও অধ্যবসায় করি নাই; রাজমাতা জীবদেবীর প্রশংসা উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বিশেষ কথা হয়তো এখানে ছিল; তাঁহার পতির নামটিও যে এই স্থলে ছিলনা, কে বলিতে পারে? অতএব এখানেও কল্পনার অবকাশাভাব মনে হইল।

ফলক খানি দৈর্ঘ্যে ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৫ ইঞ্চি; ইহাতে পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্ক্তি করিয়া ২৮ পঙ্ক্তি লেখা রহিয়াছে। উভয় পৃষ্ঠারই চিত্র প্রদত্ত হইল; যেন বিশেষজ্ঞ সুধী কেহ ইচ্ছা করিলে সমগ্র পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধত্ব পরীক্ষা করিতে পারেন।

(১) বনমালের তাম্রশাসনে হারূপেশ্বরের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাতে এই অনুমান সম্যক্ সমর্থিত হয়। (বনমালের তাম্রশাসনের গদ্যাংশ দ্রষ্টব্য।)

—+:※:+—

ফলকের পাঠ।

(প্রথম পৃষ্ঠা)

১। (১) ता बलवन्तो महौजस (ः)।
र कि × × × × ॥১ (১)
× × × × × (महाब-) (?)

২। स।
अतो म्लेच्छाभिधानास्तु भविष्यास्तव पार्थिव ॥ २ ॥
प (?) ब्रह्मगो (?) × × स्वा (?)

৩। भगदत्तस्य भूपते (ः)।
सालस्तम्भोविहा (२) तस्माद्बभूव क्षितिपाल(कः ॥) ३

৪। स्वर्गते नृपशार्दूले तस्य सूनुर्महाबलः।
विजयो निर्जिता(रातिर्व-)

৫। भूवोऽत्रीपतिर्महान् ॥ ४
तस्मिन्मृते महाबाही पालकः पालको (३) (क्रमः।)

৬। कुमारो वज्रदेवश्च क्रमेणान्तर्हिता नृपा(ः) ॥ ५
यः श्रुतो हर्षवर्म्मेति (गुण-)

৭। बान्धार्म्मिको नृप (ः)।
पुत्र (४) स्वया जनो येन पालितो न च पी(ड़ितः ॥) ६ ॥
ना- (२)

৮। कपृष्ठ (ʻ) गते राज्ञि (५) तस्यैव तनयो भुवि (६)।

(১) প্রকৃতপক্ষে ইহা শাসনের ১ম পঙ্‌ক্তি বা ১ম শ্লোক নহে; কেননা পূর্ব্বের (অর্থাৎ প্রথম) ফলকে ভিতরের পৃষ্ঠায় আরো ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা এবং ৯।১০টি আন্দাজ শ্লোক থাকিবার কথা।

এই ফলকের ৮ম, ১১শ ও ১২শ শ্লোক ভিন্ন সর্ব্বত্রই অনুষ্টুভ্‌—৭ম শ্লোকে ভ-বিপুলা, এবং ১৩শ শ্লোকে ম-বিপুলা; অন্যত্র পথ্যাবক্ত্র।

(২) মূলে হ্ন দেখা যায়।

(৩) পালকো এই তিনটি অক্ষর কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট—কিন্তু এইরূপই যেন পড়া যায়। [তবে পালকের বিশেষণ মাত্র না হইয়া এখানে অপর একজন রাজার নাম থাকাও অসম্ভব নহে।]

(৪) পুত্র শব্দের উপরে একটি ʻ চিহ্ন দেখা যায়।

(৫) মূলে আছে 'রাজ্ঞ' (৬) মূলে আছে 'ভুব'

বল্ল(বর্ম্মা)ল(ং) নৃপতি(ঃ) (১) সোপি

৯। মৃত্যুবশং গতঃ ॥ ৭

তস্মিন্ কুলে কুমুদচন্দ্রপযঃপ্রকাশো (২)

অক্লাথেথী জগতি হো-

১০। ত্তরাজপুত্রী।

রাজ্যস্বমার (৩) তনযৌ হি কনীযসস্ত-(৪)

স্তৌ তু তৌ গুরুগিরা (৫) (মব-)

১১। হানবন্তৌ ॥ ৮ (৬)

জগত্যেকৈব সা ধন্যা মাগ্যানাং সা নিকেতন(ং)।

যযা শ্র (?)

১২। × × × × × × শাসনঃ ॥ ৯

ইতি যস্যা যশঃ শুভ্রমিদানীং (৭) গীযতে ভু-

১৩। বি।

× × × × তযা (?) জীবদেবী স্বজন্মনঃ ॥ ১০

তস্যা (ং) পৃথাযামিব ধর্ম-

১৪। (পুত্রঃ সুতঃ সুভদ্রাত) ইবাভিমন্যু(ঃ)। (৮)

জাতো ধরিত্রীগ্রামধিপো ভবিষ্যন্ শ্রীহ(র্জ্জরো)

(১) মূলে দেখা যায় লনৃংপতি। ল স্থলে যা পড়াও যাইতে পারে—তাহাতে অর্থের কে সৌকর্য্য হয় না—অন্বয় পক্ষেও হানিই হয়।

(২) মূলে আছে প্রকাশঃ (৩) মূলে আছে রাজ্যস্বমুব (৪) মূলে আছে কনীযসস্বা।

(৫) মূলে গিরং আছে; পরবর্ত্তী অক্ষরদ্বয় (অস্পষ্ট হইলেও) মব পঠিত হওয়াতে গিরা পাঠই সমীচীন বোধ হইল।

(৬) বসন্ততিলক বৃত্ত (৭) মূলে আছে মিদানি

(৮) মূলে মান্য আছে; মান্যুও হইতে পারে—উকারটা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না। শ্লোক পাদের শেষার্দ্ধ ইবাভিমন্যুঃ হইলে পূর্ব্বার্দ্ধ সুতরাং সুতঃ সুভদ্রাতঃ এইরূপ হওয়াই উচিত। পরন্তু এখানে যে সব অক্ষরের অতি অস্পষ্ট দাগমাত্র দেখা যাইতেছে, তাহাতে এইরূপ পাঠ নিঃসন্দেহ বলা যায় না।

১৫। (দুর্ব্ব্যবদানদুঘঃ ॥) ১১ (১)
রাজ্যার্থং বি(২)জিগীষবো গিরিদরি (৩) প্রান্তেষু যস্তাস্থি-
১৬। তা(ঃ)
(সন্ধ্যর্থং শরণ্য) কৃতা নৃপসুতা (ঃ) স্থানে যমধ্যাসতে (৪)
দেবৈ (৫) যত্র গু-
১৭। (ণা বসন্তি চ সমং) সর্ব্বাত্মনা শ্রেয়সি
পর্য্যালোচনগোচরাদবি-
১৮। দ্যো যস্য দণ্ডো লভ্যতে ॥ ১২ (৬)
সর্ব্বতীর্থাম্ভ (ঃ) সম্পূর্ণৈঁ রাজতৈ(ঃ) কলসৈ(ঃ) শুভৈ(ঃ।)
১৯। সিংহাসন (৭) সমারূঢ়ো মরুদ্ভিরিব বাসবঃ (৮)॥ ১৩
শ্রীমান্ হর্জরবর্ম্মাসৌ
২০। রাজভি (ঃ) প্রণতৈর্বৃত (ঃ) (৯)।
আভষিক্তো বণিক্‌পূর্ব্বৈঃ রাজপুত্রৈ(ঃ) কুলোদ্ভূতৈঃ॥ ১৪ (১০)।
২১। শ্রীমান্ হারুপ্পেশ্বরাবাসি (১১) জয়স্কন্ধাবারপরমপরমেশ্বরপরম-
২২। ভট্টারকপরমমাহেশ্বরমাতাপিতৃপাদানুধ্যাতহর্জরবর্ম্মদেব (ঃ)
২৩। (কুশ) লী ॥ তত্র চ দেবী কমলনিবাসিনীব (১২) প্রকটয়তি রূপগুণান্ (১৩)

(১) এখানে অক্ষর গুলি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে।

এই শ্লোকের যে তিনটি পাদের আদ্যক্ষর স্পষ্ট পড়া যায়, সবগুলিই গুরু; অতএব ঐ পাদত্রয়ে ইন্দ্রবজ্রা বৃত্ত; যে (তৃতীয়) পাদটি যোজিত হইয়াছে ইহাতে প্রথম অক্ষরটি লঘু হওয়ায় উপেন্দ্রবজ্রা বৃত্ত। অতএব এই শ্লোকে উপজাতি বৃত্ত।

(২) মূলে আছে রাজ্যার্থম্বি (৩) মূলে আছে দরিঃ (৪) মূলে আছে মধ্যাসিতং

(৫) মূলে আছে দৈবৈ (৬) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত বৃত্ত।

(৭) মূলে আছে সিংহাসন (৮) মূলে আছে বাসবৈঃ (৯) মূলে আছে বৃত।

(১০) পূর্ব্বশ্লোকের সহিত এই শ্লোকের অন্বয় থাকাতে যুগ্মক হইয়াছে।

(১১) মূলে আছে হারুপ্পেশ্বরাবাসী

(১২) মূলে আছে দেব্যা কমলনিবাসীমিব। [অধুনাও কচিৎ 'দেবী' 'দাসী' স্থলে 'দেব্যা' 'দাস্যা' দেখা যায়।]

(১৩) মূলে আছে রূপগুণাঃ

২৪। মহাদেবী (১) মঙ্গলশ্রী(ঃ)। তস্য স্ব (২) গর্ভসমুৎপন্না দিবাকরস্যেব কিরণকলি (৩)
২৫। সাকলঙ্কাবিকলেন্দু(৪)নাগিন গুণা যুবরাজশ্রীবনমালা(ঃ) সমাজ্ঞা·
২৬। পয়ন্ত্যেবং (৫) বিদিতমস্তু ভবতাং সকলভুবনানন্দিতক্রমযত্নন (৬) ম·
২৭। হাসৈন্যপতিশ্রীগণ্য।(৭) মহাক্ষরাধিপতেশ্রীজয়দেব। মহাপ্রতিহা·
২৮। রজনার্দন। মহামাত্যেশ্রীগোবিন্দ। মধুসূদন। ব্রাহ্মণাধিকারেভট্টশ্রীক(ণ্ঠ ?)

অনুবাদ।

(সকলেই) বলবান্ এবং প্রভূত ওজঃসম্পন্ন ... ... ॥ ১

... ... হে পার্থিব (১) আপনার ভাবী বংশধরগণ এই নিমিত্তে ম্লেচ্ছ সংজ্ঞায় অভিহিত হইবেন ॥ ২

... ... রাজা ভগদত্তের ... ... অতঃপর শত্রুহন্তা সালস্তম্ভ পৃথিবী পালক হইয়াছিলেন ॥ ৩

সেই রাজশার্দ্দূল স্বর্গগত হইলে তাঁহার পুত্র শত্রুপরাভবকারী মহাবল বিজয় পৃথিবীর ক্ষমতাশালী অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ৪

সেই মহাবাহু (নরপতি) মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পালকশ্রেষ্ঠ (?) পালক, কুমার ও বজ্রদেব ক্রমে রাজা হইয়া (ধরাধাম হইতে) অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ॥ ৫

(অতঃপর) যিনি হর্ষবর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন সেই (অশেষ) গুণসম্পন্ন ধার্ম্মিক নরপতি প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় দেখিয়া পালন করিতেন, কদাচ পীড়ন করেন নাই ॥ ৬

সেই রাজা স্বর্গলোকে চলিয়া গেলে তাঁহারই পুত্র বলবর্ম্মা শক্তিশালী (২) নৃপতি হইয়াছিলেন; তিনিও মৃত্যুর বশীভূত হইলেন ॥ ৭

---

(১) মূলে আছে **মহাদেব্যা**

(২) পাঠ বোধ হয় **তস্যাস্ব** (বা **তসস্ব**) অভিপ্রেত ছিল।

(৩) মূলে আছে **দিবাকরমিবকিরণামকলি**; এখানে **ইব** শব্দ থাকায় **দিবাকরস্যেব** পাঠ করিতে বাধ্য হইতেছি; **ইব** শব্দ না থাকিলে **দিবাকরকিরণ** এইরূপ পাঠ করিতাম।

(৪) মূলে আছে **বিকলেন্দুম**; লক্ষ্যের বিষয়, এই স্থলে অযথা মকারের পুনঃ পুনঃ প্রক্ষেপ করা হইয়াছে।

(৫) মূলে আছে **পযন্তিব**

(৬) মূলে **নিযত্নযব** রহিয়াছে—ইহার কোনও অর্থ হয় না। (৭) মূলে আছে **শ্রীগণ্যা**।

(১) এখানে 'পার্থিব' এই সম্বোধন পদ দ্বারা কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলা যায় না। তবে শব্দটি 'রাজা' এবং 'পৃথিবীসন্ততি' (নরকবংশীয়) এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বোধ হয়।

(২) মূলে **বলবর্ম্মালং** পাঠ ধরা হইয়াছে—**অলং** সমর্থার্থক অব্যয় শব্দ। শক্তিশালী রাজাকেও মৃত্যুর অধীন হইতে হইয়াছিল, ইহাই যেন '**অপি**'র সার্থকতা।

হায়, জগতের মধ্যে সেই বংশ কুমুদ চন্দ্র ও দুগ্ধের ন্যায় (শুভ্র কান্তিবিশিষ্ট) (১) হইলেও, তাহাতে চক্র ও অরথি (নামে) উদ্ধত রাজপুত্রদ্বয় (জাত হইয়াছিলেন); তাঁহারা (উভয়ে) গুরুবাক্য অবহেলনে পটু (হওয়াতে) তাঁহাদের মধ্যে কনীয়ান্ ভ্রাতার পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন (২)॥ ৮

জগতে কেবল তিনিই (একমাত্র) ধন্য—এবং সৌভাগ্য সম্পদের (একমাত্র) আবাসস্থল, যাঁহার দ্বারা ... ... ॥ ৯

যাঁহার এইরূপ নির্ম্মল যশঃ এখনও পৃথিবীতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে—(সেই) জীবদেবী আপন জন্মের ... ... ॥ ১০

কুন্তীর গর্ভে যেমন ধর্ম্মপুত্র (যুধিষ্ঠির), সুভদ্রাতে যেমন অভিমন্যু, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার (জীবদেবীর) গর্ভেও (তেমনি) (যুধিষ্ঠিরের ন্যায়) পৃথিবীর ভাবী অধিপতি এবং (অভিমন্যুর ন্যায়) সিংহবিক্রান্ত (অথচ) মনোহভিরাম শ্রীহর্জ্জরদেব জাত হইয়াছিলেন॥ ১১

(পরস্পরের) রাজ্যজয়করণেচ্ছু নৃপনন্দনগণ পর্ব্বতগুহাদির প্রান্তবর্ত্তী (নানাস্থানে) সংগ্রাম প্রয়াসানন্তর অসংস্থিত (হইয়া) সন্ধির নিমিত্ত শরণাপন্ন হইয়া স্বস্থানস্থিত যাঁহাকে (মধ্যস্থরূপে) আশ্রয় করিয়া থাকেন; (৩) যাঁহাতে সমস্ত গুণরাজি সমভাবে বিরাজিত রহিয়াছে; এবং শ্রেয়ঃকার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে পর্য্যালোচনার বিষয় হইতেও যাঁহার বিরক্তিহীন অবসর (সকলেই) লাভ করিয়া থাকেন (৪)॥ ১২

সেই শ্রীমান্ হর্জ্জরদেব সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, দেবগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের ন্যায় প্রণত রাজগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সর্ব্বতীর্থবারি পরিপূর্ণ মাঙ্গল্য রৌপ্য কলসের (জল) দ্বারা বণিগ্‌জনপুরঃসর সদ্বংশজাত রাজপুত্রগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন॥ ১৩। ১৪

হারূপেশ্বর স্কন্ধাবারে কৃতবসতি পরমপরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমমাহেশ্বর মাতাপিতার পাদানুচিন্তনপরায়ণ শ্রীমান্ হর্জ্জরদেব কুশলী (আছেন)। (এবং) তথা কমলালয়া (লক্ষ্মী) দেবীর ন্যায় মহাদেবী মঙ্গলশ্রী (স্বীয়) রূপগুণ প্রকাশকরিতেছেন। সেই দেবীর গর্ভসম্ভূত—দিবাকরের কিরণপ্রাপ্ত

(১) ধবলতা বিশুদ্ধির এবং কীর্ত্তিমত্তারও সূচক **যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ।** সাহিত্য দর্পণ—কবি সময় প্রসিদ্ধি)।

(২) ঐ দুই রাজপুত্র উদ্ধত প্রকৃতি ছিলেন—অথচ ব্রাহ্মণাদি গুরুজনের উপদেশও মানিতেন না। তাই সম্ভবতঃ সামন্তাদি প্রধানগণ তাঁহাদিগকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন নাই নাই—অগত্যা কনীয়ান্ অরথির পুত্রকেই রাজ্যভার অর্পণ করেন।

(৩) কামরূপরাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত ভিন্ন সমস্তদিকেই পর্ব্বতরাজি ছিল—সেই প্রান্তবাসী রাজগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া কামরূপাধিপতির শরণ গ্রহণ করিতেন; ইহাতে কামরূপরাজের সার্ব্বভৌমত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৪) অর্থাৎ প্রজাহিতার্থে সতত ব্যাপারিত থাকিলেও অক্লান্ত ও অভিগম্য ছিলেন।

(অতএব সমুজ্জ্বল) অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় (প্রতিভাত) (১) (এবং) অসংখ্য গুণযুক্ত যুবরাজ শ্রীবনমাল (দেব) আজ্ঞা করিতেছেন—আপনারা ইহা অবগত হউন— সমগ্র ভুবনের আনন্দকারী (সামন্ত) চক্রের ভূষণ (স্বরূপ) (২) মহাসৈন্যপতি শ্রীগণ, মহাদ্বারাধিপত্য (৩) শ্রীজয়দেব, মহাপ্রতিহার (৪) জনার্দ্দন, মহামাত্য শ্রীগোবিন্দ, মধুসূদন, (৫) ব্রাহ্মণাধিকার (৬) ভট্টশ্রীক(?)—

(১) এখানে পিতা মহারাজ শ্রীহর্জ্জরদেব সূর্য্যের সঙ্গে উপমিত ; তাঁহারই ক্ষমতারূপ কিরণসম্পাতে উদ্ভাসিত চন্দ্রোপমিত বনমাল ক্ষমতাপন্ন হইয়া আদেশ প্রদান করিতেছেন। চন্দ্র যে সূর্য্য কিরণসম্পাতে আলোকিত হয়—তাহা প্রাচীনেরা অবগত ছিলেন। কালিদাস দিলীপনন্দন রঘুর বিষয়ে লিখিয়াছেন—

पुपोष वृद्धिं हरिदश्वदीधिते रनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥ রঘুবংশ ৩ ॥ ২২

মল্লিনাথ এস্থলে বরাহসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

सलिलमये शशिनि रवे र्दीधितयो मूर्च्छितास्तमो नैशम्।

क्षपयन्ति दर्पणोदरनिहिता इव मन्दिरस्यान्तः॥

(২) ইহা পরবর্ত্তী সকল নামেরই বিশেষণ বোধ হয়।

(৩) ইনি সম্ভবতঃ নগরের দ্বাররক্ষক প্রহরীদের অধিপতি নগরকোটাল।

(৪) রাজ ভবনের তথা সভামণ্ডপাদির দ্বাররক্ষকদের ইনি অধিপতি ছিলেন—রাজসমীপে দর্শনার্থী-দিগকে সানুচর ইনিই উপস্থাপিত করিতেন, বোধ হয়।

(৫) ইহার কোন কর্ম্মের উল্লেখ নাই—ইনি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অর্থাৎ সহযোগী মহামাত্য ছিলেন।

(৬) ইনি বোধ হয় পুরোহিতাদির প্রধান ছিলেন।

বনমালের তাম্রশাসন।

(তেজপুর তাম্রশাসনলিপি।) (১)

আলোচনা।

বনমালের তাম্রশাসন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছিল। তদানীং ফটোগ্রাফি যন্ত্রের অভাবে শাসনের ফলকগুলির কোনও চিত্র ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই ; পাঠও বিশুদ্ধভাবে করা হয় নাই বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। আসামের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা জেনারেল জেন্‌কিন্‌স্ সাহেবের লিখিত, সোসাইটিতে প্রেরিত, চিঠি হইতে এইমাত্র জানা যায় যে [১] শাসনখানি তৎসময়ের কিছু পূর্ব্বে দরং জিলার তেজপুর শহরের নিকট খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছিল ; [২] তিনখানি ফলক একটা মোটা অঙ্গুরীয়ক দ্বারা গ্রথিত ছিল ; এবং [৩] সেই অঙ্গুরীয়কের অগ্রভাগে গণেশমূর্ত্তি বিশিষ্ট একটা সিল ছিল। (২) প্রকৃতপক্ষে ঐ মূর্ত্তি গণেশের নহে—হস্তীর। (৩) সে যাহা হউক, এইটুকু ছাড়া শাসনের আকারাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। শাসনখানির খোঁজ খবরও এখন আর পাওয়া যাইতেছে না। অতএব সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার করা অসাধ্য। পাঠে পঙ্‌ক্তিভেদও করিতে পারা যায় নাই।

ইহার পাঠবিচারপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ আলোচনা আমি রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় (১৩২১ সালের ১ম সংখ্যায়) প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এখানে তাহাই সংশোধনপূর্ব্বক পুনর্মুদ্রিত কর যাইতেছে।

তখন (১৮৪০ অব্দে) প্রত্নতত্ত্বালোচনার শৈশবাবস্থা মাত্র ; আসামে প্রাচীন লিপি পাঠে সম্যক্ অভিজ্ঞ কেহ না থাকিবারই কথা। শাসন প্রেরয়িতা জেন্‌কিন্‌স্ বাহাদুর উহার এক নকল (copy) মাত্র সোসাইটীতে পাঠাইয়াছিলেন—মূল শাসনখানি পাঠান নাই। তাহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, আসামে ইহা কোনও ব্যক্তি দ্বারা পড়ান হইয়াছিল। (৪) সোসাইটিতে তখন কমলা-

---

(১) তেজপুর শহরের নিকটস্থ পাষাণ-গাত্র-লিপি হইতে প্রভেদ জ্ঞাপনের জন্য ইহা 'তেজপুর তাম্রশাসন লিপি' বলিয়া সংজ্ঞিত হইল।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. IX, 1840 p. 766.

(৩) কেবল জেন্‌কিন্‌স বাহাদুরই যে এই ভুল করিয়াছিলেন তাহা নহে ; সম্ভবতঃ বৈদ্যদেবও ঈদৃশ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন ; কেননা তাঁহার প্রদত্ত যে শাসনে কামরূপের অন্তঃপাতী ভূমিখণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সিলে গণেশমূর্ত্তি রহিয়াছে। তিনি প্রাচীন রাজগণের সিলের হাতীর মূর্ত্তিকে গণেশের মনে করিয়া তদনুকরণে নিজের সিলটিকে গণেশমূর্ত্তিবিশিষ্ট করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতীত হয়।

(৪) সুপ্রসিদ্ধ প্রাত্নতত্ত্বিক জেমস্ প্রিন্সেপ্ সাহেবের প্রকাশিত প্রাচীন বর্ণমালার আকৃতি বিষয়ক তালিকার সাহায্যেই বোধ হয় ইহা কথমপি পঠিত হইয়াছিল। জেন্‌কিন্‌স্ সাহেবের চিঠি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। [ভূমিকা—কামরূপরাজাবলীতে—চিঠির ঐ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।]

কান্ত নামধেয় একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য সারদাপ্রসাদ নামক অপর একজন সুধী নিযুক্ত ছিলেন। (১) পণ্ডিত কমলাকান্তের সংশোধন ও মন্তব্য এবং সারদা প্রসাদের অনুবাদ সহ ঐ পাঠ সোসাইটির পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

এতাদৃশ অন্ধপঙ্গুন্যায়ে সম্পাদিত এই শাসনে যে নানা ভুল ভ্রান্তি থাকিবে ইহা সম্ভাবিত। এবং তাহার বিশিষ্ট প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ঐ মুদ্রিত প্রবন্ধের সঙ্গে অঙ্গুরীয়ক দ্বারা শাসনের সহিত যোজিত সিলের এবং শাসনের প্রথম শ্লোকের অর্দ্ধাংশের হস্তাঙ্কিত প্রতিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে; ইহার সঙ্গে সোসাইটি প্রকাশিত পাঠ মিলাইয়া দেখিলে সর্ব্বপ্রথমেই একটি বিষম ভুল ধরা পড়ে। সিলে এবং শাসনলিপির প্রারম্ভে, স্বস্তিশব্দের পূর্ব্বে '৲' এই চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইবে(২)—পরন্তু শাসনপাঠক সম্ভবতঃ ইহা নিরর্থক মনে করিয়া ঐ চিহ্নটি উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এই চিহ্ন মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। ইহা পরবর্ত্তী বলবর্ম্মা রত্নপাল ইন্দ্রপাল ও ধর্ম্মপালের শাসনের প্রারম্ভেও লক্ষিত হয়। (৩) গৌড়লেখমালায় প্রকাশিত একাধিক লিপিতেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গের প্রাচীন শাসনে ইহাই '৭' এইরূপ দৃষ্ট হয়। প্রাত্নতত্ত্বিকগণ এযাবৎ ইহা প্রণবের প্রতিরূপক বলিয়া আসিতেছেন। পরন্তু একথা যথার্থ নহে, কেননা ওঁকারের সঙ্গেও ইহা দেখা যায়। যথা ৭ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ (নয়পালের কৃষ্ণ দ্বারিকা মন্দির লিপি—Memoirs of Asiatic Society of Bengal, vol. V, plate no. XXV) ৲ ওঁ স্বস্তি নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ (গোবিন্দপালের বাসুদেব মন্দির লিপি—Ibid, plate no. XXVIII)।

আমরা বাল্যে বিদ্যারম্ভের সময় '৲ ক খ গ ঘ ঙ' এইরূপ লিখিয়াছিলাম। '৲' এই চিহ্নটির নাম আঞ্জী—৲ ও ৭ এই আঞ্জীরই রূপান্তর—বামাবর্ত্তে ও দক্ষিণাবর্ত্তে একই বস্তু (৲) লিখিত হইয়া দেশভেদে এই দ্বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছে। শ্রীহট্টের পণ্ডিতবর্য্য স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় রামনাথ বিদ্যারত্ন মহোদয় 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রের (৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যায়) 'আঞ্জীবর্ণের পুনরুদ্ধার' শীর্ষক প্রবন্ধে ষট্চক্রের টীকা বিশেষ হইতে **চতুর্থী তু কলা প্রোক্তা আঞ্জীতি যোগিবল্লভা** এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া, ইহার সঙ্গে যে তন্ত্রোক্ত ষট্চক্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে—তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আঞ্জী শব্দের অর্থ পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় একাধিক

---

(১) ইহাদের সংবাদ সোসাইটির ১৮৩৮ অব্দের পত্রিকার ৪১ পৃষ্ঠায় কেশব সেনের বাখরগঞ্জ শাসন-লিপির আলোচনায়ও পাওয়া যাইতেছে।

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের প্রারম্ভে প্রণব চিহ্নের মত (কিন্তু তির্য্যগ্‌ভূত) কিঞ্চিৎ দেখা যায়—ইহা ওঁ বলিয়াই পাঠ করা হইয়াছে।

(৩) পরন্তু বলবর্ম্মা রত্নপাল ও ইন্দ্রপালের (প্রথম) শাসনের যে পাঠ সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ হর্ণ্‌লি এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮৯৭ ও ১৮৯৮ অব্দে) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই চিহ্নটি উপেক্ষিত হইয়াছে, কেবল রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনের সিলের লিপিতে ইহা দেখিয়া ওঁ পাঠ করিয়াছেন।

রূপে করিয়াছেন ; তন্মধ্যে একটি এই "**স্বং অলক্ষি প্রজ্ঞাপ্যখবি হৃতি কর্মংগ্রয্ খ্রিবামীপ্ আঞ্জী। অখ্রিকেন ব্যপদ্বেয়া ভবন্তি** এই ন্যায়ে এবং **অনুবোভামকাৎৌষিম,** এই প্রাধান্ত বশতঃ সর্ব্ব বর্ণ প্রকাশিকা শক্তিকে অকার প্রকাশিকা বলা হইয়াছে।" এই আঞ্জী (ᘓ বা ৭ বা ৎ) তর্করত্ন মহোদয়ের মতে 'সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীর মধ্যমাভাবাপন্না চিত্রপ্রতিকৃতি।' ইহা প্রণব চিহ্ন নহে।(১) ওঁকার বৈখরী ভাবাপন্না বাক্, অতএব কণ্ঠাদি সহযোগে উচ্চারণীয় ; আঞ্জী মধ্যমা ভাবাপন্না বলিয়া অনুচ্চার্য্যা—ইহাও উভয়ের মধ্যে একটা প্রভেদ। প্রাত্নতত্ত্বিকগণ—বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরা —ঐসব তথ্য না জানাতে আঞ্জীকে প্রণব চিহ্ন বলিয়াছেন। তবে উহা ওঁকারের সঙ্গে (অব্যবহিত পূর্ব্বে) স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়াও যে তাঁহারা অভেদ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। (২)

অপিচ সিল্‌টীর সঙ্গে প্রকাশিত শ্লোকার্দ্ধের চিত্রের সঙ্গে সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ মিলাইয়া দেখা গেল এই পাঠেও গলদ রহিয়াছে। (৩)

এইটুকুতেই যখন এইরূপ ভুল তখন সমগ্র শাসনখানি বা তৎ প্রতিকৃতি পাওয়া গেলে না জানি কতই ভুল ভ্রান্তি আবিষ্কৃত হইত! আবার এই মুদ্রিত পাঠে একটি প্রয়োজনীয় শব্দ (**সীমিঃ**) পড়িয়া গিয়াছে এবং **অস্ত্রী সীমা পরিচ্ছন্নাঃ** লেখা থাকিলেও পশ্চিমোত্তর ও উত্তর সীমার বর্ণনা পাওয়া যাইতেছেনা। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে সীমা পাঠে একটি পঙ্‌ক্তি বাদ গিয়াছে, নচেৎ অন্ততঃ ইংরেজী অনুবাদে ঐ সীমা দুইটীর উল্লেখ থাকিত।

রাজধানী হারুপ্পেশ্বরকেও **হুব্যেগুল** পড়া হইয়াছিল। হারুপ্পেশ্বর নামটি বনমালের পৌত্র বলবর্ম্মার (পশ্চাৎ প্রকাশিত) শাসনে স্পষ্টতঃ রহিয়াছে এবং পিতা হর্জ্জরের তাম্রফলকে ও তেজপুরস্থ পাষাণ-গাত্র-লিপিতে যে ইহা আছে তাহা ইতঃপূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে।

---

(১) লিপি বর্ণের সঙ্কেত বা প্রতিকৃতি ; অতএব ওঁ এইরূপ লিপিই প্রণবের প্রতিকৃতি। প্রণবের পৃথক্ চিহ্ন নাই।

(২) বাল্যাবধি আমাদের সংস্কার ছিল যে এই আঞ্জী সর্ব্বাদৌ স্মর্ত্তব্য বিঘ্নবিনাশন গণেশের প্রতিরূপক—সশুণ্ড মুণ্ডের চিত্র ; বল্লভদেবের তাম্রশাসন প্রবন্ধে (প্রতিভা—১৩৩৩—শ্রাবণ-চৈত্র সংখ্যায়) ইহাই লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি "আঞ্জী বর্ণের পুনরুদ্ধার" প্রবন্ধটী দৈবাৎ দৃষ্টিগোচর হওয়াতেই প্রকৃত তথ্য উপলব্ধ হইল।

(৩) এই প্রতিকৃতিও হস্তাঙ্কিত হওয়াতে অবিকল হইয়াছে বলা যায় না। তথাপি ইহাতে যাহা '**সম্বয়াম্বোজলোম্বৈঃ**' পড়া যায়, সোসাইটির মুদ্রিত পাঠে তাহা '**সম্বম্বাম্ভোজলোম্বৈঃ**' আছে এবং যাহা '**শ্রৈমালি**' পড়া উচিত, তাহা '**শ্রৈয়ারি**' ছাপা হইয়াছে।

[এতৎসহ সিল্ প্রভৃতির প্রতিরূপ সমন্বিত চিত্রখানিও প্রদর্শিত হইল। এই চিত্র সম্ভবতঃ কলিকাতায় অঙ্কিত হইয়াছিল ; ইহাতে বোধ হয় সোসাইটির পত্রিকায় প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইবার সময়ে সিল্‌সহ তাম্রশাসনখানি কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল।]

শাসনে আর্য্যাচ্ছন্দে অনেক শ্লোক আছে কিন্তু সম্ভবতঃ আসামের পাঠক বা সোসাইটির সংশোধক (পণ্ডিত কমলাকান্ত) কেহই আর্য্যার যে লক্ষণ ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতিতে রহিয়াছে, তৎপ্রতি অবধান পূর্ব্বক পাঠের শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার করেন নাই। তাহা হইলে পাঠের অনেক গলদ ধরা পড়িত। যদিও ছন্দঃপতন স্থলে সংশোধনার্থ প্রয়াস করিয়াছি, তথাপি এই ব্যাপার অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় হইয়াছে। মূল শাসন খানি বা তৎপ্রতিকৃতি না পাওয়াতে এইরূপ শুদ্ধিবিধান যাদৃচ্ছিক হইয়াছে মাত্র।

বনমাল দেবের রাজত্বের কাল সম্বন্ধে এখন আমরা একটা সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করিতে পারি। কেননা পিতা হর্জ্জর দেবের তেজপুরস্থ প্রস্তরগাত্র লিপিতে ৫১০ গুপ্তাব্দ (খৃঃ ৮২৯ অব্দ) থাকায় তৎপুত্র খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনাধিষ্ঠিত ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শাসনের ভূমি **ত্রিস্রোতাযাঃ পশ্চিমতঃ** ছিল। ত্রিস্রোতার (১) বর্ত্তমান নাম তিস্তা—অতএব জায়গাটা অধুনাতন রঙ্গপুর জেলাতেই অবস্থিত ছিল; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, **করতোয়াং সমাশ্রিত্য** কামরূপের যে সীমা তন্ত্রাদিতে বর্ণিত হয় এবং য়ুয়ন্ চোয়াং যে নদী অতিক্রম করিয়াই বনমালের প্রায় দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে কামরূপে প্রবেশ করেন, সেই করতোয়া নদী বনমাল দেবের সময়েও কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিত।

শাসনের রচয়িতা বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন ছিলেন। শ্লোকগুলিতে নানা ছন্দের ও অলঙ্কারের অবতারণা করিয়া যথেষ্ট রচনা কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ গদ্যে একটি মাত্র বাক্যে তিনি নৌ-শ্রেণী-পরিশোভিত লৌহিত্য তীরবর্ত্তী রাজধানীর যেরূপ মনোহর বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি বাণভট্টের লেখনীরই উপযুক্ত। হায়, নানাভরণশোভিত চামরকিঙ্কিণীসমন্বিত রক্তদন্তাকার চিত্রাবলীবিশিষ্ট নর্ত্তকপুরুষাক্রমণোৎকম্পিত বহিত্রাদি যোগে বায়ুবেগে পরিচালিত সকল জনমনোহর লৌহিত্য সলিলোপরি নিরন্তর ভাসমান নদরাজের উভয়কূলশোভা ঐ সকল নৌকা এখন কোথায়?

(১) এই ত্রিস্রোতা নিয়া পণ্ডিত কমলাকান্ত তথা সমালোচক (সোসাইটির জর্ণেল সম্পাদক) বড়ই বিপত্তিতে পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত কমলাকান্ত সিদ্ধান্ত করেন পাঠটি **ত্রিস্রোতসঃ** হইবে, গঙ্গাতীরেও বনমালের অধিকার ছিল, তাই সেই নৃপতি গঙ্গার পশ্চিমতীরে যজ্ঞ করিয়া ভূদান করিয়াছিলেন। (আমাদের পরম সৌভাগ্য, তিনি পাঠটি অবিচারে পরিবর্ত্তন করেন নাই।) সোসাইটির সেক্রেটারী মহাশয় সোসাইটির একমাত্র হিন্দু সভ্য ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি একবার কামাখ্যায় আসিয়াছিলেন—তাই ইহা বাশিষ্ঠীগঙ্গা (ভরলু নদী) হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তখন প্রত্নতত্ত্বের যেরূপ অবস্থা ছিল, বিশেষতঃ কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ অনভিজ্ঞতা দৃষ্ট হইত—তাহাতে তদানীং এরূপ ভ্রান্তি বিস্ময়াবহ নহে।

যজুর্ব্বেদীয় শাণ্ডিল্যগোত্রজ ভিজ্জট নামধেয় ব্রাহ্মণের (সপ্রায়িকানাম্নী পত্নীর গর্ভজাত) পুত্র ইন্দোক নামক বেদার্থবিৎ বিপ্রকে এই শাসনোল্লেখিত ভূমিদান করা হয়। বনমালের রাজত্বের ১৯ অব্দে (১) শাসন প্রদান হইয়াছিল।

শাসনের পাঠ।

৯ (২) स्वस्ति श्रीमान् प्राग्ज्योतिषाधिपान्वयो महाराजाधिराज

श्रीवनमालवर्म्मदेवः। (৩)

৯ (২) स्वस्ति। श्र मत्कैलासभूभृत्पृथुकनकशिलासङ्घयास्फालनोत्थै- (৪)

र्वातैर्हैमपङ्काविल (৫) तुहिनकरैः सिक्तवैमानि (৬) सार्थः।

(১) এই অব্দাঙ্ক নিয়াও এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে আলোচনা হইয়াছিল। ইহা আসামের কোনও হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। পরন্তু তৎকালে গুপ্তাব্দই যে কামরূপে প্রচলিত ছিল তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা গুপ্তাব্দও নহে—বনমালের রাজত্বের বৎসর সূচক অঙ্ক।

(২) সো-পাঠে (অর্থাৎ সোসাইটির পত্রিকায় মুদ্রিত পাঠে) এই চিহ্নটি নাই—চিত্রে আছে, তাই যুড়িয়া দেওয়া হইল।

(৩) ইহা স্পষ্টতঃ হাতিমার্কা সিলমোহরের পাঠ (চিত্র দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য শাসনে সিলের পাঠ সর্ব্বশেষ প্রদত্ত হইয়াছে; এই শাসনে সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত পাঠে সর্ব্বাদৌ ইহা দেওয়া হইয়াছে—তাই এস্থলেও পূর্ব্বনিপাত হইল।

(৪) সো-পাঠ **संगमान्दोलनोत्थै**; কিন্তু প্রথম শ্লোকার্দ্ধের যে চিত্র আছে, তাহাতে **नोत्थै** স্থলে যেন **योत्थै** রহিয়াছে, দেখা যায়।

(৫) সো-পাঠ **पंकाविल** কিন্তু চিত্রে **पङ्काविल**ই আছে। [সো-পাঠে বহুশঃ যুক্তাক্ষরে পঞ্চমবর্ণ স্থলে 'ং' দেখা যায়। মূল শাসনে খুব সম্ভব ঐরূপ ছিল না—কেননা পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস্করবর্ম্মার বা পরবর্ত্তী বলবর্ম্মাদির শাসনে ঈদৃশ ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়, বরং তদ্বিপরীত (ং স্থলে ঙ) অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে।]

(৬) সো-পাঠ **वैयारि**; চিত্রে **य** ও **र** স্থানে যথাক্রমে স্পষ্টই **म** ও **न** দেখা যায়—পরন্তু **वै** স্থলে **तै**ও পড়া যাইতে পারে; **तैमानिर** কোন অর্থ হয় না—**वैमानिर** অর্থও কষ্টকল্পিত; (**विमान-स्वार्थे ष्यञ् ततः इनू**)।

अम्भः क्रीड़त् (१) (सुभूष) (२) प्रवरसुरवधूकेशहस्तच्युतैर्यो
नाकेशद्रुप्रसूनैरचितसलिलोऽव्यात् स लौहित्यसिन्धुः ॥ १ (३)
स पुनातु पिनाकी वो यच्छीर्षे स्वधुनीजलं ।
कीर्णं रेचकवातेन तारकाप्रकरायितं (४) ॥ २ (५)
नरक इति सूनुरासी(६)दादिवराहस्य भुवि तदुद्धारे ।
अदितेः कुण्डलहरणे प्रतापमपि यो हरेरहरत् ॥ ३ (७)
कृष्णेन तं निहत्य च सृष्टौ भगदत्तवज्रदत्ताख्यौ (८) ।
तस्य सुतौ तद्वनिताकरुणविलापहत(९)हृदयेन ॥ ४
संप्राप्तो भगदत्तः (१०) श्रीमत्प्राग्ज्योतिषाधिनाथत्वं ।
विनयभरेण (११) तद्गत्य प्राराधायेश्वरं तपसा ॥ ५

(১) সোসাইটিতে প্রেরিত শাসনের প্রতিলিপিতে নাকি **क्रीरत्** ছিল; সোসাইটির (পাঠ-সংশোধক) পণ্ডিত কমলাকান্ত লিখিয়াছেন—**एतन्मध्ये सर्वत्र डकारस्थाने रेफः—तद्देशीयानां डकारोच्चारणसामर्थ्याभावात् यथोच्चारणं तथा लिखनं**। মূল শাসনে অবশ্যই **ड़** ছিল—যেমন কামরূপের অন্যান্য শাসনে রহিয়াছে।

(২) এইটুকু পণ্ডিত কমলাকান্তের যোজনা; তিনি লিখিয়াছেন, **अम्भःक्रीड़त् इत्युत्तरं अक्षरत्रयं नास्ति तत्र सुभूषेति दत्त्वा पूरितं**। মূল শাসন খানি সোসাইটিতে যথাকালে প্রেরিত হইলে সম্ভবতঃ ঐ অক্ষরত্রয়ও তাহাতে পাওয়া যাইত।

(৩) এই শ্লোকে স্রগ্ধরাবৃত্ত। [এস্থলে বক্তব্য যে সোসাইটি পত্রিকায় মুদ্রিত পাঠে পদ্যোচিত পঙ্‌ক্তি বিভাগ নাই—অথচ মুদ্রিত পঙ্‌ক্তিগুলি যে শাসনে উৎকীর্ণপঙ্‌ক্তি সমূহের অনুরূপ ছিল, তাহাও বলা যায় না। ঐ পাঠে শ্লোকগুলির ক্রমিকসংখ্যা দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু এই সংখ্যা বিষয়েও ৮ম শ্লোক হইতে বহু ব্যতিক্রম আছে—অনাবশ্যক বলিয়া ঐ সব প্রদর্শিত হইল না।]

(৪) **उपमानादाचारे कर्त्तुः क्यङ्** (পাণিনি ৩।১।১০-১১)। এই সূত্রের প্রয়োগ স্থল এই শাসনে আরো দেখা যাইবে।

(৫) অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্ত। ১৮শ, ২৬শ এবং ৩১শ শ্লোকেও এই বৃত্ত। সর্ব্বশেষ (৩৩) শ্লোকে অনুষ্টুভ্ (বিপুলা) বৃত্ত।

(৬) সো-পাঠ **आसी** (হাতের লেখায় ৎ এর বিন্দু লোপ হইয়াছিল বোধ হয়)।

(৭) আর্য্যা জাতি। ৪-৬, ৮-১১, ১৫, ১৭, ১৯, ২১-২৩ এবং ২৭ সংখ্যক শ্লোকগুলিও আর্য্যায় রচিত। ১০ম শ্লোকের আর্য্যা "গীতি" হইয়াছে।

(৮) সো-পাঠ **सृष्टो भगदत्तवज्रदत्ताख्यो**; ইহা ছাপার ভুল হওয়াই সম্ভব।

(৯) সো-পাঠ **हतहत**; ইহাতে ছন্দোহানি ঘটে। (১০) মূলে আছে **संप्राप्ते भगदत्ते**

(১১) সো-পাঠ **विनयभरोपि**

तुष्टेन तेन तस्मै दत्तमु (১) परिपत्तनाधिनाथत्वं।
प्राग्ज्योतिषाधिराज्यं कालेन तदन्वय (২) स्यापि ॥ ৬
तस्यान्वये भूक्षितिपालमौलिमाणिक्यरोचिः स्फुरिताङ्घ्रिपीठः।
प्राग्ज्योतिषेशः सततैरिवीरः प्रालम्भ इत्यद्भुतनामधेयः ॥ ৭ (৩)
स हि पूर्व्वै नरपतिगुणसमूह (৪) रागानुरञ्जितदिगन्तः।
शालस्तम्भ(৫)प्रमुखैः श्रीहरिषान्तैर्महीपालैः ॥ ৮
दिवमारूढ़ा ह्यस्य च भूमिभुजोर्थैक (৬) वैरिवीरोभूत्।
भ्राता शौर्य्यत्यागै रसमानादा (৭) रथोतिनृपः ॥ ৯
श्रीजीवदेतिसंज्ञा राज्ञी हृदयानुगा भवत्तस्य।
बहुजनवन्द्या महतः प्रभातसन्ध्येव (৮) तेजसो जननी ॥ ১০
तस्यांतस्य (৯) तु राज्ञः सुतो भवन्नृपशिरोर्च्चिताङ्घ्रियुगः।
श्रीहर्जरो (১০) नृपेन्द्रः श्रिया स्वयं यः समुपगूढ़ः ॥ ১১
धर्म्मप्रवादेषु युधिष्ठिरो यो भीमोरिवर्गे समरेषु जिष्णुः।
एकोप्यनेकै रिति सङ्गतो यो निःशेषकन्तीतनयत्वमेतः ॥ ১২
गोपीजनानन्दितमानसस्य द्वेष्येव वक्षः परिहृत्य विष्णोः।
निःशेषरामाजनदेहसंस्थमादाय सौन्दर्य्यमिहाजगाम ॥ ১৩
वर्णाद्यशेषगुणजातमयस्वभार
पत्युर्ममातुलबलस्य रथाङ्गपाणेः।
तेनाहमग्र्यमहिषी जगतीभुजोस्य
भूत्वा जने न खलु लाघवमभ्युपैमि ॥ ১৪ (১১)

(১) সো-পাঠ दत्तेन (২) সো-পাঠ नदन्वय (৩) ইন্দ্রবজ্রা বৃত্ত ১২শ, ১৩শ এবং ৩২শ শ্লোকেও এই বৃত্ত।

(৪) সো-পাঠ स पूर्व्वनृपतिगुणसम्बन्धौघ ; ইহার পরিবর্ত্তন না করিলে ছন্দোরক্ষা ও অর্থগ্রহ উভয়েরই ব্যাঘাত হইত।

(৫) সো-পাঠ सालस्तम्ब

(৬) সো-পাঠ दिवमारुढ़ै राघस्य भूभुजोर्थे क ; ইহাতে কোন অর্থ বোধ হইতেছে না।

(৭) সো-পাঠ रसन्मामाज्ञा

(৮) এখানে সোসাইটির মুদ্রিত পাঠে একটি '।' (দাঁড়ি) নিরর্থক রহিয়াছে। (৯) সো-পাঠ तस्यास्तस्य

(১০) সো-পাঠ हजरो। ইহাতে আর্য্যার গণভঙ্গ দোষ ঘটে। পণ্ডিত কমলাকান্ত শাসনের পাঠান্তে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেও 'हजरः' লিখিয়াছেন। (১৮৪০ অব্দের সোসাইটির জার্ণেলের ৭৭১ পৃঃ উপান্ত্য পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য।)

(১১) বসন্ততিলক বৃত্ত।

इति यस्य महादेवी विलोक्य मनसोनुगा (১) भवल्लक्ष्मीः ।
श्रीमत्तरा(২)भिधाना प्रमदारत्नोत्तमा नृपतेः ॥ ১৫

तस्याशेषक्षितिपमुकुटोद्घृष्टपादाब्जपीठ-
स्याभूत् सूनुर्नृपगुणमहारत्नमालाविभूषः ।
तस्यां देव्यामखिलभुवनानन्दको यः शशीव
श्रीमान् ख्यातो जगति वनमालाभिधानः क्षितीशः॥ ১৬ (৩)

जलनिधितटवनमालासीमावधिमेदिनीपतित्वस्य ।
योग्य इति नाम धाता चक्रे वनमाल इति यस्य ॥ ১৭

प्रबलारातिमत्तेभघटाध्वान्तोरुसंहतिं (৪) ।
दिवाकरायितं येन विदार्य्य रणभूमिगां ॥ ১৮

क्षितितनयनृपतिवंशप्रभवनरेन्द्रामलाम्बरे येन ।
स्फुटमेव मृगाङ्कायितमत्याय्यराति (৫) तिमिरौघं ॥ ১৯

भूरिदृप्तरिपुवीरवाहिनीशैलवज्रगुरुविक्रमासिना ।
येन राजकमशेषमस्यता श्रीरकारि चिरमेकभर्तृका ॥২০ (৬)

यस्य प्रतापभीत्या बहुरिपुजयिनोपि मेदिनीपालाः ।
केचिद्दिशो विजगृहुः (৭) प्रसभं ययुरम्बरा (৮) एयन्ये ॥ ২১

राज्ञामन्येषां ये निशितानाजाविषूनृपा मुमुचुः ॥
यस्मात्ततो विभीत्या भूमिं दूरं निजां (৯) विजहुः ॥ ২২

(১) সো-পাঠ—**विलोक्य मनोनुगा** ; পরন্তু **मनोनुगा** পাঠে ছন্দোদোষ হয়।

(২) সো-পাঠ **श्रीमत्तारा** ; এই পাঠে গণভঙ্গ দোষ ঘটে।

(৩) মন্দাক্রান্তা বৃত্ত ; ২৫শ শ্লোকেও এই বৃত্ত।

(৪) সো-পাঠ—**संघतिं** (৫) সো-পাঠ **मत्याथाराति**

(৬) রথোদ্ধতা বৃত্ত। (৭) সো-পাঠ **विजग्रहुः**

(৮) সো-পাঠ—**प्रसभमालयाम्बरा** ; এই পাঠে আর্য্যার গণভঙ্গ দোষ ঘটে।

(৯) সো-পাঠ—**निजांते** ; **ते** শব্দটী অপেক্ষিত সন্দেহ নাই—পরন্তু ছন্দোনুরোধে বর্জ্জনীয়।
[**निजाञ्चले** পাঠ করিয়া এস্থলে 'গীতি' করা যাইতে পারে।]

यैरभिमुखं रिपूणामाघट्टितं मत्तकरिघटाटोपैः।
विक्रमकृतिहेतो(১)स्तैर्यस्याञ्जलयः कृताः क्षितिपैः ॥ २७

का हा (২)

धूरूहे (৩) नहुषस्य येन पतितं कालान्तरादालयं
सौधं भक्तिनता (৪) खिलामरवरप्रोतार्च्चिताङ्घ्रेः पुनः।
प्रालेयाचलशृङ्गतुङ्गमतुलप्रामे भवेश्याजनै-
र्युक्तं हाटक (৫) शालिनः क्षितिभुजः भकथः नवं चक्षुषा (৬) ॥ २४ (৭)

यस्यानन्तद्युतिमतिसिता नागलोके हसन्ती
दिङ्नागानां श्वसितजनितां शीकराली च दिक्षु (৮)।
सम्पूर्णेन्दो वियति विमलामंशुमाला विचित्रां
राज्ञीनन्दा विचरतितरां कीर्त्तिरस्य प्रयत्नं ॥ २৫
सत्यगाम्भीर्य्यतुङ्गत्वप्रतापत्यागविक्रमैः।
योजयद्धर्म्मं (৯) जातव्यद्रिभानुकर्णमरुत्सुतान् ॥ २৬
यस्य यशःशशिनेदं भुवनं धवलीकृतं विलोक्य दृशा।
सम्राड् (১০) इवोदेति प्रालेयमरीचिरद्यापि ॥ २৭

देवागारं वाद्यगीतप्रणादैर्नानारामाः (১১) सन्निणां व्याहृतैश्च (১২)।
गायन्त्यद्याप्यब्जरम्याः सुवाप्यो (১৩) देशे देशे शालिनीं यस्य कीर्त्तिं ॥२৮॥

(১) সো-পাঠ—**विक्रमैकहेतो** ; এই পাঠে আর্য্যার গণভঙ্গ দোষ ঘটে।

(২) এই দুইটী অক্ষর সোসাইটির পত্রিকায় একটি স্বতন্ত্র পংক্তি অধিকার করিয়া রহিয়াছে—বোধ হয় মূলশাসনের কোনও ফলকের উপরি বা অধোভাগে লিখিত পতিত অক্ষর দ্বয়ের বোধক। কিন্তু সোসাইটির পত্রিকায় এমনই পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে যে শাসনের কুত্রাপি **का** বা **हा** অথবা **काहा** আকাঙ্ক্ষিত দেখা যাইতেছে না।

(৩) সো-পাঠ **धूरुह** (৪) সো-পাঠ **भक्तिलवा** (৫) সো-পাঠ **हेतुक**

(৬) সো-পাঠ **चक्रवा** (৭) শার্দ্দূল বিক্রীড়িত বৃত্ত (৮) সো-পাঠ **दिक्ष**

(৯) সো-পাঠ **योजयन्धर्म्मं** (১০) সো-পাঠ **सम्रीर** (১১) সো-পাঠ **नानारामान्**

(১২) সো-পাঠ **व्याहृतैव**

(১৩) সো-পাঠ **सवाप्यो** (অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় 'সু' 'স'এর মত লিখিত হইত।)

বহুহেমরৌপ্যগজবাজিমহীপ্রমদাদিরত্ননিচয়ং বহুশঃ।

প্রদদাববার(১)মনিশং নিগদন্ (২) প্রমিতাদরোপি বহুবাগমবৎ ॥ ২৯ (৩)

প্রপ্রীতসমস্তবর্ণাশ্রমাদপরিমিতসুমগ (৪) সাধুবিদ্বজ্জনাধিষ্ঠানাদ্বিবিধগজ-তুরগশিবিকাধিরূঢ়ৈর্মহানরপতিভিরবনিপতিসেবার্থং গচ্ছদ্ভিঃ সুস্থাগচ্ছদ্ভিশ্চ-সঙ্কুলমহারাজমার্গা (৫) দসংখ্যগজতুরগপদাতিসাধননিরন্তরনিরুদ্ধসকলদিগন্তরা-(৬) দুদ্বয়বেগাচলোত্থিতেতুঙ্গতরুশরণ (৭) বিশ্রান্তমত্তবর্হিণকেকারবোদ্ভ্রান্ত-ভুজগব্রাতমুক্তফুৎকারকম্পিতানেকশাখ (৮) বিগলিতকুসুমনিকরপরিমল (৯) সুরভি-সলিলেন চারুপবনজন্মদাবানলদহ্যমানকালাগুরুধূমসম্ভবাম্বুধরবৃন্দসুগন্ধিজলৌঘ-প্রবাহিণা। (১০) উদয়তটমহীধরোপবনবিস্তৃতপর্ণকুরুভুজাং কচিৎ (১১) স্বয়ং-ভূতা (১২) নামন্যত্র প্রণয়বন্ধ (১৩) কুলযূথানামপত্যে বৃহৎকুবিনিহতাদভক্ষিত-(১৪) মাংসোজ্ঝিতানাং কস্তূরিকামৃগাণাং মদগন্ধেনামোদিতসকলতীরোপকণ্ঠনিবাসি-জনপদেন। সকলসুরাসুরমুকুটমণিময়ূখমঞ্জরীরঞ্জিতচরণপীঠাভ্যাং শ্রীকামেশ্বরমহা-গৌরীভট্টারিকাভ্যামধিষ্ঠিতশিরসঃ কামকূটগিরেঃ সততনিতম্বলগ্ন নদিধিবতরপবিত্র-পয়ঃসম্পূর্ণস্রোতসা। মত্তবিলাসিনীকুচকলসতটাশ্লিষ্টমদপঙ্কাবিলসুগন্ধামলা। বেশ্যাঙ্গনাভি (১৫) রিব নানাভরণশোভিতপ্রকটাস্যযাভির্বালকুমারিকাভিরিব কনৎ-

(১) সো-পাঠ—প্রদদ্বার। (২) সো—পাঠ—নিগদং

(৩) পূর্ব্ববর্ত্তী (২৮শ) শ্লোকে শালিনীবৃত্ত; এবং এই (২৯শ) শ্লোকে প্রমিতাক্ষরাবৃত্ত; এই শ্লোকদ্বয়ে বৃত্তের নাম খুব কৌশল সহকারে উল্লেখিত হইয়াছে। যেন ঐ বৃত্তদ্বয়ের উদাহরণার্থই এই শ্লোক দুইটি রচিত হইয়াছে।

(৪) সো-পাঠ—শুভগ (৫) সো-পাঠ—সঙ্কুলং মহারাজমার্গা

(৬) সো-পাঠ—দিগন্তরা [এই পর্য্যন্ত পঞ্চম্যন্ত পদগুলি বহু পরবর্ত্তী শ্রীহারুপ্পেশ্বরাৎ পদের বিশেষণ।]

(৭) সো-পাঠ—শকুন (৮) সো-পাঠ—নেকতা (৯) সো-পাঠ—পরিমল

(১০) এই চিহ্নদ্বারা বহুদূরবর্ত্তী শ্রীলৌহিত্যভট্টারকেণ শব্দের বিশেষণগুলি পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে। [এইরূপ ছেদ চিহ্ন পরেও কয়েক স্থলে দৃষ্ট হইবে।]

(১১) সো-পাঠ পূর্ব্বাং কুরুভুজাঙ্ককচিৎ (১২) সো পাঠ স্বয়ংভূতা

(১৩) সো-পাঠ প্রণয়বন্ধু (১৪) সো পাঠ বৃহৎসংঘবিনিহতাদভক্ষিত

(১৫) সো-পাঠ বেশ্যাঙ্গনাভি

किङ्किणीभिः कार्णाटीभिरिव कठिनाभिघातसंवर्ङ्कित (১) वेगाभिर्व्वारस्त्रीभिरिव चामर-धारिणीभि र्द्दं ग्रवदनान्तःपुरिकाभिरिव रु ं षत (२) सन्ततवदनाभिः पवनकामिनीभि-र्व्वारयन्तवेगवतीभिः रमणीयदलुहाङ्गनाभिरिव सकलजनमनोहारिणीभिः नटीभिरिव नर्त्तकपुरुषाक्रमणसंवर्ङ्कितोत्कम्पाभि र्दुर्गतदेवपालिभिरिव सततोद्यानस्थानकामिनीभि-(৩) (नौभि) (৪) रलङ्कृतोभयतीरोपान्तदेशेन श्रीलौहित्यभट्टारकेण सनाथ-श्रीहारूप्पेश्वरात् (৫) स परममाहेश्वरो मातापितृपादानुध्यातपरमेश्वरपरायण-चित्तको महाराजाधिराजश्रीवनमालवर्म्मदेवः कुशली ॥ *

बभूव शाण्डिल्यकुलप्रदीपो वेदार्थविद्भिज्जटनामधेयः।
साङ्गं यजुर्व्वेदमधीतवान् यस्त्यागी शुचिर्द्दैवगुणोपपन्नः (৬) ॥ ৩০ (৭)
शौचविप्रगुणोपेता पत्नी सम्नायिकाभिधा।
ब्राह्मण्येण विधिना सम्यक् परिणीता कुलोद्भवा ॥ ৩১
सूनुस्तयो र्व्वेदविदग्रजन्मा इन्दोकनामा गुणवान् वरिष्ठः।
तस्मै ददौ श्रीवनमालदेवो ग्रामं स मातापितृपुण्यहेतोः ॥ ৩২
त्रिस्रोतायाः पश्चिमतः सजलस्थलसंयुतं।
अभिशूरवाटकाख्यमष्टसीमापरिच्छदं (৮) ॥ ৩৩ (৯)

पूर्व्वेण दशलाङ्गलसह (১০) सीमा पूर्व्वदक्षिणेन चन्द्रपुरि(১১)ससीमा दक्षिणेन अवारि ससीमा। दक्षिणपश्चिमेन पुष्करिणीसहसीमा पश्चिमेन नौकुवासह-

(১) সো-পাঠ **सम्वर्ङ्कित** (আরও একস্থলে এইরূপ আছে)।

(২) সো-পাঠ **हषित** (৩) সো-পাঠ **कामिनीभि** ; মুদ্রাকর প্রমাদ হইবে।

(৪) সোসাইটি-পত্রিকায় এই শব্দটী মুদ্রিত হয় নাই। [কিন্তু অনুবাদে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।]

(৫) সো-পাঠ **श्रीहरयेशनात्** (৬) সো-পাঠ **गणोपपन्न**

(৭) ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা মিশ্রিত উপজাতি বৃত্ত।

(৮) সো-পাঠ **परिच्छदं** (বোধ হয় পণ্ডিত লেখক এমনই ভাবে 'চ্ছ' লিখিয়াছিলেন যে তাহা 'ছ' পড়িয়া এই মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে।)

(৯) অনুষ্টুভ্ (বিপুলাবক্ত্র) বৃত্ত—পূর্ব্বার্দ্ধে ভ-বিপুলা, পশ্চার্দ্ধে র-বিপুলা হইয়াছে।

(১০) সো-পাঠ **सभ** (এইরূপ অন্যান্য স্থলেও **सह** স্থলে **सभ** আছে)।

(১১) সো-পাঠ **चन्द्रपरि** (ভাস্করবর্ম্মার শাসনে চন্দ্রপুরিবিষয়ের উল্লেখ আছে। 'দশলাঙ্গল' ইত্যাদিও গ্রামাদির নাম বলিয়া মনে হয়।)

সীমা ॥ (১) ভদ্রপুত্রেণ বৃহলাঙ্গলসহসীমা অষ্টৌ সীমা পরিচ্ছদ্রাঃ (২) ॥ সংবত্ (৩) ১৯ ভুমিকাকস্তি (৪) ॥ (৯ এবং চিহ্ন তত্র। (৫)

অনুবাদ।

৫ স্বস্তি। শ্রীমৎকৈলাসপর্ব্বতের প্রকাণ্ড স্বর্ণময়শিলারাশির সংঘর্ষজাত এবং হেমপঙ্ক-মিশ্রিত তুহিনকরসন্নিভ ধারাসম্পাত দ্বারা বিমানচারীদিগকে যিনি সিক্ত করিতেছেন, যাঁহার সলিল রাশি জলক্রীড়ানিরত শ্রেষ্ঠ সুরাঙ্গনাদিগের কেশ ও হস্ত হইতে প্রভ্রষ্ট সুরবরতরুকুসুমদ্বারা আরক্ত হইতেছে, সেই লৌহিত্যসিন্ধু (৬) তোমাদিগকে পালন করুন (৭)॥ ১

যাঁহার শিরঃস্থিত গঙ্গাবারি রেচকবায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া তারকাপ্রকরের ন্যায় শোভিত হইতেছে—পিনাকধারী সেই মহাদেব তোমাদিগকে পবিত্র করুন ॥২

(১) ইহার পরে **পশ্চিমোত্তরেণ** এবং **উত্তরেণ** এই দুইটি সীমার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল—নচেৎ **অষ্টৌ সীমাপরিচ্ছদ্রাঃ** হয় না।

(২) সো-পাঠ **পরিচ্ছদ্রাঃ** [পূর্ব্বপৃষ্ঠায় (৮) টীকা দ্রষ্টব্য।] শব্দটি **পরিচ্ছেদাঃ** হইলেই শোভন হইত; পরন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী (৩৩ সংখ্যক) শ্লোকেও **পরিচ্ছদং** ই আছে—সেখানে **পরিচ্ছেদং** করিলে ছন্দঃপাত হয়, তাই এখানেও সংশোধন করা হইল না।

(৩) সো-পাঠ **সম্বত্**

(৪) বোধ হয় পূর্ব্ববর্ত্তী **কা হা** র ন্যায় ইহাও একটা কিছু হইবে।

(৫) ইহা পণ্ডিত কমলাকান্তের যোজনা; বোধ হয় সংবতের অঙ্ক কিরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাই এতদ্দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৬) লৌহিত্যকে 'সিন্ধু' বলা হইয়াছে; সিন্ধু শব্দের এক অর্থ 'নদী'—কিন্তু লৌহিত্য 'নদ', নদী নহে—যদিও মল্লিনাথ রঘুবংশের ৪র্থ সর্গ—৮১ সংখ্যক শ্লোকে **তীর্ণলৌহিত্যে** পদের সন্ধিবিশ্লেষে লিখিয়াছেন **তীর্ণা লৌহিত্যা নাম নদী যেন তস্মিন্**। এই নদকে পরবর্ত্তী বলবর্ম্মার শাসনে 'বারিধি', রত্নপালের শাসনে 'সিন্ধু' এবং ইন্দ্রপালের শাসনে 'সরিৎ অধিপতি' অভিহিত করা হইয়াছে। বিশালতা হেতুই ইহার সমুদ্রের সঙ্গে অভেদকল্পনা। আসাম উপত্যকায় বর্ষাকালে গম্ভীরনীরপরিপূরিতসর্ব্বদেহ নদরাজকে দেখিলে ইহার বিশালতা সম্যক্ উপলব্ধ হয়।

(৭) পশ্চাৎ গদ্যাংশে পুনশ্চ লৌহিত্যের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

আদিবরাহ কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার সময়ে তাঁহাতে তাঁহার নরক নামক পুত্র জাত হন—তিনি অদিতির কুণ্ডল হরণ ব্যাপারে ইন্দ্রের প্রতাপও হরণ করিয়াছিলেন ॥৩

তাঁহাকে নিহত করিয়া তদীয় বনিতার করুণ বিলাপে সম্যক্ বিচলিতচিত্ত হইয়া ভগদত্ত ও বজ্রদত্ত নামে তাঁহার দুইটি পুত্রকে কৃষ্ণ পরিত্যাগকরিয়াছিলেন (১) ॥৪

ভগদত্ত শ্রীসম্পন্ন প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপত্য লাভ করিয়া তাহাতে আগমন করিয়া প্রভূত বিনয় সহকারে তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবকে (২) আরাধনা করিয়াছিলেন ॥৫

তিনি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপরিপত্তনের (৩) আধিপত্য (৩) দিয়াছিলেন এবং যাহাতে উত্তরকালেও তাঁহার বংশীয়গণ প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিরাজত্ব করেন তাহারও বিধান করিয়াছিলেন ॥৬

তাঁহার বংশে অরাতি বীরগণের নিধনকারী প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর প্রালম্ভ এই অদ্ভুতনামা নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; তাঁহার পাদপীঠ নৃপতিগণের শিরঃস্থিত মুকুটের মাণিক্যপ্রভায় উদ্ভাসিত হইত ॥৭

তিনি সালস্তম্ভ প্রমুখ শ্রীহরিষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী মহীপালগণের সহিত রাজোচিত গুণাবলী দ্বারা দিগন্ত অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন ॥৮

এই ভূপতির ভ্রাতা শৌর্য্য ও দানশীলতায় অতুল্যতা হেতু সর্ব্বনৃপাতিশায়ী আরথ একাকী (বহু) শত্রু (মধ্যে) বীরভাবে স্বর্গারূঢ় হইয়াছিলেন ॥৯ (৪)

শ্রীজীবদা ইতিনাম্নী তাঁহার মনোজ্ঞা রাজ্ঞী ছিলেন—তিনি প্রভাতসন্ধ্যার ন্যায় বহুজনের বন্দনীয়া এবং মহান্ তেজোরাশির (৫) জনয়িত্রী ছিলেন ॥১০

(১) মূলে আছে (**কৃষ্ণেন যৌ**) **সৃষ্টৌ**—কিন্তু বুঝিতে হইবে **বিসৃষ্টৌ** অর্থাৎ **পরিত্যক্তৌ** ; ধাতুপাঠে **সৃজ ত্যাগে** আছে, পরন্তু সাধারণতঃ অনুপসৃষ্টসৃজ্ ত্যাগার্থে ব্যবহৃত হয় না—গণদর্পণকার তাই লিখিয়াছেন **ব্যুদভ্যাং পরস্ত্যাগার্থঃ অন্যত্র তু করোত্যর্থঃ।** কিন্তু মহাভারত বনপর্ব্ব—১৬০ অধ্যায়ে আছে—

শীঘ্রমেব গুড়াকেশঃ কৃতাস্ত্রঃ পুনরেষ্যতি।
সাক্ষান্মঘবতা সৃষ্টঃ সংপ্রাপ্স্যতি ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩১

ব্যাখ্যাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, **সৃষ্টো বিসর্জিতঃ।** (এস্থলে ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের পরস্পর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক সূচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বিচার বিতর্ক ভূমিকা—কামরূপ রাজাবলীতে দ্রষ্টব্য।)

(২) সোসাইটির অনুবাদক পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ ঈশ্বর শব্দে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছেন। **ঈশ্বরঃ শর্ব্ব ঈশানঃ শঙ্কর শ্চন্দ্রশেখরঃ** এই অভিধানহেতু ঈশ্বর শব্দদ্বারা মহাদেবেরই নামান্তর বুঝায়।

(৩) ইহার অর্থ বুঝা গেল না ; প্রকৃত পাঠ যে কি তাহাই বা কে বলিতে পারে ? [উপরিপত্তন দ্বারা প্রাগ্‌জ্যোতিষের পার্শ্বস্থ উচ্চ (পর্ব্বতময়) ভূমিভাগও সূচিত হইতে পারে।]

(৪) বোধ হয় প্রালম্ভের ভ্রাতা আরথ একাকী বহু শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ না দিয়া বীরের গতি লাভ করিয়াছিলেন।

(৫) তেজঃশব্দে পুত্র এবং সূর্য্য উভয়ই বাচ্য।

তাঁহাতে সেই রাজার পুত্র নৃপেন্দ্র শ্রীহর্জর জাত হইয়াছিলেন ; তাঁহার (হর্জরের) অঙ্ঘ্রিযুগল রাজগণের মস্তক দ্বারা অর্চ্চিত হইত এবং তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীদ্বারা সমালিঙ্গিত হইয়াছিলেন ॥১১

তিনি (হর্জর) ধর্ম্মপ্রবাদে যুধিষ্ঠির, রিপুগণ মধ্যে ভীম, যুদ্ধে জিষ্ণু (১) ; অতএব একাকী (হইয়াও) তিনি অনেকের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অশেষরূপে নীতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ॥১২

যাঁহার মানস গোপীজনদ্বারা আনন্দিত, সেই বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল স্বেচ্ছার ন্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবী সমস্ত নারীজনশরীরস্থ সৌন্দর্য্য সম্ভার গ্রহণ করিয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥১৩

'ইনি মদীয় অতুল বলশালী পতি চক্রপাণির বর্ণাদি (২) অশেষগুণজাত ধারণ করেন—তাই আমি এই রাজার প্রধানা মহিষী হইয়াছি ; ইহাতে লোকের নিকটে আমি লঘুত্ব প্রাপ্ত হই নাই' ॥১৪

এইরূপ আলোচনা করিয়া লক্ষ্মী সেই নরপতির নারীরত্নশ্রেষ্ঠা শ্রীমত্তরা নামে মনোবৃত্ত্যনুসারিণী প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন ॥১৫

যাঁহার পাদপদ্মপীঠ অশেষ ভূপতিগণের মুকুটদ্বারা ঘৃষ্ট হইত সেই রাজার ঐ মহিষীর গর্ভে বনমালসংজ্ঞক জগদ্বিখ্যাত ক্ষিতিপতি শ্রীমান্ পুত্র জাত হইয়াছিলেন ; তিনি রাজগুণাবলীরূপ মহারত্নমালাদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় অখিল জগতের আনন্দকারী হইয়াছিলেন ॥১৬

এই ব্যক্তি সমুদ্রতটবর্ত্তী বনমালার সীমা পর্য্যন্ত পৃথিবীপতিত্বের যোগ্য, তাই বিধাতা তাঁহার বনমাল এই নাম বিধান করিয়াছিলেন ॥১৭

প্রবল শত্রুগণের সমরক্ষেত্রস্থিত মত্তগজঘটারূপ বিশাল অন্ধকারসংহতি বিদারণ পূর্ব্বক তিনি দিবাকরের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন ॥১৮

পৃথিবীপুত্র (নরক) রাজবংশজাত রাজগণরূপ নির্ম্মল আকাশে তিনি অরাতিরূপ তিমিররাশি দূরীভূত করিয়া চন্দ্রের ন্যায় (শোভমান) হইয়াছেন ॥১৯

অতিশয় দর্পযুক্ত শত্রুবীরসেনারূপ পর্ব্বতের বজ্রস্বরূপ (৩) রাজগণকে তিনি প্রভূত বিক্রমে (সঞ্চালিত) অসিদ্বারা নিঃশেষভাবে নিপাত করিয়া বহুকাল লক্ষ্মীকে একভর্ত্তৃকা করিয়া রাখিয়াছেন ॥২০

তাঁহার প্রতাপভয়ে বহুশত্রুবিজয়ী রাজগণও হঠাৎ কেহ কেহ নানাদিকে পলায়ন করিয়াছিলেন ; অন্যেরা আকাশগামী হইয়াছিলেন (৪) ॥ ২১

অপর ভূপতিগণের (যুদ্ধে) যাঁহারা রণক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ শর ত্যাগ করিতেন, অনন্তর তাঁহারা তাঁহার ভয়ে নিজভূমিকেই দূরে ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২২

---

(১) 'যুধিষ্ঠির', 'ভীম', ও 'জিষ্ণু' এই শব্দত্রিতয়ে শ্লেষ আছে। (জিষ্ণু অর্জ্জুনের নামান্তর।)

(২) বোধ হয় রাজা হর্জর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। অবশ্য, **হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ** বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান আছে বটে ; কিন্তু পূর্ব্বশ্লোকে 'গোপীজনানন্দিতমানস' বিশেষণযুক্ত বিষ্ণুশব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে উদ্দিষ্ট তাহা বুঝা যাইতেছে।

(৩) পরাজিতের উৎকর্ষ প্রদর্শনদ্বারা জেতার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

(৪) তাঁহারা (যুদ্ধে মৃত্যুহেতু) সূক্ষ্মদেহে (আকাশ পথে) স্বর্গগামী হইয়াছিলেন।

যে সকল ভূপতি বিক্রমপ্রকাশহেতুক শত্রুগণের অভিমুখে সদর্পে মদমত্তমাতঙ্গশ্রেণী সংবদ্ধ করিতেন, তাঁহারা তাঁহার কাছে অঞ্জলি বন্ধন করিতেন॥ ২৩

অখিল শ্রেষ্ঠদেবগণ যাঁহার চরণে ভক্তিভরে নত হইয়া থাকেন—সেই হাটকেশ্বর মহাদেবের কালক্রমে ভূপতিত হিমালয়শৃঙ্গসদৃশ উচ্চ এবং অতুল গ্রাম প্রজা হস্তী বেশ্যা প্রভৃতি সমন্বিত সৌধগৃহ ভক্তিসহকারে নূতনভাবে পুনর্নির্ম্মিত করিয়া তিনি নহুষের (কীর্ত্তির) ভার বহন করিয়াছিলেন॥ ২৪

তাঁহার অতিধবলা প্রভূত কীর্ত্তি নাগলোকে অনন্তমণিদ্যুতিকে, দিঙ্‌মণ্ডলে দিঙ্‌নাগগণের নিঃশ্বাসরেচিত শীকরসমূহকে এবং আকাশে পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল বিচিত্র অংশুমালাকে উপহাস করিয়া অদ্যাপি নিরন্তর সুষ্ঠু বিচরণ করিতেছে॥ ২৫

সত্য, গাম্ভীর্য্য, তুঙ্গত্ব, প্রতাপ, ত্যাগ এবং পরাক্রমদ্বারা তিনি (যথাক্রমে) ধর্ম্মপুত্র (যুধিষ্ঠির), সমুদ্র, পর্ব্বত, সূর্য্য, কর্ণ এবং পবননন্দনকে (১) পরাজয় করিয়াছিলেন॥ ২৬

তাঁহার যশঃশশধরদ্বারা এই সংসার ধবলীকৃত হইতেছে (২); স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া অদ্যাপি হিমাংশু ব্রীড়াগ্রস্তের ন্যায় উদিত হইতেছেন॥ ২৮

দেবালয় গীতবাদ্য ধ্বনিদ্বারা, নানাবিধ উদ্যান যজ্ঞকারিগণের ব্যাহৃতি ধ্বনিতে এবং পদ্মশোভিত সুন্দরবাপীসমূহ তাঁহার প্রশস্ত কীর্ত্তি দেশে দেশে অদ্যাপি ঘোষণা করিতেছে॥ ২৮

(তিনি) বহুবার বহু স্বর্ণ, রৌপ্য, গজ, বাজি, ভূমি, নারী প্রভৃতি রত্নসমূহ প্রদান করিয়াছেন, এবং অবারিতভাবে অবিশ্রান্ত (দানবাক্য) কথন হেতু সংযত (এবং সত্য) বাক্ হইয়াও বহুবাক্ (৩) হইয়াছেন॥ ২৯

(৪) যে নগরে সমস্ত বর্ণের ও আশ্রমের জনগণ পরমপ্রীতিযুক্ত, যেখানে অসংখ্য ভাগ্যশালী সাধু ও পণ্ডিত জনের অধিষ্ঠান, যাহার প্রশস্ত রাজপথগুলি রাজসেবার্থ যাতায়াতকারী নানাবিধ গজ-বাজিশিবিকাধিরূঢ় বড় বড় নৃপতিগণের দ্বারা সমাকীর্ণ এবং যাহার দিগন্তরসমূহ অসংখ্য গজবাজিপদাতি-

(১) পবননন্দন শব্দে ভীম এবং হনূমান্ উভয়কেই বুঝাইতে পারে, কেননা উভয়েই প্রবল পরাক্রম সম্পন্ন।

(২) **यशसि धवलता वर्ण्यते हासकीर्त्योः** তাই এই শ্লোকে—তথা ২৫শ শ্লোকে—ধবলতার এত বাড়াবাড়ি।

(৩) **ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग् वाणी सरस्वती** তাই বাক্‌শব্দ এস্থলে ভাষার প্রতিশব্দ ধরিয়া বহুবাক্ অর্থ বহুভাষাবিৎ করা যায়।

(৪) এখানে গদ্য রচনা আরম্ভ হইয়াছে—তাহাতে বহু বিষয়ের বর্ণনা সুদীর্ঘ সমাসাবলীসমন্বিত একটি মাত্র বাক্যদ্বারা নিষ্পাদিত হওয়াতে ইহা এত জটিল হইয়াছে যে অনুবাদে প্রাঞ্জলতা রক্ষা করা অসাধ্য।

রূপ সাধনদ্বারা অনবরত নিরুদ্ধ হইতেছে; (১) যাঁহার সলিল উদয়বেলাচলস্থিত অত্যুচ্চ পাদপ-গৃহবিশ্রান্ত মত্ত ময়ূরের কেকারবে উদ্‌ভ্রান্ত ভুজঙ্গসমূহের ফুৎকার দ্বারা প্রকম্পিত বহুবৃক্ষ হইতে পতিত পুষ্পনিচয়ের পরিমলদ্বারা সুবাসিত হইয়াছে, যাঁহার জলৌঘপ্রবাহ নগরোপবনসঙ্গত দাবানলে দহ্যমান কালাগুরুধূমজাত মেঘবৃন্দ কর্তৃক সুগন্ধি হইয়াছে, যাঁহার তীরোপকণ্ঠস্থিত জন-পদ সমূহ উদয়তটপর্ব্বতের উপবন জাত সুগন্ধপর্ণাঙ্কুরভোজী সেই সকল কস্তূরিকামৃগগণের মদগন্ধ দ্বারা আমোদিত হইয়াছে —যাহারা কোথাও স্বয়ং একাকী চরিয়া থাকে, অন্যত্র এক এক শ্রেণী প্রেমা-স্পদ মিত্রগণ সহ দলবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে এবং অপরত্র ব্যাঘ্রযূথকর্তৃক বিনষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে ভুক্ত-মাংস হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে—যাঁহার স্রোতঃ দেবাসুর সমূহের মুকুট মণি প্রভামঞ্জরীদ্বারা রঞ্জিত-পাদপীঠ শ্রীকামেশ্বরদেব ও মহাগৌরীদেবী কর্তৃক অধিষ্ঠিতশিখর কামকূট পর্ব্বতের নিতম্বভাগ নিরন্তর ক্ষালন করার জন্য সমধিকপবিত্র বারি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে, যাঁহার সলিল কৃতাবগাহনা বিলাসিনীগণের কুচকলসোপরি ন্যস্ত মৃগমদলেপদ্বারা মলিনীকৃত ও সুরভিসংযুক্ত হইতেছে এবং যাঁহার উভয়তীরসংলগ্ন স্থান—(২) বেশ্যাপল্লীস্থ নারীগণের ন্যায় নানালঙ্কারশোভিতপ্রকটাবয়বা, অল্পবয়স্কা কুমারীগণের ন্যায় শব্দায়মানকিঙ্কিণীযুক্তা, কর্ণাটাঙ্গনাগণের ন্যায় কঠিনাভিঘাতদ্বারা বর্দ্ধিতবেগা, বারবনিতাগণের ন্যায় চামরযুক্তা, রাবণের অন্তঃপুরস্থা(রাক্ষসী)দের ন্যায় রক্তবর্ণ বিস্তৃত দশন সমন্বিতা, পবনরমণীগণের ন্যায় অত্যন্ত বেগবতী, রমণীয়া দলুহাঙ্গনাগণের ন্যায় (৩) সর্ব্বজন-মনোরমা, নটীগণের ন্যায় নর্ত্তকপুরুষাক্রমণহেতু বর্দ্ধিতোৎকম্পা, দুর্গত দেবশ্রেণীর ন্যায় সর্ব্বদা উচ্চস্থানাভিলাষিণী (৪) নৌকাবলীরদ্বারা অলঙ্কৃত হইতেছে, ঈদৃশ লৌহিত্যদেব সনাথ—সেই হারুপ্পেশ্বর (নগর) হইতে পরমমাহেশ্বর মাতাপিতার পাদানুধ্যাত পরমেশ্বরাসক্তচিত্ত কুশলী মহারাজাধিরাজ শ্রীবনমালদেব (৫)।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রদীপস্বরূপ বেদার্থবিৎ ভিজ্জটনামক দানশীল পবিত্র দেবোচিত-গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন—তিনি সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩০

(১) এই পর্য্যন্ত বহুপদবর্ত্তী হারুপ্পেশ্বর নগরের বিশেষণ। ইহার পর লৌহিত্যের বিশেষণ আরম্ভ হইল।

(২) অতঃপর নৌকাবলীর বিশেষণ আরম্ভ হইয়াছে।

(৩) দলুহাঙ্গনা শব্দের অর্থ বোধগম্য হইতেছে না। [মূল শাসনে ইহা যে কি ছিল, কেজানে? পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ অনুবাদে লিখিয়াছেন Like the women of Danubanga (a nation).]

(৪) দেবতারা দুর্দ্দৈব বশতঃ মর্ত্ত্যলোকে আসিলেও ভূমিতে তাঁহাদের পাদস্পর্শ হয় না; নৌকা-গুলিও আরোহণের দ্বারা অবনমিত হইলেও ডুবিয়া না গিয়া জলোপরি ভাসিয়া থাকিত।

(৫) ক্রিয়াপদ পরবর্ত্তী ৩২শ শ্লোকানুবাদে দৃষ্ট হইবে

বিশুদ্ধব্রাহ্মণগুণযুক্তা সত্রাম্বিকানাম্নী সৎকুলসম্ভবা তদীয় পত্নী সম্যক্ ব্রাহ্মবিধি অনুসারে পরিণীতা হইয়াছিলেন ॥ ৩১

তাঁহাদিগের (উভয়ের) পুত্র বেদবিৎ ইন্দোক নামক গুণী মহত্তম ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাঁহাকে শ্রীবনমালদেব মাতাপিতার পুণ্য নিমিত্তে একটি গ্রাম দান করিলেন ॥ ৩২

উহা ত্রিস্রোতা নদীর পশ্চিমে জলস্থলসংযুক্ত অষ্টসীমাপরিচ্ছন্ন (এবং)অভিশূরবাটক নামে (খ্যাত) ছিল ॥ ৩৩

পূর্ব্বে দশলাঙ্গলসহসীমা, পূর্ব্বদক্ষিণে চন্দ্রপুরিসহসীমা, দক্ষিণে অবারিসহসীমা, দক্ষিণ-পশ্চিমে পুষ্করিণীসহসীমা, পশ্চিমে নৌকুবাসহসীমা, উত্তরপূর্ব্বে দশলাঙ্গলসহসীমা—এই অষ্টসীমা পরিচ্ছদ। সংবৎ ১৯।

বলবর্ম্মার তাম্রশাসন।

—+:❀:+—

(নৌগাঁ লিপি)

আলোচনা।

এই শাসনখানি প্রথমতঃ গৌহাটি শহর হইতে প্রকাশিত "আসাম" নামক পত্রে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয় প্রকাশিত করেন। তৎপরে আসামের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রথম ডিরেক্টার মহামতি মিঃ (পশ্চাৎ স্যর এডোয়ার্ড্) গেইট্ বাহাদুর ১৮৯৫ সালে ইহা হস্তগত করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। সুবিখ্যাত ডাঃ হর্ণ্‌লি সাহেব কর্ত্তৃক সোসাইটির ১৮৯৭ অব্দের জর্ণেলের ১ম ভাগে ২৮৫ পৃষ্ঠাবধি এই শাসনের আলোচনা হইয়াছিল। (১) সর্ব্বশেষে গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে এই লেখক কর্ত্তৃক ইহার বঙ্গানুবাদসহ পুনরালোচনা হয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৭ সালের ২য় সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

আসামে নৌগাঁ (Nowgong) জেলার পুরাণিগোদাম নামক স্থানের নিকট কলঙ্গ নদীর তীরবর্ত্তী (খাটোয়ালগাঁও মৌজাভুক্ত) সুতারগাঁও গ্রামে এক কৃষক ইহা প্রাপ্ত হয়। জনৈক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ইহা হস্তগত করিয়া প্রাগুক্ত মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয়কে অর্পণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে গেইট্ বাহাদুর এই শাসনখানি নিয়াছিলেন, এবং পশ্চাৎ পাঠান্তে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ফেরত দিয়াছিলেন ; এখন ইহা তাঁহার পুত্রের নিকট রহিয়াছে।

এই শাসন প্রদাতা বলবর্ম্মা পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন দাতা বনমাল দেবের পৌত্র ছিলেন। বনমালের সময় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ ধরা হইয়াছে। অতএব বলবর্ম্মার শাসনকাল দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। শাসনের ফলক তিনখানি প্রত্যেকটি প্রায় ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং প্রস্থে ৭ ইঞ্চি। মধ্য ফলকের উভয় পৃষ্ঠে লেখা কিন্তু আদ্য ও অন্ত্য ফলকের এক এক পৃষ্ঠে লেখা। এই চারি পৃষ্ঠার প্রথম তিন পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটিতে ১২ পঙ্‌ক্তি ও শেষ পৃষ্ঠায় ১৩ পঙ্‌ক্তি লিখিত হইয়াছে। তিনখানি ফলক একটা স্থূল অঙ্গুরীয়ক দ্বারা গ্রথিত ; ইহার মাথায় চমসাকৃতি খুব ভারি একটা সিল্ আছে তাহাতে হস্তীর সম্মুখভাগ অঙ্কিত আছে। তন্নিম্নে **৫ স্বস্তি শ্রীপ্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপান্বয়ো মহারাজাধিরাজ শ্রীবলবর্ম্মদেবঃ** এইটুকু লিখিত রহিয়াছে।

(১) সিল্ সহ ফলকগুলির চিত্রও ডাঃ হর্ণ্‌লির প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে।

শাসনে অঙ্কিত অক্ষরগুলি বেশ সুপাঠ্য; (১) ভুল ভ্রান্তিও খুব কম। (২) শাসন রচয়িতার কবিত্ব শক্তি প্রশংসনীয়; তবে বহুস্থানে কালিদাসের রঘুবংশের ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বনি এই শাসনে পরিলক্ষিত হয়—যথাস্থানে এই সব প্রদর্শিত হইবে। (৩)

কাণ্বশাখার কাপিল গোত্রজ মালাধর ভট্টের পুত্র দেবধরের ঔরসে শ্যামাম্বিকা দেবীর গর্ভে শ্রুতিধর জন্ম গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক সমাবৃত্ত হইলে রাজা তাঁহাকে এই শাসনোক্ত ভূমিখণ্ড দান করিয়াছিলেন। ঐ ভূমি লৌহিত্যের দক্ষিণ কূলে দিজ্জিন্না বিষয়ের অন্তর্গত হেংসিবা নামে আখ্যাত হইয়াছে, এবং ইহাতে ৪০০০ ধান উৎপন্ন হইত। এই শাসনে এবং তৎপরবর্ত্তী শাসন-গুলিতেও 'সহস্র' দ্বারা ধান্যের উৎপত্তি সূচিত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমান মাপের ঠিক কতটা ধান তাহা এক্ষণে স্থির করা কঠিন। অনুমান হয় যে এই পরিমাণটা দ্রোণেরই হইবে, কেননা, এখনও কামরূপ প্রদেশে শস্যাদির মাপে দ্রোণ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। তবে তদানীন্তন দ্রোণের মাপে বর্ত্ত-মান বাজার ওজনের কত সের হইত, তাহা বলা অসাধ্য। সংস্কৃত দ্রোণের পরিমাণ **३२ सेर इति लौकिकमानम्** বলিয়া শব্দকল্পদ্রুমে উক্ত হইয়াছে। নির্ণয়সাগর প্রেস্ হইতে প্রকাশিত অমর-কোষের টীকায় দ্রোণের তিন রকম ওজন দেওয়া হইয়াছে; [১] **द्रोण इत्येकं अर्द्धमणी** (অর্দ্ধমণ) **इति ख्यातस्य**; [২] **प्रस्थ इत्येकं शेर इति ख्यातस्य × × × × चतुःप्रस्थं तथाढकम्— अष्टाढको भवेद्द्रोणः**; ইহাতে শব্দকল্পদ্রুমের "৩২ সের" সমর্থিত হইতেছে; কিন্তু [৩] **चतुराढको भवेद्द्रोण इत्येतन्मानलक्षणम्** ইহাও আছে; তাহা হইলে দ্রোণের পরিমাণ ১৬ সের দাঁড়াইবে। শব্দকল্পদ্রুমে দ্রোণ শব্দ স্থলে প্রাগুক্তরূপ ৩২ সের লেখা থাকিলেও 'আঢ়ক' শব্দের স্থানে আছে **द्रोणचतुर्थभागः × × × व्यवहारे षोड़शसेरो विंशति सेरो वा**। ইহাতে দ্রোণ ৬৪ সের অথবা ৮০ সের (২ মণ) হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে কামরূপে এক দ্রোণ ধানের মাপ ওজনের ৴৩॥ সের। প্রাচীন কামরূপেও ইহাই ছিল মনে করিলেও কোন হানি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বলবর্ম্মার শাসনে ৪০০০ ধান এই মাপ কাঠিতে ৩৫০ মণ হয়। ইহাতে অবশ্যই একজন ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে স্বকীয় পরিবারপ্রতিপালনে সমর্থ হইতেন।

---

(১) শেষ পৃষ্ঠায় সীমা বর্ণনার পঙ্‌ক্তি গুলির অক্ষর ঘনসংন্নিবিষ্ট হওয়াতে লেখা কিছুটা অস্পষ্ট হইয়াছে; অন্যত্র লেখা গুলি স্পষ্ট ও সুপাঠ্য।

(২) অনেক স্থলে চ্যুতাক্ষর তত্তৎস্থলের নিম্নে লিখিত হইয়াছে; ইহাতে বোধ হইল যে শাসন খানি প্রথমবারে লিখিত (বা খোদিত) হইবার পরে ইহা পুনর্ব্বার পঠিত (বা পরীক্ষিত) হইয়াছিল, তাই ভুলভ্রান্তি সংশোধিত হইতে পারিয়াছে।

(৩) মহামহোপাধ্যায় ৺ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয় সর্ব্বাদৌ "আসাম" পত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

নগার নৌ   তাম্রশাসনের প্রথম ফলক

শাসনের পাঠ।

(প্রথম ফলক)

১। ৫ (১) স্বস্তি। ভবতু ভবতিমিরমিহিরস্তেজো রৌদ্রং প্রশান্তয়ে জগতঃ।
পরিবর্ত্ততে সমগ্রং × × × × ×

২। নযতু (২) ॥ ১ (৩)
সুরকরিমদচন্দ্রকিতং সলিলং লৌহিত্যবারিধেরমলম্‌। (৪)।
কৈলাসকটকমৃগমদবাসিতম (৫)

৩। হরতু দুরিতং বঃ (৫) ॥ ২
প্রলয়পয়োধৌ মগ্নামুদ্ধরতো বসুমতীমুপেন্দ্রস্য।
নরক ইতি সুনুরাসীদসুরস্তু-

৪। হুক্কোড়রূপধৃতঃ ॥ ৩
ত্রৈলোক্যবিজয়তুঙ্গং যেনাপহৃতং যশো মহেন্দ্রস্য।
অদিতেঃ কুণ্ডলযুগলং কপোলদো-

৫। লায়িতং (৬) হরতা ॥ ৪
তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধপূগং কৃষ্ণাগুরুস্কন্ধনিবেশিতৈলং। (৭)
স

৬। কামরূপে জিতকামরূপো প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যং পুরমধ্যুবাস ॥ ৫ (৮)

(১) ডাঃ হর্ণলি এই চিহ্নটি লক্ষ্য করেন নাই, সিলেও ইহা আছে কিন্তু উপেক্ষিত হইয়াছে।

(২) ইহা ডাঃ হর্ণলির পাঠ; কিন্তু ন এর উপরে আধুনিক রেফ চিহ্নের মত কিছু দেখা যায় এবং মধ্যের অক্ষরটি য না হইয়া ব হইবে বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ব্বের অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় অনুমানতঃ এতৎ স্থলে কিছু লেখা নিরাপদ্‌ নহে।

(৩) আর্য্যা জাতি; ২-৪, ৮-১০, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯-২৫, ৩০-৩২ সংখ্যক শ্লোকেও আর্য্যা; ২০শ ও ৩১শ শ্লোক 'গীতি'।

(৪) মূলে আছে অমলন্‌ (৫) মূলে আছে দুরিতম্বঃ (৬) মূলে আছে দোলায়িতং

(৭) অনুরূপ বাক্য রঘুবংশে (৬।৬৪)

তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধপূগাস্বেলালতালিঙ্গিতচন্দনাসু।

(৮) ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা মিশ্রিত উপজাতি বৃত্ত; ৬, ১২, ১৫, ২৬ ও ২৯ শ্লোকও এই ছন্দে রচিত।

मदान्धगन्धद्विप-

৭। कर्णतालनृत्यन्मयूरोपवने स तस्मिन्।

वसन् समासाद्य पुरारिचक्रं रणे

৮। रणैषी दिवमारुरोह ॥৬

भूपालमौलिमणिचुम्बितपादपीठ (১) स्तस्यात्मजोभूज्ज-

৯। गद्दत्तनामा।

राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णो (২) वर्णाश्रमाणां गुरु (৩) रेकवीरः ॥ ৭

उपगतवति सुरलोकं तस्मि (ँ)

১০। स्तस्यानुजो भवद्भूमेः।

पतिरमलभक्तिरांशो यं प्रादुर्वज्रदत्त इति कवयः ॥ ৮

तद्वंशे वनवप्राम्बपरिखी-

১১। कृतसागरा (৪) म्महीम्भुक्त्वा।

अस्तङ्गतेषु राजसु सालस्तम्भो भवन्नृपतिः ॥ ৯

पालकविजयप्रभृतिषु सम-

১২। (तिक्रान्ते)(৫)षु तस्य वंश्येषु।

अभवद्भुवि नृपचन्द्रो द्विषज्ज्वरो हर्ज्जरो नाम ॥ ১০

अहमहमिकया विवन्दिषूणां

(১) এইরূপ উক্তি অনেক স্থলেই পাওয়া যায়; অতএব অপরত্র হইতে উদ্ধৃত বলিয়াই বোধ হয় এই পাদটিতে বসন্ততিলকবৃত্ত রহিয়া গিয়াছে; পরন্তু পরবর্ত্তী ৩টি পাদে ইন্দ্রবজ্রাবৃত্ত। [কিন্তু এই ১ম পাদটি হইতে **মণিচুম্বিত** উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে **শ্রিত** বসাইলেই ইহাও ইন্দ্রবজ্রা হইয়া যায়।]

(২) অনুরূপবাক্য রঘুবংশে (৬।২১):—

राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परन्तपो नाम यथार्थनामा ॥

(৩) অনুরূপবাক্য রঘুবংশে (৫।১৯):—

वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः प्रस्तुत माचचक्षे ॥

(৪) অনুরূপবাক্য রঘুবংশে (১।৩০):—

स वेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्।

अनन्यशासनामुर्वीं शशासैकपुरीमिव ॥

(৫) ফলকের এই কোণ ক্ষয়িত হওয়াতে অক্ষরগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠে এইগুলি ডাঃ হর্ণ্‌লি যুড়িয়া দিয়াছিলেন।

(দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা)

১৩। (যদ্বত্তণাদনস্ত) (১) প্রভাপ্রতানৈঃ।

न मुकुटमणयो विभान्ति राज्ञां रविकरसम्वलिता इव प्रदी(पाः)

১৪। ॥ ১১ (২)

तस्यात्मजः श्रीवनमालदेवो राजा चिरम्भक्तिपरो भवेभूत्।

विशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः (৩) पि-

১৫। नद्धकण्ठः परिघायतबाहुः ॥ ১২

न क्रुद्ध' विकृतास्य न च वचश्रुश्रुतं नीचात्।

न च किञ्चिदुक्तमहितम्महि-

১৬। तं (৪) शीलं सदैव यस्याभूत् ॥ ১৩

येनातुलापि सतुला जगति विशालापि भूरिकृतशाला।

पङ्क्तिः (৫) प्रासादानाम-

১৭। कृत विचित्रा (৬) पि सच्चित्रा ॥ ১৪

तस्यात्मजः श्रीजयमालदेवः क्षीराम्बुराशेरिव शीतरश्मिः

১৮। ।

बभूव यस्यास्खलितम्भ्रमन्ति यशांसि (৭) कुन्देन्दुसमप्रभाणि ॥ ১৫

(১) দ্বিতীয় ফলকের এই কোণ ক্ষয়িত হওয়াতে এই আটটী অক্ষর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যথামতি এইগুলি যোজিত করিয়া দেওয়া হইল। [ডাঃ হর্ণলি 'নখ'স্থলে 'লঘ' অনুমানতঃ বসাইয়া আগের অক্ষরগুলি কি হইবে স্থির করিতে পারেন নাই।]

(২) পুষ্পিতাগ্রা বৃত্ত।

(৩) অনুরূপবাক্য রঘুবংশে (৬।৩২)

अवन्तिनाथोऽयमुदग्रबाहु विशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः।

(৪) ইহা ডাঃ হর্ণলির পাঠ; কিন্তু ১৫ শ পঙ্‌ক্তির শেষ দুই অক্ষর বড়ই অস্পষ্ট এবং ১৬শ পঙ্‌ক্তির প্রথম অক্ষরটী तं নহে বরং सं পড়া যায়।

(৫) মূলে আছে पंक्तिः

(৬) মূলে আছে विचित्रा (তবে ইহার সমর্থন করা যায়। ভাস্করবর্ম্মার শাসনের ৪০ পঙ্‌ক্তিস্থিত चित्र শব্দের উপর (১৫) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

(৭) মূলে আছে यशांसि

स श्रीमान् वनमालोपि

১৯। राजा राजीवलोचनः।

अवेक्ष्य विनयोपेतं तनुजम्प्राप्तयौवनम् (১) ॥ ১৬ (২)

छत्रं (৩) श-

২০। शधरधवलं चामरयुगलान्वित (৪) म्प्रदायास्मै।

अनशनविधिना वीरस्तेजसि माहेश्वरे

২১। लीनः ॥ ১৭

प्राप्तराज्येन तेनोढ़ा राज्ञा श्रीवीरबाहुना।

कुलेन कान्त्या वयसा (৫) अम्बानामात्मनस्समा ॥ ১৮ (৬)

तेनोदपादि

২২। तस्यामरणाविव पावकः प्रयोगविदा।

बलवर्म्मेति प्रथितः श्रीमत्तनयस्समग्रगुणयुक्तः ॥ ১৯

असितसरो-

২৩। रुहचलद्दलनिभनयनः पीनकन्धरस्सुभुजः।

अभिनवदिनकर (৭) करहतविदलितनवनलिनकान्ति-

২৪। सच्छायः ॥ ২০

गच्छति तिथिमति काले स कदाचित् कर्म्मणां वि(৮)पाकवशात्।

राजा रुजा (৯) भिभूतो लङ्घितभिषजा रणस्तम्भः ॥ ২১

---

(১) মূলে আছে यौवनन् (২) অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্ত। (৩) মূলে আছে च्छत्रं

(৪) অনুরূপবাক্য রঘুবংশে (৩.১৬)

अदेयमासीत्त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ॥

(৫) অনুরূপবাক্য রঘুবংশে (৬.৭৯)

कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणैश्च तैस्तैर्विनयप्रधानैः।

(৬) অনুষ্টুভ্ (বিপুলা বক্ত্র) বৃত্ত; (তৃতীয়পাদে ভ-বিপুলা)।

(৭) ডাঃ হর্ণ্লি दिवाकर পড়িয়াছেন। ইহাতে ছন্দোব্যাঘাত ঘটে।

(৮) মূলে আছে कर्म्मणान्वि

(৯) এই দুইটী অক্ষর (रुजा) পড়িয়া গিয়াছিল—তক্ষকার অধোভাগে যুড়িয়া দিয়াছে।

(দ্বিতীয় ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

২৫। निस्सारं संसारं जललवलोलञ्च जीवितम्पुंसां (১)।
विगणय्य वीरबाहुः कर्त्तव्यमचिन्तयच्छ्रेयं ॥ २२
अथ पुण्ये-

২৬। हनि नृपतिस्तनयन्तमुदग्रविग्रहं वि(২)धिवत्।
केशरिकिशोरसदृशं सिंहासन (৩) मौलितामनयत् ॥ २७
तदनन्त-

২৭। रमधिगम्य प्राज्यं तद्राज्यमाज्यमिव वह्निः।
बलवर्म्मापि दिदीपे प्रोत्सारितसकलरिपुतिमिरः ॥ २४ (৪)
अभ-

২৮। यज्ञयकरिकुम्भस्खलितोर्म्मेरमलवारिधेस्तस्य।
लौहित्यस्य समीपे तदेव पेतामहं कटकम् (৫) ॥ २৫
तत्र (৬) श्री-

২৯। मति हारूप्पेश्वर नामनि कटके कृतव(৭)सति रत्नाता-
सिलतामरीचिनिचयमेचकितेन

৩০। बाहुना। (৮) विजितसकलदिक्चक्रवालो धीर(:) प्रधने भीरु रयशसि (৯)
तीक्ष्णो रिपुषु मृदुत-

(১) মূলে আছে **पुंसां** (২) মূলে আছে **विग्रहम्नि** (৩) মূলে আছে **सिंहासन**

(৪) এখানে আর্য্যার দ্বিতীয়ার্দ্ধে পঞ্চমগণ 'ন-লঘু' হইয়াছে; পরন্তু যথাস্থানে যতি না হওয়াতে যতিভঙ্গ দোষ হইয়াছে।

(৫) এখানে স্পষ্টই (হসন্ত চিহ্ন যুক্ত) **म्** রহিয়াছে। [কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে দুই স্থলে (২য় ও ১২শ পঙ্ক্তিতে) '**म्**' স্থলে '**न्**' লিখিত হইয়াছে।]

(৬) মূলে আছে **तत्र्**

(৭) মূলে এই (**व**) অক্ষরটি পড়িয়া গিয়াছিল তক্ষকার কর্ত্তৃক নীচে যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৮) এই (বিরাম) চিহ্ন অযথা প্রযুক্ত হইয়াছে—তবে সুদীর্ঘবাক্যে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণার্থে এরূপ বিরামচিহ্ন প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছিল মনে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বনমালের শাসনেও এরূপ দেখা গিয়াছে—পরেও দেখা যাইবে।

(৯) মূলে আছে **अयशसि**

৩১ । रो गुरुषु । सत्यवागविसंवादी (১) कृत्वाविकत्थनः स्थूललक्षो मातापितृपादानु-

৩২ । ध्यानधौतकल्मषः परमेश्वरः परमभट्टारको महाराजाधिराजः श्रीबलवर्म्म-

৩৩ । देवः कुशली ॥×॥ दक्षिणकूले दिज्जिन्नाविषयान्तःपातिनी धान्यचतु-स्सहस्रोत्पत्तिमती हेङ्सिवाभिधा-

৩৪ । ना भूमिः । अस्यास्सन्निकृष्टवर्त्तिनो यथापथं समुपस्थितब्राह्मणादि-विषयकरणव्यावहारिकप्रमुखजानप (২) दान् ।

৩৫ । राजराज्ञीराणकाधिकृतानन्यांश्च यथाकालभाविनोपि सर्व्वान् सम्माननापूर्व्वम्मानयति बोधयति समादि-

৩৬ । शति च । इति विदितमस्तु भवताम्भूमिरियं वास्तुकेदारस्थलजलगोप्रचाराद्यकाराद्युपेता यथासंस्था स्वसी-

(তৃতীয় ফলক)

৩৭ । मोद्देशपर्य्यन्ता । राज्ञीराजपुत्रराणकराजवल्लभमहल्लकप्रौढ़िकाहास्तिबन्धिक-नौकाबन्धिक चौरो-

৩৮ । द्धरणिकदाण्डिकदाण्डपाशिक-औपरिकरिक-औत्खेटिक (৩) च्छत्रवासाद्युपद्रवकारिणामप्रवेशा ।

का-

৩৯ । णवः कृती कापिलगोत्रदीपो मालाधरो नाम बभूव भट्टः ।
विद्यातप (৪) स्सम्पदुपात्तसम्यग्विवेकविध्वस्तसम-

৪০ । स्तदोषः ॥ २६
देवप्रियो देवधरस्तुजन्मा तस्यापि सूनुः सुकृतात्मनोभूत् ।
अध्वर्य्युणा येन कृत (') विभज्य

---

(১) মূলে আছে सत्स्वादी

(২) মূলে प অক্ষরটি পড়িয়াগিয়াছিল—নিম্নে তক্ষকার কর্ত্তৃক যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ।

(৩) औपरिकरिक ও औत्खेटिक এই পদদ্বয়ের পূর্ব্বপদের সহিত সন্ধিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল—কেননা, এই সমস্তই একটি মহাসমাসের অন্তর্গত। বোধ হয় অতীব উৎকটতা পরিহারার্থ সন্ধি করা হয় নাই ।

(৪) মূলে प অক্ষরটি পড়িয়া গিয়াছিল—নীচে তক্ষকার কর্ত্তৃক যোজিত হইয়াছে ।

৪১। वैतानिकं कर्म्म निराकुलेन ॥२७

गृहीतविद्यस्सुगृहीतनामा गृहाश्रमावासिप-

৪২। रो गृहिण्या ।

अयुज्यतासौ प्रभयेव भानुरुषःसु शामायिकया (১) मनस्वी ॥ ২৮ (২)

अहस्त्रि-

৪৩। याम (৩) प्रतिमं प्रसक्तमन्योन्यसापेक्षमिदं हि युग्म ।

लेभे सुतं नाशितदोषमेनमा-

৪৪। लोकमर्क्कादिव विश्वमेतत् (৪) ॥ २९

अयमिह विनीयमानः श्रुतीश्च (৫) सम्यग्धरिष्यते सर्व्वाः ।

श्रु-

৪৫। तिधर इति नामासौ पित्रा प्रथितोथ लोकेषु (৬) ॥ ३०

स समावृत्तो गुरुतो गृहधर्म्मविधित्सु रागतस्सानुः ।

काले वि-

৪৬। षुवत्यर्थी धर्म्मपरः पण्डितः कथानिष्ठः ॥ ৩১

तस्मै विप्राय मया ज्ञात्वा सम्यक् समाधिना दत्ता ।

यदिह फलं तत् पि-

৪৭। त्रो र्म्ममापि लोकोत्तरम्भूयात् ॥ ৩২

अस्यास्सीमा पूर्व्वेण कोप्पा । गोसन्तारश्च । पूर्व्वदक्षिणेन जम्बु-

श्रीफलवृक्षाः (।)

---

(১) নামটি সম্ভবতঃ **श्यामायिका**, ছন্দোভঙ্গাশঙ্কায় **शामायिका** হইয়াছে। (রত্নপালের প্রথম শাসনেও দান প্রাপ্ত ব্রাহ্মণের মাতৃনাম **श्यामायिका** দৃষ্ট হইবে।)

(২) উপেন্দ্রবজ্রা বৃত্ত। (৩) মূলে আছে **अहस्तृयाम**—ডাঃ হর্ণ্লি **अहस्तृसोम** পড়িয়াছিলেন।

(৪) অনুরূপবাক্য রঘুবংশে (৫।৩৫) :—

राजापि लेभे सुतमाशु तस्मादालोकमर्क्कादिव जीवलोकः।

(৫) মূলে আছে **श्रुतयः** ; ইহাতে কেবল ব্যাকরণ গত দোষ নহে—আর্য্যার গণভঙ্গও হয়।

(৬) অনুরূপ ভাব রঘুবংশে (৩।২১)

श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भक स्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः।
अवेक्ष्य धातो र्गमनार्थमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवम्॥

৪৮। দক্ষিণেন বৃহদালিঃ সুবর্ণদারু (১) বৃক্ষশ্চ। দক্ষিণপশ্চিমেনাম্র (২) বৃক্ষঃ। পশ্চিমেন বৃহদালিঃ শাল্মলীবৃক্ষশ্চ। পশ্চিমোত্ত-

৪৯। রেণ বৃহদ্বটবৃক্ষঃ দিহৈ(৩)সাবাপী চ। উত্তরেণ সেবধাপ্যশ্চ। উত্তরপূর্ব্বেণ পুষ্করিণী (৪) জটিবৃক্ষশ্চেতি ॥ সংব (৫ ব) সৌ (৫)

(সিলের পাঠ)

৫ স্বস্তি শ্রীমা(ন্) (৬) প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপান্ব-

য়োমহারাজাধিরাজশ্রীব-

লবর্ম্মদেবঃ ॥

অনুবাদ।

৫ স্বস্তি। ভবান্ধকারনাশকারক রুদ্রদেবের তেজঃ জগতের শান্তির হেতু হউক। × × × × × × × (৭) সমগ্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে ॥১

যাহা দেবহস্তিগণের মদস্রাবদ্বারা (ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়) চন্দ্রাঙ্কিত (৮) এবং যাহা কৈলাস-নিতম্ব (৯) বাসী মৃগগণের কস্তূরিকা গন্ধদ্বারা সুবাসিত, সমুদ্র সদৃশ লৌহিত্যের সেই নির্ম্মল বারি তোমাদের পাপ দূর করুক ॥২

---

(১) ডাঃ হর্ণলি **সুবর্ণদারু** স্থানে **সুবর্ণবট** পড়িয়া অনুবাদ স্থলে লিখিয়াছেন I cannot identify however the Suvarna or golden Banyan; it is not noticed in any botanical or medical or other vocabularies available to me: ইহাতেই তাঁহার পাঠ ঠিক কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা সমীচীন ছিল। এখানে লিপি কিঞ্চিৎ কৃচ্ছ্র পাঠ্য; তথাপি **বট** কিছুতেই পড়া যাইতে পারেনা—**দারু**ও আয়াসসহকারেই পড়া হইয়াছে। (বহু পরবর্ত্তী ধর্ম্মপালের শাসনেও সুবর্ণদারু রহিয়াছে।)

(২) মূলে আছে **পশ্চিমেনাম্ম** (৩) অক্ষর বড়ই অস্পষ্ট; (ডাঃ হর্ণলির ইহা আনুমানিক পাঠ)।

(৪) মূলে আছে **পুষ্কিরিণী**

(৫) মহামহোপাধ্যায় ৺ধীরেশ্বর কবিরত্ন **সংবত্ রবৌ** পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু **রবৌ** না হইয়া **বসৌ** পাঠই অধিকতর সম্ভাবিত। (অপর কোন ও শাসনে এরূপ ভাবে সংখ্যার্থক সংজ্ঞাদ্বারা বর্ষমান লিখিত হয় নাই, সর্ব্বত্রই সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।)

(৬) ডাঃ হর্ণলি **শ্রীশ্রী** পড়িয়াছেন।

(৭) মূল অপাঠ্য বলিয়া অনুবাদও অসাধ্য হইয়াছে।

(৮) হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন spotted (like the moon)

(৯) **কটকোऽস্মা নিতম্বোऽদ্রেঃ**। পর্ব্বতের নিতম্ব অর্থাৎ পার্শ্বদেশ অর্থে এস্থলে মূলে **কটক** শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন on the ridges of the Kailasa Mountain.

প্রলয় পয়োধিমগ্না বসুন্ধরার উদ্ধারকারী বরাহরূপধারী নারায়ণের নরকনামে অসুরসুহৃৎ পুত্র ছিলেন ॥৩

তিনি অদিতির কপোলদেশে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়া ত্রিভুবন বিজয় সমুচ্ছ্রিত মহেন্দ্রের যশঃ অপহরণ করিয়াছিলেন ॥৪

রূপে কামবিজয়ী সেই (নরপতি নরক) কামরূপে প্রাগ্‌জ্যোতিষনামক নগরে বাস করিয়াছিলেন; সে স্থানে গুবাকবৃক্ষগুলি তাম্বূল লতা দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষের স্কন্ধদেশে এলাচি লতা সংক্রমিত ছিল (১) ॥৫

যে স্থানের উপবনে মদান্ধ গন্ধহস্তীদিগের কর্ণাস্ফালনের তালে তালে ময়ূরসমূহ নৃত্য করিত সেই স্থানে (প্রাগ্‌জ্যোতিষে) অবস্থান করিয়া রণলোলুপ তিনি সমরে বিষ্ণুচক্রাহত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন (২) ॥৬

তাঁহার পুত্র ভগদত্তনামক রাজা ছিলেন; তাঁহার পাদপীঠ নৃপতিগণের শিরোরত্নদ্বারা চুম্বিত হইত; তিনি প্রজারঞ্জনে বিলক্ষণ যশস্বী, সর্ব্ববর্ণের ও আশ্রম সকলের নিয়ামক এবং অদ্বিতীয় বীর ছিলেন ॥৭

তিনি সুরলোকে চলিয়া গেলে, তাঁহার অনুজ (৩) মহাদেবে বিমল ভক্তিমান্ রাজা হইয়াছিলেন; কবিগণ তাঁহাকে বজ্রদত্ত নামে আখ্যাত করিয়াছেন ॥৮

(১) হর্ণ্‌লি সাহেব এই শ্লোকটীর অনুবাদ করিয়াছেন—

He having conquered (the country of) Kamarupa took up his residence in the town of Pragjyotisha which offered him arecanut wrapped in (leaves of) betelplant and oil of black aloe wood (as a symbol of his coronation as king.) হর্ণ্‌লি সাহেব এখানে অনুবাদে গোল করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ডাঃ হর্ণ্‌লি রঘুবংশের ৬ষ্ঠ সর্গে ৬৪তম শ্লোকের সংবাদ পাইয়াও বোধহয় পড়িয়া দেখেন নাই, তাহাহইলে অর্থানুবাদে এত ভুল হইত না। [হর্ণ্‌লি সাহেব পাদটীকায় লিখিয়াছেন—There is here (**স কামরূপে জিতকামরূপঃ**) a play on the word Kamarupa which is not expressible in translation. The phrase may also be translated:—"having conquered 'Kamarupa' or 'the form of desires' he took up his abode in that (country) which has the form (rupa) of Kama or '(the god of) desires." হর্ণ্‌লি সাহেবের 'জিত কামরূপের' অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নিতান্ত অসমীচীন বলিতে পারা যায় না।]

(২) ডাঃ হর্ণ্‌লি গন্ধদ্বিপের অর্থ his state-elephants করিয়াছেন; **'স তস্মিন্ বসন্'**, ইহার অনুবাদে living there in his park লিখিয়া শ্লোকের শেষার্দ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন: having in battle obtained the discus of Murari (i.e. Vishnu) he ascended to heaven eager for battle (with the gods). বাস্তবিক শ্লোক মধ্যে এইরূপ একটা ধ্বনি আছে বটে।

(৩) এই তাম্রশাসনে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বনমালদেবের—তথা পরবর্ত্তী রত্নপালের—তাম্রশাসনেও বজ্রদত্তকে ভগদত্তের অনুজ ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কিন্তু ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের তনুজ অর্থাৎ পুত্র বলা হইয়াছে। ডাঃ হর্ণ্‌লি এতৎসম্বন্ধে লিখেন—

সেই বংশে অনেক ভূপতি (চন্দ্র) (১) অরণ্যরূপ প্রাচীরযুক্ত (২) এবং সাগররূপ পরিখা বিশিষ্ট পৃথিবী পালন (বা উপভোগ) করিয়া অন্তগত হইলে, সালস্তম্ভ রাজা হইয়াছিলেন ॥৯

পালক বিজয় প্রভৃতি তাঁহার বংশীয় অনেক গত হইলে পৃথিবীতে শক্রপীড়ক হর্জ্জরনামক নৃপচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥১০

আমি আগে আমি আগে বলিয়া তাঁহাকে বন্দনাকরণেচ্ছু নৃপতিগণের মুকুটমণি সমূহ, তাঁহার লোহিত পাদনখের প্রভাবিস্তারে সূর্য্যকিরণমিলিত প্রদীপাবলীর ন্যায় হীনপ্রভ হইয়াছিল (৩) ॥১১

তাঁহার পুত্র মহাদেবে ভক্তিমান্ শ্রীবনমাল দেব সুদীর্ঘকাল রাজা ছিলেন; তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, মধ্যদেশ কৃশ ও বৃত্তাকার, কণ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ এবং বাহু পরিঘসদৃশ ছিল ॥১২

ক্রোধ ও হাস্যে তাঁহার মুখবিকৃতি (লক্ষিত) হয় নাই; (৪) নীচ (ব্যক্তি) হইতে শ্রুত কোনও (অভদ্র) উক্তি তাঁহাতে ছিল না; কোনও অহিতকর বাক্যও তিনি বলেন নাই; তাঁহার চরিত্র সদাই (সকলের) সম্মাননীয় ছিল ॥১৩

On this point the Nowgong plate (অর্থাৎ এই বলবর্ম্মার তাম্রশাসন) agrees with the general tradition that Vajradatta was the younger brother of Bhagadatta and the only plate, which states the case differently, makes Vajradatta to be a son of Bhagadatta, is the Gauhati one (ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন). This being so and the tradition on the subject being so uniform and explicit, I am disposed to believe that there is a clerical error in the Gauhati plate at this point. ফলতঃ কোনও একটা ভিত্তি না থাকিলে এই তাম্রশাসনে—এবং অপরগুলিতেও—বজ্রদত্ত ভগদত্তের 'অনুজ' বলিয়া খ্যাপিত হইতেন না। হর্ণলি সাহেব এতদ্বিষয়ে কেবল কিংবদন্তীর (tradition) উপর নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র এই কথা মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্বের ৭৫তম অধ্যায়ে স্পষ্টই রহিয়াছে। (এ বিষয়ে ইতোঽধিক বিচার ভূমিকা—কামরূপ রাজাবলীতে দ্রষ্টব্য।)

(১) রাজা শব্দে চন্দ্রকেও বুঝায়—তাই বোধহয় **অস্তং গতেষু** আছে। (পরবর্ত্তী শ্লোকেও নৃপচন্দ্র রহিয়াছে।)

(২) মূলের 'বনবপ্রা'র অনুবাদ ডাঃ হর্ণলি করিয়াছেন (covered) with fields and forests.

(৩) হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন :—Though in their military vaunting (other) kings tried to exalt themselves by lengthy detraction of his splendour, their crown jewels gained no brilliance as little as lamp lights set in the midst of the rays of the sun" !! ইনি শ্লোকের অর্থ একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই। শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের প্রথম চারি অক্ষর সম্পূর্ণ মুছিয়া যাওয়াতে এবং তৎপরে চারি অক্ষর অশুদ্ধ অনুমানের উপর পাঠ করাতে ডাঃ হর্ণলি সেই পাদটীর অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইতে পারেন; কিন্তু অন্য পাদগুলির—বিশেষতঃ প্রথম পাদের—অর্থে এত ভুল কেন করিলেন, বুঝা গেল না।

(৪) মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ, শাসনলিপির ১৫শ পংক্তিতে (৭৫ পৃষ্ঠায়) এইশ্লোকের পাঠে **বিকৃতাস্যং** এর পরে **ন চ হসিতং** এই টুকু ছাপা হয় নাই।

তিনি এমন প্রাসাদশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা জগতে অতুল হইলেও তুলাযুক্ত, (১) বিশাল (২) অথচ অনেক শালা (কুঠরী) বিশিষ্ট এবং বিচিত্র হইলেও উত্তম চিত্রযুক্ত ছিল ॥১৪

ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে যেমন চন্দ্র উদ্ভূত হইয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারও শ্রীজয়মাল দেব (নামক) পুত্র জন্মিয়াছিলেন ; তাঁহার কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় (৩) শ্বেতপ্রভ যশোরাশি অদ্যাপি অবিচলিত ভাবে ভ্রমণ করিতেছে ॥১৫

সেই কমললোচন রাজা শ্রীমান্ বনমালও (৪) পুত্রকে (অর্থাৎ জয়মালকে) শিক্ষাসম্পন্ন ও প্রাপ্তযৌবন দেখিয়া ॥১৬

চন্দ্রতুল্য ধবল চামরদ্বয়যুক্ত রাজচ্ছত্র প্রদান করিয়া অনশন ব্রতদ্বারা বীর মহাদেবের তেজে লীন হইলেন ॥১৭

রাজ্যপ্রাপ্তির পরে জয়মাল শ্রীবীরবাহু (সংজ্ঞায় প্রথিত হইয়া) বংশে, রূপে ও বয়সে আপনার অনুরূপ অম্বা নাম্নী রমণীকে বিবাহ করেন ॥১৮

প্রয়োগজ্ঞ রাজা সেই রমণীতে, অরণিতে অগ্নির ন্যায়, (৫) বলবর্ম্মা নামে খ্যাত সমগ্র গুণযুক্ত শ্রীমান্ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥১৯

তাঁহার নয়ন নীলপদ্মের চঞ্চলদলসদৃশ, (৬) গ্রীবা সুপুষ্ট, বাহু সুগঠিত এবং কান্তি নবোদিত ভাস্করকিরণাঘাতে অচির প্রস্ফুটিত কমলচ্ছবির ন্যায় ছিল ॥২০

(১) **तुला साहृश्यमानयोः। गृहाद्यां दारुबन्धाय पीठिकायामपीष्यते** × × ইতি বিশ্ব। ডাঃ হর্ণলি সতুলার অনুবাদ করিয়াছেন stood equal (i.e. level) on its ground ! বলা বাহুল্য, সতুলা স্থলে তুলা **गृहाद्यां दारुबन्धाय पीठिकायाम्** প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২) **विशालापि** ডাঃ হর্ণলি অনুবাদে লিখিয়াছেন though not limited in space ; বিশাল শব্দের সঙ্গে 'শালা'র কোন সম্বন্ধ নাই ; **वेः शालच्छङ्कटचौ** (পাঃ ৫।২।২৮) সূত্রের দ্বারা শব্দটি নিষ্পন্ন।

(৩) **कुन्देन्दुसमप्रभाणि** ইহার অনুবাদ হর্ণলি সাহেব করিয়াছেন with a splendour equal to that of the radiant (i e jasmine like) moon ! **या कुन्देन्दुतुषारहारधवला—**ইহাতেও কুন্দ ও ইন্দু যে পৃথক্ পৃথক্ (শুভ্র) পদার্থ, তাহাই সূচিত হয়।

(৪) ডাঃ হর্ণলি 'বনমাল' শব্দটিকে তৎপুত্র জয়মালের বিশেষণ করিয়াছেন এবং ১৮শ শ্লোকে বর্ণিত বীরবাহুকে জয়মালের পুত্র মনে করিয়াছেন। পরন্তু বনমাল অর্থে রাজা বনমালদেবই সূচিত হইতেছেন। তিনি পুত্রকে রাজ্য দিয়া প্রায়োপবেশন ব্রতদ্বারা শিব সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। পর শ্লোকের শ্রীবীরবাহু জয়মালের নামান্তর বলিয়াই ধরা হয়। নচেৎ পুত্রের বিশেষণ স্বরূপ পিতার নামটি প্রয়োগ করিয়া শাসন-লেখক কবি গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট বিড়ম্বরসিক হইয়া পড়েন। অপিচ বনমালদেবের এতটা বর্ণনার পর তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির কথাটি একেবারে না থাকাও সমীচীন হয় না।

(৫) হর্ণলি সাহেব লিখেন just as fire from a stick of wood by one who understands the process ; **प्रयोगविदा** শব্দটি **राज्ञा**র বিশেষণ হওয়া নানাকারণে সুসঙ্গত।

(৬) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন with eyes resembling the undulating flowers of the blue lotus.

অনেক কাল গত হইলে রণে স্তম্ভসদৃশ সেই রাজা (বীরবাহু) কোনও সময়ে কর্ম্মের বিপাক বশতঃ বৈদ্যের (প্রয়াস) বিফলকারী ব্যাধি বিশেষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন (১) ॥২১

সংসারকে অসার এবং মানব জীবনকে জলবিন্দুরন্যায় চঞ্চল গণ্য করিয়া বীরবাহু শেষ কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন ॥২২

অতঃপর পুণ্য দিবসে নৃপতি উন্নতবিগ্রহ কিশোরসিংহসদৃশ পুত্রকে যথাবিধি সিংহাসনারূঢ় করাইলেন (২) ॥২৩

অতঃপর প্রচুর ঘৃত পাইলে বহ্নি যেমন (দীপ্ত হয়) সেইরূপ বলবর্ম্মাও সমস্ত রিপুরূপ তিমির বিধ্বস্ত করিয়া (৩) প্রভূত রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া দীপ্যমান হইলেন ॥২৪

যাঁহার ঊর্ম্মিমালা জয়হস্তীদিগের কুম্ভকর্ত্তৃক প্রতিহত হইত, নির্ম্মল জলাধার সেই লৌহিত্যনদের সমীপে তাঁহার (পিতৃ) পিতামহাধ্যুষিত রাজধানী ছিল (৪) ॥২৫

সেই শ্রীমৎ হারুপ্পেশ্বর নামক কটকে বাস করিয়া (যিনি) উন্মুক্ত খড়্গের প্রভারাজিতে শ্যামীভূত বাহুদ্বারা সমগ্রদিঙ্মণ্ডল বিজয় করিয়াছিলেন, সেই রণে স্থির, কলঙ্কে ভীরু, শত্রুগণে উগ্র, গুরুজনে অতিশয় মৃদু, সত্যবাদী, বিসংবাদে বিমুখ, কার্য্য করিয়া শ্লাঘাহীন, অতীব দানশীল, মাতাপিতার চরণানুধ্যান হেতু নিষ্পাপ, পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলী শ্রীবলবর্ম্মদেব ॥

(১) হর্ণ্লি সাহেবের অনুবাদ :— Once, when the appointed time came, through the power of his maturing karma (or action done in previous life) that king Virabahu while distinguishing himself in war was attacked by a disease (contracted) through neglect of medical advice. রঘুবংশের ১৯শ সর্গের ৫৩ তম শ্লোকে আছে, **वैद्ययत्नपरिभाविनं गदं ;** ইহাতে বোধ হয় রঘুবংশের অনুকরণকারী শাসনরচয়িতা কবিও **रुजा लङ्घितभिषजा** দ্বারা যক্ষ্মরোগের ন্যায় বৈদ্যের অসাধ্য ব্যাধিই সূচিত করিয়াছেন।

(২) **सिंहासनमौलितामनयत्** ইহার অনুবাদে হর্ণ্লি সাহেব লিখিয়াছেন, transferred his throne and crown to.

(৩) হর্ণ্লি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন, as an extinguisher of all his enemies whom he expelled.

(৪) ডাঃ হর্ণ্লি অনুবাদ করিয়াছেন :—there stands that ancestral encampment of his.

कटकोऽस्त्री नितम्बेऽद्रेर्द्दन्तिनां दन्तमण्डले।

सामुद्रवलये राजधानीवलययोरपि ॥ ইতি মেদিনী।

कटकस्त्वद्रिनितम्बे बाहुभूषणे। सेनायां राजधान्याञ्च ॥ ইতি হৈম।

অতএব এস্থলে রাজধানী অর্থে ইহা গ্রহণ করাই উচিত।

দক্ষিণ কূলে (১) দিজ্জিন্না জনপদের অন্তর্গত চতুঃসহস্র পরিমিত ধান্যোৎপত্তিযুক্তা হেঙ্সিবা নামে ভূমি (আছে); ইহার নিকটবর্ত্তী উপস্থিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি (এবং) বিষয়করণ ব্যাবহারিক(২) প্রমুখ জনপদবাসীদিগকে রাজা, রাজ্ঞী ও রাণক (৩) সম্বন্ধীয় অন্যান্যকে এবং (এস্থানের) ভবিষ্যৎ অধিবাসীদিগকে—সকলকেই যথাযোগ্য সম্মাননা পূর্ব্বক (যথাক্রমে) নিবেদন করিতেছেন, বুঝাইতেছেন ও আদেশ করিতেছেন। আপনারা ইহা অবগত হইবেন; বাড়ী, জমি, জল, স্থল, গোবাট আবর্জ্জনা-

(১) দক্ষিণকূলের অনুবাদ ডাঃ হর্ণ্‌লি নিঃসংশয়ে on the southern side করিয়াছেন। কিন্তু আসামতথ্যাভিজ্ঞ ৺হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন, 'দক্ষিণ' অর্থ এস্থলে 'ডানি'ও হইতে পারে, অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহবান্ লৌহিত্যের উত্তরদিক্ও বুঝাইতে পারে। আলোচ্য শাসনখানি যে স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণদিগ্‌ভাগে অবস্থিত বটে; কিন্তু যে স্থানে পাওয়া যায়, শাসন সেই স্থানেরই যে হইবে ইহার কোনও অর্থ নাই। দৃষ্টান্ততঃ, বৈদ্যদেবের শাসনখানি বারাণসীতে পাওয়া গিয়াছিল। অপিচ কামরূপের 'রঘুনন্দন'—'কৌমুদী' গ্রন্থাবলী প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় পীতাম্বর সিদ্ধান্ত-বাগীশের জন্মস্থান দরং জিলার মঙ্গলদৈ সব্‌ডিবিশনের অন্তঃপাতী সারাবাড়ী মৌজায়। ঐ স্থানটী ব্রহ্মপুত্রের উত্তরভাগে। তিনি তদীয় 'দায় কৌমুদী'র উপসংহারে (১৫২৬ শকে) লিখিয়াছেন, :—

পীতাম্বরেণ গুণসুন্দরমন্দিরেণ কামেশ্বরীচরণরেণুপরায়ণেন।
লৌহিত্য দক্ষিণকূলেऽপি সমুদ্ভবেন ভূয়াত্ কৃতঃ কৃতিমুদে সহিতো নিবন্ধঃ॥

(২) বিসয় অর্থ দেশবিভাগ (district); করণ কর্ম্মচারী; ব্যাবহারিক ব্যবহারোপজীবী; অর্থাৎ (এখানে দিজ্জিন্না) বিভাগ সম্পর্কিত কর্ম্মচারী ও ব্যবহারাজীবগণ। ডাঃ হর্ণ্‌লি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—The Vishaya or (in full) Vishaya vyavaharika would be the district officer corresponding to the modern Collector, and the Karana or Karanavyavaharika would be the officers of his court or his clerks. কিন্তু ইহা সমীচীন বোধ হয় না। ভাস্করবর্ম্মার শাসনে ব্যবহারী (=ব্যাবহারিক) ও কায়স্থ (=করণ) পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখিত হইয়াছে। [৪৩ পৃষ্ঠা—(৪) ও (৫) পাদটীকাসহ—দ্রষ্টব্য।]

(৩) রাণক শব্দটির যে কি অর্থ তাহা বুঝা যায় না। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও বাণক শব্দটি আছে; তদুপলক্ষে হর্ণ্‌লি সাহেব বলেন, Rana, a prakritic form of Raja, is a still existing title. এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিতে পারি না; কেননা সংস্কৃত শব্দ পাইলে কেহই প্রাকৃত অপভ্রংশ ব্যবহার করিবে না। এতৎপরবর্ত্তী একটি বাক্যেও **রাজ্ঞী রাজপুত্র রাণক রাজবল্লভ** এইরূপ আছে। 'রণে নিযুক্ত' অর্থে 'রাণক'—ইহা মহামহোপাধ্যায় ৺ধীরেশ্বর কবিরত্নের মত। তাহা হইলে রাজপুত্র ও রাজবল্লভের মধ্যে ইহার সন্নিবেশ হেতুতে রণ কর্ম্মে নিযুক্ত জায়গীরদার ক্ষত্রিয় এইরূপ একটা কিছু অর্থ করা যাইতে পারে।

স্থান প্রভৃতিযুক্ত যথাসংস্থ আপন সীমাস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই ভূমি রাজ্ঞী রাজপুত্র (১) রাণক রাজবল্লভ, অন্তঃপুররক্ষকপ্রৌঢ়িকা (২) হস্তিবন্ধ ও নৌকাবন্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি, চৌরিত দ্রব্যোদ্ধরণকারী, দণ্ডকারী, পাশদণ্ডপ্রয়োগকারী (৩) ঔপরিকরিক ঔৎখেটিক ছত্রবাস (৪) প্রভৃতি উপদ্রবকারিগণের প্রবেশযোগ্য নহে। (৫)

কাণ্বশাখার কাপিল(৬)গোত্র প্রদীপ কৃতী মালাধর ভট্ট ছিলেন; তিনি বিদ্যা ও তপস্যা সম্পত্তিলব্ধ সম্যক্ বিবেকদ্বারা সমস্ত দোষ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ॥ ৬

(১) ডাঃ ফ্লিট্ (Corp. Insc. Ind. III, P 218 footnote এ) বলেন :—"Rajaputra means literally a king's son—a prince, but as used in such passages it evidently has some technical meaning different from this. In modern Prakrita, we have the Maratha 'Raut', Gujarati 'Rawat', in the sense of 'horse-soldier' 'a trooper' and these words seem to be derived from 'rajaputra'.

(২) প্রৌঢ়িকা অর্থে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক; কিন্তু উপদ্রবকারীদের মধ্যে ইহার নাম কেন? আমার বোধ হয় মহল্লক শব্দটির সঙ্গে প্রৌঢ়িকা শব্দের যোগ আছে; অর্থাৎ 'মহল্লকপ্রৌঢ়িকা' একশব্দ, অর্থ—রাজার অন্তঃপুররক্ষণনিযুক্ত প্রৌঢ়বয়স্কা স্ত্রীলোক।

(৩) অর্থাৎ দণ্ডাঘাত বা পাশপ্রয়োগ দ্বারা দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণতকারী। পরন্তু স্যর্ মনিয়র্ উইলিয়মস্ (তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে) অর্থ করিয়াছেন 'one who holds the fetters or noose of punishment; a policeman'.

(৪) ঔপরিকরিক, ঔৎখেটিক ও ছত্রবাস—এই শব্দত্রয়ের সম্বন্ধে হর্ণ্লি সাহেব অনুবাদে লিখেন—(Persons that may cause troubles on account of) the realising of tenants' taxes and imposts, the providing of the rooms for the Royal umbrella. পরবর্ত্তী রত্নপাল, ইন্দ্রপাল ও ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে **উপরিকর নানানিমিত্তোত্থেটন** প্রভৃতি পীড়ার উল্লেখ আছে। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে হর্ণ্লি সাহেব লিখিয়াছেন, *Uparikara* is a fiscal term; the rent or tax (*kara*) paid by an *upari* or tenant who does not reside or has no occupancy rights in the land. (See Buhler's remarks in the *Indian Antiquary* vol. vii, p 66)

(৫) ঈদৃশ বিস্তারিত অনুশাসনবাক্য এতৎপরবর্ত্তী রত্নপাল প্রভৃতির সকল শাসনেই আছে—কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস্করবর্ম্মা প্রভৃতির শাসনগুলিতে দেখা যায় না। হর্জ্জরের মধ্যফলকের পরবর্ত্তী নষ্টফলকে কতটা কি ছিল বলা অসাধ্য; পরন্তু বনমালের শাসনের এই অনুশাসনাংশ সোসাইটির পাঠে ইচ্ছাতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে কি না বলা যায় না।

(৬) ভাস্করবর্ম্মার শাসনে এতগুলি গোত্রের মধ্যেও কাপিল গোত্র নাই। (তবে অপ্রাপ্ত ফলকে থাকিতেও পারে।)

সেই পুণ্যাত্মার (১) পুত্র দেবপ্রিয় (২) ক্ষণ জন্মা দেবধর ছিলেন, তিনি অধ্বর্য্যুরূপে বৈদিক যজ্ঞকর্ম্ম যথাবিভাগ অনায়াসে সম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥২৭

কৃতবিদ্য সুগৃহীতনামা (৩) সেই মনস্বী গৃহস্থাশ্রমলাভে তৎপর হইয়া, সূর্য্য ঊষাকালে যেমন প্রভার সহিত (সঙ্গত হন) তদ্রূপ শ্যামাম্বিকা সহ সঙ্গত হইয়াছিলেন ॥২৮

দিবস ও রজনীর ন্যায় (৪) (পরস্পর) প্রসক্ত ও অন্যোন্য সাপেক্ষ এই যুগল (দম্পতী), বিশ্ব যেমন সূর্য্য হইতে রাত্রিবিনাশক আলোক পায়, সেইরূপ দোষ (৫) বিনাশন পুত্রলাভ করিয়াছিলেন ॥২৯

কালে শিক্ষিত হইয়া সমস্ত শ্রুতি সম্যক্ ধারণ করিবে, অতএব পিতা কর্ত্তৃক 'শ্রুতিধর' এই নামে (অভিহিত) ইনি ভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥৩০

গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহধর্ম্ম করণেচ্ছু ধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিত কথানিষ্ঠ (৬) সেই সাধু অর্থী হইয়া বিষুবৎ সময়ে (৭) সমাগত হইলেন ॥৩১

সেই ব্রাহ্মণকে আমি স্নান করিয়া সম্যক্ সমাহিত হইয়া (এই ভূমি) দিলাম; ইহার যাহা ফল তাহা পিতামাতার এবং আমার পরলোকে যেন প্রাপ্য হয় ॥৩২

ইহার সীমা পূর্ব্বে কোপ্পা (৮) এবং গরু পারাপারের পথ। পূর্ব্বদক্ষিণে জাম ও বেলের গাছ।

---

(১) **সুকৃতাত্মনঃ** শব্দটি হর্ণলি সাহেব দেবধরের বিশেষণ করিয়াছেন; অনুবাদ করিয়াছেন—soul of good works.

(২) **দেবানাং প্রিয়ঃ** এই বিশেষণটি অশোকের লিপিতে দেখা যায়। [পরন্তু অলুক্ সমাস হইলে ইহার অর্থ হয় 'মূর্খ' (**দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্খে** সিদ্ধান্তকৌমুদী)। এস্থলে অলুক্ সমাস না হওয়াতে তাদৃশ কোন কদর্থের অবকাশ নাই।]

(৩) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন (having) in due time taken a title!

(৪) হর্ণলি সাহেব যে ইহা পড়িতে না পারিয়া ভুল করিয়াছেন তাহা সংস্কৃত পাঠ বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি অনুবাদ করিয়াছেন—like the sun and the moon. (তাঁহার পাঠ **অহস্সোম**)।

(৫) মূলে **নাশিতদোষং** শ্লিষ্ট। দোষা রাত্রি, আলোক পক্ষে; দোষ অবিনয় প্রভৃতি, পুত্র পক্ষে।

(৬) 'কথানিষ্ঠ' শব্দের অনুবাদে হর্ণলি সাহেব লিখিয়াছেন—skilled in sacred recitation.

(৭) বিষুব কাল দুইটি—এক, আশ্বিনের শেষ দিন—অপর, চৈত্রের শেষ দিবস। উত্তরায়ণ কাল বলিয়া দানাদিতে চৈত্র সংক্রান্তিই (মহামহোপাধ্যায় ৺ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয়ের মতে) প্রশস্ত এবং এই শাসন ঐ দিনেই বোধ হয় প্রদত্ত হইয়াছিল।

(৮) ডাঃ হর্ণলি বলেন, ইহা কূপ শব্দের অপভ্রংশ; সংস্কৃত লিপিতে মূল সংস্কৃত শব্দ ছাড়িয়া অকারণ অপভ্রংশ কেন ব্যবহৃত হইবে ইহার কারণ দেখা যায় না। 'বাপী' প্রভৃতি শব্দের বেলায় ত কোনও অপভ্রংশ দেখা যায় না। কোপ্পা বোধ হয় কোনও খাল বা ছোটনদীর নাম, তাই তৎসঙ্গে গোসন্তারের উল্লেখ দেখা যাইতেছে।

দক্ষিণে বড় আলি এবং সুবর্ণদারু(১)বৃক্ষ দক্ষিণপশ্চিমে আমগাছ। পশ্চিমে বড় আলি এবং শিমুলগাছ। পশ্চিমোত্তরে বড় বটগাছ এবং দিদ্দেসা (২) জলাশয়। উত্তরে সেব (২) বাপীর অর্দ্ধাংশ। উত্তর-পূর্ব্বে পুষ্করিণী এবং পাকুড়গাছ। ইতি সংবৎ অষ্টমে।

(১) সুবর্ণদারু সম্ভবতঃ পীতদারু অর্থাৎ দারুহরিদ্রা। (দেবদারু এমন কি সরলও বুঝাইতে পারে; পরন্তু সরল সাধারণতঃ সমতল ক্ষেত্রাদির সীমায় দেখা যায় না।)

(২) শাসন পাঠে ডাঃ হর্ণ্‌লি **দিদ্দেস** ও **সেব** পড়িয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন, The names Diddesa (lord of Didda) Seva (Saiva) are not quite certain. অর্থাৎ দিদ্দেস স্থলে দিদ্দেশ এবং সেব স্থলে শৈব হইলেও হইতে পারে। দিদ্দ বা দিদ্দা নামটি কোনও বাজ্ঞীরও হইতে পারে। (গৌড় লেখমালায় ধর্ম্মপালের মাতার নাম ছিল দেদ্দদেবী।) তৎপ্রতিষ্ঠিত শিবের নাম 'দিদ্দেশ' হওয়া এবং ঐ শিবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বাপী অতঃপর 'শৈব' বাপী নামে উল্লেখিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু হর্ণ্‌লি সাহেব যাহা **দিদ্দেস** পড়িয়াছেন তাহার শেষ অক্ষর **স**এ স্পষ্ট আকার রহিয়াছে; অতএব মনে হয় এই শব্দটি বাপীর অসমস্ত বিশেষণ, তাই আকারান্ত। তবে এই আকারটাও ভ্রমতঃ হইতে পারে। ফলতঃ শাসনের এই শেষ পঙ্‌ক্তিটির অক্ষরগুলি অস্পষ্ট; ইহাতে দুএকটি শব্দ অশুদ্ধরূপে খোদিত হওয়াও সম্ভাব্যই বটে।

রত্নপালের প্রথম তাম্রশাসন।

(বড়গাঁও লিপি)

আলোচনা।

দরঙ্গ জেলার তেজপুর সবডিবিশনের অন্তর্গত বড়গাঁও মৌজায় নাহোরহাবি গ্রামের কোনও কৃষীবলের নিকটে এই শাসনখানি পাওয়া গিয়াছে। ঠিক কোন জায়গায় ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। ঐ কৃষকের পিতামহ নাকি উহা পাইয়াছিল। মহামতি মিঃ (পশ্চাৎ স্যর্ এডোয়ার্ড্) গেইট্ বাহাদুর ঐ শাসন ১৮৯৭ অব্দের এপ্রিল মাসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। ডাঃ হর্ণ্লি সাহেব ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া সোসাইটির জর্ণেলের ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের প্রথম খণ্ডে ৯৯ পৃষ্ঠাবধি ইহার বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। (১) ১৩২২ সালের রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১ম সংখ্যায় ইহার বঙ্গানুবাদ সহ একটি প্রবন্ধ বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

এই শাসনের আকৃতি ইত্যাদি প্রায় বলবর্ম্মার শাসনেরই অনুরূপ—সেইরূপ, তিনখানি ফলক (২) সিলযুক্ত অঙ্গুরীয়ক দ্বারা গ্রথিত—৪ পৃষ্ঠা লেখা। প্রথম ফলকে ১৭, দ্বিতীয় ফলকের দুই পৃষ্ঠায়—প্রতি পৃষ্ঠায় ২০ পঙ্ক্তি করিয়া ৪০ পঙ্ক্তি এবং তৃতীয় ফলকে ১৫, সর্ব্বসমেত ৭২ পঙ্ক্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। লিপিতে ভ্রম প্রমাদ অনেক, ডাক্তার হর্ণ্লির পাঠেও বহু অশুদ্ধি লক্ষিত হইয়াছে। যথাস্থানে ঐ সকল প্রদর্শিত হইবে।

রত্নপালের সময় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এই শাসন খানি তদীয় রাজত্বের ২৫শ অব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল।

বাজসনেয়ী (শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়) কাণ্বশাখার পরাশর গোত্রজ দেবদত্তের পুত্র গঙ্গদত্তের ঔরসে শ্যামায়িকা দেবীর গর্ভে সমুৎপন্ন বীরদত্তনামক শাস্ত্রবিদগ্রগণ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিষুপদী সংক্রান্তি দিবসে এই শাসনোক্ত ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ভূমি লৌহিত্যের উত্তর কূলে এয়োদশগ্রাম বিষয়ান্তঃপাতী বামদেবপাটকাপকৃষ্ট ভূমি সমেত লাবুকুটি ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল এবং ইহাতে ২০০০ (দ্রোণ) ধান্য উৎপন্ন হইত।

শাসনরচয়িতা রত্নপালের সভাপণ্ডিত অতীব বিদ্বান্ ও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন—রচনায় পদ্যে গদ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শাসনের রাজ প্রশস্তিতে গদ্যাংশের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ডাঃ হর্ণ্লি লিখিয়াছেন, The fact that about one half of the royal genealogy is

---

(১) সিল্সহ শাসনের ফলকগুলির চিত্রও তৎসঙ্গে সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(২) প্রত্যেকখানি ফলক দৈর্ঘ্যে ১০½ ইঞ্চি প্রস্থে ৬¼ ইঞ্চি।

in prose suggests that the writer's literary powers were not equal to the task of versifying the whole. (১) বলা আবশ্যক, এইরূপ অভিযোগ নিতান্তই অসমীচীন। রাজপ্রশস্তিতে গদ্যপদ্যময়ী চম্পূ বা বিরুদের (২) একটা যে বিশেষত্ব আছে—তাহা হর্ণ্‌লি সাহেব বোধ হয় জানেন না—জানিলে এইরূপ বলিতে সাহসী হইতেন না। বরং আমরা বলিব গদ্যাংশের দ্বারা রচনা বেশ জমকালো গোচের হইয়াছে। শাসন রচয়িতার উপর ডাক্তার ব্লক্ আর একটি অভিযোগ করিয়াছিলেন। তিনি বাণভট্টের হর্ষচরিত গ্রন্থের দুএকটি উপমার প্রতিধ্বনি শাসনের গদ্যাংশে দেখিয়া ইহা অপহরণ (plagiarism) বলিয়াছেন। আমরা তাহা মনে করিতে পারিনা। মহাকবি বাণভট্ট গদ্যরচনায় চাতুর্য্যের চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; সংস্কৃত ভারতীর ভাণ্ডারে এমন উপমাদি কমই আছে—বাণভট্ট যাহা ব্যবহার করেন নাই। (৩) তাই সেই মহাকবির অনুসরণ করিয়া কিছু লিখিতে গেলেই রচনায় তদ্ব্যবহৃত দুই একটা শব্দের বা বাক্যের ছায়াপাত হইবে—ইহা অপ্রত্যাশিত কিছুই নহে। বরং শাসনরচয়িতা যে অদ্বিতীয় গদ্যকবি বাণভট্টের রচনার ঝঙ্কার স্বীয় লেখার প্রতিধ্বনিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রশংসার বিষয়। অথচ মনে রাখিতে হইবে যে শাসনের রচয়িতা বিদ্যালয়ে অধ্যেতব্য কোনও কাব্য লিখিতে বসেন নাই—একটা দানপত্রের এবারত মাত্র করিয়াছিলেন। ফলতঃ কামরূপশাসনাবলীর মধ্যে রত্নপালের শাসনখানির রচনা পরিপাটী সর্ব্বোত্তম বলিয়াই গণ্য হওয়া উচিত। (৪)

(১) J. A. S. B. Part 1—1898. p. 100.

(২) গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতি র্বিরুদমুচ্যতে সাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(৩) বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্ব্বম্ অর্থাৎ জগতে এমন কিছুই নাই যাহা বাণভট্ট তাঁহার রচনার অন্তর্ভূক্ত করেন নাই; এইরূপ যাঁহার প্রশংসাবাদ প্রচলিত রহিয়াছে—তাঁহার তুলনায় মৌলিকতাবিচার নিতান্তই অসম্ভাবিত।

(৪) স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুরও তদীয় History of Assam গ্রন্থে রত্নপালের এই শাসনখানির বিশিষ্ট মর্য্যাদাবিধান করিয়াছেন। কেবল এই শাসনেরই সিল্‌সহ একটি (প্রথম) ফলকের চিত্র গ্রন্থের প্রথম ভাগে এবং আদ্যন্ত সমগ্রের ইংরেজী অনুবাদ পরিশিষ্টে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।

শাসনের পাঠ।

(প্রথম ফলক)

পঙ্‌ক্তি

১। স্বস্তি। দ্রষ্টেব প্রতিবিম্বকৈ(১)র্জ্জগতী(:) স্বৈর্মূ্ত্যসম্পন্নিধৈঃ
সৌবশ্বীব (২) গতিং শুভাং প্রকটয়ন্দুর্যোনি-

২। শান্তাণ্ডবীম্ (৩)।
এবং যঃ পরমাত্মবদ্ পৃথুগুণো হ্যেকো (৪) প্যনেকী (৫) ভবন্
প্রাকাম্যন্দধদেব ভাতি ভুবনে

৩। স (৬) স্তাৎ (৭) শ্রিয়ে শঙ্করঃ ॥ ১ (৮)
মূর্দ্ধা কিং বহতীহ (৯) শীতকরকক্ কিং (১০) স্ফাটিকী বিস্তুতিঃ

---

(১) মূলে আছে প্রবিম্বকৈ ; সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ নিত্রু ষ্টে বপুবিম্বকৈ ; শাসন পাঠক ডাঃ হর্ণ্‌লি দ্র ও প্র কে ত্রু ও পু পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন।

(২) মূলে আছে সৌবশ্বৈব। ডাঃ হর্ণলি সৌবশ্বৈব কল্পনা করিয়াছেন ; তাহাতে ভাল অর্থও হয় না, ব্যাকরণগত দোষও ঘটে। 'স্ব' স্থলে 'সৌ' হইতেই পারে না। সৌসৌম্বৈরগতিং এরূপ পাঠও কথমপি কল্পিত হইতে পারে ; পরন্তু এখানে একটি স্বর আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া মনে হয়।

(৩) এখানে যাহা ম্ পড়া হইল, তাহা এই শাসন লিপিতে বহুশঃ (এবং রত্নপালের অপর শাসনেও দুই একস্থলে) রহিয়াছে ; ইহা দেখিতে আধুনিক (বাঙ্গলা) অনুস্বারেরই প্রায় অনুরূপ ; পরন্তু অন্যবিধ অনুস্বারের সঙ্গে পার্থক্য দেখাইবার জন্য ইহা সর্ব্বত্রই ম্ লেখা হইয়াছে। তবে একস্থানে—ষষ্ঠ শ্লোকে— মন্দম্ স্থলে ম্ ঠিকই আছে।

(৪) মূলে আছে গুণোহ্যেকো ডাঃ হর্ণ্‌লি পড়িয়াছেন গুণোহহো ; কোনও অভিধানে অহহ শব্দ পান নাই, এই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়া তিনি অশুদ্ধি শোধনের কোনও চেষ্টা করেন নাই।

(৫) মূলে আছে অনেকীনে (৬) মূলে আছে স

(৭) ডাঃ হর্ণ্‌লি ইহা স্তাৎ করিয়া ভুবনেষ্যস্তাৎ এইরূপ পড়িয়াছেন। কিন্তু এস্থলে যে অস্তু স্থলে স্তাৎ হইয়াছে (পাণিনি ৭।১।৩৫ তুহ্যো স্তাতঙ্ ক্ষাশিষ্যন্যতরস্যাম্), তাহা ধারণাকরিতে পারেন নাই। এখানে স্তাৎ ও শ্রিয়ে সন্ধিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মূলানুসরণে তাহা করা হইল না। (সুপদ্মমতে নাকি এরূপ স্থলে সন্ধি বৈকল্পিক।)

(৮) শার্দ্দুলবিক্রীড়িত বৃত্ত। ২য়, ১০ম ও ১১শ শ্লোকেও এই বৃত্ত।

(৯) মূলে আছে বহতিহ (১০) মূলে আছে কর্কী

किंवाघौघ (১) विभेदनै-

৪। कनिरता शक्ति (:) शुभा शाङ्करी (২)।

यस्यापाङ्गतिमित्यवेत्य जनता जायेत (৩) धन्या द्रुतं

पायात् स प्रणिह-

৫। त्य सर्व्वकलुषं लौहित्यसिन्धुर्जगत्॥ २

धरां हरेरुद्धरतः किराकृते (:)

पयोधिमग्ना(:) नरकोसुरांश-

৬। क(:) (৪)।

स सूनुरासीत् (৫) सुरयोषिदब्जिनी (৬)

श्रियम्प्रती (৭) न्दूयितमेव येन हि॥ ৩ (৮)

यश्चावलेति जरतीति भियायुते-

৭। ति

मूढ़ेति बन्धुरहितेति विपद्गतेति।

हित्वादितिं (৯) स (म) वजित्य सुरानहार्षीत्

तत् कु-

৮। ण्डले (১০) सुरयशोमहसी (১১) इवाग्र्यै (১২)॥ ৪ (১৩)

कान्तामुखे ब्र्यंहुविधाविव (১৪) वीरवृन्दै

स्तेजस्विभी-

---

(১) মূলে আছে **কিম্বাঘৌঘ**; ডাঃ হর্ণ্‌লি পড়িয়াছেন **কিম্বাঘৌঘ**। (২) মূলে আছে **শঙ্করী**

(৩) মূলে আছে **যাযেত** (৪) মূলে আছে **নারকোস্তরান্সক** (৫) মূলে আছে **রাষীত্**

(৬) ডাঃ হর্ণ্‌লি **ভিজয়ী** স্থলে **ভ্রিয়ী** কল্পনা করিয়া তাহাতে একটি অনুস্বার বসাইতে উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতে সদর্থের ব্যাঘাত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার অর্থ করিতে গিয়া ডাক্তার ব্রহ্মকেও জড়াইয়াছেন, অথচ মূলে স্পষ্টই **ভজ** রহিয়াছে।

(৭) মূলে আছে **শ্রীয়ম্প্রতি** (৮) বংশস্থবিল বৃত্ত। (৯) মূলে আছে **হিত্বাদিতী**

(১০) মূলে আছে **কুণ্ডলেন** (১১) মূলে আছে **মহসী** (১২) মূলে আছে **বাগ্র্যে**

(১৩) বসন্ততিলক বৃত্ত। ৫-৮, ১৩-১৫ সংখ্যক শ্লোকেও এই বৃত্ত।

(১৪) মূলে আছে **ব্ব্যঁকুবিধাবিব**; ডাঃ হর্ণ্‌লি **বিধাবিব** কল্পনা করিয়া প্রকৃত অর্থের হানি ঘটাইয়াছেন।

৯। रविगणानिव सन्दधाने।

प्रागज्योतिषे (১) वसदसौ प्रवरे पुराणां

दोर्द्दर्प्पं (২) सम्भ्ररण- (৩)

১০। चारुतरार्ज्जितश्री (:) ॥ ৫

युद्धे पुरातन हतीह्रगुण(:) पितेति

यावद्विचिन्त्य कृपया स

১১। चचार मन्दम्।

तावद्धरिस्तमनयद्दिव (৪) मातितांसो-

स्तेजांस्य (৫) ह्यो नुरिह (৬) नो गणना-

১২। स्ति बन्धौ ॥ ৬

धीरस्तत स्ततयश (:) पटगुण्ठिताशो (৭)

यश्चापि रक्तमकरोद्भुवनं गुणौघैः।

भव्यः स भूरिविभ-

১৩। वो भगदत्तनामा

तस्यात्मज (:) क्षि(ति) धुरां विभराञ्चकार ॥ ৭

वज्रीव निर्ज्जितरिपु(:) पृथुवज्रकान्तिः

स्वोर्ज्जार्ज्जवा-

১৪। र्ज्जितजगज्जयलब्ध (৮) कीर्त्ति(:)।

---

(১) মূলে আছে ज्योतिसे

(২) दोर्दप्प ; কিন্তু ‘প’এর দ্বিত্বদ্বারাই রেফাক্রান্তত্ব সূচিত হইতেছে।

(৩) মূলে আছে संचरण। (এইরূপ অন্যত্রও বর্গের পঞ্চম বর্ণ স্থানে ং আছে)।

(৪) মূলে আছে मनयदिव (৫) মূলে तान्सो स्तेजान्स्य (অর্থাৎ অনুস্বার স্থলে ন্) আছে।

(৬) ডাঃ হর্ণলি এস্থলে লিখিয়াছেন—here 'r' (र) is inserted to avoid a hiatus in nu iha ; কোন্ ব্যাকরণের কোন্ সূত্রানুসারে তাহা লিখেন নাই ; এই ‘नुः’ যে नृ শব্দের ষষ্ঠীর এক-বচনের রূপ, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

(৭) ডাঃ হর্ণলি गुणिठतांसो পড়িতে বলিয়াছেন এবং অনুবাদ করিয়াছেন, ‘Whose shoulder was girt with the mantle of far-reaching glory’।

(৮) মূলে আছে :

राज्यन्तदाप रुचमस्तमिते सरांशौ (১)
भ्रातुः श्रियीव बलवानिह (२) वज्रदत्तः
১৫। ॥ ৮
एवं वंश(৩)क्रमेण क्षि(ति)मथ(৪)निखिलां भुञ्जता(ं) नारकाणां
राज्ञा(ं) म्लेच्छाधिनाथो विधिचलनवशादेव ज-
১৬। ग्राह राज्यम्।
शालस्तम्भ(ः) क्रमेस्यापि हि नरपतयो विग्रहस्तम्भमुख्या
विख्याता(ः) सम्बभूवु द्विगुणि(त) दशता-
১৭। संख्यया संविभिन्ना (ः) ॥ ৯ (৫)
निर्वंशं नृपमेकविंशति (৬) तमं श्रीत्यागसिंहाभिध- (৭)
न्तेषां वीक्ष्य (৮) दिवङ्गतं पुनर-

(দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা)

১৮। हो भौमो हि नो युज्यते (৯)।
स्वामीति (১০) प्रविचिन्त्य तत् प्रकृतयो भूभाररक्षाक्षमं
सागन्ध्यात् परिचक्रिरे नरप-
১৯। ति(ं) श्रीब्रह्मपालं हि यं ॥ ১০
एकोसौ जितवान् रिपून् (১১) समिति भो(ः) किं नाम चित्र(ं)न्विदं (১২)
अत्रोदाहरणं हरो ह-
২০। रि रहो भीष्मादयोन्येपि(১৩)हि।
इत्थं (১৪) सम्परिमृश्य यस्य हि भटा(ः) स्थानस्थितस्य द्विषां
विस्वप्स्वपि विद्र-

(১) মূলে আছে সরান্সা (র এর নীচে উকারের ন্যায় অথবা একটি চিহ্ন দৃষ্ট হয়।)
(২) মূলে আছে বলবান্নিহ (ডাঃ হর্ণলি সম্ভবতঃ ইহা শুদ্ধ মনে করিয়া সংশোধন করেন নাই।)
(৩) এস্থলে (এবং পরবর্ত্তী শ্লোকেও) মূলে বস্ত্র আছে।
(৪) মূলে আছে ক্ষিমথ (৫) স্রগ্ধরাবৃত্ত। (৬) মূলে আছে 'বিংসতি'
(৭) মূলে আছে সিংহাসিধ (৮) মূলে আছে তেষাম্বীক্ষ্য (৯) মূলে আছে যুজ্যতে
(১০) মূলে আছে স্বামিতি (১১) মূলে আছে জিতবান্নৃপুন্ (১২) মূলে আছে নির্দং
(১৩) মূলে আছে 'অনেপি' (১৪) মূলে আছে ইথং

২১। येण महताम्यर्थ्यं (১) सदा मेनिरे ॥ ১১

विभवफलविलासास्वादजाताभिलाष (ः)

स युवतिमुपयेमे या-

২২। नुरागाज्जनेषु (২)।

अवनिकुलसमुत्थ (৩) क्ष्मापसंप्राप्त(৪)लक्ष्म्याः

स्थितमिव कु(৫)लदेवीनामधेयम्बभार ॥ ১২ (৬)

২৩। रत्नोपमानरपति(ः) (৭) स्वगुणै र्म्महार्हान्

यः पालयेदिति जनै रवगम्य सम्यक्।

नीतः प्रसिद्धिमिह ते-

২৪। न सकीर्त्तनेन

श्रीरत्नपाल इति सूनु रजायतास्यां ॥ ১৩

दुर्वारवैरिकरिकुम्भभिदाभवास्र-

स्रोतोव-

২৫। हाहतिचलत्कॅरिमुक्तिकाभः।

यद्युद्धभूर्व्विपणिवत्कृतपाद्मरागा(৮)

शोभिष्ट (৯)

২৬। वीर वणिजा(') निकरैः प्रकीर्णा ॥ ১৪

सिंहासनेऽथ नरका(১০)न्वयजाब्जभानु (')

संवेश्य

---

(১) মূলে আছে अर्घ्यन्सदा (২) মূলে আছে जानुरागाजनेषु (৩) মূলে আছে समुथ

(৪) মূলে আছে संप्राप्त। ডাঃ হর্ণ্লি মূলে संप्राप्त পড়িয়া শুদ্ধ পাঠ संप्राप्त बलेन। কিন্তু ইহাতে শ্লোকের অন্বয়ই হয় না।

(৫) মূলে কুতে অযথা একটা একার রহিয়াছে। (৬) মালিনী বৃত্ত।

(৭) মূলে আছে रत्नोपमानरपति ; ডাঃ হর্ণ্লি रत्नोपमो नरपतिः পাঠ করিয়াছেন। রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনেও रत्नोपमो পাঠই আছে। কিন্তু रत्नोपमान् হইলেই সঙ্গত অর্থ হয়।

(৮) মূলে पाद्मरागी আছে। (হর্ণ্লি সাহেব पद्मरागी পাঠ করিয়াছেন।)

(৯) মূলে शोभोत আছে। অপর শাসনে शोभेत দেখাযায়।

(১০) মূলে আছে श्रा नरका

২৭। तं (১) दिवमगादकलङ्कगाण्डः।
कालोचितं विचरितुं हि महानुभावाः
संविद्र-
২৮। ते (২) हि गुणदोषविदो भवस्य ॥ १८
निशितासिमरीचिमञ्जरीजटिलभुजबल वि-
২৯। जितनरपतिशतो(৩)पायनीकृतसमदगजघटाकटस्यन्दि(৪)दानाम्बुशीकरासा-
৩০। रसमुपशमितसन्तापं सकलारिकटकलुण्टनलम्पट (৫) सुभटबाहुविटपाटवी-
৩১। सङ्कटमपि महाजननिवासयोग्यं। (৬)समदसुन्दरीस्मितसुधाधवलितसौधशि-
৩২। खरसहस्रान्तर्हित (৭) तरणिमण्डलम्। मलयाचलस्थली(৮)रुहकानन-
मिवानेकभोगि (৯) शतसेवितं। नभो-
৩৩। वर्त्मेव वा(১০)वासवबुधगुरुकाव्यालङ्कारम्। कैलासगिरिशिखरमिव परमेश्वरा-
धिष्ठानं। वित्तेशनिषेवित·(১১)
৩৪। ञ्च। यत्र शाकक्रीड़ाश(কু)निद्रूढ़पञ्जरेण गुर्ज्जराधिराजप्रज्वरेण (১২)
दुर्द्दान्त (১৩) गौड़ेन्द्रकरिकूटपाकलेन
৩৫। केरलेशाचल(১৪) शिलाजतुना वाहिकताथिकातङ्क (১৫) कारिणा दाक्षिणात्य

---

(১) মূলে আছে सम्वेश्यताम् (২) মূলে আছে सम्विद्रिते (৩) মূলে আছে सतो

(৪) মূলে আছে स्यान्दि (৫) মূলে আছে लुम्पट

(৬) '।'—এইরূপ ছেদ মধ্যে মধ্যে আছে; ইহাতে বাক্যের বিরাম না বুঝিয়া যতিমাত্র বুঝিতে হইবে।

(৭) মূলে আছে अन्तहत ; পাঠ अन्तरित হইতেও পারে।

(৮) মূলে আছে स्थलि (৯) মূলে আছে भोगी

(১০) ডাঃ হর্ণ্‌লি वत्सेवा পাঠ করিয়াছেন।

(১১) মূলে আছে निसेवित (১২) মূলে আছে प्रजरेण

(১৩) এস্থলে পূর্ব্বে যেন অন্য কিছু লিখিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ তদুপরি दुर्द्दान्त লেখা হইয়াছে।

(১৪) মূলে আছে केरलेशाचला। [রত্নপালের অপর তাম্রশাসনে এস্থলে (এবং অন্যত্রও অনেক স্থলে) বহু ভুল রহিয়াছে; সমস্তের উল্লেখ অনাবশ্যক বিবেচিত হইল।]

(১৫) মূলে আছে वाहिकताहकातङ्क ; অপর শাসনেও वाहिक আছে—কিন্তু তাহাতে ताहक নাই। [ডাঃ হর্ণ্‌লি वाह्लीक পাঠ করিতে বলেন; পাণিনি ৪।১।৮৫ সূত্রের বার্ত্তিক—बहिषष्टिलोपः × × ईकञ्च च— দ্বারা वाह्लीक সিদ্ধ হয়। কিন্তু হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে (ভূমিকাণ্ডে) वाह्लिकाष्टकनामानः রহিয়াছে।]

दौर्गिपतिराजयद्मणा (১) स्व-

৩৬। पितरातिपत्ततया क्षितिपवक्षःकपाटपटेनेव प्राकारेणावृतप्रान्त(২)मुन्मद-
कलहंस (৩) कामिनीकु-

৩৭। लकुणितपेशलमरुन्मन्दान्दोलितोर्म्मिशीकरै रुपशमितापावृतसौधशिखराधि-
रूढ़सुन्दरीसुर-

(দ্বিতীয় ফলক—দ্বিতীয়

৩৮। तोत्सवायासेन कैलासकरिदुकूल(৪)कदलिकापटेनानेक(৫)नागेशकामिनी-
विभ्रममणिदर्प्पणे-

৩৯। न लौहित्याम्भोधिना विराजमानं। माननीयमनेकमनुज(৬)पतिसार्थानाम्
यथार्थाभिधानं

৪০। प्रागूज्योतिषेषु (৭) दुर्ज्जयाख्यपुरमध्युवास। तत्र च जड़ता हारयष्टिषु
नेन्द्रियेषु चञ्चलता हरि-

৪১। षु न मानसेषु भङ्गुरता भ्रूविभ्रमेषु न प्रतिपन्नेषु सोपसर्ग्गता धातुषु न
प्रजासु वामता कामि-

৪২। नीषु स्खलितं मधुमदमुदितकामिनीगतिषु नि(ः) स्पृहता दोषकारिषु
निरत्ययमधुपानासक्ति (৮) र्म-

৪৩। धुकर(৯)कुलेषु अत्यन्तं प्रिया(১০)नुवर्त्तनं रथाङ्गनामसु पिशिता- (১১)
शिता श्वापदेषु तत्र वासवा(১২)वा-

---

(১) মূলে আছে जन्मना (অপর শাসনে আছে जद्मणा)

(২) মূলে আছে प्रान्त (৩) মূলে আছে हन्स (৪) মূলে আছে दुकुल

(৫) মূলে আছে पटेनेक

(৬) মূলে আছে मनज; হর্ণ্‌লি সাহেব मनक পড়িয়া मानक পাঠ প্রস্তাব করিয়াছেন।

(৭) মূলে আছে प्राग्ज्योतिषेष; ডাঃ হর্ণ্‌লি प्राग्ज्योतिषेश(ः) পাঠ কল্পনা করিয়াছেন—বোধ হয় अध्युवास ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদের অভাব দেখিয়া। এরূপস্থলে অনায়াস বোধ্য কর্ত্তৃপদ উহ্য থাকা দোষাবহ নহে।

(৮) মূলে আছে शक्ति (৯) মূলে আছে मधुकरकर (১০) মূলে আছে पृया

(১১) মূলে আছে पिषिता (১২) মূলে আছে वासपा

৪৪। सस्पर्द्धिनि (১)विधुरिव विवर्द्धितशीलवेलाजलधिमण्डलः शत्रुसरसी (২) दर्शितपद्मापहारश्च मार्त्त-

৪৫। ण्ड इव भूभृच्छिरोनिवेशितपादः कमलाकरोद्भासनलालसश्च (৩) परमेश्व-

৪৬। रोपि कामरूपानन्दी(৪)भौमान्वयोप्युल्लासितदानवारिः पुरुषोत्तमोप्यज- (৫)

৪৭। नार्द्दन(ः) वीरोपि मत्तेभ(৬)गामी यस्य (৭) च मन्मथोन्माथिरूपम् (৮) तिरस्कृता (৯) म्भोधि-

৪৮। गाम्भीर्य्यम् (১০) जगद्विजयाशंसि (১১) धैर्य्यं (১২) स्कन्दास्कन्दिवीर्य्यं यश्चार्ज्जुनो यशसि (১৩) भी-

৪৯। मसेनो युधिकृतान्तः क्रुधि दावानलो विपक्षवीरुधि शशधरो वियानभसि म-

৫০। लयानिलः सुजन (১৪) सुमनसि सूर्य्योरितमसि उदयाचलो मित्रोद्गम-सम्पदि य (ः)।

৫১। महाराजाधिराजश्रीब्रह्मपालवर्म्मदेवपादानुध्यातपरमेश्वरपरमभट्टारको

৫২। महाराजाधिराजः श्रीरत्नपा(ल)वर्म्मदेवः कुशली ॥*॥ उत्तरकूले त्रयोदश-ग्रामविषयान्तःपाति वा-

(১) মূলে আছে स्पर्द्धिनी (২) মূলে আছে सत्रु सरसा

(৩) মূলে আছে लासश्च ; ডাঃ হর্ণ্‌লি लास পাঠ করিতে বলেন ; কিন্তু অপর শাসনে लालसश्च রহিয়াছে—শুদ্ধ পাঠ लालसश्चই হইবে।

(৪) মূলে আছে नन्दि (৫) মূলে प्यद আছে।

(৬) মূলে मत्तेह আছে ; তবে ह ও भ খুবই সদৃশ। (৭) মূলে আছে यसा

(৮) অন্য শাসনে ইতঃ প্রভৃতি এইরূপ আছে, स च मन्मथोन्माथिरूपी

(৯) মূলে আছে तीरस्कृता (১০) মূলে আছে गांभीर्य्यम् (১১) মূলে আছে शनुसि

(১২) মূলে আছে वीर्य्यं ; কিন্তু ইহাতে, অব্যবহিত পরেই वीर्य्यं থাকাতে, পুনরুক্তি দোষ হয়। উভয় স্থলেই অপর শাসনে वैर्य्यं পাঠ আছে,—वैर्य्यं কে धैर्य्यं পাঠ করা যাইতে পারে (প্রাচীনলিপিতে ব ও ধ খুবই সদৃশ)।

(১৩) মূলে यशषि আছে। ইহার পরে অপর শাসনে भीष्मो धनुषि আছে ; সম্ভবতঃ এই শাসনে লিপিকর প্রমাদ বশতঃ তাহা লিখিত হয় নাই।

(১৪) হর্ণ্‌লি সাহেব सुजनु পড়িয়াছেন, কিন্তু न এর নীচে যাহা দেখা যায় তাহা উকার নহে—न অক্ষরের একটা টান মাত্র ; অপর শাসনেও सुजनই আছে।

৫৩। मदेवपाटकापकृष्टभूमिसमेतलाद्युकुटि क्षेत्रे(১)धान्यहिसहस्रोत्पत्तिकभूमौ। यथायथं समुपस्थि-

৫৪। त ब्राह्मणादिविषयकरणव्यवहारिकप्रमुखजानपदान् राजराज्ञीराणकाधि-कृतानन्यानपि रा-

৫৫। जन्यक (২) राजपुत्रराजवल्लभप्रभृतीन् यथाकालभाविनोपि सर्व्वान् माननापूर्व्वकं समादिशति विदितम(स्तु)

৫৬। भवतां भूमिरियं वा(৩)स्तुकेदारस्थलजलगोप्रचारायस्कराद्युपेता यथासंस्था स्वसीमोद्देश(৪)पर्य्यन्ता

৫৭। हस्तिबन्धनौकाबन्धचौरोद्धरणदण्डपाशोपरि(৫)करनानानिमित्तो(৬)त्खोटन हस्त्यश्वोष्ट्रगोमहिषाजावि-

(তৃতীয় ফলক)

৫৮। क(৭) प्रचारप्रभृतीनां वि(৮) निवारितसर्व्वपीड़ा शासनीकृत्य(৯) ॥ पाराश(১০)रोऽभूद्भुवि देवदत्तः का-

৫৯। ण्वोऽग्रजो वाजसनेयकाग्र्यः।
आसाद्य यं वेद(১১) विदां पराद्ध्यं त्रय्या कृतार्थायितमेव सम्य-

৬০। क् ॥ ১৬ (১২)
अग्न्याहित (১৩) स्तस्य बभूव सूनुः सद्रुद्रदत्तो गुणशीलशाली।
यं वीक्ष्य षट्कर्म्मरतं द्विजेशं (১৪)

---

(১) মূলে আছে ক্ষেত্রা ; ডাঃ হর্ণলি ক্ষেত্রায়াং করিয়া ভূমৌ এর বিশেষণ করিতে চান ; ইহা নিতান্তই অনাবশ্যক।

(২) মূলে আছে রাজনক (৩) মূলে আছে বিয়স্বা (৪) মূলে আছে মোদেশ

(৫) মূলে আছে পরী (৬) মূলে আছে নিবিত্তো

(৭) পূর্ব্ববর্ত্তী ফলকের শেষের দু একটি অক্ষর বড়ই অস্পষ্ট ; পরন্তু গোমহিষাজাবিক এই পাঠই যেন রহিয়াছে। (ডাঃ হর্ণলি বি স্থানে তি পড়িয়াছেন।) ।

(৮) মূলে আছে প্রভৃতীনাম্নি (৯) মূলে আছে শাসনিকৃত্য

(১০) মূলে আছে পারাস (১১) মূলে আছে বস্বেদ

(১২) ইন্দ্রবজ্রা বৃত্ত ; ১৭শ ও ১৯শ শ্লোকেও এই বৃত্ত। (১৩) মূলে আছে আগ্ন্যাহিত

(১৪) মূলে আছে দ্বিজেষং। দ্বিজেন্দ্র পাঠও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৬১। भृग्वादिषु प्रत्ययितो जनौघः ॥ १७

श्यामायिका तस्य बभूव पत्नी पतिव्रता शीलगुणो(प)पन्ना।

उप्रेन्दु-

৬২। लेखेव विराजते या विशुद्धरुपा तमसो निहन्त्री (১) ॥ १৮ (২)

अस्याम(৩) भूच्छ्लाघ्यविदां धुरीण स्तस्तः (৪)

৬৩। सुतोऽघात् खलु धीरदत्तः।

यं प्राप्य धर्म्माश्रयमुन्नबुद्धिं कालः कलि र्न्यकृतवद्बभूव ॥ १९

संक्रान्तौ

৬৪। विष्णु (৫) पद्याख्ये पञ्चविंशाब्द्राज्यके।

तस्मै दत्ता मया पित्रो र्यशःपुण्यया-

৬৫। य आत्मनः (৬) ॥ २० (৭)

सीमा पूर्व्वेण वृहद्दाल्याम् शाल्मलीवृक्षः। पूर्व्वदक्षिणेन रू-

৬৬। पिगणपाटी (৮) नौसीम्नि खरतटस्थशाल्मलीवृक्षः। दक्षिणेन तन्नौसीम्नि

৬৭। बदरीवृक्षः। दक्षिणपश्चिमेन तन्नौ(৯)सीम्नि काशिम्बलवृक्षः। पश्चिमेन

৬৮। खरतटस्थाश्वत्थ (১০) वृक्षः। पश्चिमग। उत्तरग वक्रेण क्षेत्रालि(:) काशिम्ब-

৬৯। लावृक्षश्च। पश्चिमोत्तरेण क्षेत्राल्याम् हिज्जलवृक्षः। पूर्व्वग। उत्तरग व-

৭০। क्रेण क्षेत्रालि। (১১) शाल्मलीवृक्षौ। पुनः पूर्व्वगदक्षिणगवक्रेण क्षेत्रालि। काशिम्बल वृक्षौ। कि-

৭১। ञ्चित् पूर्व्वग। दक्षिणग वक्रेण क्षेत्रालि। शाल्मली वृक्षौ। उत्तरेण

(১) মূলে আছে निहन्त्रीं (২) ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্র বজ্রার মিশ্রণে উপজাতি বৃত্ত।

(৩) মূলে আছে आस्यांम (৪) মূলে আছে स्ततः

(৫) মূলে আছে विष्नु (৬) মূলে আছে आत्मनम् (৭) অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্ত।

(৮) ডাঃ হর্ণ্‌লি पाठी পড়িয়াছেন। (৯) মূলে আছে तनौ (১০) মূলে আছে अश्व

(১১) এই স্থলে (এবং অপর দু এক স্থলেও) '।' ছেদ চিহ্ন '-' (হাইফেন) সদৃশ যোজকচিহ্ন মনে করিতে হইবে। ডাঃ হর্ণ্‌লি এই স্থলে ':' দিয়া (क्षेत्रालिः পৃথক্ করিয়া) शाल्मलीवृक्षौর অনুবাদ করিয়াছেন a pair of Salmali trees. আমার বোধ হয়, ঈদৃশ অর্থ ঈপ্সিত হইলে এইরূপ থাকিত क्षेत्रालिः शाल्मलीवृक्षौ च—যেমন পশ্চিম সীমার বর্ণনায় क्षेत्रालि (ः) काशिम्बलावृक्षश्च রহিয়াছে।

বৃহ (১) দ্বাল্যাং কাশিম্বলম্বু-

৭২। দঃ। উত্তরপূর্ব্বেণ বৃহদ্দাল্যাং বেতসবৃন্দশ্চেতি ॥

(হস্তিমূর্ত্তিসমন্বিত সিলের পাঠ) (২)

স্বস্তি প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি-

মহারাজাধিরাজশ্রীরত্ন-

পালবর্ম্মদেবঃ ॥

অনুবাদ।

যিনি (আপন) নখমধ্যে (প্রতিফলিত) নিজের প্রতিবিম্বে (স্বীয়) নৃত্যসম্পদ্‌বিধির দ্রষ্টার ন্যায় (বিরাজমান), সৌবশ্বারূঢ়ের (৩) ন্যায় অবিরত শুভ তাণ্ডবগতি প্রদর্শনপূর্ব্বক দৃশ্য হইতেছেন, (৪) এইরূপে যিনি প্রাকাম্য(৫) ধারণপূর্ব্বক পরমাত্মার ন্যায় এক হইয়াও বিশালগুণবশতঃ অনেক হইয়া ভুবনে প্রতিভাত হইয়াছেন, সেই (নটেশ্বর) শঙ্কর (সকলের) শ্রীর কারণ হউন (৬) ॥ ১

এখানে কি মূর্ত্তিমতী চন্দ্রকৌমুদী প্রবাহিত হইতেছে? অথবা স্ফটিকরাশি গলিত হইয়াছে? কিংবা শুভঙ্করী শাঙ্করীশক্তি পাপরাশিবিনাশার্থে একাগ্রভাবে নিরত রহিয়াছেন? যাঁহার জলপ্রবাহ

(১) মূলে আছে বৃহ

(২) অক্ষরগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট—ডাঃ হর্ণ্‌লির পাঠই গৃহীত হইল; ইহা বোধ হয় আনুমানিক পাঠই হইবে। দ্বিতীয় শাসনের সিলের পাঠে ঈষৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহাতে সর্ব্বাদৌ ৎ চিহ্ন এবং স্বস্তির পর প্রাগ্জ্যোতিষাধিপত্যন্বয়ো রহিয়াছে।

(৩) সুন্দর অশ্বযুগল হইলে জাত অশ্বের নাম সৌবশ্ব। (পা—৭।৩।৩)

(৪) যিনি দ্রষ্টা তিনিই দৃশ্য—ইহাতে অদ্বৈত তত্ত্ব সূচিত হইতেছে।

(৫) প্রাকাম্য ষড়ৈশ্বর্য্যের একতম; ষড়ৈশ্বর্য্য যথা:—

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।

ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥

প্রাকাম্যম্ ইচ্ছানভিঘাত ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত অমরটীকা।

(৬) ডাঃ হর্ণ্‌লি শ্লোকটী শুদ্ধরূপে পড়িতে না পারায়, অনুবাদও ভালরূপে করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপ দ্বিতীয় শ্লোকে এবং অন্যত্রও মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছে। (বাহুল্য বশতঃ ঈদৃশস্থলের অনুবাদের ভুল প্রদর্শিত হইল না।)

(সম্বন্ধে) এইরূপ মনে করিয়া জনতা ধন্য হইতে পারে (১) সেই লৌহিত্যসিন্ধু সত্বর সমস্ত কলুষ ধ্বংস করিয়া জগৎ রক্ষা করুন ॥ ২

পয়োধিমগ্না ধরার উদ্ধারকারী শূকররূপী হরির নরক (নামে) অসুরাংশক এক পুত্র ছিলেন, তিনি সুরাঙ্গনা (রূপ) পদ্মিনীগণের শোভা বিষয়ে চন্দ্রের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন (২) ॥৩

তিনি দেবগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া 'ইনি অবলা, বৃদ্ধা, ভয়যুক্তা, মূঢ়া, বন্ধুরহিতা, বিপদ্‌-গ্রস্তা' এইসকল কারণে অদিতিকে ছাড়িয়া দিয়া দেবগণের শ্রেষ্ঠ যশঃ ও তেজঃ সদৃশ (৩) তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪

কান্তামুখ সমূহদ্বারা যাহা বহু চন্দ্র বিশিষ্ট এবং তেজস্বী বীরবৃন্দহেতু যাহা বহু রবিসমন্বিত বলিয়া মনে হইত (৪) সেই পুরশ্রেষ্ঠ প্রাগ্‌জ্যোতিষে তিনি (নরক) বাস করিয়া ভুজদর্পে সঞ্চরণপূর্ব্বক (স্বকীয়) রাজ্যলক্ষ্মীকে সুচারু সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন (৫) ॥ ৫

'সতত প্রদীপ্তগুণ (হইলেও) পিতা এক্ষণে পুরাতন হইয়া পড়িয়াছেন,' এই চিন্তা করিয়া কৃপাহেতু নরক যখন যুদ্ধে মন্দভাবে বিচরণ করিয়াছিলেন (৬) তখনই শ্রীহরি তাঁহাকে স্বর্গারূঢ় করিয়াছিলেন ; হায়, যে ব্যক্তি তেজোবিস্তারে সমুৎসুক তাঁহার বন্ধুগণনা কোথায় ? (৭) ॥ ৬

অতঃপর তাঁহার ভগদত্তনামা আত্মজ ভুবনভার বহন করিয়াছিলেন ; তিনি ধীর, ভব্য ও বহু ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ছিলেন ; তাঁহার বিস্তৃত যশঃপটদ্বারা (সমস্ত) দিক্‌ অবগুণ্ঠিত হইয়াছিল ; এবং তিনি (স্বীয়) গুণসমূহদ্বারা সমগ্রভুবন অনুরক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭

---

(১) ডাঃ হর্ণ্‌লি **জনতা আয়েত ধন্যা দ্রুতম্‌** ইহার অনুবাদ করিয়াছেন the happy population of the country quickly resorts to the river Lauhitya. (মূলে **আয়েত** স্থলে **যায়েত** আছে, তাই বোধহয় resorts to অনুবাদ করা হইয়াছে ।)

(২) অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ে যেমন পদ্মিনীর শোভা লোপ পায়, নরকাভ্যুদয়ে (স্বামীদের নিগ্রহ হেতু) সুরাঙ্গনাগণও তেমনি হতশ্রী হইয়াছিলেন ।

(৩) ডা হর্ণ্‌লি **সুরযশোমহসী ইবাগ্র্যে**র অনুবাদ করিয়াছেন which were precious as being typical of the glory of the Suras.

(৪) স্বর্গে এক চন্দ্র ও এক সূর্য্য ; পরন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষে তদানীং বহুচন্দ্রসূর্য্য থাকায় তাহা স্বর্গাধিক প্রতিভাত হইয়াছিল।

(৫) শ্লোকের শেষ পাদের অনুবাদ ডাঃ হর্ণ্‌লি এইরূপ করিয়াছেন :—after he had acquired prosperity equal in pleasantness to the pride of his arms.

(৬) ডাঃ হর্ণ্‌লি প্রথম পাদের অনুবাদ করিয়াছেন I am grown too old (to engage) in war and my father will gain a brilliant reputation। ডাঃ হর্ণ্‌লি **অচার মন্দং** এর অনুবাদ করিয়াছেন lived carelessly.

(৭) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে গিয়া স্বীয় পুত্রের প্রাণ সংহারেও ক্ষান্ত হন নাই।

সূর্য্য অস্তমিত হইলে অগ্নি যেমন দীপ্তিলাভ করে, তেমনি বলবান্ বজ্রদত্ত ভ্রাতার (১) (নিধনান্তে) সেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন; তিনি ইন্দ্রেরন্যায় জিতশত্রু ও বিশাল বজ্রের ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট ছিলেন; এবং স্বীয় উৎসাহ ও আর্জ্জবদ্বারা জগজ্জয় সাধনপূর্ব্বক কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৮

এইরূপে বংশানুক্রমে সমগ্র পৃথিবী পালনকারী নরকবংশীয়গণের রাজ্য দৈবগতি বশতঃ ম্লেচ্ছাধিপতি শালস্তম্ভ অধিকার করিয়াছিলেন; ইহারও বংশে পুরুষানুক্রমে বিগ্রহস্তম্ভ প্রভৃতি বিখ্যাত নৃপতিগণ সম্ভূত হইয়াছিলেন—(যাঁহাদের) সংখ্যা দশের দ্বিগুণতা (বিংশতি) দ্বারা বিভেদপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৯

তাঁহাদের একবিংশতিতম শ্রীত্যাগসিংহ নামক নৃপতিকে নির্ব্বংশ অবস্থায় স্বর্গারূঢ় (হইতে) দেখিয়া, 'পুনশ্চ আমাদের নরকবংশীয় রাজারই প্রয়োজন' এই চিন্তা করিয়া, তাঁহার প্রজাগণ (নরকবংশীয়দের) জ্ঞাতিত্ব হেতু ভূভার বহনসমর্থ যে শ্রীব্রহ্মপালকে রাজা মনোনীত করিয়াছিল ॥ ১০

সেই (ব্রহ্মপাল) একাকী রিপুদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন—ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কারণ ইহার উদাহরণ হর, হরি, ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যেরাও (বটেন); এইরূপ বিবেচনা করিবার পর তদীয় যোদ্ধৃগণ যখন দেখিল (রাজা) স্বস্থানে অবস্থিত (অথচ) শত্রুগণ আটদিকে বিষম পলায়নপর (তখন) তাহারা সদাই আশ্চর্য্যবোধ করিত (২) ॥ ১১

ঐশ্বর্য্যমূলক বিষয়বিলাসের আস্বাদনে অভিলাষী হইয়া তিনি (জনৈক) যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন—যিনি প্রজানুরাগ বশতঃ ভৌমকুলজাত নৃপতি (৩) সমাশ্রিত লক্ষ্মীর (অচল) অবস্থান (সূচকই) যেন 'কুলদেবী' এই নাম ধারণ করিয়া করিয়াছিলেন ॥ ১২

ইহাতে 'শ্রীরত্নপাল' এই নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন; 'এই নরপতি স্বীয়গুণে রত্নোপম মহামান্য ব্যক্তিদিগকে পালন করিবেন,' প্রজাগণ যেন ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া তদ্বোধক সংজ্ঞাদ্বারা(৪) ইহাকে প্রসিদ্ধ করিয়াছিল ॥ ১৩

---

(১) বনমালদেবের এবং বলবর্ম্মার শাসনেও এইরূপই (অর্থাৎ বজ্রদত্ত ও ভগদত্তের ভ্রাতা) দেখা যায়। এতদ্বিষয়ে ভূমিকা (কামরূপ রাজাবলী) দ্রষ্টব্য।

(২) অর্থাৎ তাঁহার এতাদৃশ বীরত্ব খ্যাতি ছিল যে তিনি যুদ্ধে না গিয়া আপন আবাসে অবস্থিত থাকিলেও ভয়ে শত্রুগণ দিক্ বিদিক্ পলায়ন করিত। ডাঃ হর্ণ্‌লি এতদুপলক্ষে বলেন Brahmapal appears to have been of mild and peaceful disposition; and this is the way that the poet expresses the fact. ইহাই কি এই শ্লোকের তাৎপর্য্য?

(৩) **অবনিকুলসমুত্থ্যের** অনুবাদ ডাঃ হর্ণ্‌লি করিয়াছেন sprung from any (noble) family of the world!

(৪) **তেন সংকীর্ত্তনেন** ডাঃ হর্ণ্‌লি অনুবাদ করিয়াছেন, by him (অর্থাৎ ব্রহ্মপাল) who had such reputation. যদি তাহাই হইত তবে **অক্রিয়ন্ত** এই অণিজন্ত ক্রিয়াপদ কেন? ফল কথা মূলে

তাঁহার যুদ্ধভূমি, দুর্ব্বার শত্রু হস্তিগণের কুম্ভভেদজাত শোণিতস্রোতস্বতীর আঘাতে সঞ্চালিত গজমুক্তাসমূহদ্বারা এবং বীর (রূপ) বণিক্‌সমূহেরদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া, সুবহু পদ্মরাগ (১) মণিবিশিষ্ট মণিকারবিপণির ন্যায় শোভমান হইত ॥ ১৪

অনন্তর নরকবংশীয় (রূপ) কমলগণের ভাস্করস্বরূপ তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া অকলঙ্ক বীর (২) (ব্রহ্মপাল) স্বর্গগমন করিলেন। ফলতঃ সংসারের গুণ ও দোষজ্ঞাতা মহানুভব ব্যক্তিগণ কালোচিত আচরণ করিতে নিশ্চয়ই জানেন (৩) ॥ ১৫

সুতীক্ষ্ণ খড়্গ প্রভা মঞ্জরী বিজিত শত শত নরপতি কর্ত্তৃক উপহৃত মত্তগজ শ্রেণীর গণ্ড রক্ষিত মদ জল কণ বর্ষণ দ্বারা যাহার (৪) উষ্ণতা দূরীভূত হয়; সমস্ত শত্রু শিবির লুণ্ঠন পটু যোদ্ধৃ বর্গের বাহুরূপ শাখাকীর্ণ অরণ্যসদৃশ নিবিড় হইলেও যাহা মহাজনগণের বসতি যোগ্য; মত্ত সুন্দরীগণের হাস্যরূপ সুধা দ্বারা ধবলিত সহস্র সহস্র সৌধশিখর কর্ত্তৃক যে স্থানে সূর্য্যবিম্ব সমাচ্ছাদিত হইয়া থাকে; মলয় পর্ব্বতভূমি জাত (চন্দন) বনের ন্যায় যাহা বহুশত ভোগীর (৫) আবাস স্থল; আকাশ পথের ন্যায় যাহা বুধগুরু কাব্যালঙ্কার যুক্ত; (৬) কৈলাস পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় যাহা পরমেশ্বরের (৭) অধিষ্ঠান ভূমি

রত্নোপমো এই প্রথমান্ত পাঠ ব্যবস্থা করিয়া এবং 'সকীর্ত্তন' শব্দের অর্থ না বুঝিয়া শ্লোকটীর প্রকৃত মর্ম্ম তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

(১) মূলে 'পাদ্মরাগ' শব্দে সমূহার্থে অণ্‌ প্রত্যয় থাকায় 'সুবহু পদ্মরাগ' অর্থ করা হইল। (সমূহার্থ প্রত্যয় প্রয়োগের কারণ দ্ব্যর্থপ্রকাশ। পাদ্মরাগ শব্দের অপরার্থ পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মী সম্বন্ধীয় অনুরাগ, যুদ্ধ ভূমি রক্তাক্ত গজমুক্তাচ্ছলে রত্নপালের প্রতি লক্ষ্মীর অনুরাগকেই ধারণ করে।)

(২) **অকলঙ্কগণ্ডঃ** এই স্থলে 'গণ্ড' শব্দটিতে বোধ হয় শ্লেষ আছে। এক অর্থ বীর—অপর কপোল; এই অপরার্থে দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে; অতি বার্দ্ধক্য বশতঃ চর্ম্মলোলতা দ্বারা যাঁহার গণ্ডস্থলে কলঙ্করেখাপাত হয় নাই; অথবা, জরা নিবন্ধন যাঁহার গণ্ডলোম শ্বেত হওয়ায় তাহা কলঙ্ককালিমা বিবর্জ্জিত হইয়াছিল।

(৩) এই শ্লোকের দ্বারা সূচিত হয় যে ব্রহ্মপাল আসন্নকাল অনতিদূরবর্ত্তী বোধ করিয়া পুত্রকে সিংহাসন প্রদানপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিয়া **বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং** নৃপগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

(৪) অর্থাৎ দুর্জ্জয়াখ্যপুরের; পরে তাহা আছে।

(৫) ভোগী শ্লিষ্ট; এক অর্থে 'বিষয়ভোগকারী' অপর অর্থে 'সর্প'।

(৬) 'বুধগুরু কাব্যালঙ্কার' আকাশপথ পক্ষে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহদ্বারা শোভিত; দুর্জ্জয়াপুর পক্ষে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠগণের কাব্য ও অলঙ্কার আলোচনার স্থান।

(৭) 'পরমেশ্বর' উভয়ত্র মহাদেব; দুর্জ্জয়াপুরেও শিবমন্দির ছিল। অথবা 'পরমেশ্বর' পরম ভট্টারক স্বয়ং রাজাও (দুর্জ্জয়া পক্ষে) হইতে পারেন; কেননা একটু পরেই আছে **পরমেশ্বরোঽপি কামরূপানন্দী**।

এবং বিত্তেশ (১) কর্ত্তৃক নিষেবিত ; শক রাজ রূপ ক্রীড়াপক্ষীর দৃঢ় পঞ্জর স্বরূপ, (২) গুর্জ্জরাধিপতির জ্বরসদৃশ, দুর্দ্দান্তগৌড়াধিপতিরূপ হস্তীর কূটপাকলপ্রতিম, (৩) কেরলেশ্বররূপপর্ব্বতের শিলাজতুতুল্য,(৪) বাহ্লিক ও তায়িক (৫) রাজের আতঙ্ক জনক, দাক্ষিণাত্য ভূপতিগণের রাজযক্ষ্মোপম, অরিংক্ষ-ক্ষয়করণ হেতু নৃপতির বক্ষঃকবাটস্থ বজ্রসদৃশ—প্রাকারের দ্বারা যাহার প্রান্তভাগ আবৃত হইয়াছে; উন্মত্ত কলহংসীকুলের শব্দযুক্ত মনোহর সমীরণ কর্ত্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত বীচিশীকরদ্বারা উন্মুক্ত সৌধশিখরে আরূঢ় সুন্দরীগণের সুরতোৎসবজনিত পরিশ্রমের উপশময়িতা, কৈলাসপর্ব্বতরূপ হস্তীর পট্টবস্ত্ররচিত পতাকা স্বরূপ এবং সুবহু সুরেন্দ্রাঙ্গনার(৬)মণিময় বিলাস দর্পণসদৃশ সমুদ্রোপম লৌহিত্য কর্ত্তৃক যাহা শোভমান হইয়াছে—অনেক নরপতিসঙ্ঘের সম্মাননীয় সেই সার্থকনাম দুর্জ্জয়া (৭) সংজ্ঞক প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য (স্থিত) পুরে (সেই রাজা) বাস করিতেন। যে স্থলে জড়তা (৮) হারাবলিতে (পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু) ইন্দ্রিয়ে নহে; চঞ্চলতা

---

(১) 'বিত্তেশ' কৈলাসপক্ষে কুবের ; দুর্জ্জয়াপক্ষে ধনাঢ্যব্যক্তি; অথবা বিখ্যাত রাজগণ।

(২) ইহা এবং এতৎ পরবর্ত্তী কতিপয় শব্দ প্রাকারের দুর্ভেদ্যতাসূচক বিশেষণ।

(৩) 'কূটপাকল' হস্তি-জ্বর বিশেষ। ডাঃ হর্ণ্‌লি এই বাক্যটির অনুবাদ করিয়াছেন, (fit) to give fever to the heads of the untameable elephants of the chief of Gauda !

(৪) 'শিলাজতু'—পাহাড়ের ঘর্ম্ম সদৃশ ; দুর্জ্জয়ার প্রাকারও কেরলেশ্বরের ঘর্ম্মজনক। বলা আবশ্যক যে শিলাজতুর অপর নাম 'শিলাজ্বর'। (কেরলের আধুনিক নাম মালাবার।)

(৫) 'বাহ্লিকে'র নাম মহাভারতে (বাহীকরূপে) কর্ণপর্ব্ব ৪৪শ অধ্যায়ে আছে—

পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যেঽন্তরাশ্রিতাঃ।

তান্ ধর্ম্মবাহ্যানশুচীন্ বাহীকান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৭

তাহাতে বাহ্লিক বর্ত্তমান পঞ্জাবের দিকে ছিল ইহাই প্রতীত হয়। 'তায়িক' তৎসমীপস্থ কোনও রাজ্যের নাম ; ডাঃ হর্ণ্‌লি বলেন 'তাজিক'। হেমচন্দ্র কৃত অভিধানচিন্তামণিতে (ভূমিকাণ্ডে) আছে :—

জালন্ধরা স্ত্রিগর্ত্তাঃ স্যু স্তায়িকা স্তর্জিকাভিধাঃ।

কশ্মীরাস্তু মাধুমতাঃ সারস্বতা বিকর্ণিকাঃ ॥২৪

বাহ্লিকাশ্চক্কলানামানো × × × × ইত্যাদি।

ইহাতেই প্রমাণিত হয় জালন্ধর, কাশ্মীর ও বাহ্লিকের নিকটেই তায়িকের সংস্থান ছিল; তাই শাসনেও **বাহ্লিকতায়িক** একত্র উল্লেখিত হইয়াছে।

(৬) শাসনপাঠে (৩৮ পঙ্‌ক্তিতে) **নাকেয়কামিনী** স্থলে ভ্রমতঃ **নাগেয়কামিনী** ছাপা হইয়াছে।

(৭) ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে **দুর্জ্জয়া** (আকারান্ত) নাম আছে, তাহাই এস্থলেও গৃহীত হইল।

(৮) [এখান হইতে শাসনলিপিতে বাণভট্টাদির অনুকরণে শ্লেষমিশ্র পরিসংখ্যাতিশয়োক্তিরূপক প্রভৃতির ছড়াছড়ি হওয়াতে অনুবাদে বাধ্য হইয়া এইরূপ স্থলে মূলের শব্দ অব্যাহত রাখিতে হইয়াছে।] 'জড়তা'—হার পক্ষে শীতলতা ; ইন্দ্রিয়পক্ষে জাড্য, অপটুতা।

বানরে(১)—মনে নহে; ভঙ্গুরতা ভ্রূবিলাসে—অঙ্গীকৃত (বিষয়ে) নহে; উপসর্গ(২)যুক্ততা ধাতুতে—প্রজাতে নহে; বামতা(৩)(কেবল)কামিনীগণে, স্খলন (৪) মধুমদানন্দিতনারীগণের গতিতে, নিঃস্পৃহতা দোষকারীতে, (৫) নির্বাধ মধুপানাসক্তি (৬) মধুকর সমূহে, অতিশয় প্রিয়ানুবর্ত্তন চক্রবাকে (এবং) মাংসাহার শ্বাপদে (দেখা যায়), সেই ইন্দ্রধামস্পর্দ্ধি নগরে (অবস্থিত) যিনি চন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলরূপ জলধির শীলরূপ বেলা বর্দ্ধিত করিয়াছেন(৭) এবং শত্রুরূপ সরোবরের পদ্মাপহার(৮) প্রদর্শন করিয়াছেন, সূর্য্যের ন্যায় যিনি ভূভৃদ্গণের শীর্ষে (৯) পাদ বিন্যাস করিয়াছেন এবং কমলাকরোদ্ভাসনে (১০) লোলুপ বটেন; পরমেশ্বর হইলেও যিনি কামরূপের আনন্দকারী (১১); নরকবংশীয় হইলেও যিনি দানবারির উল্লাসকারী(১২); যিনি পুরুষোত্তম হইলেও অ-জনার্দ্দন(১৩); বীর হইলেও মত্তহস্তিগামী(১৪);

---

(১) 'হরি' শব্দে অনিল (বায়ু) বাজি (অশ্ব) প্রভৃতি চঞ্চল আরো দুইএকটা বুঝাইলেও চাপল্যে প্রসিদ্ধ বানরই উদ্দিষ্ট বোধ হয়।

(২) 'উপসর্গ'—ধাতুপক্ষে প্র-পরাদি; প্রজাপক্ষে উপদ্রব।

(৩) 'বামতা'—বক্রভাব; কিন্তু কামিনীপক্ষে সৌন্দর্য্য।

(৪) 'স্খলন'—ধর্ম্মভ্রংশ; কিন্তু এস্থলে পদস্খলন মাত্র।

(৫) দোষকারী হইবার স্পৃহা কাহারও হইত না—সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবার জন্য স্পৃহয়ালু হইতে বাধ্য হইত। ডাঃ হর্ণ্লি অনুবাদ করিয়াছেন;—covetousness only in evil-doers!

(৬) 'মধু'—মকরন্দ ও সুরা; মধুকরপক্ষে মকরন্দ; ব্যাবর্ত্তনীয় অর্থে সুরা।

(৭) অর্থাৎ চন্দ্র যেমন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসদ্বারা সমুদ্রের বেলা (নীর)বর্দ্ধন করে, রাজাও মণ্ডলের (মিত্ররাজাদির) শীলবর্দ্ধন করিয়াছেন। ডাঃ হর্ণ্লি অনুবাদ করিয়াছেন, He makes his virtues to wax, as the moon makes the encircling ocean to wax.

(৮) এখানে 'পদ্ম' কমল এবং নিধি এই দুই অর্থে ব্যবহৃত; অথবা শত্রুপক্ষে, 'পদ্মা' লক্ষ্মী, তাঁহার অপহারও হইতে পারে। চন্দ্র সরোবরের কমলশোভা যেমন অপহরণ করে, তেমনি রাজা শত্রুর ধন বা লক্ষ্মী অপহরণ করিয়াছেন।

(৯) সূর্য্যপক্ষে পর্ব্বতশিখরে, রাজপক্ষে ভূপগণের মস্তকে।

(১০) 'কমলাকর'—এক অর্থে পদ্মশোভিত সরোবর, অপরার্থে কমলের অর্থাৎ তাম্রের) অথবা কমলার (লেবুর) আকর; 'উদ্ভাসন' প্রকাশ এবং আবিষ্কার।

(১১) 'পরমেশ্বর' (মহাদেব) কামের রূপ বিনষ্ট করিয়াছিলেন—কিন্তু ইনি (রাজাধিরাজ অতএব) 'পরমেশ্বর' হইলেও কামরূপদেশের আনন্দকারী অথবা কামরূপে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

(১২) নরক অসুরাংশক—অতএব দানবগণের মিত্র; তদ্বংশীয় হইলেও ইনি 'দানবারি'র অর্থাৎ ভগবানের (অথবা দেবতামাত্রের) ভক্ত হইয়া আনন্দবিধান করিয়াছেন। ডাঃ হর্ণ্লি 'উল্লাসিত দানবারি'র অনুবাদ করিয়াছেন, delights in being the enimy of the Danavas (or Demons)!

(১৩) 'পুরুষোত্তম' ও 'জনার্দ্দন' নারায়ণেরই নামভেদ; কিন্তু রাজা পুরুষোত্তম (নরশ্রেষ্ঠ) হইলেও জনার্দ্দন অর্থাৎ প্রজাপীড়ক নহেন।

(১৪) 'বীর' শব্দের অন্য অর্থ গতিহীন, (**বিগত ঈরো গতির্যস্য**)। গতিহীনের মত্তগজগমন অসম্ভব; বীরশব্দের বিক্রান্ত অর্থে তাহার সঙ্গতি।

যাঁহার রূপ মন্মথাভিভাবী, গাম্ভীর্য্য সমুদ্র হইতেও অধিক, ধীরত্ব জগদ্বিজয়সূচক, বীর্য্য স্কন্দেরও পরাভবকারী; যিনি যশে অর্জ্জুন, (১) যুদ্ধে ভীমসেন, (২) ক্রোধে কৃতান্ত, (৩) বিপক্ষ-বল্লীতে দাবানল, বিদ্যাকাশে শশধর, সজ্জনসুমনঃ (সম্বন্ধে) মলয়পবন, (৪) শত্রু রূপ অন্ধকারে সূর্য্য, (৫) মিত্রোদয়(৬)সম্পদে উদয়াচল (স্বরূপ); সেই—মহারাজাধিরাজ শ্রীব্রহ্মপাল বর্ম্মদেব চরণানুধ্যাত—পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলী শ্রীরত্নপাল বর্ম্মদেব।

উত্তর কূলে ত্রয়োদশগ্রাম বিষয়ান্তর্গত বামদেবপাটকাপকৃষ্টভূমি সমেত লাবুকুটি ক্ষেত্রে(৭)

---

(১) এখানে অর্জ্জুন শব্দে শ্লেষ আছে; অর্জ্জুন—পার্থ এবং ধবল। **ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ** কবি সময় সিদ্ধ। [ইহার পরে অপর শাসনে অছে, **ভীষ্মো ধনুষি**—ধনুঃ প্রয়োগে ভীষ্ম; এখানেও শ্লেষ আছে ভীষ্ম—গাঙ্গেয় এবং ভীষণ।]

(২) 'ভীমসেন': শ্লিষ্ট; বৃকোদর এবং ভীম (ভয়ানক) সেনা বিশিষ্ট।

(৩) এখানেও শ্লেষ—যম এবং নাশকারী।

(৪) 'সুমনঃ' অর্থ পণ্ডিত এবং পুষ্প; মলয় পবন পুষ্পের সৌরভ বহন করিয়া প্রচার করে, রাজাও সাধু ও পণ্ডিতগণের যশোবিস্তারে সহায় বটেন।

(৫) ডাঃ হর্ণ্‌লি অনুবাদ করিয়াছেন Sun in eclipsirg his enemies.

(৬) এখানে 'মিত্র' শব্দে শ্লেষ আছে, সুহৃৎ এবং সূর্য্য।

(৭) ডাঃ হর্ণ্‌লি 'অপকৃষ্ট ভূমি'র অনুবাদ করিয়াছেন inferior land এবং 'লাবুকুটিক্ষেত্রে'র—fields with clusters of gourd. কোনও ব্রাহ্মণকে খারাপ জমি দানকরা পুণ্যাবহ না হইয়া পাপজনক কার্য্যই হয়; এবং অলাবুসমাকীর্ণ ক্ষেত্র ধান্যোৎপাদক বলিয়া বর্ণিত হওয়াও সম্ভাব্য নহে। 'লাবুকুটি' ক্ষেত্রের সংজ্ঞা মাত্র। 'অপকৃষ্ট' শব্দ পালবংশীয়দের প্রায় সকল শাসনেই দৃষ্ট হয় এবং ইহার অবশ্যই সঙ্গত অর্থ একটা ছিল।

মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব্ব—প্রথম অধ্যায়ে আছে:—

পিত্র্যং হি রাজ্যং বিদিতং নৃপাণাং যথাপকৃষ্টং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রৈঃ ॥ ১৫

মিথ্যোপচারেণ × × × ×

পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্য দুর্য্যোধনাদি কপট পাশায় এক প্রকার কাড়িয়া নিয়াছিলেন। শাসনে অপকৃষ্ট শব্দে তাদৃশ কাড়িয়া নেওয়ার ভাব অবশ্যই নাই—তবে বোধ হয় অর্থ এই যে, যে জমি অপরের দখলে ছিল, রাজা দখলকারক হইতে তাহা খারিজ করিয়া আনিয়া ব্রহ্মত্রা করিয়া দিয়াছিলেন।

রত্নপালের পৌত্র ইন্দ্রপালের (দ্বিতীয়) শাসনে প্রদত্ত ভূমিবর্ণনায় আছে—

উত্তরকূলে মন্দিবিষয়ান্তঃপাতিপত্তরীভূমিতোপকৃষ্টমান্যদ্বিলহস্তোতুর্পাসিকভূমৌ ॥ (৩৪-৩৫ পঙ্‌ক্তি)

এখানে অপকৃষ্ট শব্দের পূর্ব্বে অপাদানসূচক পদ থাকাতে উপরি লিখিত অর্থই সমর্থিত হইতেছে।

[পরবর্ত্তী ধর্ম্মপালের (প্রথম) শাসনে প্রদত্ত ভূমি সম্বন্ধে গদ্যাংশে আছে—

আলিন্দাপকৃষ্টকম্জিয়ামিদ্বিবিগুমন্তুরপাটকভূমা ॥ (৩১-৩২ পঙ্‌ক্তি)

তাহাই শ্লোকাকারে আছে—

আলিন্দমূলসমন্বিতকম্জিয়াকমিদ্বীভুবান্বিতগুমন্তুরপাটকাখ্যাম্। (২১শ শ্লোক)

এখানে দেখা যাইতেছে যে গদ্যে যে স্থলে 'অপকৃষ্ট' আছে পদ্যে সেই স্থলে 'সমন্বিত' রহিয়াছে; ইহাতে

দ্বিসহস্র ধান্যোৎপত্তিমতী ভূমিতে (১)। (২)

(এই ভূভাগে) পরাশর (গোত্রজ) কাণ্বশাখার বাজসনেয়িগণের অগ্রণী দেবদত্ত (নামক) এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে লাভ করিয়া ত্রয়ী (৩) সম্যক্ কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন ॥ ১৬

তাঁহার আহিতাগ্নি গুণবান্ (ও) চরিত্রবান্ সদগঙ্গদত্ত (নামক) পুত্র ছিলেন; ষট্‌কর্ম্ম(৪)নিরত ইঁহাকে দেখিয়া জনসমূহ ভৃগু প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যয়ান্বিত হইয়াছিল ॥১৭

তাঁহার চরিত্রগুণযুক্তা পতিব্রতা শ্যামায়িকা (নাম্নী) পত্নী ছিলেন; তিনি বিশুদ্ধরূপা ও তমোনাশিনী (হইয়া) উগ্রেন্দুলেখার(৫)ন্যায় বিরাজমানা ছিলেন ॥১৮

ইঁহাতে শাস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রণী পাপভীত বীরদত্ত (নামক) পুত্র জাত হন; ধর্ম্মাশ্রয় ও তীক্ষ্নবুদ্ধি তাঁহাকে পাইয়া কলিকাল অবজ্ঞাতপ্রায় হইয়াছে ॥১৯

ইঁহাকে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি (৬) যোগে রাজত্বের পঞ্চবিংশ বর্ষে মৎকর্ত্তৃক মাতাপিতার (৭) ও নিজের যশঃ ও পুণ্য নিমিত্তে (শাসনীকৃত) ভূমি প্রদত্ত হইল ॥২০

সীমা পূর্ব্বে বড় আলিতে (স্থিত) শিমুল গাছ। পূর্ব্বদক্ষিণে কৃষিগণ পাটস্থিত (ব্যক্তি) গণের নৌসীমায় খরতটস্থিত (৮) শিমুলগাছ। দক্ষিণে সেই নৌসীমায় বদরীগাছ। দক্ষিণপশ্চিমে সেই

'অপকৃষ্ট' অর্থ 'সমন্বিত' করিলে উপরি উদ্ধৃত স্থলগুলির সঙ্গে অসঙ্গতি ঘটিবে; তাই এস্থলে এই অর্থ প্রতীত হইতেছে যে 'ওলিন্দ' সংযুক্ত (কিয়দংশ) ভূমি (খারিজ হইয়া) 'কঞ্জিয়াভিটি' হয় এবং ইহারই এক অংশ 'শুভঙ্করপাটক' নামে সংজ্ঞিত হইয়া ব্রহ্মত্রা হইয়াছিল।]

(১) অর্থাৎ বামদেব পাটক হইতে খারিজ করা জমি সমেত লাবুকুটি নামক ক্ষেত্র—যাহাতে ২০০০ (দ্রোণ) ধান জন্মায়—তাহাতে।

(২) ইহার পর শাসনে লিখিত যে অনুশাসন বাক্য রহিয়াছে, তাহা (দুই একটি শব্দ ছাড়া) পূর্ব্ববর্ত্তী বলবর্ম্মার শাসনের অনুরূপ। তাই ইহার অনুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচিত হইল। (এইরূপ পরবর্ত্তী শাসন গুলিতেও এরূপস্থলে অনুবাদ প্রদত্ত হইবে না।)

(৩) ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের সমষ্টি।

(৪) যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কর্ম্ম।

(৫) উগ্র (প্রখর বা দীপ্ত) শশিকলা যেমন সুন্দর ও তমোনাশক, ব্রাহ্মণী তেমনি রূপসী এবং চরিত্র বলে তমোগুণনাশিনী ছিলেন।

(৬) জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন এই চারিটী মাসের প্রবর্ত্তক সংক্রান্তির নাম 'বিষ্ণুপদী'। অতএব কোন্ মাসে এই শাসন প্রদত্ত হইয়াছিল, বুঝা গেল না। তবে দানাদি কার্য্যে উত্তরায়ণ প্রশস্ত—তাই ফাল্গুন (অথবা জ্যৈষ্ঠ) মাস প্রদ সংক্রমণই অভিপ্রেত বোধ হয়।

(৭) পিত্রোঃ ডা হর্ণ্‌লি অনুবাদ করিয়াছেন, of my father; এটা যে দ্বিবচন, লক্ষ্য করেন নাই।

(৮) ডাঃ হর্ণ্‌লি অনুবাদ করিয়াছেন, standing on the steep bank (of the river

নৌসীমায় কাশিম্বল(১)গাছ। পশ্চিমে খরতটস্থ অশ্বত্থগাছ (এবং) পশ্চিমগামী ও উত্তরগামী বাঁক দিয়া ক্ষেত্রের আলি ও কাশিম্বলাগাছ। পশ্চিমোত্তরে ক্ষেত্রের আলিতে (স্থিত) হিজলগাছ, পূর্ব্বগামী ও দক্ষিণগামী বাঁক দিয়া ক্ষেত্রের আলি ও শিমুলগাছ, পুনশ্চ পূর্ব্বগামী ও দক্ষিণগামী বাঁক দিয়া ক্ষেত্রের আলি ও কাশিম্বলগাছ, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী ও দক্ষিণগামী বাঁক দিয়া ক্ষেত্রের আলি ও শিমুলগাছ। উত্তরে বড় আলিতে কাশিম্বলগাছ। উত্তরপূর্ব্বে বড় আলিতে বেতস (২) গাছ। ইতি

Brahmaputra) by the anchorge of the boats for the pathifish of the rushi class. খরতট 'খাড়াপার' হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে ব্রহ্মপুত্রেরই—তাহার প্রমাণ কি? 'ঋষিগণপাট' সম্বন্ধেও নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা বড়ই সাহসিকের কাজ। 'ঋষি' বা ঋষি ('রুইদাস'স্থ 'রুই' এর সংস্কৃত উচ্চারণ বোধ হয়) পূর্ব্বাঞ্চলে 'মুচি' জাতিকে বলে; তবে ইহারা মাছ মারে না।

(১) 'কাশিম্বল' (বা 'কাশিম্বলা')—ইহার অপর নাম কাশাল্মলী বা কূটশাল্মলী; বাঙ্গালায় ইহাকে কাশিমুলা বলে। (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কৃত 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' দ্রষ্টব্য।) [ঋগ্বেদে (৩।৫৩।২২) **শিম্বলা** শব্দ রহিয়াছে—অর্থ (সায়ণ মতে) শিমুল ফুল; তাই 'কাশিম্বলা'ই সম্ভবতঃ শুদ্ধতর। ধর্ম্মপালের (প্রথম) শাসনে **কাশিম্লা** এবং বাঙ্গালায় 'কাশিমুলা' (বা কাশিমোল্লা) আকারান্তেরই সমর্থক—যদিও এইশাসনে অধিকাংশ স্থলেই নামটি অকারান্ত রহিয়াছে।]

(২) সম্ভবতঃ ইহা 'বেত'ই হইবে। বেত বল্লীজাতীয় হইলেও সীমা নির্দ্দেশক হইতে কোন বাধা নাই। মনু সংহিতায় (৮ম অধ্যায়ে) আছে—

> **সীমাবৃক্ষাংশ্চ কুর্ব্বীত ন্যগ্রোধাশ্বত্থকিংশুকান্।**
> **শাল্মলীস্শালতালাংশ্চ ক্ষীরিণশ্চৈব পাদপান্॥**২৪৬
> **গুল্মান্ বেণূংশ্চ বিবিধান্ শমীবল্লীস্থলানি চ।**
> **শরান্ কুব্জকগুল্মাংশ্চ তথা সীমা ন নশ্যতি॥**২৪৭

['বেতস' নামযুক্ত 'অম্লবেতস'বৃক্ষও আসামে যথেষ্ট জন্মে—বেশ বড় গাছ; ইহাকে বাঙ্গালায় থৈকল—আসামে থেকেরা—বলে। ইহা উদ্দিষ্ট হইলে 'অম্ল' এই বিশেষণ যুক্ত হওয়াই প্রত্যাশিত ছিল।]

রত্নপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসন।

(সোয়ালকুচি লিপি)

আলোচনা।

রত্নপালের এই দ্বিতীয় শাসনখানি কামরূপ জেলায় ব্রাহ্মণবহুল সোয়ালকুচি গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কখন কিরূপে কাহার কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব ইহা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এশিয়াইটিক্ সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। পরন্তু প্রায় সংবৎসর পরে প্রাপ্ত রত্নপালের প্রথমখানির একই সঙ্গে ইহা ডাঃ হর্ণ্‌লি সাহেব কর্তৃক সোসাইটিতে আলোচিত ও তৎপত্রিকায় সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। (১)

এই (দ্বিতীয়) শাসনের ফলক, সিল্ প্রভৃতি প্রথমখানির ফলকাদির সদৃশই, তবে ফলকগুলি আয়তনে একটু বড়—দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিদধিক ১২ ইঞ্চি, প্রস্থে ৮½ ইঞ্চি। শাসনের প্রথম ফলকখানি পাওয়া যায় নাই; এই নিমিত্ত, দ্বিতীয় ফলকের প্রথম পৃষ্ঠা অনাবৃত থাকায়, ঐ পৃষ্ঠার লিপি অনেকটা ক্ষয়িত হইয়া কৃচ্ছ্রপাঠ্য হইয়াছে। পরন্তু ইহাতে বিশেষ ক্ষতি কিছুই হইবে না। কেননা, প্রথম ফলকে এবং দ্বিতীয় ফলকের প্রথম পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছিল, শাসনের সেই অংশ অবিকল প্রথম শাসনেরই অনুরূপ। দুই একটি মাত্র স্থলে সামান্য ইতর বিশেষ যাহা লক্ষিত হয় তাহা লেখকের প্রমাদ বশতঃ ঘটিয়া থাকিবে। (২)

প্রথম শাসনের ফলকগুলির অপেক্ষা এই (দ্বিতীয়) শাসনের ফলকগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ইঞ্চি বৃহত্তর হওয়াতে, এই শাসনের দ্বিতীয় ফলকের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৯ পঙ্‌ক্তিতে যতটা ধরিয়াছে প্রথম শাসনের ঐ পৃষ্ঠায় তাহাতে ২১ পঙ্‌ক্তি লাগিয়াছে। ইহাতে এই অনুমান হইতেছে যে নষ্ট ফলকখানিতেও ১৯ পঙ্‌ক্তিই ছিল; কেননা, দ্বিতীয় ফলকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম পঙ্‌ক্তিতে যাহা আছে, তাহা প্রথম শাসনের ২২শ পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যাইতেছে; অতএব নষ্টফলকের শেষ পঙ্‌ক্তি প্রথম শাসনের প্রথম ফলকের ২১শ পঙ্‌ক্তির সমান।

বোধ হয় তৎকালে নিয়ম ছিল যে একজন ভূপতি যতগুলি তাম্রশাসন দিতেন সকলটিতেই প্রথমভাগে (বন্দনা ও বংশপ্রশস্তিতে) একই কথা থাকিত। (৩) তাই রত্নপালের শাসন-

---

(১) J. A. S. B.—১৮৯৮ অব্দের প্রথম খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠাবধি দ্রষ্টব্য।

(২) প্রথম শাসনের সংস্কৃতাংশের পাদটীকায়, দ্বিতীয় শাসনের সঙ্গে যে যে স্থানে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ লক্ষিত হইতে পারিয়াছে, তাহা যথা সম্ভব দেখান হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে দ্বিতীয় শাসনের লিপিতে ভুল ভ্রান্তি অত্যন্ত অধিক পরিদৃষ্ট হয়—সেই সকল প্রায়শঃ উল্লেখনীয় বিবেচিত হয় নাই।

(৩) রত্নপালের পৌত্র—তদীয় অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা—ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন দুইখানিতেও তাই প্রথমাংশে একই রচনা পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইন্দ্রপালের প্রপৌত্র ধর্ম্মপালের শাসনদ্বয়ে ঐরূপ ঐক্য দেখা

রত্নপালের দ্বিতীয় সোয়ালকুচি তাম্রশাসনের
দ্বিতীয় ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

রত্নপালের দ্বিতীয় সোয়ালকুচি তাম্রশাসনের

দ্বয়ের পূর্ব্বার্দ্ধের রচনায় বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। ইহাতে এই লাভ হইয়াছে যে দ্বিতীয়শাসন খানির প্রথম ফলক নষ্ট হইলেও এবং দ্বিতীয় ফলকের প্রথম পৃষ্ঠা অপাঠ্যপ্রায় হওয়াতেও হানি কিছুই হয় নাই; তবে দ্বিতীয় শাসনখানি সমগ্র থাকিলে প্রথম শাসনে যে সব ভুল ভ্রান্তি আছে তাহা সংশোধনের সুবিধা হইত। এই দ্বিতীয় শাসনখানি রত্নপালের রাজত্বের ২৬শ বৎসরে, অর্থাৎ প্রথম খানির এক বৎসর পরে, আদিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা কলঙ্গা বিষয়ান্তঃপাতী ধান্য ত্রিসহস্রোৎপত্তি-মতী ভূমি যজুর্ব্বেদ কাণ্বশাখার ভারদ্বাজগোত্রীয় বলদেব ভট্টের পুত্র বাসুদেব ভট্টের ঔরসে ছেপ্পায়িকা দেবীর গর্ভজাত কামদেব ভট্টকে প্রদান করা হইয়াছিল।

শাসনের পাঠ।

[প্রথম ফলকটি নাই। ইহাতে যাহা ছিল তাহা প্রথম শাসনেও আছে। দ্বিতীয় ফলকের প্রথম পৃষ্ঠা অতীব অস্পষ্ট; ইহাতে নূতন কিছুই নাই—প্রথম শাসনে যাহা আছে তাহাই। দ্বিতীয় ফলকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় **শ্রীমান্‌রত্নপালবর্ম্মদেবঃ কুশলী ॥ × ॥** এই পর্য্যন্ত প্রথম শাসনেরই অনুরূপ। তৎপরে আছে—]

কলঙ্গাবিষয়ান্তঃপাতিধান্যত্রিসহস্রোত্‌পত্তিকাপকৃষ্ট(১)ভূমৌ—এইটুকু নূতন কথা।

[অতঃপর—**যথাযথং সমুপস্থিত** হইতে **শাসনীকৃত্য** পর্য্যন্ত পুনরপি প্রথম শাসনেরই অনুরূপ। ইহার পরে আছে—]

৫৩ (২)। **ভারদ্বাজসগোত্রো বাজসনেয়শ্চ(৩) কাণ্বশাখোভূত্‌।**

যাইবে না; তবে এই অনৈক্যের কারণও ছিল—ঐ শাসনালোচনায় তাহা সবিশেষ বলা যাইবে। [পরন্তু 'গৌড়লেখমালা'য় দেখা যায়, এক বংশের অনেক ভূপতির শাসনেও বন্দনাদি বিষয়ক প্রথম কয়েকটি শ্লোক অবিকল একই রহিয়াছে—নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল এবং মদনপালের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।]

(১) **ভূমৌ** এর পূর্ব্বে ৫টি অক্ষর অতীব অস্পষ্ট, ডাঃ হর্ণ্‌লি **হলকৃষ্ট** পড়িয়া **হলকৃষ্ট** হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সকল ভূমিই হলদ্বারা কৃষ্ট হয়, তাই এখানে 'হলকৃষ্ট' বিশেষণের কোনও সার্থকতা নাই। রত্নপালের প্রথম শাসনে এবং পরবর্ত্তী অপর প্রায় সকল শাসনেই 'অপকৃষ্ট' শব্দ দেখা যায়; তাই এখানেও ইহাই অনুমিত হইল।

(২) প্রথম ফলকে ১৯টি পঙ্‌ক্তি ছিল—ইহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখিত কারণে নির্দ্দেশ করিতে পারি। দ্বিতীয় ফলকের প্রথমাবধি এই পঙ্‌ক্তির উপরের পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত ৩৩টি ছিল; অতএব ইহার সংখ্যা '৫৩' করা হইল।

(৩) ডাঃ হর্ণ্‌লি **বাজসনেয়শ্চ** স্থানে **বাজসনেয়ীযু** পড়িয়া **যু** স্থানে **শ্রী** হইবে, বলিয়াছেন। কিন্তু **বাজসনেয়ীশ্রী** হইলে মাত্রাধিক্য বশতঃ আর্য্যার গণ ভঙ্গ দোষ হয়।

भट्टोबलदेव इति ख्यात-

৫৪। : श्रुतविनयसम्पन्नः ॥ १६ (१)

आसीत् प्रतिहतनरक्को

बहुविबुधवन्द्यमानचरणयुग्मः।

प्रविकसितकमलनयन (२)

৫৫। स्तत् पुत्रो वासुदेवाख्यः ॥ १७

लक्ष्मीरिव जनसेव्या भार्य्यासीदस्य वल्लभा साध्वी।

च्छेण्पायिकेति विदिता सद्धर्म्मा व-

৫৬। र्णभूषणा रम्या ॥ १८

ताभ्या(३)मजायत सुतो भुवि कामदेवः

शक्त्या मनोरमतया जितकामदेहः।

कीर्त्तिः (४)

৫৭। समस्तभुवनं हि शशाङ्कशुभ्रा

यस्यानिशम्भ्रमति भूरिविभूषितद्यौः ॥ १९ (५)

पित्रोः स्वपुण्यमुद्दिश्य कीर्त्तेश्च सम-

(তৃতীয় ফলক)

৫৮। वाप्तये। (৬)

मया दत्ता द्विजायास्मै राज्ये षड्विंशदब्दिके ॥ २० (৭)

---

(১) (প্রথম শাসনের শ্লোকগুলি এই দ্বিতীয় শাসনেও অবিকল ছিল, তাই ইতঃপূর্ব্বে শ্লোকসংখ্যা ১৫ ধরিয়া ইহা '১৬' করা হইল।) আর্য্যা জাতি; পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটিও আর্য্যায় রচিত; তবে ১৭শ শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধে গণ দোষ ঘটিয়াছে—ষষ্ঠ 'জ' হয় নাই, পঞ্চম (বিষম)গণ 'জ' হইয়াছে; এবং ১৮শ শ্লোকটি গীতি।

(২) এই পদটি হর্ণ্‌লি সাহেব পড়িতে পারেন নাই; একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই পড়া যায়।

(৩) ডাঃ হর্ণ্‌লি ताभ्या পড়িয়াছেন কিন্তু পাঠের কোনও সংশোধন করেন নাই।

(৪) লেখা অস্পষ্ট; ডাঃ হর্ণ্‌লি পড়িয়াছেন कान्तिः। (৫) বসন্ত তিলক বৃত্ত।

(৬) এই পাদের অক্ষরগুলি অতীব অস্পষ্ট; হর্ণ্‌লি সাহেব কোনও পাঠ কল্পনা করেন নাই। প্রথম-শাসনে এইরূপই আছে (पित्रोर्यशः पुण्याय चात्मनः)।

(৭) অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্ত।

अस्या स्सीमा पूर्व्वेण चन्देनौकिन-(১)

৫৯। स्स (২) हसीम्नि इष्टकेन्द्रस्योपरि शर्क्करामूल। (৩) खोड़ाम्र(৪)वृक्षौ। पूर्व्वदक्षिणेन वृक्षपाटिनौकिस-

৬০। हसीम्नि वेतसवृक्षः। दक्षिणेन सधवनौकिसहसीम्नि हिज्जल (৫) वृक्षः। दक्षिणपश्चिमेन भद्राक्ष(ना-)

৬১। म (৬)वृक्षः। पश्चिमेण चन्देनौकिसहसीम्नि अधुनारोपितशाल्मलीवृक्षः। पश्चिमोत्तरेण कलङ्का-

৬২। दण्डदक्षिणपाटः। पूर्व्वगवक्रेण सधवकलङ्कादण्डदक्षिणपाटस्थ-चोरकवृक्षः। दक्षिणवक्रे-

৬৩। ण कुलसोन्तोत्तरपाटः। पूर्व्वगवक्रेण सधवकुलसोन्तोत्तरपाटस्थवरुण-वृक्षः। उत्तरगवक्रेण हिज्ज-

৬৪। लवृक्षः। उत्तरेण दियम्बारजोलोत्तरपाटः। उत्तरपूर्व्वेणालिमस्तकस्थ-वेतसवृक्षश्चेति ॥

(হস্তিমূর্ত্তি সমন্বিত সিলের পাঠ)

২ स्वस्ति प्रागज्योतिषाधिपत्यन्व-
यो महाराजाधिराजश्रीरत्न-
पालवर्म्मदेवः।

(১) মূলে **नौकी** আছে। [**चन्दे** নাম; **नौकिन्** (নৌকা শব্দজ) বিশেষণ; এইরূপ, পরেও (সমাস স্থলে) **नौकी** স্থলে **नौकि** করা হইয়াছে।]

(২) এই অক্ষরটি হর্ণ্‌লি সাহেব পড়িয়াছেন **न्स**

(৩) ডাঃ হর্ণ্‌লি **शवरमूला** পড়িয়া **मूले** পাঠ প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু **ल** এর পরে একটি '.' (ছেদ) রহিয়াছে—আকার নহে। ঈদৃশ ছেদ হাইফেন চিহ্নের ন্যায় বুঝিতে হইবে। (রত্নপালের প্রথম শাসনেও ইহা বহুশঃ দেখা গিয়াছে।)

(৪) মূলে আছে **खोड़ाम्व**

(৫) মূলে আছে **हिज्जल** (দেশ ভাষায় 'হিজল'ই বলা হয়)।

(৬) অক্ষরগুলি বড়ই অস্পষ্ট; হর্ণ্‌লি সাহেব অনুমানতঃ **भयकम** পড়িয়াছেন। দ্বিতীয়অক্ষরটি **द्रा** এবং তৎপরস্থিত অক্ষরটি **क्ष** হইবে বোধ হয়।

অনুবাদ।

[কেবল অভিনব বাক্যগুলিরই অনুবাদ করা হইল]

কলঙ্গা বিষয়ান্তঃপাতী তিন হাজার ধান্যোৎপত্তিক অপকৃষ্ট(১)ভূমিতে (স্থিত)।

ভারদ্বাজ গোত্রীয় কাণ্বশাখার বাজসনেয়ী শাস্ত্রজ্ঞান ও বিনয় সম্পন্ন ভট্ট বলদেব (নামে) খ্যাত জনৈক পণ্ডিত ছিলেন ॥১৬

তাঁহার নরকের প্রতিহন্তা বাসুদেবনামা পুত্র ছিলেন—তদীয় চরণযুগল বহু বিবুধ কর্ত্তৃক বন্দিত হইত এবং চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় (মনোহর) ছিল (২)॥ ১৭

তাঁহার ছেপ্পায়িকা (৩) নামে খ্যাতা প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নী ছিলেন ; তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় লোকের সম্মান ভাজন এবং সতীধর্ম্মপরায়ণা ও উৎকৃষ্ট বর্ণ (রূপ) ভূষণ (৪) দ্বারা রমণীয়া ছিলেন ॥ ১৮

তাঁহাদের কামদেব (নামক) পুত্র পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন—তিনি শক্তিতে ও মনোহারিত্বে কামদেবের দেহকে(ও) পরাজিত করিয়াছেন ; এবং তাঁহার শশিধবল কীর্ত্তি আকাশকে সুবহু বিভূষিত করিয়া সমস্ত ভুবনে অনবরত বিচরণ করিতেছে ॥ ১৯

এই ব্রাহ্মণকে (আমার) রাজত্বের ষড়্‌বিংশ বৎসরে মাতাপিতার ও স্বকীয় পুণ্য উদ্দেশ্যে এবং কীর্ত্তিলাভ নিমিত্তে (এই শাসনীকৃত ভূমি) মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল ॥ ২০

ইহার সীমা, পূর্ব্বে চন্দেনোকীদের সহসীমায় (৫) (স্থিত) ইষ্টকেন্দ্রোপরি শর্করামূল (৬) (এবং)

---

(১) 'অপকৃষ্ট' শব্দের অর্থ পূর্ব্বশাসনেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (এখানে কোন্ জায়গা হইতে প্রদত্ত-ভূমি খারিজ করা হইয়াছে—তাহার উল্লেখ নাই।)

(২) এই শ্লোকে 'নরক' ও 'বিবুধ' এই পদদ্বয়ে শ্লেষ আছে। ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যেমন নরকাসুর বিনাশী, বহুদেববন্দিতপাদ এবং কমলাক্ষ, তেমনি এই ব্রাহ্মণ বাসুদেবও নিষ্পাপ বলিয়া নরকপ্রতিহন্তা, পাণ্ডিত্যবশতঃ বহু বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক বন্দিতচরণ এবং পদ্ম সদৃশ সুন্দর লোচন বিশিষ্ট ছিলেন।

(৩) ইহা যে সংস্কৃত কোন্ শব্দের বিকার তাহা বুঝা গেল না। তবে **শ্রীপ্রাথিতা** এইরূপ একটা কিছু হইতে পারে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ রমণীর এতাদৃশ প্রাকৃত নাম বড়ই আশ্চর্য্য জনক।

(৪) 'বর্ণভূষণা'—ব্রাহ্মণজায়া স্বীয় শারীরিক লাবণ্যদ্বারাই ভূষিতা ছিলেন—অলঙ্কারাদির আবশ্যকতা ছিল না। **ন রম্যমাহার্য্যমপেক্ষতে গুণম্**। [ডাঃ হর্ণলি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—an ornament to her caste !]

(৫) 'সহসীমা' এবং 'সীমা' একার্থ বাচকই বোধ হয়। বনমালের তাম্রশাসনেও 'সহসীমা' পাওয়া গিয়াছে।

(৬) 'শর্করামূল'—শাকরকন্দ আলুর লতান গাছ হইতে পারে এবং ইট গাদায় ইহা জন্মিতেও পারে। ইহা সীমা নির্দ্দেশক হইতে পারে কি না সন্দেহের বিষয় ; তবে উচ্চ স্থানে (ইষ্টকেন্দ্রোপরি) স্থিত বলিয়া ইহার এইরূপ মর্য্যাদা লাভও অসম্ভাব্য নহে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বলেন যে

খোঁড়া আমগাছ (১)। পূর্ব্বদক্ষিণে দক্ষপাটিনৌকীর সহসীমায় বেতসগাছ। দক্ষিণে সধব-নৌকীর সহসীমায় হিজ্জলগাছ। দক্ষিণপশ্চিমে ভদ্রাক্ষনাম বৃক্ষ (২)। পশ্চিমে চন্দে নৌকীর সহসীমায় অধুনা রোপিত শিমুল গাছ। পশ্চিমোত্তরে কলঙ্গা দণ্ডী (৩) দের দক্ষিণ পাট ; (৪) পূর্ব্বগামী বাঁক দিয়া সধব ও কলঙ্গা দণ্ডীদের দক্ষিণ পাটে স্থিত চোরক (৫) গাছ, দক্ষিণগামী বাঁক দিয়া কুলসোন্ত(৬) দের উত্তর পাট, (পুনশ্চ) পূর্ব্বগামী বাঁক দিয়া সধব ও কুলসোন্তদের উত্তর পাটে স্থিত বরুণ গাছ, (এবং) উত্তরগামী বাঁক দিয়া হিজ্জল গাছ। উত্তরে দিয়ম্বার-জোলের (৭) উত্তর পাট এবং উত্তর পূর্ব্বে আলির মাথায় বেতস গাছ ইতি।

রঙ্গপুর অঞ্চলে শর (অর্থাৎ খাগড়া) জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিজ্জ আছে—ইহার মূল বেশ মিষ্ট ; ইহা সীমা-নির্দ্দেশকও হইতে পারে, ইটগাদায়ও জন্মিতে পারে। তাঁহার মতে 'শর্করামূল' দ্বারা এখানে সম্ভবতঃ ইহাই বুঝায়। (রঙ্গপুর প্রাচীন কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল।)

(১) আম গাছটি বোধ হয় বক্রাকৃতি হওয়াতে 'খোঁড়া' এই বিশেষণ লাভ করিয়াছে।

(২) 'ভদ্রাক্ষ'—রুদ্রাক্ষের ন্যায় বীজ উৎপাদক বৃক্ষ—কামরূপ অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

(৩) 'দণ্ডী' সম্ভবতঃ দাঁড়ী, নৌকার দাঁড় টানা লোক।

(৪) 'পাট' সম্ভবতঃ পাড়া এবং পাড় (তীর)—এই উভয়ই বুঝায়।

(৫) 'চোরক' বোধ হয় 'চাউর' গাছের সংস্কৃতীকৃত রূপ; ইহা নারিকেল গাছের ন্যায় স্থূল ও উচ্চ হয়, পত্রাদি দেখিতে অনেকটা সাগো গাছের মত। শব্দকল্পদ্রুমে আছে **চোরকঃ × × সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষঃ। তৎপর্য্যায়ঃ × × গ্রন্থিপর্ণঃ × × ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ**। কিন্তু ইহা 'বৃক্ষ' নহে। (বৃক্ষবাচক গ্রন্থিপর্ণ ক্লীবলিঙ্গ—ইহা আসামে 'গাঠিওন' এবং বাঙ্গালায় 'গেঁঠেল' নামে পরিচিত; ইহার প্রতিশব্দ মধ্যে চোরক নাই।) পরন্তু চক্রদত্তে (উন্মাদাধিকারে) মহাপৈশাচিক ঘৃতের উপকরণমধ্যে **চোরকঃ** রহিয়াছে; শিবদাস কৃত টীকায় আছে **চোরকশ্চোরপুষ্পী** ; অতএব চোরক বৃক্ষ দ্বারা 'চোরপুষ্পী'ও বুঝাইতে পারে। (বঙ্গদেশে ইহার নাম 'চোরহুলী'।)

(৬) 'সোন্ত' সম্ভবতঃ 'দণ্ডী'র ন্যায় নৌবাহক শ্রেণীর লোক হইবে।

(৭) 'জোল' বা 'জোলী' পরবর্ত্তী ইন্দ্রপালের (দ্বিতীয়) শাসনে এবং ধর্ম্মপালের শাসনদ্বয়ে রহিয়াছে; অর্থ—ছড়া অথবা নালা; 'জলা' ভূমিও বুঝাইতে পারে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত 'বাঙ্গলা শব্দকোষ' মতে 'জোল' (বা 'জুলী') অল্পপরিসর খানা এবং দীর্ঘ খাদ উভয়ই বুঝায়।

ইন্দ্রপালের প্রথম তাম্রশাসন।

(গৌহাটি লিপি)

আলোচনা।

কামরূপ জেলার গৌহাটি (সদর) সব্‌ডিভিশনের অন্তর্গত পাতিদরঙ্গ মৌজাস্থিত বরপানারা গ্রামের একটা উচ্চ ভূমিকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে সমতলবিধানার্থ তনুরামনামক জনৈক কৃষক যখন প্রয়াস করিতেছিল, তখন ফলকত্রয়বিশিষ্ট হাতী মার্কা সিলযুক্ত এই শাসনখানি ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। তনুরাম হইতে তদাত্মীয় ধৈর্য্যনাথ মণ্ডল ইহা অধিকার করে এবং প্রায় ৩০ বৎসর পরে ইহার সন্ধান পাইয়া মহামতি মিঃ (পশ্চাৎ স্যর্) এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুর শাসনখানি হস্তগত করিয়া ১৮৯৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা ডাঃ হর্ণ্‌লি সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন; তিনি শাসনের পাঠোদ্ধার পূর্ব্বক একটি প্রবন্ধ ১৮৯৭ অব্দে এশিয়াটিক্ সোসাটির জর্ণেলে (১ম ভাগে ১১৩ পৃষ্ঠা-বধি) প্রকাশিত করেন (১)। দুঃখের বিষয়, ডাঃ হর্ণ্‌লি এই ফলকের পাঠ ও আলোচনাদিতে অনেক ভুল করিয়াছেন; সেইগুলি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৯ সালের ২য় ও ৪র্থ সংখ্যায়) মৎ-কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত প্রবন্ধে সবিস্তর প্রদর্শিত হইয়াছে—এই প্রবন্ধেও যথাস্থানে কতকগুলি দেখান হইবে। শাসনের লিপিও অনেকটা অস্পষ্ট ও অশুদ্ধিবহুল। ইদানীং ইন্দ্রপালের আর এক খানি শাসন আবিষ্কৃত হওয়াতে, এবং তাহাতে (রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনের ন্যায়) বংশপরিচয়াদি এই প্রথম শাসনের অনুরূপ হওয়াতে, প্রথমাংশের পাঠ যথাসম্ভব ভ্রমবর্জ্জিত করিতে পারা গিয়াছে।

বলবর্ম্মাদির শাসনের ন্যায় ইন্দ্রপালের শাসনের ফলক সংখ্যাদি প্রায় একই প্রকার—প্রত্যেক ফলক দৈর্ঘ্যে ঈষদূন ১০ ইঞ্চি, প্রস্থে ৬ ইঞ্চি। প্রথম ফলকে (এক পৃষ্ঠা মাত্র লেখা) ১৪ পঙ্‌ক্তি এবং তৃতীয় ফলকে (ইহাতেও এক পৃষ্ঠা লেখা) ৯ পঙ্‌ক্তি, কিন্তু দ্বিতীয় ফলকের উভয় পৃষ্ঠায় ১৫ পঙ্‌ক্তি করিয়া ৩০ পঙ্‌ক্তি—সমুদয়ে ৫৩ পঙ্‌ক্তি—লেখা রহিয়াছে।

ইন্দ্রপাল রত্নপালের পৌত্র। রত্নপালের পুত্র পুরন্দরপাল পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোকপ্রাপ্ত হওয়াতে পৌত্রই পিতামহের উত্তরাধিকারী হন।

রত্নপালের সময় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে হইলে ইহার সময় ঐ শতাব্দীর মধ্যমাংশে নির্দ্দেশিত হইতে পারে। এই প্রথম শাসনখানি তদীয় রাজত্বের অষ্টম বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল।

শাসনের দ্বারা ব্রহ্মত্রাকৃত ভূমি ব্রহ্মপুত্রের উত্তর কূলে হাপ্যোমা বিষয়ান্তঃপাতী কাসি পাটক ভূমি হইতে খারিজ করা ছিল এবং ইহাতে ৪০০০ হাজার (দ্রোণ) পরিমিত ধান্যোৎপত্তি হইত।

যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপগোত্রজ হরিপালের পুত্র শবরপালের ঔরসে সৌখ্যায়িকা দেবীর গর্ভে জাত অশেষগুণরত্ননিধি দেশপাল নামক ব্রাহ্মণকে শাসনীকৃত ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল।

---

(১) ঐ প্রবন্ধের সঙ্গে সিল্ সহ ফলকগুলির চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল।

শাসনের পাঠ।

১। ৎ স্বস্তি। খট্বাঙ্গ(ং) (১) পরশুর্ব্বৃষঃ শশিকলেত্যাদি (২) ত্বদীযং মযা সর্ব্বস্বং জিতমদ্য নাম কি (ত) ব

২। প্রত্যর্পিতং (৩) তে পুনঃ (।)

প্রেক্ষ্যা কেবলমস্তু মে জলবহা গঙ্গেতি গৌরীগিরা
শম্ভোর্দ্যূতক-

৩। লাজিতস্য জযতি ব্রীড়াবিনম্রং শিরঃ ॥১ (৪)

জযতি পশুপতিঃ প্রজাধিনাথো মহিতবপুর্ম্মহি-

৪। মা মহাবরাহঃ।

ইযমপি ভগদত্তবংশ (৫) মাতা ধরণীর(ন)ন্তনরাধিপপ্রতিষ্ঠা ॥ ২ (৬)

যদ্বারি রামপর-

৫। শো র্নৃপকণ্ঠকাণ্ড-

লাবস্য ধৌতঘনলোহিতপঙ্কমাসীত্।

লৌহিত্য ইত্যধিপতিঃ সরিতাং

৬। স এষ

ব্রহ্মাঙ্গভূর্নুদতু বঃ কলিকল্মষ(া)ণি ॥ ৩ (৭)

বল্গত্খুরক্ষুভিতভীমভুজঙ্গসদ্ম।

কল্পা-

৭। বসানদিনভিন্নসমুদ্রমুদ্রাম্ (৮)।

---

(১) ডাঃ হর্ণ্‌লি মূলে ং না দেখিয়া ঃ দিয়া পাঠ করিতে বলেন কিন্তু অঙ্গশব্দ ক্লীবলিঙ্গ। (মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং—মহিম্নঃস্তোত্রম্।)

(২) মূলে আছে ত্যাদী (৩) মূলে আছে প্রত্যর্প্পীতং

(৪) শার্দ্দূল বিক্রীড়িত বৃত্ত; ৯ম ও ১০ম শ্লোকেও এই বৃত্ত।

(৫) মূলে আছে বন্স। পূর্ব্বে ডাঃ হর্ণ্‌লির অনুসরণে বনুন্ন পাঠ করা গিয়াছিল। দ্বিতীয় শাসনে স্পষ্টই বংশ্যা রহিয়াছে।

(৬) পুষ্পিতাগ্রা বৃত্ত।

(৭) বসন্ততিলক বৃত্ত। ৪-৮, এবং ১৭-১৮ সংখ্যক শ্লোকগুলিও বসন্ততিলক বৃত্তে রচিত।

(৮) এখানে (এবং অন্য কতিপয় স্থানে) যে কারণে (অনুস্বার স্থানে) ম্ পাঠ করা হইল, তাহা রত্নপালের প্রথম শাসনের ১ম পৃষ্ঠার ২য় পঙ্‌ক্তির (৩) পাদটীকায় (৯১পৃষ্ঠায়) বিবৃত হইয়াছে।

पातालपङ्कपटलोदरसन्निलीनां

क्रोड़ा-

৮। कृति र्व्वसु(म)तीं हरिरुज्जहार ॥४

दंष्ट्राङ्करोद्धृतधरापरिरम्भगर्भ-

सम्भोग (১) सम्भृ-

৯। तरसालसमानसस्य।

तस्यात्मजो नरपति र्न्नरकाभिधानः

श्रीमानभूद्भुवनव-

১০। न्दितपादमुद्रः (২) (॥) ५

रत्नप्रभारुचिरमास्पदमेव लक्ष्याः (৩)

पुण्योपकण्ठविलसद्वन (माल) भारि (৪)।

১১। प्राग्ज्योतिषं पुरमपारयशाः स (उ)च्चै (৫)

र्व्वक्षःस्थलम्पितुरिवापरमध्युवास ॥ ६

तस्यापि

১২। सूनुरभवद्भगदत्तनामा

विश्रामभूमिरखिलस्य पितुर्ग्गुणस्य।

सत्त्वोद्धतः (৬)सतत-

১৩। मूनबले बलीयान्

(১) মূলে আছে संभोग

(২) মূলে पादमुद्रः আছে; मुद्रः কে मूलः মনে করিয়া পূর্ব্বে ইহা पादमूलः পঠিত হইয়াছিল; সম্প্রতি দ্বিতীয় শাসন খানি আবিষ্কৃত হওয়াতে বিশুদ্ধ পাঠ ধরিতে পারা গেল।

(৩) মূলে আছে लक्ष्मा

(৪) মূলে माल এই অক্ষরদ্বয় না থাকাতে ডাঃ হর্ণ্লি পড়িয়াছিলেন विलसद्वनमारुहारि। (দ্বিতীয় শাসনে ঠিকই আছে।) পাণিনির ৬।৩।৬৫ সূত্রানুসারে এখানে মালা শব্দের অন্ত্য আকার হ্রস্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৫) মূলে উ অক্ষরটি না থাকায় পূর্ব্বে सच्चै পড়িয়াছিলাম—ডাঃ হর্ণ্লি পড়িয়াছিলেন सज्जैः। ইদানীং দ্বিতীয় শাসনের পাঠ দেখিয়া সংশোধন করা হইল।

(৬) মূলে আছে सत्त्वोद्धत

यः पक्षपातमकरोत् क्षतवैर (১) पक्ष(:) ॥

भौमान्वयो (২) ऽतिपदप्र-

১৪। थितप्रतिष्ठः

पृथ्वीभुजां विजयिनां धुरि वज्रदत्तः।

दोर्व्वज्रवीर्य्य (৩) परितो-

দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা

১৫। षित (৪) वज्रपाणि-

रासीदमुष्य मुषितारियशा (৫) स्तनूजः (৬) ॥ ৮

अस्मिन्नेव (৭)नृपान्वये नरपतिः श्रीब्रह्म-

১৬। पालोभवत्

त(स्या)त्मा (৮) भुवि रत्नपाल इति च ख्यातः क्षतारिर्व्वशी। (৯)

अस्यानर्घगुणाकरस्य महिमा रा-

১৭। ज्ञस्तु किं वर्ण्यते (১০)

यः श्लाघ्यैरतिदिश्य(১১)ते सुचरितैः रामस्य कृष्णस्य वा ॥ ৯

(১) অপর শাসনে পাঠ আছে वैरि এবং তাহাই বোধ হয় স্পষ্টতর।

(২) ডাঃ হর্ণলি পড়িয়াছিলেন कौम्रान्वयो ; তাই অনুবাদেও Kaumra dynasty লিখিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি রত্নপালের শাসনালোচনা করেন তখন এই ভ্রমের সংশোধন করিয়াছিলেন। (P. 105, J. A. S. B.—1-1898)

(৩) মূলে আছে वीर्ज्ज

(৪) এখানে লেখা আছে तोषित ; কিন্তু পূর্ব্বের ফলকের শেষে तो থাকায় এখানকার तो নিরর্থক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

(৫) মূলে আছে दमुष्यमुषितारिजशा

(৬) মূলে আছে स्तनूजः; ছন্দোনুরোধে स्तनूजः করা হইল। (দ্বিতীয় শাসনে स्तनूजः পাঠই আছে।)

(৭) মূলে আছে अस्मिन्नेव

(৮) মূলে আছে तत्मा ; ইহা পূর্ব্বে तज्जन्मा পড়া হইয়াছিল। ডাঃ হর্ণলি तत्सुनु পাঠ কল্পনা করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা হইলে পরবর্ত্তী অক্ষর রেফাক্রান্ত হইত। যাহা হউক দ্বিতীয় শাসনে স্পষ্টই तस्यात्मा রহিয়াছে।

(৯) মূলে र्व्वशि আছে। (১০) মূলে আছে कीर्म्यवर्ण्यते

(১১) श्य অক্ষরটি এখানে স্পষ্ট নহে—স্যর ন্যায় দেখায়।

सम्बाधा (১) वसुधा सु-

১৮। धाधवलितैः शम्भुमतिष्ठास्पदै-

यस्य श्रोत्रियमन्दिराणि विभवै र्नानाप्रकारैरपि।

১৯। गृहाङ्गणानि हविषां धूमै (२) र्नभोमण्डलं

यात्रारेणुभि रर्णवाम्बु विजयस्तम्भैश्च सर्व्वा(৩)दिशः ॥ १०

आ-

২০। सीदुदारकीर्त्ति र्दाता भोक्ता शुचिः कलाकुशलः।

तस्य पुरन्दरपालः सूनुः शूरश्च सुकवि- (৪)

২১। श्च ॥ ११ (৫)

कृतमतिकौतुकमसकृन्मृगयारसिकेन येन समरेपि।

क्षणविरचित-

২২। शरपञ्जरवद्धै रिपुराजशार्दूलैः ॥१२

आमदृन्यभुजविक्रमार्ज्जितप्राज्यराज्यनृ-

২৩। पवंशसम्भवां

दुर्ल्लभेति स तु लोकदुर्ल्लभां प्राप्य सम्यगभवत् (৬) कलत्रवा-

২৪। न् (৭) ॥ १३ (৮)

सचीव शक्रस्य।शि(वे)व शम्भो रति(ः) स्मरस्येव हरेरिव श्रीः।

सा रोहिणीव क्षणदाकरस्य

২৫। तस्यानुरूपप्रणया बभूव ॥ १४ (৯)

---

(১) মূলে আছে सम्बधा। দ্বিতীয় শাসনে सम्बाधा ই রহিয়াছে।

(২) ডাঃ হর্ণ্‌লি ইহা धूम्रै পড়িয়াছেন; মূলে मै অক্ষরের নিম্নে একটী কিছু দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা র-ফলা নহে বরং দীর্ঘ উকারের মত বোধ হয়।

(৩) মূলে আছে सव्वा; তবে দ্বিত্ব দ্বারাই রেফাক্রান্তত্ব সূচিত হয়। (এইরূপ অন্যত্রও দেখা গিয়াছে।)

(৪) মূলে আছে सुकवी

(৫) আর্য্যা জাতি; ১২শ এবং ১৯শ শ্লোকও আর্য্যায় রচিত।

(৬) মূলে আছে भवत (৭) মূলে আছে कलत्रवान्तां (৮) রথোদ্ধতা বৃত্ত।

(৯) ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা মিশ্রণে উপজাতি বৃত্ত। ১৩শ শ্লোকেও এই বৃত্ত।

देवः प्राचीप्रदीप(ः) प्रकटवसुमतीमण्डनः (১) खण्डितारि-

২৬। जातिस्ताभ्या(ं) जितात्मा नयविन(य)वतामग्रणीरिन्द्रपालः।

यस्मिन् सिंहासनस्थे स्वयमवनिभृ-

২৭। तां वन्धुसेवाञ्जलीना-

मावर्ज्जन्मौलिरत्नैः फलितमिव (स)भाकुट्टिमं कीर्य्यमाणैः ॥ ১৫ (২)

২৮। स्तुतानां पदवाक्यतर्कतन्त्रप्रवाहातितरस्विनीनां (৩)।

यः सर्व्वविद्यासरितामगाधमन्तर्निम-

২৯। ग्नश्च गतश्च पारम् ॥ ১৬

स्वर्ग्गं गते पितरि यस्य यशःशरीरे

पौत्रस्य पूतमनसा (हरि-) (৪)

(দ্বিতীয় ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

৩০। (विक्रमेण।)

(राज्ञा वयःपरिणतेन) गुणानुरूप-

मित्यर्प्पिता स्वयमियन्निज (৫)राज्य (৬) लक्ष्मीः ॥ ১৭

यस्मिन्नृपे विनयविक्रमभाजि जा(ते) (৭)

৩১। सम्यग्विभक्तचतुराश्रमवर्णधर्म्मा।

अ(া)नन्दिनी सकल (৮) कामदुघा प्रजाना(ं)

(১) ডাঃ হর্ণ্লি **मण्डलः** পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় শাসনেও **मण्डनः**ই রহিয়াছে।

(২) স্রগ্ধরা বৃত্ত।

(৩) মূলে **र** এর পরের অক্ষরটি পড়া যায় না; কিন্তু অপর শাসনে **तरस्विनीनां** আছে। (ইতঃপূর্ব্বে ডাঃ হর্ণ্লির প্রস্তাবিত **तरङ्गिणीनां** পাঠই গৃহীত হইয়াছিল।)

(৪) দ্বিতীয় ফলকের প্রথম পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তির শেষের দিকে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম দিকে কয়েকটি অক্ষর ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছে—দ্বিতীয় শাসন হইতে পাঠোদ্ধার হইয়াছে; কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তির শেষ—তথা দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম—অক্ষর যথার্থতঃ নির্ণয় করা অসাধ্য।

(৫) মূলে **मत्यर्प्पित स्वयमन्निज** এইরূপ আছে। অপর শাসন দেখিয়া পাঠ সংশোধন করা হইল।

(৬) অপর শাসনে আছে **राज**; **राज** ও **राज्य** সমান গ্রাহ্য।

(৭) লেখা অস্পষ্ট থাকাতে ডাঃ হর্ণ্লি পড়িয়াছিলেন **तुङ्गे**; দ্বিতীয় শাসন আবিষ্কৃত হওয়াতে ঠিক পাঠ ধরা পড়িয়াছে।

(৮) মূলে আছে **सकल**

পৃথ্বী পৃথোঃ (১) পুনরিব প্রথিতোদ্যাসী(ৎ) ॥ ১৮

৩২। করিতুরগরত্নপূর্ণা রাজ্ঞস্তস্যানুরূপগুণবসতিঃ।
নৃপতিকু(ল) দুর্জ্জয়াসীন্নগরী শ্রীদুর্জ্জয়া নাম ॥ ১৯
প্রাগ্জ্যো-

৩৩। তিষা (২) ধিপত্যসংখ্যাতাপ্রতিহতদণ্ডস্নপিতা(৩)শেষরিপুপক্ষশ্রীবারাহপরমে-
শ্বরপরমভট্টারকমহারাজাধিরা-

৩৪। জশ্রীরত্নপালবর্ম্মদেবপাদানুধ্যাতপরমেশ্বরপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীম-
দিন্দ্রপালবর্ম্মদেব(ঃ)

৩৫। কুশলী ॥ × ॥ উত্তরকূলে হুম্যোমবিষয়ান্তঃপাতিকাসীপাটকভবিপাভূম্যপ-
কৃষ্ট(৪) ধান্যচতু(ঃ)সহস্রোৎপত্তিকভূমৌ।

৩৬। যথাযথং(৫)সমুপস্থিতবিষয়করণ (৬) ব্যাবহারিকপ্রমুখজানপদান্ রাজ-
রাজ্ঞীরাণকাধিকৃতানন্যা(ন-)

৩৭। পি রাজন্যকরাজপুত্ররাজবল্লভপ্রভৃতীন্ যথাকালভাবিনোপিসর্ব্বান্ মাননা-
পূর্ব্বকং সমাদি-

৩৮। শতি বিদিতমস্তু ভবতাং ভূমিরিয়ম্। বাস্তুকেদারস্থলজলগোপ্রচারাব-
স্করাদ্যুপেতা(৭) যথাসং-

৩৯। স্থা স্বসীমোদ্দেশপর্য্যন্তা হস্তিবন্ধনৌকাবন্ধচৌ(রো)দ্ধরণদণ্ডপাশো-
পরিকরনানানিমিত্তোৎক্ষেটনহস্ত্যশ্বো-

৪০। ষ্ট্রগোমহিষাজ(া)বিকপ্রচারপ্রভৃতীনাং বি(৮)নিবারিতসর্ব্বপীড়া শাসনীকৃত্য॥
আসীৎ কাশ্যপগোত্রোঽতিপবিত্রো(৯)মি-

---

(১) দ্বিতীয় শাসনে **পৃথো** পাঠ আছে। উভয়ই হইতে পারে।

(২) মূলে আছে **জ্যোতিসা** (৩) মূলে আছে **স্নপূতা**

(৪) ডাঃ হর্ণ্লি **ভূম্যপকৃষ্ট** পড়িয়া শুদ্ধ পাঠ **ভূম্যপকৃষ্ট** করিয়াছেন, অনুবাদে লিখিয়াছেন lying by the side of the land. কিন্তু পাঠ স্পষ্টই **ভূম্যপকৃষ্ট** রহিয়াছে এবং অন্যান্য শাসনেও **'অপকৃষ্ট'** শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। (রত্নপালের প্রথম শাসন ১০৭ পৃষ্ঠা (৭) পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

(৫) ডাঃ হর্ণ্লি পড়িয়াছেন **তথাপূর্ব্ব**; ফলতঃ লেখার অশুদ্ধি ও অস্পষ্টতা নিবন্ধন এইরূপ পাঠ অসমীচীন বলা যায় না; পরন্তু অপর শাসনে এবং সর্ব্বত্রই **যথাযথং** রহিয়াছে।

(৬) মূলে আছে **বিষয়করণ** (৭) মূলে আছে **দ্যুপেতা** (৮) মূলে আছে **বাস্থি**

(৯) মূলে আছে **পবিত্রো**। হর্ণ্লি সাহেব পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বিশুদ্ধ পাঠটির কল্পনা করিতে পারেন নাই।

৪১। স্বৎসলঃ।

यजुर्व्वेदी गुणाधारो हरिपाल इति द्विजः ॥ २०(১)

सुतः शवरपाला(ख्यः) ख्यातः सम्य(২)विमत्सरः

अभवद्भव-

৪২। निष्ठस्य द्विजन्मा मानिनां वरः (৩) ॥ २১

सौख्यायिकेति तस्याभूत् परिचर्य्यासुखप्रदा।

आर्य्याचारस्य (৪) साचारा पत्नी गु-

৪৩। णवती सती ॥ २२

देशपाल इति स्निग्धबन्धूनां कृतपालनः।

ताभ्यां जातो द्विजोऽशेषगुणरत्ननिधिः सुधी(ः) ॥ २३

৪৪। शासनीकृत्य भूरेषा(৫) तस्मै दुष्कर(৬)शालिने।

द्विजाय दत्ता यत्ताय राज्येऽष्टमसमे मया ॥ २४ (৭)

(তৃতীয় ফলক)

৪৫। अस्या(ः) सीमा पूर्व्वेण कोष्ठमाकुखियान विल्लपूर्व्वः कुलं(৮) कुन्तवित-

खम्भवासत्कमकुतिमाकुखियान (৯) भूसीम्नि (১০)

৪৬। क्षेत्रालिश्च। पूर्व्वदक्षिणेन तन्नू(ः) कुन्तवितलाकुखवाभोगकासीपाटक-

भूम्योः (১১)सीम्नि बृहदालिः। दक्षिणे-

(১) অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্ত। পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকেও এই বৃত্ত।

(২) स এর পরের অক্ষরটি অস্পষ্ট—ডাঃ হর্ণ্‌লি পাঠ করিয়াছেন स्म ; কিন্তু ইহা ম-ফলাযুক্ত অক্ষর না হইয়া য-ফলাযুক্ত বলিয়াই বোধ হয় ; स्म অথবা स्य হইতে পারে—তবে स्म অপেক্ষা स्य দ্বারা ভাল অর্থ হয় বলিয়া स्यই গৃহীত হইল।

(৩) মূলে আছে **मानिनाम्वरः** (৪) মূলে আছে **आर्य्याचारस्य**

(৫) মূলে আছে **शाशनीकृत्य भूरेसा** (৬) মূলে আছে **दुस्कर**

(৭) অনুষ্টুভ্ (বিপুলা বক্ত্র) বৃত্ত ; (তৃতীয় পাদে ম-বিপুলা)।

(৮) মূলে আছে **कुलम्**

(৯) মূলে আছে **मकुखियान** ; কিন্তু পূর্ব্বে এবং পরেও **माकखियान** রহিয়াছে।

(১০) এস্থলে লেখা বড়ই অস্পষ্ট ; হর্ণ্‌লি সাহেব **हसी** পড়িয়াছেন। এখানে **भूसीम्नि** পাঠ কল্পনার প্রধান হেতু এই যে পরে 'ক্ষেত্রালি' শব্দের পূর্ব্বে **भूसीम्नि** বারংবার রহিয়াছে।

(১১) ডাঃ হর্ণ্‌লির মতে শুদ্ধ পাঠ হইবে **भूम्याः** ; কিন্তু স্পষ্টই দুইটি ভূমি (কুন্তবিতলাকুখবাভোগ ও কাসীপাটক) রহিয়াছে।

৪৭। न तन्नूसीम्नि बृहदालिः। उत्तरण। पश्चिमगवक्रेण(১) स्वल्पद्युतिकैवर्त्तानां भोगदीर्घिका (২) कोष्ठभू-(৩)

৪৮। सीम्नि स्रोत्राली। वंशस्तूपत्रयश्च। दक्षिणपश्चिमेन तन्नू सीम्नि दिग्गुम्मा(৪) नदी। उत्तरगव-

৪৯। क्रेण सैव नदी। पूर्व्वेण। उत्तर(ग) वक्रेण कोष्ठकाली(৫) पाटकभूसीम्नि स्रोत्राली। पश्चिमगव-

৫০। क्रेण तन्नूसीम्नि वास्त्वालिः। पश्चिमेन दिग्गुम्मा नदी। पश्चिमोत्तरेण सैव नदी।

৫১। उत्तरेण तथागतकारितादित्यभट्टारक(৬)सत्कशासनभविषाभूसीम्नि स्रोत्रा-

৫২। लिस्थशाखोटक (৭) वृक्षः। पशुपतिकारितपुष्करिणी(৮) दक्षि(ण)पाटौ(৯) स्रोत्रालिश्च। (১০)

৫৩। उत्तरपूर्व्वेण तन्नू(:)। कोष्ठमाकुखियानविल्लपूर्व्वः। कुलश्चेति ॥ × ॥

(হস্তিমূর্ত্তি সমন্বিত সিলের পাঠ)

स्वस्ति प्रागज्योतिषाधिपतिम-
हाराजाधिराजश्रीम-
दिन्द्रपालवर्म्मदेवः।

---

(১) মূলে আছে **वक्रेण** (২) মূলে আছে **भोगदीर्घा**

(৩) **को**র পরের অক্ষরটি **ষ্ট** এবং তার পরেরটি অতীব অস্পষ্ট; অনুমানতঃ এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

(৪) ডাঃ হর্ণলি **दिगुम्मा** পড়িয়াছেন। কিন্তু **दि** র পরে **ग्गु** স্পষ্টই দেখা যায়। পরেও **दिग्गुम्मा** রহিয়াছে।

(৫) মূলে **काषी** আছে। ইতঃ পূর্ব্বে **कासी** থাকায় এখানেও তাহাই করা হইল। (**का** অক্ষরটির স্থলে পূর্ব্বে অপর কিছু লিখিত হইয়াছিল বোধ হয়।)

(৬) মূলে আছে **भटारक**

(৭) হর্ণলি সাহেব **शा** কে **ल** পড়িয়া **स्रोत्रालिस्थलालोटक** পড়িয়াছেন।

(৮) মূলে **पुष्किरिणी** আছে; ভাস্করবর্ম্মার ও বলবর্ম্মার শাসনেও এইরূপই বানান দেখিয়া মনে হয় সেই যুগে এই অঞ্চলে ইহাই প্রচলিত উচ্চারণ ছিল।

(৯) মূলে যাহা আছে তাহা **पाट्टौ** পড়া যায়—ডাঃ হর্ণলি **पार्श्वे** পড়িয়াছেন।

(১০) এখানে একটি **उ** অতিরিক্ত রহিয়াছে।

অনুবাদ

হে কিতব তোমার সর্ব্বস্ব—খট্বাঙ্গ, পরশু, বৃষ, শশিকলা প্রভৃতি—আমি জিতিয়াছি, কিন্তু সমস্তই প্রত্যর্পণ করিলাম, কেবল গঙ্গা আমার জল বহনার্থ কিঙ্করী হইয়া থাকুক ; গৌরীর এই বাক্যে, তদীয় দ্যুত কৌশলে পরাজিত মহাদেবের লজ্জাবনত মস্তকের জয় হউক ॥১

পশুপতি প্রজাধিনাথ (১) পূজিতদেহমহিমা (২) মহাবরাহের জয় হউক ; এবং ভগদত্ত-বংশের জননী অশেষ নৃপতিগণের আশ্রয়স্থান ধরিত্রীরও (জয় হউক) ॥২

যাঁহার বারি জামদগ্ন্যরামের নৃপতি (রূপ বৃক্ষের) কণ্ঠ (রূপ) কাণ্ড ছেদনসাধন কুঠারের ঘন লোহিত (রক্ত) পঙ্ক ধৌত করাতেই (৩) (যেন) (যিনি) লৌহিত্য নাম প্রাপ্ত, সেই সরিদ্গণের অধিপতি ব্রহ্মপুত্র তোমাদের কলিকল্মষরাশি প্রক্ষালন করুন ॥৩

কল্পান্তকালে যাঁহার সমুদ্রের মুদ্রা (=বেলাবন্ধনস্থিতি) ভিন্ন (=নাশপ্রাপ্ত) হওয়ায় যিনি পাতালস্থ পঙ্করাশি মধ্যে নিমগ্না হইয়াছিলেন—সেই বসুমতীকে, বরাহরূপী নারায়ণ ভীষণ ভুজঙ্গ বসতিস্থল পাতাল স্বীয় খুরাস্ফালনে ক্ষুভিত করিয়া, উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ॥৪ (৪)

---

(১) 'পশুপতি' মহাদেব কিন্তু যৌগিকার্থে মহাবরাহের বিশেষণই বুঝিতে হইবে ; কেননা, মহাদেবের বন্দনা প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে। অপিচ শ্রীবরাহ যজ্ঞমূর্ত্তি—যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ; এবং তাহা হইতে প্রজার উৎপত্তি ; যথা ভগবদ্গীতা ৩।১৪

অন্নাদ্ভবন্তিভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ—

অতএব বরাহদেব 'প্রজাধিনাথ'ও হইতেছেন। [এক 'মহাবরাহই' (কেবল 'বিষ্ণু' নহেন, অপিচ) 'শিব' এবং 'ব্রহ্মা'ও বটেন ; ইহা বিশেষণ বলে সূচিত হইতেছে।]

(২) ডাঃ হর্ণ্লি অনুবাদ করিয়াছেন of a wonderful bodily form. যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীবরাহদেবের সর্ব্বাঙ্গ মহিমময় ; (বিষ্ণু সংহিতা দ্রষ্টব্য)।

(৩) হর্ণ্লি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন is called Lauhitya (or bloody) because its waters were stained with the copious blood of the kshatriyas. মূলে ঠিক এই ভাবটী নাই বটে, কিন্তু 'লোহিত' শব্দটিকে শোণিতার্থে ব্যবহৃত করিয়া কবি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা দ্বারা এইরূপ ভাবাবিষ্কারের অবসর দিয়াছেন। কালিকাপুরাণে (৮৩ তম অধ্যায়ে) 'লৌহিত্য' নামের ব্যুৎপত্তি আছেঃ—

সমুদ্ভূতাত্ সুতঃ সোঽথ কাসারে লোহিতাহ্বয়ে।
কৈলাসোপত্যকায়ান্তু ন্যপতদ্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩০

× × × ×

তস্য নাম স্বয়ং চক্রে বিধিলোঁহিত গঙ্গকম্।
লোহিতাত্ সরসো জাতো লৌহিত্যোখ্য স্ততোঽভবত্ ॥ ৩৩

অতএব নামের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ কোথায় ?

(৪) এই শ্লোকটির অপরবিধ অর্থও হইতে পারে ; বরাহরূপী নারায়ণ নাগলোককে স্বীয় আস্ফালিত খুরাঘাতে ক্ষুভিত করিয়া প্রলয়ের অবসান দিনে সমুদ্রের মুদ্রা—অর্থাৎ সমুদ্রকৃত পৃথিবীর আবরণ—ভেদকরিয়া পাতাল পঙ্কমগ্না বসুমতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ফলতঃ সমুদ্রমুদ্রাদ্বারা এই অর্থই যেন স্ফুটতর বোধহয়।

দংষ্ট্রাঙ্কুরোদ্ধৃত ধরণীর আলিঙ্গনযুক্ত সম্ভোগে সঞ্চিত রসদ্বারা যদীয় চিত্ত মন্থর হইয়াছিল, সেই নারায়ণের পুত্র শ্রীমান্ নরক নামে নরপতি ছিলেন, যাঁহার পাদ মুদ্রা (১) (সমগ্র) ভুবন কর্ত্তৃক বন্দিত হইত ॥৫

অপারযশঃসম্পন্ন সেই (নৃপতি) পিতার (নারায়ণের) অপর উন্নত বক্ষঃস্থলের ন্যায় রত্নপ্রদীপ্ত, লক্ষ্মীর আবাসস্থান, পবিত্র উপকণ্ঠে বনমালা সমন্বিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বসতি করিয়াছিলেন ॥৬ (২)

তাঁহার ভগদত্ত নামক পুত্র পিতার সমস্ত গুণের আশ্রয়স্থল ছিলেন ; তিনি উৎসাহদীপ্ত, অতি বলশালী এবং বৈরিপক্ষের ধ্বংসকারী হইলেও সতত হীনবলদিগকে (সহায়তা সাধনে) পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেন ॥৭

তাঁহার অরিযশোহরণকারী বজ্রদত্ত নামক পুত্র ছিলেন—তিনি বিজয়শীল নৃপতিগণের অগ্রভাগে নরক বংশীয়দের উন্নত পদবী প্রকৃষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বজ্রসদৃশ বাহুবীর্য্য প্রদর্শনে বজ্রপাণি ইন্দ্রের পরিতোষবিধান করিয়াছিলেন ॥৮

সেই বংশে শ্রীব্রহ্মপাল নরপতি ছিলেন ; তাঁহার পুত্র রত্নপাল পৃথিবীতে অরিহন্তা জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন ; এই অমূল্য গুণনিধি নৃপতির মহিমার আর কি বর্ণনা করিব ? শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণের শ্লাঘনীয় সুচরিতমালার সহিত ইহার তুলনা করা হইয়া থাকে ॥৯

তিনি পৃথিবীকে সুধাধবলিত শিবাধিষ্ঠিত মন্দির সমূহ দ্বারা, ব্রাহ্মণগণের গৃহ নানাপ্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা, যজ্ঞশালাসমূহ যূপাবলীদ্বারা, নভোমণ্ডল হোমধূমদ্বারা, সমুদ্রজল (যুদ্ধার্থ) যাত্রা কালীন (সমুত্থিত) ধূলিপটল দ্বারা এবং সমস্ত দিঙ্মণ্ডল বিজয়স্তম্ভ দ্বারা সমাকীর্ণ করিয়াছিলেন ॥১০

তাঁহার পুত্র পুরন্দরপাল (৩) উদারকীর্ত্তি, দাতা, ভোক্তা, শুচি, কলাকুশল, শূর এবং সুকবি ছিলেন ॥১১

(১) নরক জগদ্বাসী সকলেরই অনধিগম্য ছিলেন, তাই তাহারা তাঁহার পাদবন্দনা করিতে পারিত না—পায়ের ছাপ নিয়া তাহাই বন্দনা করিত।

(২) এই শ্লোকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর শ্রীমন্নারায়ণের বক্ষঃস্থলের সহিত উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে ; নারায়ণের বক্ষোদেশ রত্ন অর্থাৎ কৌস্তভ মণির দীপ্তিদ্বারা উদ্ভাসিত, লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থান এবং কণ্ঠসমীপস্থলে বনমালা বিভূষিত ; প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরও মণি রত্নাদির প্রভায় দীপ্তিযুক্ত, শ্রীসম্পদের আবাসভূমি এবং উপকণ্ঠে বনরাজি সমন্বিত। 'পুণ্য' বিষ্ণুবক্ষঃ পক্ষে পবিত্র ; পুর পক্ষে নির্দ্দোষ অর্থাৎ শ্বাপদাদি রহিত। 'বন'শব্দে জলও বুঝায় ; সেই অর্থে পুরোপকণ্ঠে পূতসলিল ব্রহ্মপুত্র মালাকারে প্রবাহিত, ইহাই সূচিত হইতেছে।

(৩) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদে লিখিয়াছেন Purandarpal a ruler of wide renown. তাম্রশাসনের সমালোচনায় তিনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন যে পুরন্দর পাল রাজত্ব করেন নাই ; তবে কেন এখানে ruler শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন ?

মৃগয়া রসিক তিনি সমরক্ষেত্রেও বহুবার রাজশার্দ্দূলদিগকে ক্ষণকালের মধ্যে শররাজিবিরচিত পঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া (মৃগয়া) কৌতুক (উপভোগ) করিতেন ॥১২

তিনি জামদগ্ন্যের বাহুবলবিজিত প্রভূত রাজ্যের (১) নৃপতিবংশসম্ভূতা লোকদুর্ল্লভা দুর্ল্লভাকে লাভ করিয়া বিধিমত কলত্রবান্ (২) হইয়াছিলেন ॥১৩

শক্রের যেমন শচী, শম্ভুর যেমন শিবা, স্মরের যেমন রতি, হরির যেমন লক্ষ্মী, নিশাকরের যেমন রোহিণী, তাঁহারও (অর্থাৎ পুরন্দর পালের) তেমনি তিনি (দুর্ল্লভা) যোগ্য প্রণয়িনী ছিলেন ॥১৪

তাঁহাদের হইতে ইন্দ্রপাল দেব জাত হইয়াছেন; পূর্ব্বাঞ্চলের প্রদীপ (স্বরূপ) তিনি সুব্যক্তরূপে বসুমতীকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। (৩) তিনি শত্রুবিনাশক, জিতেন্দ্রিয়, নীতিজ্ঞ ও শীলবান্ ব্যক্তিগণের অগ্রণী; (৪) তিনি সিংহাসনারূঢ় হইলে সেবার্থ কৃতাঞ্জলি রাজগণের স্বেচ্ছায় আনমিত মুকুট (চ্যুত) রত্ন সমূহ বিক্ষিপ্ত হইলে (বোধ হয়) যেন (মণিময়) সভাস্থল ফলযুক্ত (৫) হইয়াছে ॥১৫

পদবাক্যতর্কতন্ত্র (৬) (রূপ) প্রবাহ দ্বারা অতিশয়বেগযুক্ত সর্ব্ববিদ্যা (রূপ) নদীসমূহের অগাধ জল মধ্যে তিনি নিমগ্ন হইয়াও (পর) পারে গমন করিয়াছেন ॥১৬

যে পৌত্রের পিতা স্বর্গগত হইয়া যশঃশরীরে পর্য্যবসিত হইলে, (পিতামহ) সিংহবিক্রম পূতচিত্ত রাজা (রত্নপাল) কর্ত্তৃক পরিণত বয়সে গুণানুরূপ বুদ্ধি বিবেচনায় নিজ রাজলক্ষ্মী (সেই) পৌত্রের উপরেই সমর্পিতা হইয়ছেন ॥১৭

---

(১) এই রাজ্য কোন্ দেশে তাহা নিরূপণকরা কঠিন। যে পরশুরাম একবিংশতি বার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন—তাঁহার বাহুবলে সমস্ত রাজ্যই বিজিত হইয়াছিল। তাই ইহা কোন্ রাজ্য তাহাই তর্কের বিষয়। পরশুরাম কুণ্ডের সমীপস্থ অধুনা মিশ্‌মি অধিকৃত ভূভাগে পরশুরাম কতিপয় ব্রাহ্মণ সংস্থাপিত করিয়া যান; হয়ত ঐখানে একটী রাজ্যও ছিল—তাহা ক্ষুদ্র হইলেও শাসনলেখক কবির ভাষায় 'প্রাজ্য' হইয়া দাঁড়াইয়াছে! (রাজ্যের নামটী 'প্রাজ্য' ছিল কি না বিভাব্য।)

(২) কলত্রবান্—প্রশস্ত পত্নীযুক্ত (প্রশংসার্থে মতুপ্)। (কলত্র শব্দের আর একটি অর্থ রাজকীয় দুর্গস্থান; এই 'দুর্ল্লভা' বিবাহের সহিত কোন দুর্গ অধিকারের সম্বন্ধ ছিল কি না, এখন নিশ্চয় করা যায় না—তবে সূচনা আছে।)

(৩) ডাঃ হর্ণ্‌লি অনুবাদ করিয়াছেন who like the light of the East (i.e. the sun) illumined the whole terrestrial globe. (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি **বসুমতীমমণ্ডলঃ** স্থলে **বসুমতীমবস্থলঃ** পড়িয়াছিলেন।

(৪) হর্ণ্‌লি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন—was foremost among the just and righteous; উভয়টি ইংরেজী বিশেষণই তো প্রায় সমার্থক।

(৫) ডাঃ হর্ণ্‌লি লিখিয়াছেন The mosaic floor of audience-hall looked like a fruit-covered tree by reason of the strewn-about jewels. ইহাতে অনুবাদমুখে ব্যাখ্যা হইয়াছে।

(৬) 'পদ'—ব্যাকরণ; 'বাক্য'—মীমাংসা; 'তর্ক'—ন্যায়; 'তন্ত্র'—আগম শাস্ত্র।

বিনয় ও বিক্রম বিশিষ্ট (ইন্দ্রপাল) রাজা হইলে চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম্ম সম্যক্ বিভক্ত হওয়াতে (বোধ হইতেছে) পৃথিবী যেন পুনর্ব্বার পৃথুরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভ্যুদয়ে প্রথিতা হইলেন; (কারণ) এখন তিনি সকল প্রকার কামদুঘা (অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুপ্রদা) এবং আনন্দ দায়িনী (১) হইয়াছেন ॥১৮

হস্ত্যশ্বরত্নসম্পন্না রাজগণদুর্জ্জয়া শ্রীদুর্জ্জয়া নাম্নী নগরী সেই নৃপতির অনুরূপগুণযুক্তা রাজধানী হইয়াছে॥১৯

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপত্য দ্বারা বিখ্যাত অপ্রতিহতদণ্ড অশেষরিপুপক্ষক্ষয়কারী বারাহ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীরত্নপাল বর্ম্মদেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক কুশলী শ্রীমদিন্দ্রপালবর্ম্মদেব।

উত্তরকূলে হপ্যোম (২) বিষয়ান্তঃপাতী কাসী পাটক ভবিষা ভূমি (হইতে) অপকৃষ্ট চতুঃসহস্র ধান্যোৎপত্তি শালিনী ভূমিতে (স্থিত)। × × × × × ×

হরিপাল নামক (একজন) যজুর্ব্বেদী কাশ্যপগোত্রীয় অতি পবিত্র মিত্রবৎসল গুণাধার ব্রাহ্মণ ছিলেন ॥২০

শিবে নিষ্ঠাবান্ (সেই ব্রাহ্মণের) শবরপাল নামে মানিগণের শ্রেষ্ঠ, সুবিখ্যাত (এবং) সজ্জনে মাৎসর্য্যবিহীন দ্বিজ পুত্র ছিলেন ॥২১ (২)

পরিচর্য্যাদ্বারা সুখপ্রদা সদাচারনিষ্ঠা সতী গুণবতী সৌখ্যায়িকা সেই আর্য্যাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের পত্নী ছিলেন ॥২২

তাঁহাদের হইতে দেশপাল নামক দ্বিজ জাত হইয়াছেন; তিনি স্নেহশীলবন্ধুগণের পালনকারী, (৪) সুধী ও গুণরত্নাবলির আধার স্বরূপ ॥২৩

এই ভূমি শাসনের বিষয়ীভূত করিয়া সেই দুর্দ্দম (প্রবৃত্তির) শাসনকারী সংযমশীল ব্রাহ্মণকে (আমার) রাজত্বের অষ্টমাব্দে মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল ॥ ২৪

---

(১) **আনন্দিনী সকলকামদুঘা** দ্বারা বশিষ্ঠের কামধেনু 'নন্দিনী'র ধ্বনি হইতেছে। [পৃথুরাজের সময় ধেনুরূপা পৃথিবীকে মানব পর্ব্বত প্রভৃতি সকলেই দোহন করিয়া অভিলষিত বস্তুলাভ করিয়াছিলেন; (শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ১৮শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।]

(২) আলোচনাংশে (১১৬ পৃষ্ঠায় অনবধানতা বশতঃ 'হাপ্যোমা' মুদ্রিত হইয়াছে।

(৩) ডাঃ হর্ণ্‌লি এই শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন That excellent man (? = ভবনিষ্ঠ) had a son called Savarapala who was unambitious of position [? = সদ্মবিমৎসর—১২৩ পৃঃ (২) পাদটীকায় পাঠ বিচার দ্রষ্টব্য] (truly)) twice born man and most highly respected.

(৪) হর্ণ্‌লি সাহেব **স্নিগ্ধবন্ধূনাং কৃতপালনঃ** এর অনুবাদ করিয়াছেন mindful of services done to him by his friends and relations. বোধ হয় 'কৃতজ্ঞ' প্রভৃতি স্থলে 'কৃত' শব্দের যে অর্থ, তাহাই ধরিয়া এস্থলে ঐরূপ লিখিয়াছেন।

ইহার সীমা পূর্ব্বে কোষ্ঠমাকৃখিযান বিলের পশ্চিমপার্শ্ব (১) ও কূল এবং কুন্তবিত খন্তবাধিকৃত মকৃতিমাকৃখিযান ভূমির সীমাস্থ ক্ষেত্রের আলি। (২) পূর্ব্বদক্ষিণে সেই ভূমি (এবং) কুন্তবিত লাকৃথবাভোগ ও কাসীপাটক ভূমিদ্বয়ের সীমাস্থ বৃহৎ আলি। দক্ষিণে সেই ভূমির সীমাস্থ বৃহৎ আলি এবং উত্তরগামী ও পশ্চিমগামী বাঁক দিয়া স্বল্পত্যতি কৈবর্ত্তের ভোগ দীর্ঘিকা, কোষ্ঠ ভূমির সীমাস্থ ক্ষেত্রের আলি এবং তিনটী বাঁশের ঝাড়। দক্ষিণপশ্চিমে সেই ভূমির সীমায় দিগুর্ম্মানদী; উত্তরগামী বাঁক দিয়াও ঐ নদী; পূর্ব্বগামী ও উত্তরগামী বাঁক দিয়া কোষ্ঠ কাসীপাটক ভূমির সীমাস্থ ক্ষেত্রের আলি; পশ্চিমগামী বাঁক দিয়া সেই ভূমির সীমায় বাস্ত ভূমির আলি। পশ্চিমে দিগুর্ম্মা নদী। পশ্চিমোত্তরেও সেই নদী। উত্তরে তথাগত দ্বারা কারিত আদিত্যভট্টারকের অধিকৃত শাসন ভবিষা (৩) ভূমির সীমায় ক্ষেত্রের আলিস্থিত পেওড়াগাছ ও পশুপতি দ্বারা কারিত পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড় (৪) এবং ক্ষেত্রের আলি। উত্তরপূর্ব্বে সেই ভূমি এবং কোষ্ঠ মাকৃথিযান বিলের পশ্চিমপার্শ্ব ও কূল।

---

(১) মূলে আছে **বিল্লপূর্ব্বঃ (বিল্লং পূর্ব্বং যস্য)**; **বিল্লপূর্ব্বকূলং** পাঠ করিতে পারিলে অর্থ অনুরূপ হইত; কিন্তু সর্ব্বশেষ পঙ্‌ক্তিতে **বিল্লপূর্ব্বঃ। কূলস্বেতি** থাকায় 'পূর্ব্ব' ও 'কূল' সমাসবদ্ধ করা অনভিপ্রেত বিবেচিত হইল।

(২) ডাঃ হর্ণ্‌লি এস্থলে তর্জ্জমা করিয়াছেন—On the east there are the Makkhipath to the granary with the pond in front of it, and an embankment, also the Hasi (তিনি **মূলীষি** স্থলে **হসী** পড়িয়াছেন) of the Makkhipath (established) by the still extant edict (engraved) on the Kuntavita pillar and the ridge of the fields. তিনি এতসব কথা মূলে কোথায় পাইলেন, বুঝিলাম না। এই স্থলে 'কোষ্ঠ'কে শস্যাগার এবং 'যান'কে পথ বলা বড়ই সাহসের কথা। এইরূপ স্থলে যথাযথ শব্দগুলি রাখিয়া দেওয়াই নিরাপদ্; এবং এখানে তাহাই করা হইয়াছে।

(৩) ডাঃ হর্ণ্‌লি অনুবাদ করিয়াছেন the Bhabisha with the still existing charter of holy Aditya (or Sun-god) made by Tathagata etc. তিনি আদিত্যভট্টারকের অর্থ সূর্য্যদেব করিয়াছেন—হইতেও পারে। তবে 'ভট্টারক' শব্দে পণ্ডিতও বুঝায় এবং 'আদিত্য' কোনও পণ্ডিতের নাম হইতে পারে। অপিচ, এস্থলে 'তথাগত' শব্দটী লক্ষ্য করা উচিত; বৌদ্ধশাস্ত্রে তথাগত শব্দের যে অর্থ এখানে তাহা সম্ভবে না। বোধ হয় স্বর্গীয় নরপতির (রত্নপালের) উদ্দেশ্যে (যৌগিকার্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৪) **পাল্যাঁ** পাঠ কল্পনা করিলেও অর্থ প্রায় এইরূপই হইবে।

ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসন।

(গুয়াকুচি লিপি)

আলোচনা।

এই শাসনখানি ১৯২৫ অব্দের এপ্রিল মাসে জেলা কামরূপের অন্তঃপাতী নলবাড়ী পুলিস ষ্টেশন হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী গুয়াকুচি নামক গ্রামে একজন মোসলমান কৃষক আবিষ্কার করে। মোসলমানটি উহার বহু পুরুষের অধিকৃত পুরাতন ভিটা ছাড়িয়া নূতন জায়গায় গৃহাদি সরাইয়া যখন সাবেক ভিটা হইতে মাটি খুঁড়িতেছিল তখন দৈবাৎ ইহা প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির কিছু কাল পরেই (১৯২৫ আগষ্ট মাসে) এই শাসনখানি আসাম প্রত্নতত্ত্বাভিজ্ঞ স্বর্গত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হয়; এবং তিনিই ইহার কথা সর্ব্ব প্রথম সাধারণের নিকট প্রকাশিত করেন। ১৩৩৩ সালে গৌহাটি গেলে আমি ইহা পাঠ করি এবং গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে ইহার প্রতিলিপি নিয়া আসি। অতঃপর রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে এতদ্বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলাম —তাহা ঐ পরিষদের অধিবেশনবিশেষে পঠিত হইয়া রঙ্গপুর পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩৬ সালে) প্রকাশিত হইয়াছে। (১)

ইন্দ্রপালের এই দ্বিতীয় শাসন প্রথম শাসনের ১৩ বৎসর পরে, ইন্দ্রপালের রাজত্বের একবিংশ বৎসরে, প্রদত্ত হয়। লেখা প্রথম শাসন অপেক্ষা স্পষ্টতর। কেবল শেষ ফলকখানির লিপির কিয়দংশ বহুকাল ভূগর্ভাবস্থান বশতঃ ক্ষয়িত হইয়া অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। তবে ঐ অংশ ভূমির সীমা বিষয়ক হওয়াতে ক্ষতির কারণ বিশেষ কিছু হয় নাই।

এই শাসনের আকারাদি যে পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনের অনুরূপই হইবে ইহা বলা বাহুল্য। অপিচ রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনের ন্যায় ইহারও পূর্ব্বাংশ—যাহাতে শাসন প্রদাতার বংশ পরিচয় ও গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে—ইন্দ্রপালের প্রথম শাসনেরই অবিকল প্রতিলিপি। দ্বিতীয় শাসনখানির দ্বারা প্রথম শাসনের পাঠ অনেকাংশ সংশোধিত হইতে পারিয়াছে। আবার দ্বিতীয় শাসনের দুই এক স্থলে, শাসনখানি ক্ষয়িত বা ভগ্ন হওয়াতে, যে সব শব্দ বা অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে অথবা অপাঠ্য হইয়াছে, প্রথম শাসনের দ্বারা সেইগুলিরও অনেকটা পূরণ হইতে পারিয়াছে।

(১) মূল শাসনখানি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম্. এ. মহাশয়ের নিকট রহিয়াছে—এই শাসন সম্বন্ধীয় একটী ইংরেজি প্রবন্ধ (ফলকগুলির চিত্র সহ) সত্বরই তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবার কথা।

রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনের আলোচনার সময়েই বলা হইয়াছে যে একই রাজার ভিন্ন ভিন্ন শাসনে রাজবংশের বা শাসন দাতা নৃপতির বর্ণনা একই হইবে, ইহাই বোধ হয় তৎকালীন রীতি ছিল। (২) তাই অশোকের সমস্ত শাসনের প্রারম্ভেই **দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী** রহিয়াছে; ইহাই স্বাভাবিক। পরন্তু কামরূপ রাজগণের প্রশস্তি লেখার এইটিই লক্ষ্যের বিষয়—সেই বরাহ, নরক, ভগদত্ত (এবং কতিপয় শাসনে বজ্রদত্ত)—ইহাদের বর্ণনায়, এমন কি নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষের বর্ণনায়ও (যথা ইন্দ্রপালের শাসনে রত্নপালের কথায়', পূর্ব্বতন নৃপতির শাসনের কোনও শ্লোকের পুনঃ প্রয়োগ হয় নাই—যেমন "গৌড় লেখমালা"য় পাল রাজগণের কতকগুলি তাম্রশাসনে (২) দেখা যায়।

এই শাসন দ্বারা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর কূলে মন্দি.বষয়ান্তঃপাতী পগুরী ভূমিভাগে ২০০০ (দ্রোণ) ধান্যোৎপত্তি হইতে পারে—এমন ভূমি প্রদান করা হইয়াছে। এই পণ্ডরী ভূভাগের পরিচিহ্ন অদ্যাপি কামরূপে বিদ্যমান আছে। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের রঙ্গিয়া ষ্টেশনটী যে মৌজার (=পরগণার) অন্তর্গত তাহার নাম পাণ্ডুরী। প্রদত্ত ভূমির সীমা বর্ণনে মহাগৌরীকামেশ্বরের স্বত্বাধিকৃত ভূমির উল্লেখ আছে; কিন্তু বর্ত্তমানে পাণ্ডুরীতে বা তৎ সন্নিকৃষ্ট স্থানে ঐ দেবতাযুগলের মন্দিরাদির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। (৩) শাসনপ্রাপক ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল সাবথিস্থিত বৈনামক গ্রামে। ইহার নাম দেবদেব, পিতার নাম বাসুদেব, মাতার নাম অনুরাধা এবং পিতামহের নাম সোমদেব; ইহারা যজুর্ব্বেদ—কাণ্বশাখার ব্রাহ্মণ ছিলেন।

---

(১) তবে পরবর্ত্তী ধর্ম্মপালের দুই শাসনে বংশাদি বর্ণনায় যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, পশ্চাৎ (ঐ শাসন আলোচনায়) তাহার কারণ ব্যক্ত হইবে।

(২) গৌড়লেখমালায় প্রকাশিত নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদন পালের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

(৩) বনমালের তাম্রশাসনে রাজধানী বর্ণনা উপলক্ষে লৌহিত্যের বর্ণনায় আছে **শ্রীকামেশ্বরমহাগৌরীভট্টারিকাভ্যামধিষ্ঠিতশিরসঃ কামকূটগিরেঃ সততনিতম্বক্ষালনাদধিকতরপবিত্রপয়ঃসম্পূর্ণস্রোতসা শ্রীলৌহিত্যভট্টারকেণ** (৬৩ পৃষ্ঠা)। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে ঐ কামেশ্বর মহাগৌরীর স্থান ব্রহ্মপুত্রের তীরে—একটী (অনতি উচ্চ) পর্ব্বতের শিরোভাগে এবং তাহা সম্ভবতঃ রাজধানী হারুপ্পেশ্বরের (মধ্যে না হইলেও) উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। হারুপ্পেশ্বর বর্ত্তমান তেজপুরের প্রাচীন নামান্তর অথবা সন্নিকটস্থ কোন স্থান হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে। তেজপুর হইতে বর্ত্তমান পাণ্ডুরী মৌজা অনেক দূর, তবে তত্রত্য কামেশ্বরমহাগৌরীর স্বত্বাধিকৃত দেবত্রা সম্পত্তি কিছু এই জায়গায় থাকা অসম্ভব নহে। [লক্ষ্যের বিষয় বনমালের শাসনে **কামেশ্বরমহাগৌরীভট্টারিকাভ্যাম্** আছে—ইন্দ্রপালের এই শাসনে আছে **মহাগৌরীকামেশ্বরয়োঃ**; নামোল্লেখে ঈদৃশ পৌর্ব্বাপর্য্যব্যত্যয়ে বোধ হয় ইহারা পরস্পর ভিন্ন-দেবতা। যে পীঠের উপর লিঙ্গ স্থাপিত হয় তাহার সাধারণ নাম যোনিপীঠ বা গৌরীপীঠ; সম্ভবতঃ ঐরূপ পীঠস্থ স্থানীয় কোনও শিবলিঙ্গের নাম 'কামেশ্বর' ছিল। এস্থলে বক্তব্য যে 'কামেশ্বর' নামক এক মহাদেব কামাখ্যাধামেও আছেন।]

এই শাসন খানিতে একটি কৌতুকাবহ বিষয় রহিয়াছে—যাহা অপর কোনও তাম্রশাসনে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। প্রদত্ত ভূমির সীমা বর্ণনার পরে তাম্রশাসনের লিপি শেষ হইবার সময়ে দেখা গেল ফলকখানিতে মাত্র ৫ পঙ্‌ক্তি লেখা হইয়াছে—কিন্তু প্রথম ফলকে ১৮ পঙ্‌ক্তি এবং দ্বিতীয় ফলকের উভয় পৃষ্ঠে ১৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত হইয়াছে; তাই বোধহয় তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ফলক খানিতে এতটা খালি জায়গা পড়িয়া থাকা অশোভন মনে করিয়া শাসনলেখক যুড়িয়া দিলেন—**শ্রীমৎপরমেশ্বরবোবাবানাং** (অর্থাৎ শাসন প্রদাতা ইন্দ্রপাল নৃপতির) **দ্বাত্রিংশন্নামান্যমূনি**— অতঃপর রাজার বত্রিশটি বিশেষণ (প্রাতিপদিকাকারে) বসাইয়া দিলেন। নারায়ণ, মহাদেব প্রভৃতি দেবতাগণের শতনাম, সহস্রনাম আছে; 'পরমেশ্বর' শব্দদ্বারা ভূপতিকে ঐ সকল দেবতার সমশ্রেণীতে স্থাপন করিয়া তাঁহার নামাবলির রচনায় শাসনলেখক বিলক্ষণ চাতুর্য্য ও রাজভক্তি দেখাইয়াছেন।

ইহাতেও ফলকের পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ ভরিয়া যায় নাই; কিছুটা জায়গা খালি রহিয়াছে দেখিয়া এখানে তৎকালীন চিত্রাঙ্কণ বিদ্যারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বাদৌ একটি শুকাকার পক্ষী—তাহার পদতলে একটি সর্প—ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় ইহা গরুড়; তারপর পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ; এই গুলির ক্ষুদ্রাকার অথচ অতি সুন্দর ছবি উৎকীর্ণ হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে—কোচ ও আহোমগণের অধিকার কালে—কামরূপে যে সব পুঁথি লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি অনেকশঃ নানাবিধ চিত্রদ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে। এই শাসনে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি তাহারই পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে ঐ সকল পুঁথির চিত্রগুলি গ্রন্থে বর্ণিত কোনও বিষয় সম্পৃক্ত—এই শাসনের চিত্রগুলি তাদৃশ নহে। (১) ছবির পাশে একের নীচে আর, এ ভাবে সনি' 'চনি' 'অনি' এই তিনটি শব্দ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই গুলি ফলক প্রস্তুত পূর্ব্বক শাসন লিপি সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম অথবা নামের প্রথমাংশ (২)। এ ছাড়া ছবির নীচেও লেখা রহিয়াছে—তাহাও খুব সম্ভব চিত্রাঙ্কণকারীর পরিচায়ক কিছু হইবে। (৩)

---

(১) এইরূপ নিরর্থক চিত্রের এক প্রাচীন উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। গুপ্তাব্দ ২৬৯ (খ্রীঃ ৫৮৮-৮৯) সনে খোদিত মহানামের শিলালিপিতে ধেনু বৎসের চিত্র আছে—Below the inscription, towards the proper right-side of the stone, there are engraved in outline a cow and a calf standing towards, and nibbling at, a small tree or a bush (P. 274, Corp. Insc. Ind. vol III) কিন্তু ইহা তাম্রশাসন নহে শিলালিপি—ইহাতে ছবি আঁকিবার যথেষ্ট স্থান পাওয়া যায়।

(২) সনি (বোধ হয় শনিরামের) চনি (সম্ভবতঃ ধনিরামের—কেননা কামরূপে তবর্গ টবর্গের ন্যায় উচ্চারিত হইতে শুনা যায়) এবং অনি (অনিরুদ্ধ নামের) আদ্যভাগ হইতে পারে। শনিরাম ও ধনিরাম কামরূপের এখনও সাধারণ লোকদের মধ্যে খুবই প্রচলিত নাম; এবং ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় শাসনের কবি অনিরুদ্ধনামা ছিলেন।

(৩) শাসনের এই বিচিত্রাংশ অবলম্বনে একটি সচিত্র প্রবন্ধ "অদ্ভুততাম্রশাসন" নামে "হরপ্রসাদসংবর্দ্ধন লেখমালা"র (১৬৪-১৬৬ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। (চিত্রখানি এই গ্রন্থেরও অন্তর্নিবিষ্ট হইল।)

ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় (গুয়াকুচি) তাম্রশাসনের প্রথম ফলক।

(অক্ষরগুলির মাত্রা স্পষ্টতঃ অধোমুখ ত্রিকোণাকৃতি)

শাসনের পাঠ।

(প্রথম ফলক)

১। (৫) स्वस्ति। खट्वाङ्ग(ं) परशुर्व्वृषः शशिकलेत्यादि(১) त्वदीयं मया
सर्व्वस्वं जितमद्य न(ा)म कितव प्रस्थ(र्प्पितं ते पुनः) (২)।

২। प्रेष्या केवलमस्तु मे जलवहा गङ्गेति गौरीगिरा
शम्भो र्घूत(৩)कलाजितस्य जयति व्रीड़ाविनम्रं शिर(:) ॥ १ (৪)

৩। जयति पशुपतिः प्रजाधिनाथो महितवपुर्म्महिमा महावराहः।
इयमपि भगदत्तवंश (৫) माता ध(र-)

৪। शिरनन्त (৬) नराधिपप्रतिष्ठा ॥২
यद्वारि रामपरशो र्न्नृपकण्ठकाण्ड-
लावस्य (धौतघन) (৭) लोहितपङ्कमासीत्।

৫। लौहित्य इत्यधिपतिः सरितां स एष
ब्रह्माङ्गभूर्न्नुदतु वः कलिकल्मषाणि ॥ ৩
वल्गत्खुरक्षुभित (৮) भीम-

৬। भुजङ्गसद्मा
कल्पावसानदिनभिन्नसमुद्रमुद्रां।
पातालपङ्कपटलोदरसन्निलीनां
क्रोड़ाकृति-

৭। र्व्वसुमती (ं) हरिरुज्जहार (৯) ॥৪
दंष्ट्राङ्कुरोद्धृतधरापरिरम्भगर्व्व-
सम्भोगसम्भृतरसाल(स)मान(स)स्य।

---

(১) মূলে আছে त्यादी (প্রথম শাসনেও এই ভুলটি রহিয়াছে।

(২) ফলকের এই অংশ ক্ষয়িত হইয়া যাওয়ায় প্রথম শাসন দেখিয়া অক্ষরগুলি যুড়িয়া দেওয়া গেল (এইরূপ পরবর্ত্তী সাধারণ অংশস্থ অন্যান্য স্থলেও করা হইয়াছে।)

(৩) মূলে আছে घत

(৪) প্রথম হইতে ১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত উভয়শাসনেই সাধারণ হওয়াতে এইগুলির ছন্দঃ উল্লেখিত হইল না।

(৫) মূলে আছে वंश्या (৬) মূলে আছে मनन्तर (৭) মূলে এই চারিটী অক্ষরই পড়িয়া গিয়াছে।

(৮) মূলে অছে क्षुभितं (৯) মূলে আছে रुज्जहारः

तस्या-

৮। त्मजो नर(प)तिर्न्नरकाभिधानः

श्रीमानभुद्भुवनवन्दितपादमुद्रः ॥৫

रत्नप्रभारुचिर-

৯। मास्पदमेव लक्ष्म्या (:) (১)

पुण्योपकण्ठविलसद्वनमालभारि।

प्रागज्योतिषम्पुरमपा-

১০। स्तयशाः स उर्व्वी-

र्व्वक्षःस्थलम्पितुरिवापरमध्युवास ॥৬

तस्यापि सुनुरभवद्भगद-

১১। त्तनामा (২)

विश्रामभूमिरखिलस्य पितुर्ग्गुणस्य

सत्वोद्धतः सततमूनबले बलीया-

১২। न्यः पक्षपातमकरो(त्क्ष)तवैरिपक्षः ॥৭

श्रीमान्वयोन्नतिपदप्रथितप्रतिष्ठः

पृ-

১৩। थ्वीभुजां वि(৩)जयिनान्धुरि वज्रदत्तः।

दोर्व्वीर्य्यपरितोषित(৪)वज्रपाणि-

रासीदमुष्य मुषितारियशा-

১৪। स्तनूजः ॥৮

तस्मिन्नेव नृपान्वये नरपतिः श्रीब्रह्मपालोभव-

त्तस्यात्मा भुवि रत्नपाल इति च ख्यातः क्ष-

১৫। तारिर्व्वशी।

अस्यानर्घगुणाकरस्य महिमा राज्ञस्तु किं व(৫)र्ण्यते

यः श्लाघ्यैरतिदिश्यते सुचरि(तै रा-)

(১) মূলে আছে लक्ष्मा (২) মূলে আছে नामा (৩) মূলে আছে जम्वि

(৪) মূলে আছে तोसित (৫) মূলে আছে किम्व

১৬। मस्य कृष्णस्य वा ॥९

सम्बाधा वसुधा सुधाधवलितैः शम्भुप्रतिष्ठास्पदै-

र्यस्य (२) श्रोत्रियमन्दिराणि विभ(वैर्ना-

১৭। नाप्र) कारैरपि।

यूपैर्यज्ञगृहाङ्गणानि हविषान्धूमै(३)र्नभोमण्डलं

यात्रारेणुभिरर्णवाम्बु (विजय-

১৮। स्तम्भैश्च स) र्व्वा दिशः ॥१०

आसीदुदारकीर्त्तिं र्दाता भोक्ता कलाकुशलः।

तस्य पुर(न्दरपालः)

(দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা)

১৯। सूनुः शूरश्च सुकविश्च ॥११

कृतमतिकौतुकमसकृन्मृगयारसिकेन येन समरेपि।

(क्षण-)

২০। विरचितशरपञ्जरवद्धै रिपुराजशार्द्दूलैः (४) ॥१२

जामदग्न्यभुजविक्रमार्जितप्राज्यराज्यनृपव-

২১। ंश (५)सम्भवा।

दुर्ल्लभेति स तु लोकदुर्ल्लभा (ं) प्राप्य सम्यगभवत् कलत्रवान् ॥१३

सचीव शक्रस्य शिवेव श-

২২। म्भो रतिः स्मरस्येव हरेरिव श्रीः।

सा रोहिणीव क्षणदाकरस्य तस्यानुरूपप्रणया बभूव ॥१४

২৩। देवः प्राचीप्रदीपः प्रकटवसुमतीमण्डनः खण्डितारि-

र्ज्जातस्ताभ्यां जितात्मा नयविनयवता-

২৪। मग्रणीरिन्द्रपालः।

यस्मिन् सिंहासनस्थे स्वयमवनिभृतां वद्धसेवाञ्जलीना-

मावर्ज्जन्मौलिर-

(১) মূলে वस्य আছে (রেফটানাই)। (২) মূলে আছে न्धूपै

(৩) মূলে আছে शाद्दुलैः (৪) মূলে আছে वन्स

২৫। नैः फलितमिव सभाकुट्टिमं (१) कीर्य्यमाणैः ॥१५

सुविस्तृतानां पद्वाक्यतर्क्कतन्त्र(२)प्रवाहातितरस्वि-

২৬। नीनाम् (३)

यः सर्व्वविद्यासरितामगाधमन्तर्न्निमग्नश्च गतश्च पारम् ॥१६

स्वर्ग्गं गते पितरि यस्य यशः-

২৭। शरीरे

पौत्रस्य पूतमनसा हरिविक्रमेण।

राज्ञा वयःपरिणतेन गुणानुरूप-

২৮। मित्यर्प्पिता स्वयमियन्निजराजलक्ष्मीः ॥ १७

यस्मिन्नृपे विनयविक्रमभाजि जाते

स-

২৯। म्यग्विभक्तचतुराश्रमवर्णधर्म्मा।

आनन्दिनी सकलकामदुघा प्रजानां

पृथ्वी पृथौ

৩০। पुनरिव प्रथितोद्‌यासीत् ॥ १८

करितुररत्नपूर्णा राज्ञस्तस्यानुरूपगुणवस-

৩১। तिः।

नृपतिकुलदुर्ज्जयासीन्न(४)गरी श्रीदुर्ज्जया नाम ॥ × ॥१९

प्रागूज्योतिषाधिपत्यसंख्याताप्र-

৩২। तिहतदण्डस्तापिताशेषरिपुपक्षश्रीवाराहपरमेश्वरपरमभट्टारकमहा-

राजाधिराजश्री-

৩৩। मद्रत्नपालवर्म्मदेवपादानुध्यातः परमेश्वरपरमभट्टारकमहाराजाधि-

राजश्रीमदिन्द्र-

৩৪। पालवर्म्मदेवः कुशली ॥ * ॥ उत्तरकूले मन्दिविषयान्तःपातिपण्डरी-

भूमितोऽप-

---

(১) মূলে আছে कुट्टिमं (২) মূলে আছে तन्त्त

(৩) এখানে म् ঠিকই রহিয়াছে। (৪) মূলে আছে याऽसीन्न

৩৫। कृष्टधान्यद्विसहस्रोत्पत्तिकभूमौ ॥* यथायथं समुपस्थितविषयकरण-
व्यावहा-

৩৬। रिकप्रमुखान् जानपदान् राजराज्ञीराणकाधिकृतानन्यानपि राजन्यक। राजपुत्र। राजव-

৩৭। ल्लभप्रभृतीन् यथाकालभाविनोऽपि सर्व्वान् सम्माननापूर्व्वकं समादिशति विदितमस्तु

(দ্বিতীয় ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

৩৮। भवतां भूमिरियं वास्तुकेदारस्थलजलगोप्रचारावस्कराद्युपेता यथासंस्था स्वसी-(১)

৩৯। मोद्देशपर्य्यन्ता हस्तिबन्ध। नौकाबन्ध। चौरोद्ध(২)रण। दण्डपाशोपरि-
कर। नानानि-

৪০। मित्तोत्क्लेटनहस्त्यश्वोष्ट्र। गोमहिषाजाविकप्रचारप्रभृतीनां विनि (৩)
वारितसर्व्व-

৪১। पीड़ा शासनीकृत्य—

सावथ्या(৪)मस्ति चैनामा ग्रामो धाम द्विजन्मनां।
धर्म्मस्या-

৪২। धर्म्मभीतस्य दुर्ग्गलम्भनिभः कलौ ॥২০(৫)

काश्यपस्तत्र पुण्यात्मा सोमदेवोऽभवद्द्विजः(৬)।

৪৩। काण्व(৭) शाखो यजु(৮)र्व्वेदी देवः साक्षादिवात्मभूः ॥২১

वसुदेव इति श्रीमान् वसुदेव इवा-

৪৪। त्मजः

तस्य जज्ञे सुहृन्नन्दसुप्रीतपुरुषोत्तमः ॥২২

अस्य मुनेरिव वशिनः (৯) पत्नी शीले-

(১) মূলে আছে ससी (২) द्ध অক্ষরের উপর ` এইরূপ একটি দাগ আছে।

(৩) মূলে আছে वाम्विनि (৪) মধ্যের অক্ষরটি যেন আগে प লেখা হইয়াছিল পশ্চাৎ व করা হইয়াছে।

(৫) অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্ত; ২১, ২২, ২৫ সংখ্যক শ্লোকেও এই বৃত্ত। (৬) মূলে আছে भवद्विजः

(৭) মূলে আছে कण्व (৮) মূলে আছে यशु (৯) মূলে আছে वसिनः

৪৫। রুদ্ধতীবাসীত্।
অনুরাধেতি (১)কুলীনা গঙ্গেবাপাস্তকলিকলুষা ॥২৩(২)
দে-

৪৬। বক্যামিব তস্যাং তেনাজনি দেবদেব ইতি সূনুঃ।
হরিরিব গোপহিতৈ-

৪৭। ষী যশোদয়া স্বীকৃতঃ শ্রীমান্ ॥২৪
দ্বিজায়াস্মৈ মহী ধান্যসহস্রদ্বয়-

৪৮। সম্মিতা।
ময়া রাজ্যস্য দত্তেয় মেকবিংশতিবৎসরে ॥২৫
অস্যাঃ

৪৯। সীমা পূর্ব্বেণ মহাগৌরী। কামেশ্বরয়োঃ সত্কশাসনমর্ক্ষ্যীকোক্ব(৩) রাজপুত্রপাটক।

৫০। পণ্ডরীভূসীম্নি বাস্ত্বালিস্থকণ্টাফলবৃত্ত। ক্ষেত্রালী। পশ্চিমগবর্ক্কেণ তদ্ভূ। বীরস-

৫১। ত্কমকুতি[কুম্যরা] (৪) পণ্ডরীভূম্যোস্ সীম্নি ক্ষেত্রালিঃ। দক্ষিণগবর্কেণ তদ্ভূসীম্নি ক্ষেত্রালিঃ।

৫২। পূর্ব্বদক্ষিণেন তদ্ভূ। মহাগৌরীকামেশ্বর্য্যোস্ সত্কশাসনপণ্ডরীভূম্যোঃ সীম্নি ক্ষেত্রালিঃ।

৫৩। দক্ষিণেন তদ্ভূসীম্নি ক্ষেত্রালি। হাহারথিজোলোত্তরকূলে। (৫) দক্ষিণ-পশ্চিমেন তদ্ভূসীম্নি

৫৪। ক্ষেত্রালিমস্তকঃ। পশ্চিমেন তদ্ভূ। বসুমাধবদেবসত্কশাসনপণ্ডরী-ভূসীম্নি ক্ষেত্রালি।

৫৫। জিঙ্গিনী (৬) বৃক্ষৌ। পূর্ব্বেণ উত্তরগবর্ক্কেণ তদ্ভূসীম্নি শাখোটকজোলদক্ষিণ-কূলং। ক্ষেত্রালী।

---

(১) মূলে আছে অনুধারেতি (২) আর্য্যা জাতি। পরবর্ত্তী শ্লোকেও এই জাতি।

(৩) ইহা এবং এতৎ পরবর্ত্তী প্রাকৃত নাম গুলির পাঠ বিশুদ্ধ হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

(৪) [ ] মধ্যস্থিত অক্ষর তিনটি কাটা বলিয়া বোধ হইতেছে।

(৫) মূলে আছে জোলোত্তর কূলৌ। (কূল শব্দ ক্লীবলিঙ্গ)। (৬) মূলে আছে জিঙ্গথী

৫৬। पश्चिमोत्तरेण तद्भूसीम्नि वेत्रालिमस्तकः। पूर्व्वगवक्रेण तद्भूसीम्नि तज्जोल-
दक्षिणकू-

(তৃতীয় ফলক)

৫৭। लं। उत्तर ग। पश्चिम ग। उत्तरगवक्रेण तद्भूसीम्नि वास्वाली उत्तर (?)
× × × (जोल) (১)

৫৮। दक्षिणकूलस्थ(:) अम्र(२)वृक्षः। उत्तरेण तद्भू। पीद्कग्राम [सवृद्धग्राम](৩)
भूम्यो(:) सीम्नि स्थितं (৪)

৫৯। स्रोतसीजोलदक्षिणकूलं। उत्तरग। पूर्व्वगवक्रेण तद्ग्रामभूसीम्नि दक्षिण-
पूर्व्वकू-

৬০। ल। दक्षिणकूले(৫)। उत्तरपूर्व्वेण तद्भू। महागौरी। कामेश्वरयोर्द्देव-
सत्कशासनपण्ड-

৬১। रीभूम्योस् सीम्नि वास्त्वालिश्चेति ॥ × ॥ श्रीमत्परमेश्वरपादानां द्वात्रिं-(৬)

৬২। शन्नामान्यमूनि। कीर्त्तिकमलिनीमार्त्तण्ड। लक्ष्मीभारोद्वहनाच्युत।
सकललोकशङ्क-

৬৩। र। करुणाजीमूतवाहन। संग्रामस्तम्भ। अरसिकभीम। अप्रतिहत-
शक्तिकार्त्ति-

৬৪। केय। विपक्षबलभित्। नरसिंहविक्रम। कलिकालजलधिनिमज्ज-

৬৫। द्वसुन्धरादिवराह। साहसैकसहाय। धनुर्द्धरैकपार्थ। अनतक्षत्रव-

৬৬। ंश(৭)भार्ग्गव। उद्धतभूभृद्शनिपात। अन्तःपुरभुजङ्ग। सरस्वती-

৬৭। निजनिवास। सुहृन्मानसराजहंस(৮)। कामिनीमनोमोहनैक(৯)मन्त्र।

৬৮। अनवद्यविद्याधर। समरसागरमृगाङ्क। प्रज्ञावधूवल्लभ। कलाविलासिनीसुभ-

৬৯। ग। अर्थि(১০)जनमनोरथकल्पद्रुम। मित्रोदयप्रभातसमय। धर्म्मविरोधि-

(১) ফলকের এই অংশ ক্ষয়িত হইয়া যাওয়াতে অনেকগুলি অক্ষর একেবারে অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে—**उत्तर** ও **जोल** অনুমানতঃ লিখিত হইল।

(২) মূলে আছে **अम्व** (৩) [ ] মধ্যস্থিত অক্ষরগুলি কাটা বলিয়া বোধ হয়।

(৪) অক্ষর অতি অস্পষ্ট (৫) মূলে আছে **कूलौ** (৬) মূলে আছে **द्वात्रं** (৭) মূলে আছে **वन्स**

(৮) মূলে আছে **हृन्म** (৯) মূলে আছে **मोहनौक** (১০) মূলে **अर्थी** আছে।

वर्म्मभी-

१०। रु। सद्गुणकर्णावतंस(১)। सञ्चरितचन्दनमलयगिरि। मेदिनीतिलक।

प्रचण्डन-

११। रगण्ड। तरुणीतरण्ड। तुरङ्गरेवन्त। हरगिरिजाचरणपङ्कजरजोरञ्जितो-

१२। समाङ्क।

শানি (ছবি)

ঠনি সর্পের উপর গরুড় ॥ পদ্ম শঙ্খ ॥ চক্র ॥

অনি

पुष्टा(২)सिरि अष्टहेन्त (৩)

(সিল্)

(হস্তিমূর্ত্তি)

९ स्वस्ति श्रीमान् प्रागूज्योतिषाधिपति-

महाराजाधिराजश्रीमदि-

न्द्रपालवर्म्मदेवः ॥

---

(১) মূলে আছে वतन्स

(২) ইহা पुष्प ও পড়া যায় এবং ইতঃপূর্ব্বে (হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালায় "অদ্ভুত তাম্রশাসন" প্রবন্ধে) ঐ পাঠই গৃহীত হইয়াছে। (পরিবর্ত্তনের কারণ পরবর্ত্তী পাদটীকা হইতেই অনুমিত হইবে।)

(৩) ইহা সম্ভবতঃ তক্ষকার কর্ত্তৃক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত চিত্রাঙ্কন কারীর পরিচায়ক কিছু হইবে: [এতৎ সম্বন্ধে অনুমানতঃ এই বলা যাইতে পারে যে যাহা पुष्टा सिरि अष्टहेन्त পড়া গিয়াছে তাহা বোধহয় শুদ্ধসংস্কৃতে पुस्तं श्री अष्टकेन হইবে। पुष्टा সম্ভবতঃ पुष्टं স্থলে লিখিত; প্রাকৃতে কামরূপে তবর্গ স্থলে টবর্গ দেখা যায় (যেমন ধনি স্থলে ঢনি); তাই पुष्टं--पुस्तं; सिरि=श्री; हेन्त এবং ह—क এর স্থলে (যেমন পরবর্ত্তী ধর্ম্মপালের প্রথমশাসনে लकुच স্থলে लहुच দৃষ্ট হইবে), এবং न्त—न এর স্থলে লিখিত হইতে পারে; 'অষ্টক' নাম মহাভারত (আদিপর্ব্ব—যযাতি উপাখ্যানে) রহিয়াছে। पुस्तं শব্দের অর্থ এখানে চিত্রাঙ্কন; শব্দকল্পদ্রুমে আছে—

मृदा वा दारुणा वाथ वस्त्रेणाप्यथ चर्म्मणा।
लोहरत्नैः कृतं वापि पुस्तमित्यभिधीयते॥

অতএব, প্রাকৃত বর্ণবিকৃতিময় এই বাক্যে, অষ্টক কর্ত্তৃক ঐ চিত্রগুলি খোদিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ইহাই বুঝাইতেছে।]

ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় গুয়াকুচি তাম্রশাসনের সচিত্র তৃতীয় ফলক।

অনুবাদ

[প্রথম হইতে ১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রথম শাসনের অবিকল অনুরূপ; অতঃপর কুশলী পর্য্যন্তও সেইরূপ। অতএব এস্থলে এই অংশের অনুবাদ আর দেওয়া হইল না—প্রথম শাসনেই (১২৫-১২৮পৃঃ) তাহা দ্রষ্টব্য।]

ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলে মন্দি বিষয়ের অন্তর্গত পণ্ডরী ভূমি ভাগে ২০০০ ধান্যোৎপত্তিমতী ভূমিতে।

× × × × × ×

সাবথিতে দ্বিজগণের বাসভূমি বৈনামক একটি গ্রাম আছে—কলিকালে তাহা অধর্ম্মভীত ধর্ম্মের সমাশ্রিত দুর্গ সদৃশ॥২০

সেই গ্রামে কাণ্বশাখ যজুর্ব্বেদী কাশ্যপ গোত্রজ সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ পুণ্যাত্মা সোমদেবনামা জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন॥২১

তাঁহার শ্রীমান্ বসুদেব নামক পুত্র ছিলেন; নন্দসুহৃৎ সুপ্রীতপুরুষোত্তম বসুদেবের ন্যায় ইনিও সুহৃৎগণের আনন্দন ছিলেন এবং পুরুষোত্তম (নারায়ণ) ইঁহার প্রতি প্রীত ছিলেন (১)॥২২

বশিষ্ঠ মুনির পত্নী অরুন্ধতীর ন্যায় চরিত্র সম্পন্না ইঁহার অনুরাধা নামে সদ্বংশসম্ভবা পত্নী ছিলেন; তিনি গঙ্গার ন্যায় দূরীকৃতকলিকল্মষা ছিলেন।২৩

দেবকীর গর্ভে (বসুদেবকর্ত্তৃক) যেমন গোপহিতৈষী, যশোদা কর্ত্তৃক স্বীয়পুত্ররূপে গৃহীত—শ্রীহরি জনিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ইঁহার (অনুরাধার) গর্ভে পৃথিবীপালহিতকামী যশঃ ও দয়া দ্বারা আত্মী-কৃত (অর্থাৎ সমধিকৃত) (২) শ্রীমান্ দেবদেব নামক পুত্র তদ্দ্বারা (অর্থাৎ ঐ ব্রাহ্মণ বসুদেবকর্ত্তৃক) উৎপাদিত হইয়াছেন॥২৪

এই ব্রাহ্মণকে দুই সহস্র ধান্য পরিমিত ভূমি মদীয় রাজ্যের একবিংশতি(তম) বৎসরে প্রদত্ত হইল॥২৫

ইহার সীমা পূর্ব্বে মহাগৌরী কামেশ্বরের অধিকৃত শাসন মর্ক্কণ্যীকোক রাজপুত্রপাটক ও পণ্ডরী ভূমির সীমাস্থ বাস্ত আলির উপরিস্থিত কাঁটালগাছ ও ক্ষেত্রালি, পশ্চিমগামী বাঁকে সেই ভূমি বীরের অধিকৃত মকুতি [কুম্যরা] ও পণ্ডরী ভূমির সীমায় ক্ষেত্রের আলি; দক্ষিণগামী বাঁকে ঐ ভূমিসীমাস্থিত ক্ষেত্রের আলি। পূর্ব্বদক্ষিণে সেই ভূমি, মহাগৌরী কামেশ্বরের অধিকৃত শাসন ও পণ্ডরী ভূমির সীমাস্থিত ক্ষেত্রের আলি। দক্ষিণে ঐ ভূমির সীমাস্থিত ক্ষেত্রের আলি এবং হাহারবি জোলের উত্তরকূল। দক্ষিণপশ্চিমে সেই ভূমির সীমাস্থ ক্ষেত্রের আলির মাথা। পশ্চিমে ঐ ভূমি বসুমাধব দেবের অধিকৃত শাসন ও পণ্ডরী ভূমির সীমাস্থিত ক্ষেত্রের আলি এবং জিঙ্গিনী(৩)

(১) মূল শ্লোকের 'সুহৃন্নন্দ' এবং 'সুপ্রীতপুরুষোত্তম' এই দুইটি শব্দ শ্লিষ্ট।

(২) মূলশ্লোকে 'গোপ' শব্দ শ্লিষ্ট—'যশোদয়া' শব্দও দ্বিবিধার্থব্যঞ্জক।

(৩) 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' মতে ঝিঙল; পূর্ব্ববঙ্গে ইহার নাম ঝিঙা।

বৃক্ষ; পূর্ব্বগামী ও উত্তরগামী বাঁকে সেই ভূমির সীমায় শেওড়া গাছ ও জোলদক্ষিণকূলস্থ ক্ষেত্রের আলি। পশ্চিমোত্তরে সেই ভূমির সীমাস্থিত ক্ষেত্রের আলির মাথা; পূর্ব্বগামী বাঁকে ঐ ভূমির সীমায় সেই জোলের দক্ষিণকূল; উত্তর, পূর্ব্ব ও উত্তরগামী বাঁক দিয়া ঐ ভূমির সীমায় বাস্তু আলি; উত্তরপূর্ব্ব × × (জোল) দক্ষিণকূলস্থ আমগাছ। উত্তরে সেই ভূমি পীদকগ্রাম [সমৃদ্ধগ্রাম] ভূমিতে স্থিত স্রোতসী জোলের দক্ষিণকূল, উত্তরগামী ও পূর্ব্বগামী বাঁক দিয়া সেই ভূমি এবং ঐ ভূমির সীমাস্থিত দক্ষিণপূর্ব্বকূল ও দক্ষিণকূল। উত্তরপূর্ব্বে সেই ভূমি মহাগৌরী কামেশ্বর দেবতাদ্বয়ের অধিকৃত শাসন ও পণ্ডরী ভূমির সীমাস্থিত বাস্তু আলি—ইতি।

শ্রীমৎপরমেশ্বর (ইন্দ্রপাল) দেবের বত্রিশটি (উপ)নাম ও তদ্ব্যাখ্যা। (১)

১। কীর্ত্তিকমলিনীমার্ত্তণ্ড—কীর্ত্তিরূপ পদ্মিনীর (বিকাশক) সূর্য্য স্বরূপ। সাধারণতঃ কীর্ত্তিই লোককে মণ্ডিত করে, পরন্তু ইঁহার দ্বারা কীর্ত্তিরই শোভাবর্দ্ধন হইয়াছে। অর্থাৎ এই নৃপতি অসাধারণ কীর্ত্তিশালী।

২। লক্ষ্মীভারোদ্বহনাচ্যুত—অচ্যুত (শ্রীহরি) যেমন (স্বীয় বক্ষঃস্থলে) লক্ষ্মীর ভার বহন করেন রাজাও অবিশ্রান্ত রাজ্যলক্ষ্মীর ভার বহন করিতেছেন। 'অচ্যুত' পদের দ্বারা রাজা যে কখনও স্বকর্ত্তব্য (রাজ্যভারবহন) হইতে চ্যুত হন না—ইহাই সূচিত হইতেছে।

৩। সকললোকশঙ্কর—সমগ্র ভুবনের মঙ্গলকারী শিব স্বরূপ।

৪। করুণাজীমূতবাহন—বিদ্যাধররাজ জীমূতবাহনের ন্যায় অশেষ করুণাপরায়ণ। 'নাগানন্দ' নাটকে—এবং 'কথাসরিৎসাগরে'—জীমূতবাহনের করুণাকাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে।

৫। সংগ্রামস্তম্ভ—সমরক্ষেত্রে স্তম্ভের ন্যায় অটল।

৬। অরসিকভীম—রসবোধহীন মূর্খের পক্ষে ভয়ঙ্কর। 'ভীম' পদে শ্লেষ আছে; মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন অজ্ঞাত বাসের সময়ে বিরাটরাজের সূপকার ছিলেন—

বল্লবো ভীমসেনশ্চ পিতুস্তে রসপাচকঃ॥

মহাভারত বিরাটপর্ব্ব—৪৪ অধ্যায় ৫ম শ্লোক। (২)

রাজা ইন্দ্রপাল ভীমের ন্যায় বলবান্ বটেন—কিন্তু পাচক নহেন।

---

(১) নামের অনুবাদে কেবল বঙ্গাক্ষরে ঐগুলি লেখা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না, পরন্তু এখানে প্রত্যেকটি নামের অর্থ প্রদত্ত হইল।

(২) জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়—দ্বিতীয় শ্লোকেও আছে

কথং তে ভোজিতা বিপ্রাঃ + + + + ভীমেন রসকারিণা॥

(বারাণসী সংস্কৃতকলেজ লাইব্রেরীস্থিত হস্তলিখিত পুথি।)

['রসিক'—রসকারী বা সূপকার অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহৃত না হইলেও বাঙ্গালা "রসুয়ে" শব্দে ইহার প্রচ্ছন্ন রূপ দেখা যাইতেছে।]

৭। অপ্রতিহতশক্তিকার্ত্তিকেয়—কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অপ্রতিরুদ্ধ শক্তি বিশিষ্ট। কার্ত্তিকেয়ের আয়ুধ (শক্তি) ক্রৌঞ্চপর্ব্বতেও প্রতিহত হয় নাই, ঐ পর্ব্বত ভেদ করিয়া গিয়াছিল। রাজারও (প্রভাবোৎসাহমন্ত্রজ) শক্তি কুত্রাপি ব্যাহত হয় নাই।

৮। বিপক্ষবলভিৎ—প্রতিপক্ষের সৈন্য ধ্বংসকারী। 'বলভিৎ' শব্দে ইন্দ্রকে বুঝায়; ইন্দ্রপাল ইন্দ্রসদৃশ শত্রু বিধ্বংসকারী।

৯। নরসিংহবিক্রম—মানুষ হইয়াও রাজা সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত। তিনি নৃসিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, ইহাও সূচিত হইয়াছে।

১০। কলিকালজলধিনিমজ্জদ্বসুন্ধরাদিবরাহ—প্রলয়পয়োধিমগ্না বসুন্ধরাকে ভগবান্ (আদি) বরাহরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, রাজাও কলিকালরূপ পয়োধিতে মগ্নপ্রায় পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন—অর্থাৎ তিনি কলিকলুষ নিপাত পূর্ব্বক পৃথিবীর পালন কারী।

১১। সাহসৈকসহায়—সাহস মাত্র অবলম্বনে শত্রুজয়ী।

১২। ধনুর্দ্ধরৈকপার্থ—অর্জ্জুনের ন্যায় অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর।

১৩। অনতক্ষত্রবংশভার্গব—উদ্ধত রাজকুলের পক্ষে পরশুরামের ন্যায় নির্ম্মূলকারী।

১৪। উদ্ধতভূভৃদশনিপাত—'ভূভৃৎ'—পর্ব্বত ও রাজা; ইন্দ্র যেমন বজ্রাঘাতে উড্ডীয়মান পর্ব্বতগণের (পক্ষচ্ছেদন করিয়া) নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, ইন্দ্রপালও তেমনি অবিনীত রাজগণের দর্পহারী নিয়ামক।

১৫। অন্তঃপুরভুজঙ্গ—স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যেই কামিনীগণের সহিত আদিরসসম্ভোগকারী—পরস্ত্রী তদ্বহির্ভাগে সতত সংযমপরায়ণ।

১৬। সরস্বতীনির্জ্জনবাস—বিদ্যাদেবীর স্বকীয় আবাসস্থল; দেবী এই রাজাতেই স্থির অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন।

১৭। সুহৃন্মানসরাজহংস—'মানস'—চিত্ত ও মানস সরোবর; 'রাজহংস'—মরাল এবং রাজশ্রেষ্ঠ; মানসসরোবর রাজহংসগণের প্রিয় বিহার স্থান—সুহৃদ্বর্গের চিত্তপটেও রাজাধিরাজ ইন্দ্রপাল সপ্রণয়ে স্থানাধিকার করিয়াছেন।

১৮। কামিনীমনোমোহনৈকমন্ত্র—রমণীগণের মনোহরণে বশীকরণ মন্ত্রের ন্যায় প্রভাবশালী।

১৯। অনবদ্যবিদ্যাধর—অনিন্দিত বিদ্যাধিকারী। 'বিদ্যাধর'—দেবযোনি বিশেষ তাই 'অনবদ্য', প্রশংসিত; অথবা বিদ্যাধর দেবযোনি বিশেষ হইলেও দেবতার তুলনায় অপকৃষ্ট—তাই অবদ্য, 'পরমেশ্বর' (রাজা) অনবদ্য।

২০। সমরসাগরমৃগাঙ্ক—যুদ্ধরূপ সমুদ্রের পক্ষে চন্দ্রের ন্যায়; চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র বক্ষঃ বিক্ষোভিত হয়; ইহার উপস্থিতিতেও সমরাঙ্গণ বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে।

২১। প্রজ্ঞাবধূবল্লভ—প্রজ্ঞারূপ রমণীর প্রেমাস্পদ অর্থাৎ প্রভূত প্রজ্ঞাশালী।

২২। কলাবিলাসিনীসুভগ—কলারূপ কামিনীর মনোজ্ঞ—অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কলায় পারদর্শী।

২৩। অর্থিজনমনোরথকল্পদ্রুম—যাচক জনগণের অভীষ্ট পূরণে কল্পবৃক্ষের ন্যায় সতত তৎপর।

২৪। মিত্রোদয়প্রভাতসময়—'মিত্র'—সূর্য্য ও বন্ধু; প্রাতঃকাল যেমন সূর্য্যের অভ্যুদয়ের কারণ, রাজাও তেমনি সুহৃজ্জনের উন্নতি বিধায়ক।

২৫। ধর্ম্মবিরোধিবর্ত্মভীরু—রাজা অধর্ম্মপথে কদাপি পাদক্ষেপ করেন না—পাপাচরণ দূরতঃ পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন।

২৬। সদ্গুণকর্ণাবতংস—সদ্গুণ হেতু তিনি (অপরের) কর্ণের ভূষণ স্বরূপ, তদীয় গুণাবলী শ্রবণে লোকের কর্ণ তৃপ্ত হয়। অর্থাৎ রাজা অনিন্দনীয় গুণাবলী বিভূষিত।

২৭। সচ্চরিতচন্দনমলয়গিরি—সাধুশীলগণের আশ্রয়স্থল; মলয় পর্ব্বতে চন্দনবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে; তাঁহার সভাতেও সজ্জনগণের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। 'সচ্চরিত' শব্দটিতে কর্ম্মধারয় সমাস কল্পনা করিলে 'সাধু চরিত্রের আধার' অর্থ করা যায়। চন্দনের সহিত সাধুব্যক্তি বা উত্তম চরিত্রের তুলনা করা হইয়াছে।

২৮। মেদিনীতিলক—পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ; তিলকদ্বারা রমণীমুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াথাকে।

২৯। প্রচণ্ডনরগণ্ড—প্রচণ্ড স্বভাব লোকের পক্ষে গণ্ড অর্থাৎ বিস্ফোটকের ন্যায় পীড়াদায়ক; দুর্ব্বৃত্তগণের উৎপীড়ক।

৩০। তরুণীতরণ্ড—যুবতীগণের রূপলাবণ্যাদি জনিত আকর্ষণের পরিসূচক। 'তরণ্ড'—বড়শী সূত্রবদ্ধ কাষ্ঠাদি।

৩১। তুরঙ্গরেবন্ত—সুদক্ষ অশ্বারোহী; রেবন্ত সূর্য্যের পুত্র—

অশ্বারূঢ়ঃ সমুৎপন্নো খড়্গতূণসমন্বিতঃ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

৩২। হরগিরিজাচরণপঙ্কজরজোরঞ্জিতোত্তমাঙ্গ—শিবদুর্গাপাদপদ্মপরাগপরিশোভিতমস্তক; অর্থাৎ শিবশক্তির সতত পূজা পরায়ণ।

অতিরিক্ত আলোচনা।

ইন্দ্রপালের এই দ্বিতীয় শাসনের শেষ ফলকে লিখিত বিষয় ও চিত্রগুলি উপলক্ষ করিয়া ইহাকে 'অদ্ভুত তাম্রশাসন' সংজ্ঞিত করা হইয়াছে; (১) পরন্তু এই শাসনের অদ্ভুতত্ব আরো কিঞ্চিৎ লক্ষিত হইতেছে। ইহার প্রথমফলকে উৎকীর্ণ অক্ষরের সঙ্গে অপর দুই ফলকের অক্ষরের তুলনা করিয়া দেখিলে (২) স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে প্রথম ফলকের লিপিভঙ্গি স্বতন্ত্র; ইহাতে উৎকীর্ণ অক্ষরগুলির মাত্রা স্থলে শূন্যগর্ভ অধোমুখ ত্রিকোণাকৃতি কিঞ্চিৎ লক্ষিত হয়—অক্ষরগুলিও অপেক্ষাকৃত লম্বাকার এবং রেখা কতকটা সরু—কিন্তু অধিকতর স্পষ্ট, অতএব লেখা সমধিক সুখপাঠ্য। এতাদৃশ লিপিভঙ্গি পরবর্ত্তী ধর্ম্মপালের শাসনদ্বয়েও দেখা যায় না; কিন্তু বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন লিপিতে অক্ষরের মাত্রা ঠিক এইরূপ—ফাঁপা ত্রিকোণাকার—লক্ষিত হয়। (৩) বৈদ্যদেব ইন্দ্রপালের অর্দ্ধশতাব্দী আন্দাজ পরবর্ত্তী—এবং সম্ভবতঃ তৎপ্রপৌত্র ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন।

অক্ষরগত এই পার্থক্য বশতঃ ইহাই বোধহয় যে ইন্দ্রপালের এই শাসনখানি দুই ব্যক্তিদ্বারা উৎকীর্ণ; একজন প্রথম ফলকে কাজ করিয়াছে—অপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফলকের উৎকীর্ণকারক। শাসন লিপির শেষভাগে (চিত্রের বামপার্শ্বে) **সনি চনি অনি** লেখা রহিয়াছে—তাহা তিন ব্যক্তির নামের আদ্যভাগ হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। (৪) এতন্মধ্যে একজন বোধ হয় লেখয়িতা, অপর দুইজন তক্ষকার। প্রথম ফলকের তক্ষকার সম্ভবতঃ বৈদ্যদেবের শাসন উৎকীর্ণকারী কর্ণভদ্রের (৫) গুরু-স্থানীয় পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পিগণের সতীর্থ ছিল। প্রথম ফলক উৎকীর্ণ করিবার পরেই বোধ হয় কোনও কারণে ইহাকে স্থানান্তরিত হইতে হইয়াছিল—তাই শাসনের অবশিষ্ট অংশের কাজ অপর শিল্পীর উপর অর্পিত হইয়াছিল।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ইন্দ্রপালের প্রথম শাসনের অক্ষর (ঐ শাসনের ১৩ বৎসর পরে সম্পাদিত) দ্বিতীয় শাসনের (উভয়বিধ) অক্ষর হইতে অনেকটা ভিন্নরূপ; (৬) ইহাতে বোধ হয় ইতোমধ্যে প্রথম শাসনের তক্ষকারের—তথা তদীয় লিপিভঙ্গির—তিরোভাব ঘটিয়াছিল।

---

(১) ১৩১ পৃষ্ঠা—(৩) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২) প্রথম ফলকের চিত্র যথাস্থানে দৃষ্ট হইবে; তৃতীয় ফলকের চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফলকের লিপিভঙ্গি একইরূপ।

(৩) Epigraphia Indica Vol. II—৩৫০ হইতে ৩৫৩ পৃষ্ঠার মধ্যে চিত্রদ্রষ্টব্য।

(৪) ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৫) গৌড় লেখমালা—১৩৬ পৃষ্ঠা।

(৬) প্রথম শাসনের প্রথম ফলকের চিত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপালের প্রথম তাম্রশাসন।

(শুভঙ্করপাটক লিপি)

আলোচনা।

ভারত গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজি বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম্. এ. মহোদয় হইতে এই শাসনখানি বিগত ডিসেম্বর মাসে আমি কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত প্রাপ্ত হই। শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় ইহা ১৯২৯ ইং সনের মার্চ্চমাসে আসাম প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ৺ হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র গোস্বামী হইতে পান, কিন্তু স্বর্গীয় হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ইহা কোন্ সময়ে এবং কাহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন—তাহা শরচ্চন্দ্রও বলিতে পারেন নাই। ৺ হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের অভাবে, ইহা কোন্ সনে কে কোথায় আবিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহাও আর জানিবার উপায় রহিল না। শাসন যে স্থানে পাওয়া যায় সাধারণতঃ সেই স্থানের নামেই ঐ শাসন লিপির সংজ্ঞা হয়; কিন্তু এস্থলে প্রাপ্তিস্থান অবগত না হওয়ায়, যে ভূমি এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণসাৎ করা হইয়াছে—সেই শুভঙ্করপাটক ভূমির নামেই এই লিপি আখ্যাত হইল। (১)

ধর্ম্মপালের অপর একখানি শাসন প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পুষ্পভদ্রা নদীর শুষ্ক খাতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল—তাহা 'পুষ্পভদ্রা লিপি' নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহা অধুনা ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় তাম্র-শাসন রূপেই পরিগণিত হইবে। (২)

কিন্তু ইহাতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে; বহুপূর্ব্বে প্রাপ্ত পুষ্পভদ্রালিপি 'দ্বিতীয়' হইল—আর ইদানীং প্রাপ্ত শুভঙ্করপাটক লিপি 'প্রথম' শাসন হইল কিরূপে? ইহার উত্তর দিতে গিয়া অনেক কথা বলিতে হইবে।

শুভঙ্করপাটক লিপি ধর্ম্মপালের রাজত্বের তৃতীয় অব্দে প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু পুষ্পভদ্রা লিপিতে কোনও অব্দের উল্লেখ নাই—থাকিলে এতদ্বিষয়ে অধিক কোনও কিছু আলোচনার প্রয়োজনই হইত না। এখন প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উপরি উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে হইবে।

(১) ইহার নজীরও আছে—যথা রাষ্ট্রকূট অভিমন্যুর উণ্ডিকবাটিকা লিপি। (*Vide* Epi. Indica Vol. VIII—p. 163 et seq.)

(২) উভয় তাম্রশাসন প্রাগুক্ত শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয়ের নিকটে রহিয়াছে—শাসনদ্বয়সম্বন্ধে ইংরেজি প্রবন্ধ (চিত্র সহ) তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবার কথা।

১। প্রথমতঃ দুইটি শাসনের লিপির অক্ষরগুলি তুলনা করিয়া দেখিলে (১) অনায়াসেই প্রতীত হয় যে পুষ্পভদ্রা লিপির অক্ষরভঙ্গি অর্ব্বাচীন। এস্থলে একটি মাত্র অক্ষরের বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের শাসন লিপিতে এবং ধর্ম্মপালের শুভঙ্করপাটক লিপিতে ম অক্ষরের নিম্নাভিমুখ রেখাটি ডানদিকে বাঁকিয়াছে, কিন্তু পুষ্পভদ্রা লিপিতে ঐ রেখা বামদিকে বক্র হইয়াছে। (২) ইদানীন্তন বঙ্গাক্ষরেও এই ভ এর অধোরেখা বামদিকে বাঁকা। প, দ প্রভৃতি আরো কতিপয় অক্ষর তুলনা করিয়া দেখিলে আকার বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। এই অক্ষরাকৃতি প্রভেদে ইহাই সূচিত হয় যে পুষ্পভদ্রা লিপি শুভঙ্করপাটক লিপির বহু পরবর্ত্তী এবং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে ধর্ম্মপাল দীর্ঘকাল কামরূপের শাসন দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন।

২। শুভঙ্করপাটক লিপি যে ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের লিপিরই সমধিক অনুরূপ—পুষ্পভদ্রা লিপিটি তাদৃশ নহে। দৃষ্টান্ততঃ বলিতে পারি (ক) শুভঙ্করপাটক লিপিতে সর্ব্বাদৌ শ্রীমহাদেবের (অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির) বন্দনা রহিয়াছে—পূর্ব্ববর্ত্তী সকল শাসনেও মহাদেবেরই বন্দনা আছে; (৩) কিন্তু পুষ্পভদ্রা লিপিতে মহাদেবের নামটিও নাই। (খ) শুভঙ্করপাটক লিপিতে—পূর্ব্ববর্ত্তী রত্নপাল ও ইন্দ্রপালের শাসনের ন্যায়—অনুশাসন বাক্যে, **কুশলী** শব্দান্তক নিজ নামোল্লেখের পূর্ব্বে, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার পাদানুধ্যাত—এই বিশেষণ রহিয়াছে, পরন্তু পুষ্পভদ্রালিপিতে তাহা নাই। (গ) সিলের লিপিতেও দেখা যায় শুভঙ্করপাটক লিপির সিলটিতে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের শাসনলিপির অনুসরণেই লিখিত আছে **স্বস্তি প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতিমহারাজাধিরাজশ্রীধর্ম্মপালবর্ম্মদেবঃ।** কিন্তু পুষ্পভদ্রালিপির সিলে আছে **প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতিশ্রীমদ্ধর্ম্মপালবর্ম্মদেবস্য। স্বস্তি** শব্দটি নাই, **মহারাজাধিরাজ** উপাধিও নাই এবং রাজার নামটি প্রথমান্ত না হইয়া ষষ্ঠ্যন্ত হইয়াছে। এই সকল নূতনত্ব হেতু পুষ্পভদ্রালিপির অর্ব্বাচীনত্বই সূচিত হয়।

৩। শুভঙ্করপাটক লিপিতে পালবংশের আদি নৃপতি হইতে শাসন দাতা পর্য্যন্ত সাতপুরুষের বর্ণনা রহিয়াছে—পুষ্পভদ্রালিপিতে মাত্র তিনপুরুষের আছে। পরবর্ত্তী লিপিতেই বংশ পরিচায়ক বর্ণনার বাহুল্য অনাবশ্যক বিবেচিত হওয়া সম্ভাবনীয়। (৪)

---

(১) তুলনার্থ উভয় শাসনের দ্বিতীয় ফলকের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র এতৎসহ প্রদত্ত হইল। (উভয়ত্র অনেকগুলি শব্দ সাধারণ থাকায় অক্ষর তুলনার সুবিধা হইবে।)

(২) হু অক্ষরটিরও ঐরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইবে।

(৩) কেবল বনমালের লিপিতে মহাদেবের কথা দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—তবে প্রথম শ্লোকের আরম্ভে **শ্রীমৎকৈলাসমুখং** দ্বারা তদধিষ্ঠাতা শ্রীমহাদেবেরই স্মরণ হইয়াছে। হর্জরবর্ম্মার শাসনের প্রথম ফলকটি না থাকায় তাহাতে কি ছিল, ঠিক বলা যায় না—তবে সাধারণ প্রথার অন্যথা হইয়াছিল, ইহাও বলিতে পারি না।

(৪) এই স্থলে বলা আবশ্যক যে লিপিদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন কবি কর্ত্তৃক রচিত হওয়াতেও রুচিভেদে বংশবর্ণনায় ঈদৃশ প্রভেদ হইতে পারে।

৪। পুষ্পভদ্রালিপিতে ধর্ম্মপালের বার্দ্ধক্যের একটা পরিচয় এই পাওয়া যায় যে তখন রাজার দৃষ্টি ভবিষ্যতের প্রতি—পরলোকের দিকে—নিবদ্ধ ছিল। তাই শুভঙ্করপাটক লিপিতে অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য লিপিতে যাহা নাই তাহা পুষ্পভদ্রালিপিতে দেখা যাইতেছে (১)—

हे भाविनो नृपतयः प्रणयेन याचे
श्रीधर्म्मपालनृपतेः शृणुतेति यूयम्।
विद्युच्छटाचपलराज्यमृषाभिमान-
स्त्याज्यः कदाचिदपि नित्यसुखो न धर्म्मः॥ (পুষ্পভদ্রালিপি—৭ম শ্লোক)

বলা আবশ্যক যে এই রচনা স্বয়ং রাজার কৃত—তিনি শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বার্দ্ধক্য বশতঃ সংসারের অনিত্যতা—তথা ধর্ম্মের নিত্যসুখত্ব—স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াই যেন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুই লিপির বহু ব্যবধানত্বেরও ইহা এক প্রমাণ।

৫। ধর্ম্মপাল স্বয়ং পুষ্পভদ্রালিপির প্রথম আটটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন—যাহা ঐ শাসন-লিপির একটা বিশেষত্বই বটে; (২) ইহাতে অষ্টম শ্লোকে, তিনি **कविचक्रवालचूड़ामणिः** রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। শুভঙ্করপাটক লিপিতে ধর্ম্মপালের অবদানের অনেক কথা থাকিলেও কবিত্ব শক্তির কোনও কথা নাই—**कविचक्रवालचूड़ामणिः** স্থলে তাহাতে **जितवीरारातिचक्रः** (শুভঙ্করপাটক লিপি ১৪শ শ্লোক) বলিয়াই তাঁহার সাড়ম্বর বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে তদানীং যুবজনোচিত খ্যাতিই সূচিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ধর্ম্মপাল অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেই এই কবিত্বশক্তি অর্জ্জনের অবকাশ পাইয়াছিলেন, (৩) এবং ইহাতে তাঁহার রাজ্য যে দীর্ঘকাল সুখ শান্তিতে অবস্থিত ছিল, ইহাও প্রতীত হয়। (৪)

---

(১) গৌড়লেখমালায় ঈদৃশ কথা প্রায় শাসনেই আছে। ইহা যদি গৌড়ের অনুকরণে লিখিত হইয়া থাকে—তাহাতেও লিপির অর্ব্বাচীনত্বই সূচিত হয়। পূর্ব্বে কামরূপ নৃপতিরা, এবং প্রথমতঃ ধর্ম্মপালও, গৌড়ের এতাদৃশ অনুকারী ছিলেন না—পশ্চাৎ ধর্ম্মপাল গৌড়ের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইয়াই বোধ হয় এরূপ লিখিয়াছেন।

(২) স্বয়ং শাসনপ্রদাতা নৃপতি কামরূপে—তথা অন্যত্র কুত্রাপি—শাসনলিপি রচনায় হস্তার্পণ করিয়াছিলেন—এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।

(৩) **नसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतञ्च बहुनिर्म्मलम्।**
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः॥

न विद्यते यद्यपि पूर्व्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्।
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्॥ কাব্যাদর্শ, ১ম পরিচ্ছেদ—১০৩।১০৪

(৪) তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বের সময়ে কামরূপরাজ্য অনেকশঃ আক্রান্ত হইবারই কথা—তবে ধর্ম্মাত্মা শমগুণান্বিত নৃপতি সামদানদ্বারা বিজিগীষুর তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক রাজ্যে সুখশান্তি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন—ইহাই অনুমিত হয়।

৬। শুভঙ্করপাটক লিপিতে ৬০০০ ধান্যোৎপত্তিক ভূমিদানের কথা আছে—পরন্তু পুষ্পভদ্রা-লিপিতে ১০০০০ ধান্যোৎপত্তি হইতে পারে এমন ভূমিদান করা হইয়াছে। দানের পরিমাণ যদি ধর্ম্মভাবের পরিমাপক হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে—বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যে—যদি ধর্ম্মভাব সমধিক হয়, তবে ইহাতেও পুষ্পভদ্রালিপির অর্ব্বাচীনত্ব সূচিত হইতেছে।

এই (প্রথম) শাসনের একটা বিশেষত্ব এই যে প্রদত্তভূমি দুই ব্যক্তিকে ভাগ করিয়া—এমন কি পৃথক্ পৃথক্ সীমাদ্বারা পরিচিহ্নিত করিয়া—দেওয়া হইয়াছে। ইঁহারা পরস্পর সহোদর হইলেও সম্ভবতঃ ইঁহাদের মধ্যে সৌভ্রাত্রের সম্যক্ অভাব ছিল; তাই ভবিষ্যতে ইহা নিয়া বাদ বিসংবাদ যাহাতে না হয়, তন্নিমিত্তেই বোধহয় ধর্ম্মপাল এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (১)

প্রদত্ত ভূমি (শুভঙ্করপাটক) দিজ্জিন্না বিষয়ান্তঃপাতী (২) ওলিন্দাপকুষ্ট কপ্তিয়াভিটিতে অবস্থিত ছিল। ইহাতে ৬০০০ দ্রোণ ধান্য উৎপন্ন হইত—তন্মধ্যে ৪০০০ ধানের ভূমি অগ্রজ প্রাণাধিক এবং ২০০০ ধানের ভূমি অনুজ ত্রিলোচন পাইয়াছিলেন।

যে হাতীমার্কা সিলের সহিত শাসনের ফলক তিন খানি অঙ্গুরীয়ক দ্বারা গ্রথিত, তাহা দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে—রাজনাম সমন্বিত নিম্নার্দ্ধ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে ঐ অর্দ্ধাংশ খসিয়া পড়িলেও হারাইয়া যায় নাই। ফলকগুলি দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৬½ ইঞ্চি আন্দাজ। প্রথম ফলকে ১৭ পঙ্ক্তি, দ্বিতীয়ে উভয় পৃষ্ঠায় (১৬ করিয়া) ৩২, এবং তৃতীয়ে ১৪, সর্ব্বশুদ্ধ ৬৩ পঙ্ক্তি লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। লিপিতে বর্ণাশুদ্ধি, অক্ষরচ্যুতি, অক্ষরাধিক্য প্রভৃতি বহুই আছে—তবে লেখা অস্পষ্ট নহে।

শাসন প্রদাতা ধর্ম্মপাল ইন্দ্রপালের প্রপৌত্র ছিলেন। ইন্দ্রপালের সময় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যাংশে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (১১৬ পৃষ্ঠা); তাই ধর্ম্মপালের শাসন কাল দ্বাদশ শতাব্দীর

(১) ভাস্করবর্ম্মার শাসনেও ভূমির অংশ বিভাগ আছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সীমানির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভাগ বাটোয়ারা করা হয় নাই। ঐ অংশ বিভাগেরও বিশিষ্ট কারণ ছিল। ভাস্করের বৃদ্ধপ্রপিতামহ কর্ত্তৃক শাসন ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। বলিচরুসত্র নিমিত্তে কতিপয় অংশ নির্দ্দেশিত হওয়াতে বোধ হয় ইহা তদর্থে আবশ্যক নানাগোত্রীয় অনেক ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়। ভাস্করের সময়ে ঐ সকল ব্রাহ্মণের পুত্রপৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতিরও পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাদি ঐ ভূমির অংশী হওয়াতেই, তাঁহাদের অংশ নাম গোত্রোল্লেখ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাই ভাস্কর বর্ম্মার শাসনলিপিতে এত বিস্তারিত ভাবে অংশ বিভাগ হইয়াছে। ধর্ম্মপালের এই আলোচ্যমান শাসনে অংশ বিভাগের তাদৃশ কারণ ছিল না—এস্থলে অ-সৌভ্রাত্রই একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়।

(২) বলবর্ম্মার শাসন প্রদত্ত ভূমিও এই দিজ্জিন্না বিষয়ের অন্তর্গত ছিল—অতএব ঐ ভূমির ন্যায় এই শুভঙ্করপাটকও ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে অবস্থিত ছিল।

প্রথমাংশ ছিল—বলিতে পারা যায়। তিনি যে সুদীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন—একথা ইতঃ পূর্ব্বে অনুমান করা হইয়াছে।

রাজ কবি (অর্থাৎ শাসনরচয়িতা) প্রস্থানকলস (১) পাণ্ডিত্যসম্পন্ন অবশ্যই ছিলেন, তবে ২২টি শ্লোকের মধ্যে ১৬টিতেই বসন্ততিলক বৃত্ত থাকাতে রচনা 'একঘেয়ে' হইয়া পড়িয়াছে; বন্দনার (১ম) শ্লোকটিতে অর্দ্ধনারীশ্বরের বর্ণনাতে কিঞ্চিৎ আলঙ্কারিক দোষ লক্ষিত হইতেছে। প্রস্থান-কলস নিজকে 'গোবর্ণমানবৈদ্য' শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন। 'গোবর্ণমানের' অর্থ পশ্চাৎ বিবৃত হইবে; এস্থলে বৈদ্য শব্দে চিকিৎসক অথবা জাতিবিশেষ সূচিত না হওয়াই সম্ভব; বৈদ্য শব্দের বিদ্যাবান্ অর্থই অভিপ্রেত বোধহয়। শব্দকল্পদ্রুমে বৈদ্যশব্দের অর্থব্যাখ্যানে সর্ব্বপ্রথমেই লেখা হইয়াছে—**পণ্ডিতঃ যথা কাত্যায়নঃ—**

> **নাবিদ্যানান্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।**
> **সমবিদ্যাধিকানান্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনম্॥ (২)**
> **বৈদ্যেন বিদুষা ইতি দায়তত্ত্বম্।**

—✣—

শাসনের পাঠ।

প্রথম ফলক।

১। (২) (৩) **স্বস্তি। বন্দে তমর্দ্ধযুবতীশ্বরমাদিদেব-**
মিন্দীবরোরগফণামাণিকণ্ঠব(ন্ধং।)
(তন্তু-) (৪)

---

(১) নামটি অদ্ভুত হইলেও নিতান্ত অভিনব বলিতে পারি না; মুদ্রারাক্ষস ৪র্থ অঙ্কে বৈতালিকের নাম স্তনকলস দৃষ্ট হয়।

(২) এই শ্লোকোক্ত বিধিই সম্ভবতঃ শাসন ভূমি দুই অংশে বিভক্ত হইবার একটি কারণ। প্রদত্ত ভূমি 'বিদ্যাধন' বলিয়া হয়তো জ্যায়ান্ (বিদ্বান্) ভ্রাতা কনীয়ান্ (অবিদ্বান্) কে ইহার অংশ হইতে একবারে বঞ্চিত করিতে পারেন, এই আশঙ্কাতেই বোধহয় ধর্ম্মাত্মা নৃপতি অনুজের নিমিত্ত কিছু ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ সৌভ্রাত্রের অভাবই যে ভাগ বাটোয়ারার মূল কারণ ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৩) এই কোণটিভগ্ন হইলেও '২' এই চিহ্নের অধোভাগের শেষাংশ যেন ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে।

(৪) এই কোণও ভগ্ন হওয়াতে এই সকল অক্ষর অনুমানতঃ যোজিত করা হইয়াছে।

২। स्तपीनकुचकुङ्कुमभस्मभिन्नं
शृङ्गाररौद्ररसयोरिव सङ्गमेकं (১) ॥ ১ (২)
देवस्य शू(कर)

৩। तनोस्तनयः पृथिव्यां
जातो बभूव नृपतिर्नरकाभिधानः (।)
जित्वा शतक्रतु (৩) पुरःसरदि-

৪। क्पतीन् यः
प्राग्ज्योतिषापुरि चिराय शशास(৪)राज्यं ॥ ২
तस्यात्मजः समभवद्भगदत्तनामा
धा-

৫। माधिको नृपतिमौलिनिघृष्टपादः।
यत्सङ्गर(৫) श्रमविषीद (৬)दसीमशौर्य्यं
मूर्च्छां प्रियेव प-

৬। रिरभ्य ररक्ष भीमं ॥৩
तस्मिन् महर्षीतिकुले कुलशैलकल्पः
प्राचीपतिप्रतिकृति नृप-

৭। तिर्ब्बभूव।
श्रीब्रह्मपाल इति विश्रुतनामधेयो
धेयो श्रियां गुणवताञ्च भया-

(১) এখানে—এবং কয়েকটি স্থল ব্যতীত অধিকাংশ স্থলেই—অনুস্বার অধুনাতম বাঙ্গলা (ং) অনুস্বারের মতই লিখিত হইয়াছে। (ইতঃপূর্ব্বে ঈদৃশ স্থলে ম্ করা হইয়াছে এখন হইতে তাদৃশ বিশেষ ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হইল।)

(২) বসন্ততিলক বৃত্ত। ২য় হইতে ১৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত এবং ১৮শ, ২০শ ও ২১শ শ্লোক এই বৃত্তে রচিত।

(৩) মূলে আছে सतक्रतु (৪) মূলে আছে ससास

(৫) মূলে আছে संगर; (৯ম পঙ্ক্তিতেও মূলে संगर রহিয়াছে।)

(৬) মূলে আছে बिसीद

৮। नुरागैः ॥४

प्रादुर्ब्बभूव (১) सुतरत्नमनूनधामा
श्रीरत्नपाल इति तस्य यथा-

৯। र्थनामा।

यस्यास सङ्गरजितो नृपचक्रमौलि-
मालाधरे चरण एव महीप-

১০। लक्ष्मीः ॥५

तस्यात्मजोजनि पुरन्दरपालनामा
धार्म्मैकभूस्स सुकृती युवराज ए-

১১। व।

सायुज्यमाप विधिपर्य्यय (২) तः पितृणा-
मुत्पाद्य साधुत्रगिनं सुतमिन्द्रपा-

১২। लं ॥६

राजा चिराय स महीं प्रशशास (৩) सम्यक्
शक्तित्रयप्रथितशौर्य्य विनिर्ज्जितारिः।

इ-

১৩। ष्टैः प्रहृष्टबलभिन्क्रतुभिः कृतीना-
मग्रेसरः स्मर इव प्रमदाजनानां ॥७

तस्यात्मभू-

১৪। रभवदप्रतिमप्रतापो
गोपाल इत्यवनिपालकुलप्रदीपः।

यः सीम्नि शौर्य्यधनिनां

১৫। गुणिनां वदान्य-
दाक्षिण्यपुण्यविदुषां वसति स्म लोके ॥८

---

(১) মূলে আছে र्व्वबभूव

(২) মূলে আছে विधिविवर्य्यय ; মধ্যের वि অক্ষরটি রাখিতে পারিলে ভালই হইত কিন্তু ছন্দোদোষ ঘটে বলিয়া ইহা পরিত্যক্ত হইল।

(৩) মূলে আছে प्रससास

तस्माद्बभूव तनयः पितृहर्ष-

১৬। पालः

श्रीहर्षपाल इति साधुजनोपगीतः।

सम्प्राप्य चारुचरितं चिरमाप सख्य-

১৭। सौख्यामृतं कमलया सह भारतीयं ॥৯

सन्तर्पिताः समरभूमिषु येन शश्वत् (১)

श(स्र-) (২)

(দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা)

১৮। प्रहारदलिताहितकुम्भिकुम्भैः।

रक्षोगणाः प्रचुरफेनविमिश्रमस्र- (৩)

मुष्णोष्णमाशु तृषिता(:)

১৯। परितः पिबन्ति ॥১০

देवस्य तस्य महिषी प्रवरा सतीना-

मात्मानुरूपकुलजा गिरिजेव शम्भोः (।)

২০। रत्नाभिधा (৪) विविधपुण्यपवित्रकीर्त्ति-

रत्कीर्य्य शीतकिरणादिव निर्म्मिताभूत् ॥১১

पुत्रस्तयोर-

২১। भवदम्बुधिमेखलाया

भर्त्ता भुवस्त्रिभुवनाभरणम्महीपः। (৫)

श्रीधर्म्मपाल इति धर्म्मपरो-

২২। पि काम-

मर्थञ्च पालयति यः सुसमीक्ष्य कालं ॥১২

निस्त्रिंश (৬) घातदलितेभविमुक्त (৭) मुक्ता-

पु-

২৩। ष्पोपहाररुचिरेषु रणाङ्गणेषु।

(১) মূলে আছে सश्वत् (২) কোণটা ভগ্ন হওয়াতে स्र অক্ষরটি ঈষন্মাত্র দৃষ্ট হয়।

(৩) মূলে আছে मस्र (৪) মূলে रत्नाभिधान আছে। (৫) মূলে এখানে '॥' (দুই দাঁড়ি) আছে।

(৬) মূলে আছে निस्त्रिन्स (৭) মূলে আছে विमुक्ति

২০

द्वेषः परं समरसम्भवया (১) विहर्त्तु-

मेकः श्रिया वि-

২৪। जयते सह धर्म्मपालः ॥১৩

परिणयति य एको भूमिमेकातपत्रां

शरणमु-

২৫। पगतानामेकको (২) यः शरण्यः।

जगति विदितकीर्त्ति र्द्धर्म्मपालाभिधानः

২৬। स जयति जितवीरा(रा)तिचक्रो नरेन्द्रः ॥১৪ (৩)

प्रस्थानकलस (৪) नाम्ना कविना गोवर्द्ध-

২৭। मानवैद्येन (।)

रचिता प्रशस्ति(৫)रमला राज्ञः श्रीधर्म्मपालस्य ॥১৫ (৬)

स्वस्ति

২৮। प्राग्ज्योषाधिपत्यसंख्यातामप्रतिहतदण्डक्षपिताशेषरिपुपक्षश्रीवारा-

২৯। हपरमेश्वरपरमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीमद्(৭)हर्षपालवर्म्मदेवपादानुध्या-

৩০। तपरमेश्वरपरमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीमद्(৭)धर्म्मपालदेवपादाः कुष-लिन(:) (৮)

৩১। ॥×॥ द्विजिन्ना (৯) विषयान्तःपातिधान्यषट्सहस्रोत्पत्तिकओलिन्दाप-कृष्ट (১০) कञ्जिया (১১) भि-

৩২। ट्टिर शुभङ्कर (১২) पाटकभूमौ (১৩) ॥×॥ यथायथं समुपस्थितविषय-

---

(১) মূলে আছে **संभवया** (২) মূলে আছে **मुपगतानांमेकको** (৩) মালিনী বৃত্ত।

(৪) মূলে আছে **कलष** (৫) মূলে আছে **प्रसस्ति** (৬) আর্য্যা জাতি। (৭) মূলে আছে **श्रीमत**

(৮) ধর্ম্মপালের অপর শাসনেও **कुषलिनः** রহিয়াছে; ইহা অশুদ্ধ নহে—অমরকোষের পীযূষ ব্যাখ্যা মতে **कुषलं मूर्द्धन्यमध्यमपि**।

(৯) মূলে আছে **द्विजिन्ना**; তবে **ञ्ज** র নীচের **न** টি অস্পষ্ট। সীমা বর্ণনায়ও (৫১ পঙ্‌ক্তিতে) **द्विजिन्नानदी** রহিয়াছে; সম্ভবতঃ এই নদীর নামেই বিষয়েরও নাম হইয়াছে। দুই শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী বলবর্ম্মার শাসনের ভূমিও এই বিষয়েরই অন্তঃপাতী ছিল; পরন্তু সে স্থলে নামটি **द्विजिन्ना** (৭৮ পৃষ্ঠা); নামের প্রাচীনতর রূপই অধিকতর বিশুদ্ধ মনে করিয়া এস্থলেও **द्विजिन्ना** পাঠ বিহিত হইল।

(১০) মূলে আছে **ओलिन्दोमपकृष्ट**। (পশ্চাৎ **ओलिन्द** বা **ओलिन्दा** দৃষ্ট হইবে)। ওলিন্দ শব্দ পূর্ব্ব পদের সঙ্গে (সমাসবদ্ধ থাকাতে) সন্ধিবদ্ধ হওয়াও উচিত ছিল; বোধহয় উৎকটতা পরিহারার্থে সন্ধি বিহিত হয় নাই।

(১১) মূলে আছে **कंजिया**; পরে **कञ्जियाइ** আছে।

(১২) মূলে আছে **सुहंकर** (১৩) মূলে **भूमौ**র পরে অযথা একটা : (বিসর্গ) রহিয়াছে।

करणव्यावहारिक-

৩৩। प्रमुखजानपदान् (১) राजराज्ञी (২) राणकाधिकृतानन्यानपि (৩) राजन्यक राज-

द्वितीय फलक—द्वितीय पृष्ठा

৩৪। पुत्र। राजव(ल्ल)भ (৪) प्रभृतीन् यथाकालभाविनोपि सर्व्वान् (৫) मानना-पूर्व्वकं समादिशन्ति (৬) वि-

৩৫। दितमस्तु भवतां भूमिरियं वास्तुकेदार। स्थलजलाकर (৭)। गोप्रचारा-द्युपेता (৮) यथास(ं)स्था।

৩৬। स्वसीमापर्य्यन्ता। हस्तिबन्ध। नौकाबन्ध। चौरोद्धरण। दाण्डपाशिकौ-परिकर (৯)। नाना नि-

৩৭। मित्तोत्खेटन। हस्त्यश्वोष्ट्रगोमहिषाजाविकप्रचारसजलस्थलप्रभृतीन(ं) विनिवारि-

৩৮। तसर्व्वपीड़ा शासनीकृत्य ॥ × ॥
ग्रामः क्रोसञ्जनामास्ति श्रावस्त्यां यत्र यज्वनां।
होम धू-

৩৯। मान्धकारान्धं नाविशत् कलिकल्मषं ॥১৬ (১০)
तत्सम्भवानां प्रवरो (১১) द्विजानामुदारधीः कौथुम-

৪০। शाखमुख्यः।
रामोपमः सामविदामखण्ड्यः शाण्डिल्यगोत्रोऽजनि राम-

৪১। देवः ॥১৭ (১২)

(১) মূলে আছে **जनपदान** (২) মূলে আছে **राज्ञि** (৩) মূলে আছে **राणकादिकृत्यानन्यानापि**

(৪) মূলে আছে **राजवभः** (৫) মূলে আছে **सव्वान्** (রেফটি নাই)। (৬) মূলে আছে **समादिसन्ति**

(৭) 'আকর' শব্দটী কামরূপের অপর কোনও শাসনে দেখা যায় নাই; বোধ হয় প্রদত্ত ভূমিতে কোনও খনিজ দ্রব্যের সংস্থান ছিল।

(৮) মূলে আছে **दुपेता** (৯) মূলে আছে **पासिकौपरिकम**

(১০) অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্ত; ২২শ শ্লোকেও এই বৃত্ত। (১১) মূলে আছে **प्रवरा**

(১২) ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে উপজাতি বৃত্ত।

তস্যাভবত্তনয়ে ইত্যভিভূতপাপঃ
শা(ক্যো)পমঃ (১) শমদমপ্রসবৈকভূ-
৪২। মিঃ।
ষট্‌কর্ম্মকর্ম্মঠতয়া বিরতোঽশুভেভ্যঃ
সভ্যঃ সতাং (২) গুণবতান্তিলকস্ত-
৪৩। নূজঃ ॥১৮
রোহিণীব হিমদীধিতে (৩) রভূত্ পার্ব্বতীব দয়িতান্ধকদ্বিষঃ।
পা-
৪৪। উকেতি সহধর্ম্মচারিণী সচ্চরিত্র (৪) গুণশালধারিণী ॥১৯ (৫)
নিঃশেষসৌষ্ঠবপদপ্রভূতি-
৪৫। ক্রিয়াবা-
নভ্যস্তচিত্রদৃঢ়দুষ্করকর্ম্মমার্গঃ।
নারাচমোক্ষগতিপাতগুণপ্রবীণঃ
৪৬। প্র(া)(৬)ণাধিকোঽজনি ততোরথিকোহিমাঙ্গঃ (৭) ॥২০
শ্রীলিন্দ্রভূতলসমন্বিতকক্ষিয়াক-
ভিট্‌বীভু-
৪৭। ষান্বিতশুভঙ্কর (৮) পাটকাখ্যাং (।)
তস্মৈ স ষট্ (৯) প্রমিতধান্যসহস্র (১০) কাণাং
রাজ্যে নিজে নরপ-
৪৮। তিঃ প্রদদৌ ত্রিবর্ষে ॥২১
ত্রিলোচনায় তেনৈব ম্রাগ্রে (১১) ঽস্মাদেব শাসনাত্।

---

(১) মূলে শাপমঃ রহিয়াছে; [উপরে বুদ্ধস্মৃতিজড়িত শ্রাবস্তীর সনামক স্থানের উল্লেখ থাকাতেই এস্থলে শাক্যোপমঃ কল্পিত হইয়াছে। কামরূপে কদাপি বুদ্ধের কোনও প্রভাব না থাকিলেও তাঁহার বৃত্তান্ত অজ্ঞাত ছিল না—নিকটবর্ত্তী গৌড় বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে বুদ্ধের প্রভাব খুবই ছিল।]
(২) মূলে আছে স্বতাং (৩) মূলে আছে দীধিতি (৪) মূলে আছে সচরিত্র (৫) রথোদ্ধতা বৃত্ত।
(৬) প্র র উপর যেন একটা অস্পষ্ট '।' দাগ দেখা যায়—ইহাই সম্ভবতঃ আকারের সূচক।
(৭) মূলে পাঠ হিমাঙ্গাঃ বলিয়া মনে হয়; পরন্তু ঙ্গ তে যাহা আকারের মত দেখায় তাহা সম্ভবতঃ ঙ্ক অক্ষরের '' বিন্দুর (আধুনিক ং অনুস্বারের মত) টান মাত্র।
(৮) মূলে আছে শুভঙ্কর (৯) মূলে আছে তস্মৈ ষ সট্ (১০) মূলে আছে সহস্রা
(১১) মূলে ম্রাগ্রে লিখিত হইয়াছে, (ম এর নীচে হসন্ত চিহ্ন দেখা যায় না।)

सोदराय दत्ते भू-

৪৯। मिश्चं योद्धान्यिसहल्लयोः ॥ × ॥ २२

अस्याः सीमा पूर्व्वेण चतुर्व्विंशतितन्त्राणां भूसीम्नि

তৃতীয় ফলক।

৫০। × × × क (১) वृक्षः कूर्म्म(नाथ) (২) सत्कशासनभूसीम्नि शाखोट-
वृक्षः आखोट (৩)वृक्षः (।) पूर्व्वदक्षिणे-

৫১। (न) × × वी (৪) र सत्कशासनभूसीम्नि सेत्रालि(:)। दक्षिणेनाश्वत्थ-
वृक्षः। द्विजिन्ना (৫)नदी। पश्चि-

৫২। मदक्षिणेन सैव नदी। प(৬)श्चिमेन कूर्म्मनाथसत्कशासनभूसीम्नि अश्वत्थ(৭)
वृक्षः लोचन-

৫৩। वृक्षः(।) पश्चिमोत्तरेण रोपितशाल्मलीवृक्ष(:) सेत्रालि (:) तद्भूसीम्नि
ओड़िम्रम्मवृक्षश्चेति ॥ (৮)

৫৪। एवमपरखण्डओलिन्दासमेतकञ्जिया(৯)मित्विभूमेः सीमा पूर्व्वेण ओरक्षि-
तन्त्रा-

৫৫। णां भूसीम्नि लोचनवृक्षः। वङ्कानुषङ्केण हिज्जलवृक्षः। पूर्व्वदक্ষিণেন
शाल्मलिवृ-

(১) কোণটি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তিন চারিটি অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল (ক এর পূর্ব্বে) একটি অক্ষরের অস্পষ্ট দাগ দেখা যায়।

(২) পরে (৫২ পঙ্ক্তিতে) **কূর্ম্মনাথসত্ক** রহিয়াছে।

(৩) **আখোট** আনুমানিক পাঠ। আদ্য অক্ষরটি **আ** স্পষ্টই রহিয়াছে; কিন্তু পরের দুইটি অক্ষর অস্পষ্ট।

(৪) এখানে কোণ ভঙ্গ হেতু কতক গুলি অক্ষর পড়া যাইতেছে না—**বী** আনুমানিক পাঠ।

(৫) ১৫৪ পৃষ্ঠায় (৯) পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (৬) অক্ষরটি মোটেই **প** নহে **স** এর মত দেখায়।

(৭) মূলে আছে **আশ্বত্থ**; (বাঙ্গালায় 'আশোৎ' নাম প্রচলিত।)

(৮) এখানে 'ইতি' হইল অথচ পশ্চিমোত্তর সীমা পর্য্যন্তই আছে; 'উত্তর' ও উত্তরপূর্ব্ব' সীমা প্রদর্শিত হয় নাই; অথবা এমনও হইতে পারে **পশ্চিমোত্তরেণ** এবং **বৃক্ষশ্চেতি** এই দুই শব্দের মধ্যে কুত্রাপি কতিপয় শব্দ ভ্রমবশতঃ ক্ষোদিত হয় নাই—সম্ভবতঃ তন্মধ্যে উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব সীমার বর্ণনাও ছিল। [তারপর অপর খণ্ড ভূমির সীমা বর্ণনা; উপরি বর্ণিত ভূমির উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বে এই অপর খণ্ডের সংস্থান ছিল কি না এবং তন্নিমিত্তই ঐ দুই সীমার বর্ণনা অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে কি না—বলা যায় না; এরূপ হইলেও উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।]

(৯) মূলে আছে **কঞ্জিয়া**

৫৬। ক্ষঃ। দক্ষিণেন বিজয়শ্রীনৌভুক্তকভূসীম্নি কণ্টাবক্কড়বৃক্ষঃ বংশ(১)স্তূ

৫৭। পঃ। ওরচোষ (২) জোল(ং)। হিজ্জলবৃক্ষঃ। উত্তরেণ ক্ষেত্রালি(ঃ) পগ (৩) অশ্বত্থ- (৪)

৫৮। বৃক্ষঃ। বংশ (১) স্তূপ(ঃ)। লকুচবৃক্ষঃ। ডুম্বরী(৫)মস্তক(ং)। দক্ষিণ-পশ্চিমেন

৫৯। ভল্লাভিঠিভূসীম্নি ধূমাহদ্বেব(ঃ)। পশ্চিমেন ক্ষরি(৬)পাকটী (৭) বৃক্ষঃ। অন্ত- (৮)

৬০। রেণ বংশ(৯)বৃক্তিঃ। পশ্চিমোত্তরেণ বিজয়শ্রীনৌভুক্তকভূসীম্নি বংশ-(১) স্তূপঃ। উত্ত-

৬১। রেণ (১০) ক্ষেত্রালি(ঃ)। শাল্মলিবৃক্ষঃ। বক্রেণ ওরচোষজোল(ং)। বৃহদ্রাবা ভূসীম্নি কাশিম্বলা- (১১)

৬২। বৃক্ষঃ। বটবৃক্ষঃ। ক্ষেত্রালিঃ। উত্তরপূর্ব্বেণ ওরক্কিতন্ত্রাণাং ভূসীম্নি বহুআলবৃক্ষঃ

৬৩। (১২) বাল্মীকস্তূপশ্চেতি ॥ × ॥

---

(১) মূলে আছে **বংস**

(২) মূলে এখানে **ওরচোস** আছে, (পশ্চাৎ **স** স্থলে **ষ** থাকায় এখানেও **ষ** করিয়া দেওয়া হইল)।

(৩) **প গ—পশ্চিমগা** শব্দের সংক্ষেপ। (দ্বিতীয় শাসনেও এইরূপ দেখা যাইবে)

(৪) মূলে আছে **আশ্বত্থ** (৫) মূলে আছে **ডুম্মরি**; (ভাস্করবর্ম্মার শাসন—১৬ পৃষ্ঠা—দ্রষ্টব্য)।

(৬) শব্দটী ভাল পড়া যাইতেছে না; যাহা **ক্ষ** পড়া হইল ইহার উপরে একটা রেফ চিহ্নের মত দেখা যাইতেছে; যাহা **রি** পঠিত হইল তাহা **রৈ** পড়িতে পারা যায়; কিন্তু ইহাতে কোনও অর্থবোধ হয় না।

(৭) মধ্যের **ক** অপর অক্ষরের উপর লেখা হইয়াছে বোধ হয়।

(৮) এই স্থানের দুইটি অক্ষর ঠিক পড়া যাইতেছে না, অনুমানতঃ **অন্ত** পাঠ করা হইল।

(৯) মূলে আছে **বন্স**

(১০) মূলে আছে **উত্তরণ**; ইতঃপূর্ব্বে **পশ্চিমোত্তরেণ** আছে—এবং পরে **উত্তরপূর্ব্বেণ** রহিয়াছে; কিন্তু **উত্তরেণ** কুত্রাপি দেখা যাইতেছে না—অতএব **উত্তরেণ** স্থলে ভ্রমতঃ এস্থলে **উত্তরণ** লিখিত হইয়াছে, ইহাই প্রতীত হইতেছে।

(১১) মূলে আছে **কাশিমলা**; রত্নপালের প্রথম শাসন—১০০ পৃষ্ঠা এবং ১০৯ পৃঃ (১) পাদটীকা—দ্রষ্টব্য।

(১২) বামদিকে বেশ একটু জায়গা ফাঁক রাখিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে।

সিলের পাঠ।

স্বস্তি প্রাগ্‌জ্যোতিষা(১)ধিপতিম-
হারাজাধিরাজশ্রীধর্ম্ম-
পালবর্ম্মদেবঃ।

—+:*:+—

অনুবাদ

৫ স্বস্তি। অর্দ্ধনারীশ্বর(২) সেই আদিদেবের বন্দনা করি—যাঁহার কণ্ঠে (একদিকে) নীলোৎপল (অপর দিকে) সর্পফণামণি আবদ্ধ রহিয়াছে; যাঁহার (একদিক্) উত্তুঙ্গ পরিণাহী স্তনমণ্ডলের কুঙ্কুম ও (অপরদিক্) ভস্ম (দ্বারা লিপ্ত হইয়া) বিভক্ত; (অতএব) যিনি আদিরস ও রৌদ্ররসের একটি (বিমিশ্র) সৃষ্টি রূপে প্রতীত হইতেছেন॥১

শূকরদেহধারী নারায়ণের পৃথিবীতে উৎপন্ন পুত্র নরক নামে অভিহিত নৃপতি ছিলেন; তিনি শতক্রতু প্রমুখ দিক্‌পতিগণকে পরাজিত করিয়া সুদীর্ঘকাল প্রাগ্‌জ্যোতিষানগরীতে (অবস্থান পূর্ব্বক) রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন॥২

তাঁহার অতীব তেজস্বী ভগদত্ত নামক পুত্র (জাত) হইয়াছিলেন; তাঁহার পদযুগল নৃপতিগণের মুকুট দ্বারা ঘৃষ্ট হইত (এবং) তাঁহার সহিত যুদ্ধে শ্রমাবসন্ন অসীম বিক্রমশালী ভীমকে মূর্চ্ছা (আসিয়া) প্রিয়ার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া রক্ষা করিয়াছিল॥৩ (৩)

সেই রাজবংশে কুলাচল সন্নিভ ইন্দ্র প্রতিম 'শ্রীব্রহ্মপাল' এই প্রসিদ্ধ নামধেয় নৃপতি (উদ্ভূত) হইয়াছিলেন; তিনি শত্রুগণ তথা গুণিসমূহ কর্ত্তৃক (যথাক্রমে) ভয় ও অনুরাগ সহকারে অনুধ্যাত হইতেন॥৪

---

(১) মূলে আছে **তীষা**

(২) 'অর্দ্ধনারীশ্বর' শব্দই মহাদেবের বাচকরূপে প্রসিদ্ধ; তৎস্থলে মূল শ্লোকে 'অর্দ্ধযুবতীশ্বর' শব্দের প্রয়োগ হওয়াতে 'অবাচকত্ব' দোষ ঘটিয়াছে। (সাহিত্যদর্পণ—৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

(৩) ভগদত্তের অস্ত্রাঘাতে ভীম মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন; মূর্চ্ছাগ্রস্ত বলিয়াই তাঁহাকে ভগদত্ত বধ করেন নাই—ইহাই এখানে অভিপ্রেত। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব—৬৪ অধ্যায়:—

ততস্তু নৃপতিঃ [ভগদত্তঃ] ক্রুদ্ধো ভীমসেনং স্তনান্তরে ॥৫১
আজঘান মহারাজ নারাচেনাপনতপর্ব্বণা।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাস স্তেন রাজ্ঞা মহারথঃ ॥৫২
মূর্চ্ছয়াভিপরীতাত্মা ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রয়ৎ।
তাংস্তু ভীতান্ সমালোক্য ভীমসেনঞ্চ মূর্চ্ছিতম্ ॥৫৩
ননাদ বলবন্নাদং ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।

তাঁহার মহাতেজাঃ যথার্থনামা 'শ্রীরত্নপাল' এই নামে পুত্ররত্ন (জাত) হইয়াছিলেন ; সংগ্রাম-জেতা তাঁহার নৃপচক্রশিরোমাল্যশোভিত চরণেই রাজলক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ॥৫

তাঁহার 'পুরন্দর পাল' নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; তেজস্বিতার এক (মাত্র) আধার সেই সুকৃতী, সাধুচরিত্র ইন্দ্রপালকে পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়া, যুবরাজ(অবস্থাতেই) বিধিবিপর্য্যয় বশতঃ পিতৃগণের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৬

সেই রাজা (ইন্দ্রপাল) দীর্ঘকাল পৃথিবীর সম্যক্ শাসন করিয়াছিলেন ; তিনি (প্রভাবোৎসাহ-মন্ত্রজ) শক্তিত্রয়প্রকটিত পরাক্রম দ্বারা শত্রুজয় করিয়াছিলেন ; ইন্দ্রের সন্তোষবিধায়ক বহু যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া তিনি ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য হইয়া ছিলেন ; এবং রমণীগণের (পক্ষে) কামদেব সদৃশ ছিলেন ॥৭

তাঁহার গোপাল (নামে) অনুপম প্রভাবশালী রাজবংশ প্রদীপ (স্বরূপ) আত্মজ (উদ্ভূত) হইয়াছিলেন ; তিনি ইহলোকে শৌর্য্য সম্পন্নগণের, গুণিগণের, বদান্যগণের, এবং দাক্ষিণ্যপূত বিদ্বান্ জনগণের (চরম) সীমায় অবস্থিত ছিলেন ॥৮

তাঁহা হইতে পিতৃহর্ষপালক সাধুজন প্রশংসিত হর্ষপাল নামক পুত্র জাত হইয়াছিলেন ; সুন্দর চারিত্র্য সম্পন্ন (তাঁহাকে) পাইয়া এই দেবী সরস্বতী লক্ষ্মীর সহিত সুদীর্ঘকাল সখ্য জনিত সুখস্পৃহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৯

তৎকর্তৃক সমরক্ষেত্রে খড়্গাঘাতে খণ্ডিত শত্রুকরিকুম্ভ দ্বারা রাক্ষসগণ সন্তর্পিত হইয়াছে ; (কারণ) ইহারা তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া (রণক্ষেত্রের) চতুর্দ্দিকে প্রচুর ফেন মিশ্রিত গরম গরম রক্ত স্বল্পকাল মধ্যেই পান করিয়া থাকে ॥১০

সেই রাজার—মহাদেবের যেমন পার্ব্বতী—(তেমনই) সতীগণের শ্রেষ্ঠা (উচ্চ) বংশ সম্ভূতা রত্না নামে পত্নী ছিলেন ; তিনি নানারূপ পুণ্য কার্য্য হেতু পবিত্র কীর্ত্তি সম্পন্না (ছিলেন)—এবং যেন চন্দ্র হইতে ক্ষোদিত হইয়া নির্ম্মিতা হইয়াছিলেন ॥১১

তাঁহাদের পুত্র সাগরমেখলা পৃথিবীর পতি ত্রিভুবনের অলঙ্কার রাজা ধর্ম্মপাল ; তিনি (নামে) 'ধর্ম্মপাল' হইলেও উপযুক্ত সময়ে 'কাম' এবং 'অর্থ' ও পালন করিয়া থাকেন (১) ॥১২

খড়্গাঘাতে নিহত হস্তিগণ হইতে বিক্ষিপ্ত মুক্তারূপ পুষ্পোপচার দ্বারা সজ্জিত সমরাঙ্গণে একাকী (সেই) রাজা (ধর্ম্মপাল) যুদ্ধোদ্ভবা (রাজ)লক্ষ্মীর সহিত বিহারার্থ জয়যুক্ত হইয়া আছেন ॥১৩

যিনি একাকী পৃথিবীকে একচ্ছত্রারূপে পরিণত করিয়াছেন এবং যিনি শরণাগতগণের একমাত্র শরণ্য, সেই ভুবনবিদিতযশাঃ শূরশত্রুবিজয়ী ধর্ম্মপালনামা নরেন্দ্রের জয় হউক ॥১৪

(১) ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যো হ্যেকসক্তঃ স নরো জঘন্যঃ। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব—১৬৭.৫

প্রস্থানকলস নামক গোবর্ণমানাভিজ্ঞ (১) কবি কর্তৃক রাজা শ্রীধর্ম্মপালের এই নির্দোষ প্রশস্তি রচিত হইয়াছে ॥১৫

স্বস্তি। প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের আধিপত্য দ্বারা বিখ্যাত অপ্রতিহতশাসন অশেষ রিপুপক্ষ-বিনাশক শ্রীবারাহ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ হর্ষপাল বর্ম্মদেব পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলী শ্রীমৎ ধর্ম্মপালদেবপাদ ॥

দিজ্জিন্না বিষয়ান্তঃপাতী ধান্যষট্‌সহস্রোৎপত্তিমতী ওহিন্দাপকৃষ্ট কল্পিয়াভিটি শুভঙ্করপাটক ভূমিতে।

× × × × × × × × ×

শ্রাবস্তিতে (২) ক্রোসঞ্জ নামে একটি গ্রাম আছে—তাহাতে কলির পাপ, যাজ্ঞিকগণের হোমধূমে অন্ধ (হওয়াতে), প্রবেশ করিতে পারে নাই ॥১৬

সেই গ্রামে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠব্যক্তি উদারধী কৌথুমশাখী (ব্রাহ্মণদের) প্রধান সামবেদজ্ঞদের মধ্যে অগণনীয় (প্রভাববান্) রাম সদৃশ রামদেব জাত হইয়াছিলেন ॥১৭

তাঁহার ভরত নামে পুত্র ছিলেন, তিনি (সমস্ত) পাপ পরাভব কারী, শাক্য সদৃশ শম দমাদির একমাত্র আকর ভূমি এবং সজ্জন বিদ্বান্ ও গুণিগণের তিলক স্বরূপ ছিলেন; তিনি বিপ্রোচিত ষট্‌কর্ম্মে পারদর্শী হওয়াতে সমস্ত অশুভ ব্যাপার হইতে বিরত ছিলেন ॥১৮

তাঁহার পাউকা (৩) (নাম্নী) সহধর্ম্মিণী—চন্দ্রের (যেমন) রোহিণী, মহাদেবের যেমন পার্ব্বতী—(তেমনই) সচ্চরিত্রা, নানা গুণ ও শীল সম্পন্না ছিলেন ॥১৯

---

(১) গো=বাক্ অর্থাৎ বাক্য,—গদ্য ও পদ্য উভয় বিধ; বর্ণ=অক্ষর; মান=পরিমাণ; বৈদ্য=বিদ্বান্, অভিজ্ঞ। যিনি গদ্য ও পদ্য রচনায় ওজন করিয়া অক্ষর প্রয়োগে সম্যক্ অভিজ্ঞ। পদ্যে অক্ষরের গুরু লঘু ভেদে পরিমাণ সুপ্রসিদ্ধ; গদ্যেও তাদৃশ মান রহিয়াছে—যথা বাণপুত্রকৃত উত্তর কাদম্বরী—মঙ্গলা-চরণের ৫ম শ্লোকে—**গদ্যে কৃতেऽপি গুরুণা তু তথাক্ষরাণি যন্নির্গতানি পিতুরেব স মেऽনুভাবঃ।**

(২) শিলিমপুর লিপি (Ep. Ind. Vol. XIII—Pp 283 et seq.) দ্বিতীয় শ্লোকে এই স্থানের নাম "শ্রাবস্তি" আছে—এস্থলেও নামটি হ্রস্বইকারান্ত করা হইল। এই নাম উভয় ইকারান্তই দেখা যায়; কূর্ম্মপুরাণ—পূর্ব্বভাগ—২০শ অধ্যায়—১৯শ শ্লোকে আছে—

তস্য পুত্রোऽভবদ্বীরঃ শ্রাবস্তিরিতি বিশ্রুতঃ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তি গৌড়দেশে মহাপুরী ॥

মৎস্যপুরাণ—১২শ অধ্যায়—৩০শ শ্লোকে আছে—

শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বৎসকস্তৎসুতোऽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ ॥

[এতৎ-সম্বন্ধে বিশেষ কথা পশ্চাৎ (অতিরিক্ত আলোচনাংশে) দৃষ্ট হইবে।]

(৩) ইহা বোধ হয় 'পাদুকা' শব্দের প্রাকৃত রূপ; **ক-গ-চ-জ-ত-দ-প-য-বাং প্রায়ো লোপঃ**—**প্রাকৃতপ্রকাশ ২।২।** সম্ভবতঃ দেবতা বা গুরুর 'পাদুকা'র মাহাত্ম্যে ইহার জন্ম হওয়াতে এইনাম হইয়াছিল।

তাঁহাদের হইতে হিমাঙ্গ (১) (নামে) প্রাণাধিক (পুত্র) (২) সঞ্জাত হইয়াছেন; তিনি অশেষ সৌষ্ঠব সহকারে পদ প্রভৃতি ক্রিয়া কুশল; (৩) অদ্ভুত কঠিন ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম পদ্ধতিতে অভ্যস্ত (৪) (এবং) বিমুক্ত শরাদির গতি ও পাতের ফল বিষয়ে অভিজ্ঞ (৫) রথী বটেন॥২০

তাঁহাকে রাজা তদীয় রাজত্বের তৃতীয় সংবৎসরে ওলিন্দা ভূমি সম্পর্কিত কঞ্জিয়া-ভিটি ভূমি সমন্বিত (৬) শুভঙ্কর পাটক নামে ছয় হাজার ধান্যোৎপত্তিমতী ভূমি প্রদান করিয়াছেন॥২১

তাঁহার সহোদর ভ্রাতা ত্রিলোচনকে এই শাসন ভূমি হইতে দুই হাজার ধান্যোৎপত্তিক ভূমি সেই রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে॥২২

ইহার সীমা—পূর্ব্বে চক্রিপজন তন্তুবায়ের অধিকৃত ভূমির সীমাস্থ × × ক বৃক্ষ; কূর্ম্ম (নাথ) অধিকৃত শাসন ভূমির সীমাস্থ শেওড়া গাছ ও আখোট বৃক্ষ। পূর্ব্বদক্ষিণে × × বীরের অধিকৃত ভূমির সীমাস্থ ক্ষেত্রালি। দক্ষিণে অশ্বত্থ বৃক্ষ ও দিজ্জিন্না নদী। পশ্চিমদক্ষিণেও সেই নদী। পশ্চিমে কূর্ম্মনাথাধিকৃত শাসন ভূমির সীমাস্থ অশ্বত্থ গাছ ও লোচন (৭) বৃক্ষ। পশ্চিমোত্তরে

---

(১) আলোচনাংশে (১৪৯ পৃ) নামটি ভ্রমতঃ 'প্রাণাধিক' লেখা হইয়াছে। শরীরের বর্ণ হিম অর্থাৎ বরফের ন্যায় শুভ্র হওয়াতেই বোধ হয় ইহার হিমাঙ্গ নামকরণ হইয়াছিল।

(২) 'প্রাণাধিক' শব্দের অর্থ 'অধিক শক্তিমান' ও হয়—**শক্তিঃ পরাক্রমঃ প্রাণঃ** (অমর)

(৩) 'পদ প্রভৃতি ক্রিয়াবান্'—এস্থলে পদ শব্দের অর্থ 'লক্ষ্য'; যথা মহাভারতে—

পদং পদসহস্রেণ যশ্চরন্নাপরাধ্নুয়াত্ (বিরাটপর্ব্ব—২৮ অ—৬৯ শ্লোক)

নীলকণ্ঠের টীকায় আছে—**পদং বাণনিপাতস্থানং পদসহস্রেণ লক্ষ্যসহস্রেণ**। 'প্রভৃতি' দ্বারা শত্রুগণের অনবোধক মণ্ডলাদি বুঝাইতেছে—যথা—

ততো বিরাটস্য সুতঃ সব্যমাবৃত্য বাজিনঃ।
যমকং মণ্ডলং কৃত্বা তান্ যোধান্ প্রত্যবারয়ত্॥ বিরাট ৫৭।৩২

অতএব অর্থ এই যে রথিক এই ব্রাহ্মণ লক্ষ্যবেধ ক্রিয়ায় এবং মণ্ডলাদি কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন।

(৪) 'অভ্যস্তচিত্রদৃঢ়দুষ্করকর্ম্মমার্গ'—শত্রুর ব্যূহভেদ ও দুর্গাধিকার, প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে স্বীয় সেনাব্যূহ ও দুর্গরক্ষা, ইত্যাদি অদ্ভুত, সুকঠিন ও অন্যের অসাধ্য কর্ম্ম পদ্ধতিতে ইনি অধ্যবসায়ী ছিলেন।

(৫) 'নারাচমোক্ষগতিপাতগুণপ্রবীণ'—তিনি স্বয়ং সুদক্ষ লক্ষ্যবেদ্ধা তো ছিলেনই—অপিচ অপরের প্রযুক্ত বাণাদির গতি (অর্থাৎ কিরূপ বেগে চলিতেছে) পাত (অর্থাৎ কোথায় পড়িবে) এবং গুণ (অর্থাৎ ইহার পরিণাম বা ফল কি হইবে) এই সকল বিষয়েও সম্যক্ অভিজ্ঞ ছিলেন। [নারাচমোক্ষ = মুক্ত নারাচ—**কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবত্ প্রকাশতে।**]

(৬) রত্নপালের প্রথম শাসনে—১০৭ পৃষ্ঠা (৭) পাদটীকার শেষাংশে—ইহার অর্থ দ্রষ্টব্য।

(৭) 'লোচন' শব্দদ্বারা 'রোচন' বুঝাইতেছে (**রলয়োরভেদঃ**); 'রোচন' শব্দে অনেক গাছই বুঝায়—যথা কূটশাল্মলি (অমর) আরগ্বধ, কবঞ্জ, দাড়িম্ব, ইত্যাদি; আবার 'রোচনক' দ্বারা জম্বীরও বুঝায়। কূটশাল্মলি (অর্থাৎ কাশিমুলা) এখানে অনভিপ্রেত, কেননা **কাশিম্লার** পৃথক্ উল্লেখ এই শাসনেই

(নব) রোপিত শিমুল গাছ; ক্ষেত্রের আলি এবং ঐ ভূমির সীমাস্থিত ওড়িঅম্ব (১) বৃক্ষ। ইতি।

এইরূপ অপরখণ্ড ওলিন্দা সমেত কাক্সিয়া ভিটি ভূমির সীমা—পূর্ব্বে ওরঙ্গিতন্তুবায়দের ভূমির সীমাস্থ লোচন বৃক্ষ ও বাঁক অনুসারে হিজল গাছ। পূর্ব্বদক্ষিণে শিমুল গাছ। দক্ষিণে বিজয়শ্রী নৌ(২)ভুক্ত ভূমির সীমাস্থিত কণ্টাবক্কড় (৩) বৃক্ষ, বাঁশের ঝাড়, ওরচোষ জোল, হিজল গাছ, উত্তরগামী ক্ষেতের আলি, পশ্চিমগামী অশ্বত্থ গাছ, বাঁশঝাড়, লহুচ (৪) বৃক্ষ ও ডুম্বরী মস্তক। দক্ষিণপশ্চিমে হল্লাভিঠির সীমায় ধূমারদেব। (৫) পশ্চিমে ঝরিপাকটি (৬) গাছ ও বাঁশের বেড়া। পশ্চিমোত্তরে বিজয়শ্রী নৌভুক্ত ভূমির সীমায় বাঁশ ঝাড়। উত্তরে ক্ষেত্রের আলি ও শিমুল গাছ। বাঁকদিয়া ওরচোম জোল, বৃহদ্রাবার (৭) ভূমির সীমায় কাশিমুলা গাছ, বট গাছ ও ক্ষেতের আলি। উত্তরপূর্ব্বে ওরঙ্গি তন্তুবায়দের ভূমির সীমাস্থিত বহুআল(৮)গাছ এবং বল্মীকস্তূপ।

(১) ইহা পূর্ব্ববঙ্গে 'ওরিয়াম' নামে পরিচিত; গাছ খুব প্রকাণ্ড—কিন্তু ফল ক্ষুদ্র এবং পাখীরও অখাদ্য; কাষ্ঠ লাল—তাহাতে নৌকা প্রস্তুত হয়।

(২) 'বিজয়শ্রী' শব্দ দ্বারা এই 'নৌ' রাজকীয় বলিয়া মনে হয়।

(৩) 'কণ্টাবক্কড়' ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। কণ্টা = কাঁটাল, বক্কড় বিশেষণ যুক্ত হওয়াতে বোধ হয় ইহা কোনও (কাঁটাল সদৃশ) স্থানীয় বন্য বৃক্ষ। (রঙ্গপুর অঞ্চলে এক প্রকার বনকাঁটাল আছে—ইহা শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে জানা গিয়াছে)। অথবা কণ্টাবক্কড় 'বক্রকণ্টক' শব্দের (বিপর্য্যয় প্রাপ্ত) অপভ্রংশও হইতে পারে; তাহা হইলে অর্থ হইবে 'বদরী' অথবা 'খদির' বৃক্ষ। কিন্তু বলপালের প্রথম শাসনে (১০০ পৃষ্ঠায়) বদরী রহিয়াছে—ইহাকে এই (প্রাকৃত) নামে সংজ্ঞিত করা সম্ভাব্য নহে। অতএব হয়তো খদিরবৃক্ষই সূচিত হইয়াছে; আসামে এই বৃক্ষের অসদ্ভাব নাই।

(৪) সম্ভবতঃ ইহা 'লকুচ' বৃক্ষ—ডহু বা ডেউয়া গাছ। শাসনে হু ও ক এর আকৃতি অনেকটা সদৃশ; তাই লেখকের ভুলে লকুচ স্থলে লহুচ হইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয়।

(৫) বুঝা গেল না; স্থানীয় কোনও দেববিশেষের নাম হইতে পারে।

(৬) সম্ভবতঃ ইহাতে ঝুরি বিশিষ্ট পাকুড় গাছ সূচিত হইয়াছে।

(৭) ইহা কাহারও নাম হইতে পারে। অথবা 'রাবা' যদি 'রাভা'র সংস্কৃত রূপ হয়—তবে 'বৃহৎ রাবা' দ্বারা রাভা জাতীয় কোনও স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি সূচিত হইয়া থাকিবে। রাভারা বোডো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—ব্রহ্মপুত্রউপত্যকার পশ্চিমাংশের অধিবাসী।

(৮) যেমন ইতঃপূর্ব্বে 'লোচন' শব্দ 'রোচন' বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তেমনি 'বহুআল'ও 'বহুআর' (= বহুয়ার) হইবে। সংস্কৃত নাম 'বহুবার'; অপর প্রসিদ্ধ নাম শ্লেষ্মাতক (অমর)।

অতিরিক্ত আলোচনা।

১

এই শাসনদ্বারা ব্রহ্মত্রাকৃত ভূমির নাম শাসনলিপির ৩২ পঙ্‌ক্তিতে (১৫৪পৃঃ) **সুহঙ্করপোটক** এবং ৪৭ পঙ্‌ক্তিতে (১৫৬ পৃঃ) **সুহঙ্করপোটক** রহিয়াছে ; উভয়ত্র শোধিত পাঠ **শুভঙ্করপোটক** বিহিত হইয়াছে। **স** ও **হ** একাধিক স্থলে থাকাতে **সুহঙ্কর** পাঠই অব্যাহত রাখা সমীচীন মনে হইতে পারে ; পরন্তু 'সুহঙ্কর' শব্দের কোনও অর্থ হয় না—ইহা স্পষ্টই 'শুভঙ্কর' শব্দের প্রাকৃত রূপ। প্রাকৃতে **শ** স্থানে **স (শষোঃ সঃ** প্রাকৃত প্রকাশ ২।৪৩) এবং **ভ** স্থানে **হ**(১) (**খ ঘ থ ধ ভাং হঃ** প্রাঃ প্রঃ ২।২৭) হইয়া থাকে ; অতএব 'শুভঙ্কর' এই সংস্কৃত রূপই গৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রদত্ত ভূমির নামে শাসনের নামকরণ হওয়াতে সংস্কৃত নামটিই শোভনতর বোধ হইল।

২

শাসনখানি প্রথমকল্পে পাঠ করিবার সময়ে ২০শ শ্লোকের শেষ পাদ **প্রাণাধিকোঽজনি রথোরথিকো হিমাংশোঃ** পড়া হইয়াছিল। ইহাতে দানপ্রাপক ব্রাহ্মণের নাম 'প্রাণাধিক' বলিয়া স্থির করা হয়।(২) পশ্চাৎ শাসনের পাঠ মুদ্রাঙ্কণের সময় পুনশ্চ শাসনের ফটোর সহিত মিলাইয়া দেখাতে সংশোধিত পাঠ দাঁড়াইল **প্রাণাধিকোঽজনি রথোরথিকো হিমাঙ্কঃ।** ইহাতে হিমাঙ্কই ঐ ব্রাহ্মণের নাম—এবং প্রাণাধিক বিশেষণ হইয়াছে। এই 'রথিক' শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী(৩) ছিলেন এবং খুব সম্ভব, উক্তবিষয়ে কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপই তিনি শাসনভূমি লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ বেদাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতই ঈদৃশ রাজশাসন প্রাপ্ত হইতেন—এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতেছে ; ইহা যে এই শাসনের একটা বিশেষত্ব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজত্বের প্রারম্ভে ধর্ম্মপাল বোধহয় বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন—অথবা তৎসম্ভাবনায় শঙ্কাকুল ছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় এই ব্রাহ্মণ রথীকে লাভ করিয়া এবং তাঁহার অবদান দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মপাল শাসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সম্মান বিধান ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

৩

সম্প্রদানীভূত ব্রাহ্মণের নিবাস শ্রাবস্তির অন্তর্গত ক্রোসঞ্জ গ্রামে ছিল ; এই শ্রাবস্তি নিঃসন্দেহ একটি জনপদ এবং কামরূপ রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী স্থান ছিল। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৪) যে

(১) প্রাচীন লিপিতে **হ** ও **ভ** পরস্পর খুবই সদৃশ; তাই প্রাথমিক পাঠে এই নামটিতেও **হ** স্থলে **ভ** ই পাঠ করা হইয়াছিল।

(২) প্রথম পাঠের পরেই আলোচনাংশ লিখিত ও মুদ্রিত হওয়াতে ১৪৯ পৃষ্ঠায় ঐ ভুল—প্রাণাধিক নাম—দৃষ্ট হইবে।

(৩) আলোচনাংশ ১৫০ পৃঃ (২) পাদটীকায় যে 'বিদ্বান্' 'অবিদ্বান্' এর কথা আছে—তাহা শস্ত্র বিদ্যা বিষয়েই বুঝিতে হইবে।

(৪) ১৬১ পৃ (২) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শিলিমপুর শিলালিপিতে 'শ্রাবস্তি' নাম পাওয়া যাইতেছে; ঐ লিপির পাঠোদ্ধারকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় মনে করেন যে এই শ্রাবস্তি গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা ঠিক নহে। ঐ লিপির কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে (১)—এই গুলির সম্যক্ আলোচনা করিলেই আমাদের মত সমর্থিত হইবে।

> तेषामार्य्यजनाभिपूजितकुलं तर्क्कारिरित्याख्यया
> श्रावस्तिप्रतिबद्धमस्ति विदितं स्थानं पुनर्जन्मनाम् ॥२ (শেষার্দ্ধ)
> यस्मिन् वेदस्मृतिपरिचयोद्भिन्नवैतानगार्ह्य-
> प्राज्यावृत्ताहुतिषु चरतां कीर्त्तिभि र्व्योम्नि शुभ्रे।
> व्यभ्राजन्तोपरि परिसरद्धोमधूमा द्विजानां
> दुग्धाम्भोधिप्रसृतविलसच्छैवलालीचयाभाः ॥३
> तत्प्रसूतश्च पुण्ड्रेषु सकटीम्यवधानवान्।
> वरेन्द्रीमण्डनं ग्रामो बालग्राम इति श्रुतः ॥४

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে শ্রাবস্তি জনপদস্থ তর্কারি গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণগণ পুণ্ড্রদেশে গিয়া বালগ্রাম নামক গ্রামে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রাবস্তি পুণ্ড্রদেশস্থ জনপদ হইলে বালগ্রামের বর্ণনার সময়েই মাত্র **पुण्ड्रेषु** বলা হইত না—শ্রাবস্তির উল্লেখ যে শ্লোকে আছে, তাহাতেই উহা বলা হইত। অপিচ এই শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্কারি গ্রামের বর্ণনায় (৩য় শ্লোকে) হোমধূমের প্রাচুর্য্য সাড়ম্বর বর্ণিত হইয়াছে; ধর্ম্মপালের এই শাসনে (শ্রাবস্তির অন্তঃপাতী) ক্রোসঞ্জ গ্রামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়ও হোমধূমের কথাই রহিয়াছে (২)—ইহাতেও দুই গ্রামের (তর্কারি ও ক্রোসঞ্জের) সাজাত্য সমর্থিত হইতেছে।

অধ্যাপক বসাক মহাশয় মৎস্য ও কূর্ম্ম পুরাণ হইতে এক একটি শ্লোক (৩) উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে গৌড়দেশে শ্রাবস্তি (বা শাবস্তী) নির্ম্মিত হইয়াছিল; কূর্ম্মপুরাণে উহা 'মহাপুরী' বলিয়া বিশেষিত হইয়াছে। ফলতঃ পুরী বা নগরই 'নির্ম্মিত' হয়—জনপদ নির্ম্মিত হয় না, উপনিবেশিত হয়। শিলিমপুর লিপিতে যে শ্রাবস্তি আছে—তাহা বস্তুতঃ 'পুরী' নহে—জনপদ; ইহার অন্তর্গত গ্রাম বিশেষের (তর্কারির) উল্লেখই ইহার জনপদত্বের প্রমাণ। (৪) কনিংহাম সাহেব বলেন যে

(১) এই সকল শ্লোকে অধ্যাপক বসাক মহাশয়ের পাঠই গৃহীত হইল। Ep. Ind. XIII. p 290—দ্রষ্টব্য।

(২) + + यत्र यज्वनां होमधूमान्धकारान्ध'नाविशत् कलिकल्मषम् ১৬ শোক (১৫৫ পৃ)

(৩) ঐ শ্লোক দুইটি ইতঃপূর্ব্বে ১৬১ পৃঃ (২) পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪) ধর্ম্মপালের এই শাসনে উল্লেখিত অপর একটী গ্রাম (ক্রোসাঞ্জ) ইহার অন্তর্গত থাকাতে শ্রাবস্তির জনপদত্ব সমধিক সমর্থিত হইতেছে।

পুরাণোল্লেখিত 'গৌড়' দ্বারা উত্তর কোশলের একটা উপবিভাগ মাত্র বুঝায়—এবং প্রাচীন শ্রাবস্তি নগরের ধ্বংসাবশেষ গোণ্ড নামক জেলায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে। (১)

শ্রাবস্তির নামের সঙ্গে ইহার একটা ইতি বৃত্ত জড়িত আছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর কোশলের শ্রাবস্তী বুদ্ধের প্রচার ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল; এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে সেই স্থানে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। ঐ প্রাবল্যের সময়ে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ স্থানত্যাগ করিয়া যখন বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন তখন কামরূপের দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। তাঁহারা তদানীং সুক্ষত্রিয়শাসিত কামরূপরাজ্যে আগমন করিলে প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতিকর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া সেই রাজ্যেই উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন; এবং জন্মভূমির নামে তাঁহাদের অধ্যুষিত জনপদেরও নামকরণ হইয়াছিল। আবার যখন সন্নিহিত পৌণ্ডভূমি বৌদ্ধ প্রভাব পরিমুক্ত হইতে লাগিল তখন ব্রাহ্মণেরাও কামরূপ হইতে ঐ অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। (২) তাই শিলিমপুর লিপিতে দেখিতেছি, ঐ লিপিতে প্রশংসিত ব্রাহ্মণ প্রহাসের পূর্ব্ব পুরুষেরা শ্রাবস্তি ছাড়িয়া পুণ্ড দেশস্থিত বালগ্রামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা কামরূপ হইতে অধিক দূরে আগমন করেন নাই; বালগ্রাম শ্রাবস্তির তর্কারি গ্রাম হইতে 'সকটী ব্যবধান ান্' মাত্র; এই 'সকটী' অধ্যাপক বসাক মহাশয়ের মতে কোনও নদী বা জায়গার নাম হইবে। ঐ জায়গা একটা বিস্তৃত প্রান্তর বা জনপদ হইতেও পারে। (৩) সে যাহা হউক, ইহা ঠিক্ যে শ্রাবস্তির সংস্থান কামরূপের পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী পৌণ্ড দেশের পূর্ব্বসীমার নিকটেই ছিল; (৪) এবং

---

(১) These apparent discrepancies (অর্থাৎ শ্রাবস্তীর কুত্রাপি গৌড়ে, কুত্রাপি উত্তরকোশলে সংস্থান) are satisfactorily explained when we learn that Gauda is only a subdivision of Uttara Kosala and that the ruins of Sravasti have actually been discovered in the district of Gauda, which is the Gonda of the Maps. (Quoted in Ep. Ind. XIII p287)। অধ্যাপক বসাক মহাশয়ের ইহাতে আপত্তি এই যে গোণ্ড আর গৌড় এক কথা নহে; কিন্তু যখন দণ্ড=দাঁড়, খণ্ড=খাঁড় ইত্যাদি দেখা যায় তখন ঐরূপ আপত্তি সমীচীন বোধ হয় না। (এস্থলে ইহা ও বক্তব্য যে অধ্যাপক বসাক মহাশয় ধর্ম্মপালের এই শাসনখানি দেখিতে পাইলে সম্ভবতঃ শ্রাবস্তিকে গৌড়ান্তঃপাতী বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ঈদৃশ অধ্যবসায়ী হইতেন না।)

(২) ভাস্করবর্ম্মার শাসনালোচনাতেও এইরূপ কথা বলা হইয়াছে—৮-৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) 'সকটী' সম্ভবতঃ 'শকটী'র প্রাকৃত রূপান্তর (শ ষ সাঃ সঃ)—ইহাদ্বারা স্থানীয় কোনও 'অধ্বপরিমাণ' সূচিত হইয়াছে, বোধ হয়; যথা, একটা শকট একদিনে যতদূর যাইতে পারে—ততটা পথ।

(৪) প্রহাসের পূর্ব্বপুরুষেরা বালগ্রামে উপনিবিষ্ট হইবার কিছুকাল পরেই তৎসন্নিহিত 'শীয়ম্ব' গ্রামে গিয়া বসতি স্থাপন করেন—শিলিমপুর লিপি ৬ষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য। (এই শীয়ম্ব সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'শ্রীঅম্ব' নামের তদানীন্তন রূপ; বোধহয় ইহাই মোসলমান আমোলে 'শিলিম' হইয়াছে।) বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক

দিজ্জন্না বিষয়—যাহাতে প্রদত্তভূমি শুভঙ্করপাটক ছিল—কামরূপের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী স্থানেই অবস্থিত ছিল। (১)

প্রকাশিত Inscriptions of Bengal Vol. III. এর প্রারম্ভে প্রদত্ত (ঐ সমিতির সম্পাদকচয় শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক অঙ্কিত) একটি মানচিত্রে শিলা ও তাম্রশাসন লিপিসমূহের আবিষ্কার স্থলগুলির সংস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে—তাহাতে শিলিমপুর করতোয়া নদীর পশ্চিমে দৃষ্ট হইতেছে। এই করতোয়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা; এবং শ্রাবস্তি ইহার অনতিদূরবর্ত্তী হওয়াতে ইহাই সূচিত হয় যে ধর্ম্মপালের রাজত্বের প্রথমাংশে ঐ নদীই কামরূপের পশ্চিম সীমারূপে অবস্থিত ছিল।

(১) ইহার একটা অবান্তর প্রমাণও যেন পাওয়া যাইতেছে; প্রদত্ত ভূমির সীমাবর্ণনায় 'বৃহদ্রাবা'র উল্লেখ আছে, ইহাতে রাভা জাতীয় কোনও প্রধান ব্যক্তি সূচিত হইতেছে বলিয়া ইতঃপূর্ব্বেই [১৬৩ পৃঃ (৭) পাদটীকায়] অনুমান করা হইয়াছে। বর্ত্তমানেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমপ্রান্তস্থিত গোয়ালপাড়া জেলা 'রাভা'জাতীয়দের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের বসতি স্থল।

ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসন।

(পুষ্পভদ্রা লিপি)

আলোচনা।

গৌহাটি শহরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরকূলে পুষ্পভদ্রা নামে একটি নদী আছে, হেমন্ত কালে উহা সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায়; তখন উহার গর্ভভাগে গোমহিষাদি চরিয়া থাকে। একদা কোনও রাখাল পুষ্পভদ্রার শুষ্কগর্ভে মহিষের খুরাঘাতে খনিত গর্ত্তের মধ্যে অঙ্গুরীয়াকারের একটা কিছু দেখিতে পাইয়া কৌতুহল বশতঃ খুঁড়িয়া অঙ্গুরীয়কাবদ্ধ সিল্ সহ এই শাসনখানি বাহির করে। কয়েক হাত ঘুরিয়া ইহা অবশেষে ১৩১৫ সনে আসামের প্রাচীন তথ্যানুসন্ধায়ী ৺হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হয়। তিনি পাঠোদ্ধার করিয়া সাধারণ্যে শাসনের মর্ম্ম প্রচারিত করিবার পর, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২২ সালের ২য় সংখ্যায় এতৎ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ মৎকর্তৃক বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইদানীং ধর্ম্মপালের প্রদত্ত আর একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়াতে সেইখানি প্রথম এবং আলোচ্যমান এই তাম্রশাসন খানি দ্বিতীয় শাসন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; এতৎ সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক প্রথম শাসনের আলোচনায়ই বিস্তারিত প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই শাসনের ফলকগুলির আকার প্রথম শাসনেরই অনুরূপ; লেখা বেশ স্পষ্ট ও সুপাঠ্য কেবল দ্বিতীয় ফলকের শেষ পঙ্‌ক্তি এবং তৃতীয় ফলকের প্রথম পঙ্‌ক্তির এক দুইটি অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পঙ্‌ক্তি নিচয় খুব ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। প্রথম ফলকে ১৫, দ্বিতীয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৬ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৫, এবং তৃতীয় ফলকে ১০ পঙ্‌ক্তি—সমুদয়ে ৫৬ পঙ্‌ক্তি লেখা রহিয়াছে।

রত্নপাল ও ইন্দ্রপালের দুইখানি করিয়া তাম্রশাসন প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে রত্নপাল অথবা ইন্দ্রপালের উভয় শাসনের পূর্ব্বাংশে, অর্থাৎ বন্দনা, বংশ বর্ণনা ও রাজ প্রশস্তির অংশে, অবিকল একই শ্লোকাবলী রহিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মপালের দুই শাসনের এই অংশে অর্থাৎ বন্দনাদি বিষয়ক শ্লোকাবলীতে, কোনও ঐক্য নাই। রত্নপাল অথবা ইন্দ্রপালের শাসনদ্বয়ে প্রাগুক্তরূপ ঐক্যের কারণ—একই রাজার অধিকারে প্রদত্ত শাসনগুলিতে বন্দনা ও বংশ প্রশস্তির শ্লোকাদি একরূপ হওয়াই সম্ভবতঃ তাৎকালিক রীতি ছিল—একথা পূর্ব্বে রত্নপাল ও ইন্দ্রপালের শাসনালোচনা কালে বলা হইয়াছে। আবার এমনও হইতে পারে যে একই কবির লেখা বলিয়াও উভয় শাসনের ঐ সকল শ্লোক অবিকল একই রহিয়াছে—কবি যথোচিত যত্ন করিয়া প্রথম শাসনে যেরূপ বন্দনাদি লিখিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শাসনে তাহাই রাখিয়া দিয়াছেন—পরিবর্ত্তনাদি কিছুই করেন নাই। (১) পরন্তু ধর্ম্মপালের প্রথম ও দ্বিতীয় শাসনের রচয়িতা একই ব্যক্তি নহেন—প্রথম

---

(১) ভারতীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাসও রঘুবংশের সপ্তম সর্গে অজের, এবং কুমারসম্ভবের ৭ম সর্গে মহাদেবের, বরবেশ দর্শনাশয়ে পুরনারীগণের বিচেষ্টিতানি একই শ্লোকাবলী দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

শাসনের কবি প্রস্থানকলস ; তিনি সম্ভবতঃ লোকান্তর প্রস্থিত হওয়াতে এই দ্বিতীয় শাসনে অনিরুদ্ধ-নামা অপর একজন কবির নাম দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে ; স্বয়ং রাজা ধর্ম্মপাল বন্দনা ও বংশ প্রশস্তি লেখার ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উপসংহারে নিজের সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ লিখিয়া শাসনের প্রথমাংশ সমাপ্ত করিয়াছেন। কিজন্য তিনি এবিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন —বলা কঠিন ; কেবল রচনাকণ্ডূতি প্রশমনার্থই যে তিনি এই সামান্য বিষয়ে অধ্যবসায়ী হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে। খুব সম্ভব, অনিরুদ্ধ তখন নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—তাই নবীন কবি যাহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য যথোচিত নিপুণতাসহকারে সম্পাদন করেন—তৎ প্রদর্শনার্থ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন রাজা আদর্শরূপে শাসনের প্রথমাংশের আটটি শ্লোক লিখিয়া যেন সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—এবং অনিরুদ্ধ অবশিষ্টাংশে সেই উদাত্তসুর অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজ-রচিত **হু ভাবিনো নৃপতয়ঃ** ইত্যাদি শ্লোকটি যে এই শাসনখানির নানা বিশেষত্বের মধ্যে একতম, ইহা পূর্ব্বেই (প্রথম শাসনালোচনায়) বলিয়াছি। গৌড়লেখমালায় এতাদৃশ শ্লোক (১) প্রায় শাসনেই আছে, কিন্তু কামরূপ শাসনাবলীতে এইরূপ শ্লোক আর নাই—যদিও (গদ্যে লিখিত) অনুশাসনে **রাজরাজ্ঞী × × × প্রভৃতীন্ যথাকালভাবিনোঽপি সর্ব্বান্** সমাদেশ করা হইয়াছে—এবং এই আলোচ্যমান শাসনখানিতেও তাহা রহিয়াছে। (২)

কবি অনিরুদ্ধের রচনাশক্তি নৃপতিগণের গুণ বর্ণনায় নিযুক্ত না হওয়াতে ক্লান্ত হয় নাই ; তাই তিনি সম্প্রদানীভূত ব্রাহ্মণের এবং তদীয় পূর্ব্বপুরুষের বেশ জাঁকালো গোচের বর্ণনা করিয়াছেন—পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনগুলিতে সেরূপ দেখা যায় নাই ; এমন কি কবি ঐ ব্রাহ্মণাধ্যুষিত গ্রামখানিরও একটি সুন্দর ছবি দিয়াছেন। উপসংহারে একটি শ্লোকে তদাশ্রয়ীভূত নৃপতির কিঞ্চিৎ গুণ বর্ণনা করিয়া পরিশেষে সবিনয়ে বলিয়াছেন—

নালংকৃতিন্নৈব কবিত্বশক্তিঃ (?) ... শ্রীঅনিরুদ্ধনামা।
সদন্ববায়স্তুতিপুণ্যলোভাৎ (৩) প্রশস্তিমেনাং (৪) রচয়াংচকার॥

---

(১) তন্মধ্যে সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট একটি শ্লোক এই—

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্বা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥

(২) ফলতঃ 'শাসন' শব্দের ইহাই নাকি সার্থকতা—**ভবিষ্যন্তে ভবিষ্যন্তো নৃপতয়োঽনেন**—ইতি মিতাক্ষরা টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর। (গৌড়লেখমালা—২ পৃষ্ঠা)

(৩) ইহার সঙ্গে প্রস্থানকলসের **কবিনা গোবর্দ্ধমানদৈহেন রচিতা প্রশস্তিরমলা**—এই স্বগুণ বর্ণনা তুলনা করিলে উভয় কবির প্রকৃতিগত বিভেদও সূচিত হয়।

(৪) **এনাং** পদটি এস্থলে সুষ্ঠু প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজার কবিতার অবসানে আছে **এতাং প্রশস্তিং**। পাণিনির ২।৪।৩৪ সূত্রের বৃত্তিতে সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার **ইদমেতদোরেনাদেশঃ স্যাদন্বাদেশে** লিখিয়া 'অন্বাদেশে'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—**কিঞ্চিৎ কার্য্যং বিধাতুমুপাত্তস্য কার্য্যান্তরং বিধাতুং পুনরুপাদানমন্বাদেশঃ।** বস্তুতঃ এখানে তাহাই হইয়াছে।

শাসনীকৃত ভূমি পূরজি বিষয়ান্তঃপাতী গুহেশ্বর ডিগ্‌ডোল গ্রামে অবস্থিত ছিল। ইহাতে দশ হাজার (দ্রোণ) ধান্যোৎপত্তি হইত। দানগ্রহীতা মধুসূদনের নিবাস ছিল খ্যাতিপলি গ্রামে; ইঁহার যজুর্ব্বেদ—মাধ্যন্দিন শাখা—শুদ্ধমৌদ্গল্যগোত্র এবং ঔতথ্য, মৌদ্গল্য ও আঙ্গিরস—এই তিন প্রবর ছিল। মধুসূদনের প্রপিতামহের নাম নরবাহন, পিতামহের নাম ভাস্বর, পিতামহীর নাম জীবা, পিতার নাম সুতনু, মাতার নাম নেত্রা, এবং পত্নীর নাম পত্রা ছিল।

ধর্ম্মপালের রাজত্বের কোন অব্দে এই শাসন প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই—যদিও ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনে, তথা পালবংশীয় পূর্ব্ববর্ত্তিগণের প্রদত্ত সমস্ত শাসনেই, তাহা রহিয়াছে।

এই শাসনের বৈশিষ্ট্য বিষয়ক একটি (ইতঃপূর্ব্বে ১৪৭পৃঃ ঈষদুল্লেখিত) কথা বিশেষভাবে আলোচনা-যোগ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত শাসনেই, এমন কি ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনেও, সর্ব্ব প্রথমে মহাদেবে ভক্তিজ্ঞাপক শ্লোক রহিয়াছে; ফলতঃ নারায়ণের বরাহ অবতার হইতে এই রাজ বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও ইঁহারা শিবভক্ত ছিলেন। হর্ষচরিতে আছে, ভাস্কর বর্ম্মার দূত হর্ষবর্দ্ধনের নিকট বলিয়াছেন:—

অয়মস্য চ শৈশবাদারভ্য সংকল্পঃ স্থেয়ান্ স্থাণুপাদারবিন্দদ্বয়াদৃতে নাহমন্যং নমস্কুর্য্যামিতি (সপ্তম উচ্ছ্বাস)। পূর্ব্ববর্ত্তী ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় শাসনেও রাজার দ্বাত্রিংশন্নামের শেষ নামটি **হরগিরিজাচরণপঙ্কজরজোরঞ্জিতোত্তমাঙ্গ**। (১) তাই ধর্ম্মপালের এই শেষ শাসনে বন্দনায় মহাদেবের নামোল্লেখের একান্ত অভাব বিস্ময়াবহই বটে; বিশেষতঃ এই অংশ স্বয়ং নৃপতির লেখা, এবং শাসনখানি তাঁহার শেষ বয়সের অবদান। সম্ভবতঃ ধর্ম্মপাল পরিণত বয়সে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দান প্রাপ্ত ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের কথাই অন্যান্য শাসনে রহিয়াছে; কিন্তু এই শাসনে যিনি ভূমিদান পাইয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও ইঙ্গিত আছে—

যো বাল্যতঃ প্রভৃতি মাধবপাদপদ্মপূজাপ্রপঞ্চরচনাং সুচিরং চকার॥ (১৮শ শ্লোক)

অর্থাৎ তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাকে ১০০০০ ধান্যোৎপাদক জমি—যাহা বনবর্ম্মার সময় হইতে ধর্ম্মপালের প্রথম শাসন পর্য্যন্ত প্রদত্ত সমস্ত জমি অপেক্ষা পরিমাণে বেশী—দেওয়াতে তৎপ্রতি রাজার অত্যধিক ভক্তিভাবই সূচিত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার উপদেশেই ধর্ম্মপাল শেষ বয়সে একনিষ্ঠ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

উপসংহারে আর একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য মনে হইতেছে। ভাস্কর বর্ম্মার শাসনে প্রথম শ্লোকটি ভিন্ন আর সমস্ত শ্লোকই (২) আর্য্যায় গ্রথিত; হর্জর বর্ম্মার শাসন ফলকে আর্য্যা দেখা যায় না—তবে অপ্রাপ্ত ফলকদ্বয়ে ছিল কি না বলা যায় না। পরন্তু তৎপুত্র বনমালের এবং প্রপৌত্র

(১) বহু পরবর্ত্তী কোচ আহোম নৃপতিগণও 'হরগৌরী' ভক্ত ছিলেন;—তাঁহাদের মুদ্রামন্দিরাদির লিপিতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

(২) সংহিতা বিশেষ হইতে উদ্ধৃত উপাস্ত্য শ্লোকদ্বয় এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে।

বলবর্ম্মার শাসনে আর্য্যার বাহুল্যই দেখা যায়। রত্নপালের প্রথম শাসনে একটিও আর্য্যা নাই; দ্বিতীয় শাসনের ব্রাহ্মণ প্রশস্তিতে তিনটি আর্য্যা আছে—তন্মধ্যে একটিতে গণভঙ্গ দোষ হইয়াছে। ইন্দ্রপালের শাসনদ্বয়ে সামান্য দুই চারিটি আর্য্যা আছে। ধর্ম্মপালের ১মশাসনে একটি মাত্র আর্য্যা—তাহাও কবির আত্ম পরিচায়ক শ্লোকে—রহিয়াছে; ধর্ম্মপালের এই (দ্বিতীয়) শাসনে আর্য্যা একটিও নাই। এদিকে ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনের প্রায় তিন চতুর্থাংশ শ্লোক বসন্ততিলক বৃত্তে রচিত —দ্বিতীয় শাসনেও অধিকাংশ শ্লোকেই ঐ বৃত্ত লক্ষিত হইবে। ইন্দ্রপালের ও রত্নপালের শাসনে অন্যান্য বৃত্তের তুলনায় বসন্ততিলকই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছে। পরন্তু বনমাল ও হর্জ্জর বর্ম্মার শাসনে এক একটি মাত্র বসন্ততিলক দেখা যায় এবং বলবর্ম্মার শাসনে একটি (৭ম) শ্লোকের প্রথম পাদে মাত্র (সম্ভবতঃ অনবধানতা বশতঃ ইন্দ্রবজ্রা স্থলে) বসন্ততিলকের লক্ষণ দেখা যায়। ভাস্করবর্ম্মার শাসনে তো ইহা মোটেই নাই। আর্য্যার রচনা জটিল, অথচ এতদবলম্বনে রচিত কবিতার মাধুর্য্য সম্পাদন যে-সে কবয়িতার কর্ম্ম নহে; এদিকে বসন্ততিলক বৃত্তটি শ্রুতিমধুর এবং ইহাতে যেন একটু চটুল নর্ত্তনশীলত্ব পরিলক্ষিত হয়। কামরূপের অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাসন রচয়িতা কবিগণ তাই ক্রমশঃ সেই গুরুগম্ভীর আর্য্যা (১) ছাড়িয়া এই তরলতরলাস্যবিশিষ্ট বসন্ততিলকের বহুলভাবে ব্যবহার করিয়া কবিতায় সমধিক মধুরতা বিধানে প্রয়াস পাইয়াছেন।

শাসনের পাঠ।

(প্রথম ফলক)

১। ৎ স্বস্তি। শ্রীমান্ স ক্রোড়রূপো(২)জয়তি বসুমতীমণ্ডলালীঢ়দংষ্ট্রঃ
পোত্রোৎকীর্ণাদ্রিচক্রঃ খুরযুগ-

২। শিখর ক্ষুণ্ণপাতাল (৩) পঙ্কঃ (।)
বেগব্যাক্ষিপ্তবিভ্রম(ল)যজপবনৈর্যস্য (৪) নিশ্বাসবাতৈ-
র্ভূয়ো ভূয়ঃ প্র-

৩। তারয়ন্তিমিমকরকুলাঃ পীতমুক্তাঃ সমুদ্রাঃ ॥১ (৫)

---

(১) জ্যোতিঃশাস্ত্রের কারিকাদি প্রায়শঃ আর্য্যায় রচিত; গণিতশাস্ত্রের আধুনিক পদ্যময় নিয়মগুলিও তাই 'আর্য্যা' নামে খ্যাপিত হইয়াছে—যথা শুভঙ্করের আর্য্যা। দার্শনিক গ্রন্থও ক্বচিৎ (যথা সাংখ্যকারিকা) আর্য্যায় লিখিত হইয়াছে।

(২) মূলে আছে রূপো (৩) মূলে আছে সিখরক্ষুণ্ণপাতাল

(৪) মূলে আছে পবনৈর্যস্য (৫) স্রগ্ধরা বৃত্ত।

आसीन्नृपो नरक इत्यवनिप्रसूत(:)

सूनुर्व्वराहव-

৪। पुत्रो (১) गरुड़ध्वजस्य ।

तस्माद्बभूव भगदत्त इति प्रसिद्धो (২)

राजन्यचक्रपरिचुम्बितपादपद्मः ॥ (৩)

त-

৫। स्मिन्नेव महान्वये (৪) नयनिधौ श्रीब्रह्मपालादयो

भूता ये नृपपुङ्गवाः कथयितुं तेषां गु-

৬। णान् कः क्षमः ।

येनास्माकमदृष्टपारमहिमोपाख्यानमूढ़ात्मनां

जिह्वं का न सहस्रधाः न

৭। वचसि प्रक्षापि वा हृष्यति(৫) ॥৩ (৬)

तद्वंशे (৭) नृपतिर्ब्बभूव नयवान् धर्म्मे (৮) निबद्धादर(:)

श्रीगोपा-

৮। ल इति प्रतापदहनप्लुष्टद्विषत्काननः ।

यस्याद्यापि सुधासहोदरगुणग्रामोपरुद्धा-

৯। ततिः (৯)

स्वर्गङ्का(১০) गुरुभङ्गसङ्गरजिता (১১) फेनैरिवांपप्लुता (১২) ॥৪

पत्नी बभूव नृपते-

১০। र्नयना(১৩)भिधाना

---

(১) মূলে আছে **वपुत्रो** (২) মূলে আছে **प्रसिद्ध**

(৩) বসন্ততিলক বৃত্ত ; ৫-৮, ১৩, ১৫-১৯ এবং ২১ সংখ্যক শ্লোকেও এই বৃত্ত।

(৪) মূলে আছে **माहान्वये** (৫) মূলে আছে **हृष्यतिः**

(৬) শার্দ্দূল বিক্রীড়িত বৃত্ত ; ৯র্থ ও ১৪শ শ্লোকেও এই বৃত্ত। (৭) মূলে আছে **तद्वन्से**

(৮) মূলে আছে **व्वभूव नयवानुधर्म्मे** (উভয়ত্র রেফটি নাই।) [ঈদৃশ অনেক স্থলে রেফাক্রান্তত্ব সূচিত হইয়াছে]।

(৯) মূলে আছে **स्द्धंमतिः** (১০) মূলে আছে **स्वर्गंगां** (১১) মূলে আছে **जितः** (১২) মূলে আছে **प्लुतां**

(১৩) এস্থলে প্রথমতঃ যেন অপর একটি শব্দ লিখিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ তাহা **नयना** করা হইয়াছে।

तस्य प्रसिद्ध (১) महसो महनीयकीर्त्तिः (।)
ताभ्यामजायत जगत्रयगीतकी-

১১। र्त्तिः
श्रीहर्षपाल इति पालकुलप्रदीपः ॥৫
तस्मान्नृपो भुवन (২) गीतगुणाभिरामो
धर्म्मैकदत्त-

১২। हृदयोऽजनि धर्म्मपालः (।)
यस्मिन् मुखाम्बुरुहकोषरजोभिवास- (৩)
लुब्धेव वाग् भगव-

১৩। ती चिरमध्युवास (৪) ॥৬
हे भाविनो नृपतयो प्र(ण)येन याच्ञा(ं)
श्रीधर्म्मपालनृपतेः (৫) शृणुते- (৬)

১৪। ति यूयं।
विद्युच्छटाचपलराज्यमृणाभि(मा)न-
स्त्याज्य(ः) (৭) कदाचिदपि नित्यसुखो न धर्म्मः ॥৭

১৫। पालान्वयाम्बुजरविः कविचक्रवाल-
चूड़ामणि(ः) कलित सर्व्वकलाकलापः।
श्रीधर्म्मप(ा)ल-

দ্বিতীয় ফলক ১ম পৃষ্ঠা

১৬। नृपतिर्गुणरत्नसिन्धु-
रेतां प्रशस्ति (৮) मकरोदवदातकीर्त्तिः ॥✽ ✽॥৮
स्वस्ति प्रागज्योतिषा(৯)धिपत्य संख्यातामतिह-

---

(১) মূলে আছে स्तस्याः प्रसिद्धि (২) মূলে আছে तस्यान्नृपो भवन (৩) মূলে আছে रास

(৪) মূলে আছে मद्धुवासः (৫) মূলে আছে नृपतिः

(৬) মূলে এখানে দুইটি দাঁড়ি রহিয়াছে। [এস্থলে বক্তব্য এই যে ফলকগুলির প্রায় প্রতি পঙ্‌ক্তির আগে ও পাছে '।' এইরূপ (দাঁড়ির ন্যায়) রেখা উৎকীর্ণ হইয়াছে—তবে এই পঙ্‌ক্তির শেষে অতিরিক্ত আর একটি রেখা খোদিত হইয়াছে।]

(৭) মূলে न র পরে একটি অক্ষর (সম্ভবতঃ र) কাটা দেখা যায়; তারপর 'ঃ।' আছে; অর্থাৎ नः। त्याज्य

(৮) মূলে আছে प्रसस्तिं (৯) মূলে আছে जोतिषा

১৭। तदण्डक्षपिताशेष (১) रिपुपक्षश्रीवाराहपरमेश्वर (২) परमभट्टारक (৩) महा-
रा(जा)धिराजश्रीमद्धर्म्मपालव-

১৮। र्म्मदेवपादाः कुषलिनः (৪) ॥×॥ श्रीमधुसूदनसत्कगुहेश्वरदिग्डोल
वृद्धग्रामभूमौ ॥

১৯। यथायथं समुपस्थितविषयकरणव्यावहारिकप्रमुखज(ा)नपदान् राजराज्ञी-
राणकाधिकृतानन्यानपि

২০। राजन्यक (৫) राजपुत्रराजवल्लभप्रभृतीन् यथाकालभाविनोपि सर्व्वान्
माननापूर्व्वकं समादिशन्ति विदि-

২১। तमस्तु भवतां भूमिरियं वास्तुकेदारस्थलज(ल)गोप्रचारावस्कर(ा)द्यु-
पेता यथासंस्था स्वसीमा(৬) पर्य्यन्ता हस्ति (৭) बन्ध-

২২। नौकाबन्धचोरोद्धरणदाण्डपाशिकौ (৮) परिकरनानानिमित्तोत्खेटनादि-
हस्त्यश्वोष्ट्र (৯) गो-

২৩। महिषाजाविक(ा)प्रचारा जलस्थलप्रभृतीनां (১০) विनिवारितसर्व्वपीड़ा-
शासनीकृत्य ॥০॥

২৪। ख्यातिपल्यभिधमस्ति सद्द्विजव्रात (১১) भूषणमधर्म्मदूषणं ।
ग्रामरत्नमतियत्ननिर्म्मितं धर्म्मम-

২৫। न्दिरमिव प्रजासृजा (১২) ॥৯ (১৩)
होमधूमवलये वियद्गते यज्वनां क्रतुषु कालिकाभ्रमात् ।

২৬। यत्र डम्बरमकाण्डताण्डवे तेनुरुन्मुखशिखाः शिखण्डिनः (১৪) ॥১০
द्विजानां सद्धर्म्मप्रथ(म)पथिकानाम-

২৭। नुदिनं

(১) মূলে আছে तासेस (২) মূলে আছে परमेस्वर (৩) মূলে আছে भटारक

(৪) প্রথম শাসন [১৫৪ পৃঃ (৮) পাদটীকা] দ্রষ্টব্য।

(৫) মূলে আছে राजन्नक (৬) মূলে আছে ससीमा (৭) মূলে আছে हस्थि

(৮) মূলে पासिकौ আছে (৯) মূলে আছে हस्तिश्वोष्ट्र (১০) মূলে আছে प्रभृतीन

(১১) মূলে सद्विजव्राज আছে। (১২) মূলে আছে सृजत्

(১৩) রথোদ্ধতা বৃত্ত; ১০ম এবং ২০শ শ্লোকেও এই বৃত্ত।

(১৪) মূলে আছে तेनरुन्मुखसिखाः सिखण्डिनः

ত্রিসন্ধ্যং স্নানার্থপ্রশম (১) জগপাপক্ষয়কৃতা (।)
চতুর্ব্বেদীপাঠধ্বনিরতনু বাচালয়তি য-

২৮। দ্রূ (২) যমীগঙ্গাসঙ্গোচ্ছলিত (৩) জলকল্লোলবহুলঃ ॥১১ (৪)
মাধ্যন্দিনযজুর্ব্বেদিশুদ্ধ (৫) মৌদ্গল্যগোত্রজাঃ (।)
তস্থু-

২৯। রৌতথ্যমৌদ্গল্যাঙ্গিরসপ্রবরা দ্বিজাঃ ॥১২ (৬)
গোষ্ঠেষু (৭) গ্রামসু বনেষু চতুষ্পথেষু (৮)
রথ্যাসু বীথিষু মখে-

৩০। ষু (৯) সুরালয়েষু।
অদ্যাপি (১০) পিণ্ডতরলব্ধসুধাসনাভো (১১)
বিশ্বানি যদ্গুণগণো মুখরী-

৩১। করোতি ॥১৩
তদ্বংশা (১২) দ্বজনিষ্ট শিষ্টচরিতো বিপ্রেশ্বরো ভাস্বরো
লক্ষ্মীবান্ন (১৩) রথাহ্বনাহ্বয়-

(দ্বিতীয় ফলক ২য় পৃষ্ঠা)

৩২। সুতঃ সম্যক্ কলাভির্যুতঃ। (১৪)
মীমাংসা (১৫) নয়মা(ং)সলীকৃতমতি শ্চা(১৬) ণক্যমাণিক্যভূ-
র্ব্বংশো (১৭) স্তুঙ্গম-

৩৩। গিঃ শ্রুতিস্মৃতিপথপ্রস্থানপান্থব্রতঃ ॥১৪

---

(১) মূলে আছে স্নানার্থং প্রথম (২) মূলে দ্র আছে।

(৩) মূলে আছে সঙ্গোৎসলিত: কামরূপে এখনও চ-ছ ও স ব মধ্যে উচ্চারণ বিনিময় কৃত হইয়া থাকে।

(৪) শিখরিণী বৃত্ত; (৫) মূলে আছে মাধ্যংদিনযজুর্ব্বেদীশুদ্ধ (৬) অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্ত।

(৭) মূলে আছে গোষ্টেষু (৮) মূলে আছে চতুষ্পথেষু (৯) মূলে আছে মখেষু

(১০) মূলে আছে আদ্যাপি; তবে আ + অদ্যাপি (আজও পর্য্যন্ত) অভীপ্সিত হইতে পারে।

(১১) সম্ভবতঃ সমাভো ই ঈপ্সিত ছিল; অথবা সনাভিঃ ভ্রমতঃ সনাভো লিখিত হইয়াছে।

(১২) মূলে আছে তদ্বন্সা (১৩) মূলে আছে ভাস্বরঃ লক্ষ্মীমান্ন

(১৪) এখানে মূলে '॥' আছে। (১৫) মূলে আছে মীমান্সা

(১৬) মূলে আছে মতিঃ। শ্চা (১৪শ পংক্তিতেও এইরূপ শঃ। ত্যাজ্য রহিয়াছে।)

(১৭) মূলে আছে বন্সো

जीवाभिधा (১) रुचिररूपधराथ कन्या

धन्या (২) कृति र्व्विमलवंश (৩) भवा बभूव ।

৩৪ । तस्याः करेण स करं जगृहे गृहस्थ-

धर्म्मार्थ कङ्कणधरं धृतकङ्कणेन ॥১৫

आचारचारुचरितो

৩৫ । भरितो गुणौघैः (৪)

सर्व्वस्वदाननिरतो विरतो विमार्गात् ।

ताभ्यां बभूव तनयो विनयोपन्नो-

धन्यो-

৩৬ । ति सुन्दरतनुः सुतनुः प्रसिद्धः ॥১৬

सौभाग्यरत्नगिरिविद्रुमवल्गुवल्ली-

लावण्यपङ्कभववालमृणा-

৩৭ । लयष्टिः ।

आनन्दकन्दलतिका मृगशाव (৫) नेत्रा

नेत्राभिधा किल बभूव तदीयपत्नी ॥১৭

ताभ्यां सुतः

৩৮ । सकलविप्रकुलप्रदीपः

श्रीमान् (৬) बभूव मधुसूदननामधेयः ।

यो बाल्यतः प्रभृ-

৩৯ । ति माधवपादपद्म-

पूजाप्रपञ्चरचना(') सुचिरं (৭) चकार ॥১৮

तस्यानघप्रणयभागथधर्म्मभार्य्या

---

(১) धा অক্ষরটি भि ও रु এই অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে পঙ্‌ক্তির উপরে লিখিত আছে।

(২) धन्या এই অক্ষর দুইটি লেখার সময়ে পড়িয়া গিয়াছিল—তাই ফলকের এই পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্‌ক্তির উপরে লেখা রহিয়াছে।

(৩) মূলে আছে वन्सं (৪) মূলে আছে गुणोघैः (৫) মূলে আছে साव

(৬) মূলে न এ হসন্ত চিহ্নটি নাই।

(৭) सुचिरं শব্দটি ফলকের এই পৃষ্ঠায় শেষ পঙ্‌ক্তির নীচে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

না-

৪০। ম্ন্যাকৃতিঃ শতধৃতে (১)রচনৈব কাপি।

উৎসূস্ত (২) বালহরিণীচলনেত্রপত্রা

পত্নীতি ফুল্লশতপত্র- (৩)

৪১। মুখী বভূব ॥১৯

কামরূপ(৪)নগরে নৃপোভবদ্ধর্ম্মপাল ইতি সান্বয়াহ্বয়ঃ।

যস্য কীর্ত্তিবরটা জগজ্জরত্প-

৪২। ত্ররোদরগতা স্ম রাজতে ॥২০

দিগূডোলসংযুতগুহেশ্বরনাম (৫) ধেয়াং

তস্মৈ দদৌ দশসহস্রভ-

৪৩। বাং ভুবং (৬) সঃ।

শ্রীধর্ম্মপালনৃপতিঃ (৭) প্রগুণাবদাত-

চিত্তায় শাসনতয়া মধুসূদনায় (৮) ॥২১

৪৪। নালংকৃতিজ্ঞত্বকবিত্বশব্দচিত্বা (৯) দিতঃ শ্রীঅনিরুদ্ধনামা।

সদন্বয়ায় (১০) স্তুতি পু-

৪৫। ণ্যলোভাৎ প্রশস্তিমেনাং রচয়াংচকার।*। ২২ (১১)

তক্ষকার (১২) শ্রীবিনীতেন খনিতমিতি।*।

৪৬। পুরজিদ্বিষয়ান্তঃপাতিধান্যদশসহস্রোৎপত্তিকগুহেশ্বর(১৩)দিগূডোলবৃদ্ধগ্রাম-

ভূম্যপকৃষ্ট-

---

(১) মূলে আছে **সত্রধৃতে** (২) মূলে আছে **উত্রস্থ** (৩) মূলে আছে **সতপত্র**

(৪) মূলে আছে **কামরুপ** (৫) মূলে আছে **গুহেস্বরধাম** (৬) মূলে আছে **ভুবং**

(৭) মূলে আছে **নৃপতিং**

(৮) মূলে আছে **মধুসুদনস্য** (সম্প্রদানে ৪র্থী স্থানে বিবক্ষায় ৬ষ্ঠী হইতে পারে; তবে **প্রগুণাবদাত-চিত্তায়** বিশেষণটি চতুর্থ্যন্তই আছে)।

(৯) মূলে আছে **চিত্বা** (১০) মূলে আছে **সদস্বয়ায়**

(১১) ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা মিশ্রণে উপজাতি বৃত্ত।

(১২) মূলে আছে **তক্ষকার**; **তক্ষকার** হইলেও এই অর্থই বুঝাইত।

(১৩) মূলে **গুহেস্বর** আছে।

সেই প্রসিদ্ধ তেজঃ সম্পন্ন রাজার পূজার্হকীর্ত্তিযুক্তা নয়না নাম্নী পত্নী ছিলেন; তাঁহাদের পালকুলপ্রদীপ ভুবনত্রয়প্রখ্যাতকীর্ত্তিসম্পন্ন শ্রীহর্ষপাল নামধেয় পুত্র জন্মিয়াছিলেন ॥৫

তাঁহা হইতে ধর্ম্মপাল নামক রাজা জাত হইয়াছেন; তাঁহার মনোহর গুণাবলী ভুবনে বিঘোষিত; চিত্ত একমাত্র ধর্ম্মে সমর্পিত এবং তদীয় মুখপদ্মকোষপরাগ গন্ধে প্রলুব্ধ হইয়াই যেন ভগবতী সরস্বতী তাঁহাতে চিরতরে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন ॥৬

হে ভবিষ্য নৃপতিগণ, রাজা ধর্ম্মপালের সপ্রণয় এই যাচ্ঞা আপনারা শুনুন; বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় চঞ্চল এই রাজত্বের বৃথাভিমান পরিত্যাজ্য—কিন্তু নিত্যসুখাবহ ধর্ম্ম কখনও (ত্যাজ্য) নহে ॥৭

পালবংশকমলরবি কবিমণ্ডলচূড়ামণি সমস্ত কলানুশীলনকারী গুণরত্নাকর নির্ম্মলকীর্ত্তি রাজা শ্রীধর্ম্মপাল এই প্রশস্তি (রচনা) করিয়াছেন ॥৮

স্বস্তি। প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের আধিপত্য দ্বারা বিখ্যাত অপ্রতিহতশাসন অশেষ রিপুপক্ষ-বিনাশক শ্রীবারাহ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলী শ্রীমদ্‌ ধর্ম্মপালবর্ম্মদেবপাদ। শ্রীমধুসূদনাধিষ্ঠিত শুহেশ্বর দিগ্‌ডোল বৃদ্ধ গ্রাম ভূমিতে।

* * * * *

সদ্‌ব্রাহ্মণ সমূহ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত, অধর্ম্মের নিবারক, প্রজাপতি কর্ত্তৃক অতি যত্নে নির্ম্মিত, ধর্ম্মমন্দিরের ন্যায় খ্যাতিপল্লি নামক একটি শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে ॥৯

সেই স্থানে যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞে হোমাগ্নি জাত ধূম রাজি আকাশে উত্থিত হইলে কৃষ্ণ মেঘজাল ভ্রমে ঊর্দ্ধশিখ ময়ূরেরা অকালে নৃত্যাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হইত ॥১০

সদাচার পথের শ্রেষ্ঠ পথিক, প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান কালীন প্রণম মন্ত্র জপদ্বারা পাপক্ষয় কারী ব্রাহ্মণগণের চতুর্ব্বেদ পাঠ ধ্বনি গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের উচ্ছলিত বিশাল জল কল্লোলের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থানকে অতিশয় ধ্বনিত করিতেছে ॥১১

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনশাখী শুদ্ধ মৌদ্‌গল্য গোত্র জাত ঔতথ্য মৌদ্‌গল্য আঙ্গিরস প্রবর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ (সেখানে) অবস্থিতি করিতেন ॥১২

প্রভূত পিণ্ডাকারে প্রাপ্ত সুধা সদৃশ তাঁহাদের গুণাবলী অদ্যাপি গোচারণ স্থানে, গৃহ সমূহে, অরণ্যে, চতুষ্পথে, রাস্তায়, পণ্যশালায়, যজ্ঞস্থলে ও দেব মন্দিরগুলিতে (কীর্ত্তিত হওয়াতে) সমগ্র বিশ্ব মুখরিত করিতেছে ॥১৩

সেই বংশে নরবাহন নামক ব্রাহ্মণের পুত্র শিষ্টচরিত লক্ষ্মীবান্‌ সম্যক্‌ কলা সমূহ যুক্ত বিপ্রশ্রেষ্ঠ ভাস্বর জাত হইয়াছিলেন; তিনি মীমাংসা শাস্ত্র দ্বারা পরিপুষ্টধীসম্পন্ন এবং চাণক্যের রত্ন সদৃশ গ্রন্থের আধার স্বরূপ (১) ছিলেন এবং শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত সন্মার্গে বিচরণ শীল পথিক হইবার নিমিত্ত দৃঢ় ব্রত বলিয়া বংশের শ্রেষ্ঠতম মণিস্বরূপ হইয়াছিলেন ॥১৪

(১) অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রে সম্যক্‌ অভিজ্ঞ।

মনোজ্ঞরূপশালিনী শ্লাঘ্যাকৃতি নির্ম্মল বংশোদ্ভূতা জীবা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন—তাঁহার কঙ্কণযুক্ত পাণি সেই ব্রাহ্মণ গার্হস্থ ধর্ম্মাচরণের নিমিত্তে মাঙ্গল্য সূত্র বিশিষ্ট আপন হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৫

সেই দম্পতী হইতে সুতনু নামে প্রসিদ্ধ পুত্র জন্মিয়াছিলেন—তাঁহার চরিত্র সদাচার দ্বারা রমণীয় ছিল; গুণসমূহের দ্বারা তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন; তিনি সর্ব্বস্ব দানে নিরত, কুপথ হইতে বিরত, বিনয় যুক্ত, শ্লাঘ্য ও সুন্দর দেহ বিশিষ্ট ছিলেন ॥১৬

সৌভাগ্য রত্নপর্ব্বতের প্রবালময়ী মনোহর লতিকা স্বরূপা, লাবণ্যপঙ্কোদ্গত অভিনব মৃণালযষ্টিসদৃশী, আনন্দ কন্দোদ্ভূত বল্লরী তুল্যা, হরিণ শিশুর ন্যায় নেত্রবিশিষ্টা নেত্রা নামে তাঁহার পত্নী ছিলেন ॥১৭

সমগ্র ব্রাহ্মণ বংশের প্রদীপ স্বরূপ শ্রীমান্ মধুসূদন নামে তাঁহাদের পুত্র (জাত) হইয়াছেন—তিনি বাল্য কাল হইতেই নারায়ণ চরণযুগল পূজার নিমিত্তে নানাবিধ সামগ্রীর সুষ্ঠু আয়োজন করিতেন ॥১৮

তাঁহার বিশুদ্ধ প্রণয়ভাজন পত্রা নামে ধর্ম্মপত্নী ছিলেন—তিনি ব্রহ্মার যেন এক নারীরূপিণী অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি; তাঁহার নেত্রপত্র সন্ত্রস্ত শিশু হরিণীর ন্যায় চঞ্চল, এবং বদন প্রফুল্ল শতদলের ন্যায় (মনোহর) ॥১৯

কামরূপ নগরে 'ধর্ম্মপাল' এই যথার্থ নাম যুক্ত রাজা ছিলেন—যাঁহার কীর্ত্তি (রূপা) রাজহংসী জগৎ (রূপ) জীর্ণ পঞ্জর মধ্যস্থা হইয়াও শোভমানা হইয়াছে ॥২০

দিগ্‌ডোল যুক্ত গুহেশ্বর নাম্নী দশ সহস্র ধান্যোৎপত্তিমতী ভূমি শ্রীধর্ম্মপাল রাজা শাসন দ্বারা সেই প্রকৃষ্টগুণাবলী কর্ত্তৃক বিশদচিত্ত মধুসূদনকে প্রদান করিয়াছেন ॥২১

অলঙ্কার জ্ঞান, কবিত্ব, শব্দ চয়নপটুত্ব প্রভৃতি হেতুক নহে—পরন্তু সদ্বংশীয়ের স্তুতি দ্বারা পুণ্যলাভ করিবার লোভে, শ্রীঅনিরুদ্ধ নামা (এ ব্যক্তি) এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছে ॥২২

তক্ষকার শ্রীবিনীতদ্বারা ইহা খনিত হইয়াছে।

পূরজি বিষয়ান্তর্গত দশ হাজার ধান্য উৎপাদিকা গুহেশ্বর দিগ্‌ডোল বৃদ্ধ গ্রাম ভূমি × × ইহার সীমা পূর্ব্বদিকে নোকডেশ্বরীপাল গোবাভ ভোগ অলিপণা (১) ক্ষেত্র ভূমির সীমাতে ক্ষেত্রালি ×× (পূর্ব্ব)গামী দক্ষিণগামী সেই ভূমির সীমায় সোক্কড়ীপুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়; খগ্গালি (২) চম্যলা জোলের পশ্চিম কূল; পূর্ব্বগামী জোল্লনদীর দক্ষিণ কূল; দক্ষিণগামী সেই ভূমির সীমায় নেকদেউলি ও সিঙ্গড়ি—(এই দুই) জোলী। পূর্ব্বদক্ষিণে দিজ্জ রতি হড়ী(৩)। দক্ষিণে বেক্ক শুক্কনদী।

---

(১) ভূমি, ব্যক্তি, পুষ্করিণী, জোল, নদী প্রভৃতির নাম সমস্তই অবোধ্য প্রাকৃত শব্দ। ইহাতে প্রদত্ত ভূমির সংস্থান কিরূপ জায়গায় ছিল তাহা সূচিত হইতেছে। (তবে অন্যান্য শাসনেও অল্লাধিক এইরূপই দেখা গিয়াছে; ফলতঃ ধান্যক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঈদৃশ হইবারই কথা।)

(২) সম্ভবতঃ খাগড়াযুক্ত আইল। (৩) 'হড়ী'—হড্ডিক (বাং হাড়ি) হইবে বোধ হয়।

দক্ষিণপশ্চিমে খগ্‌গালি। পশ্চিমে অবস্থি কৈবর্ত্তদের ভূমিভুক্ত অবধ্ধ ভূমির সীমাতে থৈসাড়োত্তি, চাক্কোজাণ (ও) পারলি(১)গাছের মুড়া। পশ্চিমোত্তরে সেই ভূমির সীমায় তিনটি বাঁশ (২)। উত্তরে সেই ভূমির সীমায় দিজমক্কা জোলের দক্ষিণ তীরস্থ সুবর্ণদারুর(৩) মুড়া; উত্তরগ পশ্চিমগ বাঁক অনুবাঁক অনুসারে সেই ভূমি, মানোর অধিকৃত শাসন ও নোক্কনোড়া ভূমির সীমায় দিজমক্কাজোলীর অর্দ্ধস্রোতঃ। পূর্ব্বোত্তরে সেই ভূমি; নোক্কডেক্করীপাল ও ভোগআলিপণা ক্ষেত্র ভূমিদ্বয়ের সীমাতে দিজমক্কাজোলীর অর্দ্ধ এবং মধুরাশ্বথের (৪) মুড়া ইতি॥

(১) ইহা বোধ হয় 'পারুল' (সংস্কৃত পাটলি)।

(২) সম্ভবতঃ তিনটি বাঁশ পুঁতিয়া সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জীবিত বাঁশ তিনটির ঝাড় হইলে বংশস্তূপঃ এরূপ থাকিত—যেমন ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনে (১৫৮ পৃঃ) আছে—সংখ্যা লিখিত হইত না, কেননা বাঁশ অতি শীঘ্র বাড়িয়া অধিক সংখ্যক হইয়া পড়ে।

(৩) 'সুবর্ণদারু' বলবর্ম্মার শাসনেও দেখা গিয়াছে—৮৮ পৃঃ (১) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪) 'মধুরাশ্বথ' দ্বারা কোন্ গাছ বুঝাইতেছে, ঠিক্ বলা যায় না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন "মধুরাশ্বথ—গজাশ্বথ (বাং গয়াঅশ্বত্থ) বোধ হয়। কারণ লোকে ইহার ফল খায় এবং ডাল পাতা হাতী, গরু প্রভৃতিকে খাওয়ায়। আসামে এই গাছে লা-পোকা (lac insect) জন্মান হইয়া থাকে।" পরন্তু শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মনে করেন—ইহা পানকর্পূরের গাছ—পাতা মিষ্ট; গাছ বড়, ২০।২৫ ফিট্ উচ্চ হইয়া থাকে; পাতায় পাকুড়ের পাতার সাদৃশ্য আছে। [লক্ষ্যের বিষয় যে এই শাসনে যে কয়টি গাছের উল্লেখ আছে—কোনটিই জীবিত বৃক্ষ বলিয়া মনে হয় না। বাঁশের কথা উপরেই বলা হইয়াছে; অপর বৃক্ষগুলির 'মুণ্ড' রহিয়াছে—এই সকল সম্ভবতঃ সীমানির্দ্দেশার্থ স্থানান্তর হইতে তুলিয়া আনিয়া এস্থলে প্রোথিত করা হইয়াছিল। প্রদত্ত ভূমির প্রান্ত ভাগে সীমা হইবার উপযুক্ত কোনও বৃক্ষ ছিল না—বোধ হয়।]

অতিরিক্ত আলোচনা।

শাসনপ্রদাতা নরপতি সম্বন্ধে যে সব বাক্যে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদ থাকাই উচিত মনে হয়, তাদৃশ কোনও কোনও স্থলে অতীত কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে; (১) ধর্ম্মপালের এই শাসনলিপি হইতে ইহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

কামরূপ নগরে নৃপোऽভবদ্ধর্ম্মপাল ইতি সান্বয়াহ্বয়ঃ।

যস্য কীর্ত্তিবরটো জগজ্জরৎপঞ্জরোদরগতা স্ম রাজতে॥ (২০শ শ্লোক)

এই শাসনপ্রদান সময়ে ধর্ম্মপাল কেবল জীবিত ছিলেন এমন নহে—স্বয়ং শাসনের প্রথমাংশের রচনাও করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় স্বতঃই এই প্রশ্ন উপজাত হয়, **নৃপোऽস্তি** না বলিয়া **নৃপোভবৎ** লেখা হইল কেন? এবং তদীয় কীর্ত্তি তদানীং দেদীপ্যমানই ছিল—তথাপি **রাজতে** লিখিয়া তৎসঙ্গে **স্ম** যুড়িয়া দিয়া ইহাকে অতীত করা হইল কেন?

এই প্রশ্ন দুই একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন :—

"শাসনপত্র ভাবী নৃপতিগণের পরিজ্ঞানার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে। (২) ভাবী নৃপতিগণ যখন শাসন পাঠ করিবেন তখন অতীত নৃপতিবিষয়ে যেরূপ শাব্দবোধ প্রমা স্বরূপ হইতে পারে শাসন-রচয়িতা সেইরূপ করিয়া তিঙ্ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ের জন্য তো শাসন পত্র নহে। শাসনরচনার কাল অতি স্বল্প, যাহা তাঁহার বর্ত্তমান রূপে গণনীয়, তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎই অধিক—ভাবী নৃপতিগণের পক্ষে সবটাই অতীত; এইরূপ স্থলে চিরস্থায়ী শাসনপত্রে **অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তি** এই ন্যায়ের অনুসরণে অতীতকালের প্রয়োগ হইয়াছে। আমার এই বিবেচনা হয়।"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকটি উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহোদয় আর একপ্রকার সমাধান করিয়াছেন—

"**নৃপোऽভবৎ**—রাজত্ব সে সময়ে থাকিলেও রাজত্বকালের অতীতাংশ এবং রাজ্য প্রাপ্তির অতীতত্ব বিচার করিলেও অতীত প্রয়োগ ত অসাধু নহে।

"**কীর্ত্তিবরটো রাজতে স্ম** কি নহে? বর্ত্তমানেও **রাজতে** হয় হউক, তাহার বাধা ত প্রদত্ত হয় নাই। বর্ত্তমানে তিনি কীর্ত্তিমান্—অতীতে তিনি কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাহা যেন নবাগত তাৎকালিক লোকের মনে না হয়। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষগম্য, তাহার জন্য শাব্দবোধের প্রয়োজন সেই রাজ্যে থাকে না। এইরূপেও অতীত প্রয়োগের সমর্থন হইতে পারে। আমি দিঙ্মাত্র নির্দ্দেশ করিলাম।"

---

(১) ভাস্করবর্ম্মার শাসনে, হর্জ্জরের ফলকে এবং ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনে এই রূপ দেখা যায় নাই—অন্যান্য শাসনে অল্পাধিক এতাদৃশ প্রয়োগ দেখা গিয়াছে। গৌড়লেখমালায়ও ইহার উদাহরণ দৃষ্ট হয়। বলা আবশ্যক, শাসনগ্রহীতা ব্রাহ্মণের বর্ণনায়ও মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে।

(২) শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয়ের এই কথার সমর্থন শাসনালোচনাংশে (১৬৯ পৃঃ (২) পাদটীকায়) দ্রষ্টব্য।

তবে ঈদৃশ অতীতের প্রয়োগ রচয়িতার ইচ্ছাধীন বোধ হয়—তাই কোনও কোনও শাসনে ইহা নাই (১) এবং যে সকল শাসনে আছে—সেখানেও সবগুলি বাক্যই যে অতীতসূচক তিঙ্ সমন্বিত এমনও নহে।

এ বিষয়ে আর একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়—অনুবাদে ঐরূপ স্থলে ক্রিয়াপদ অতীতেই রাখা উচিত কিনা? ডাঃ হর্ণলি বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের—

অভবত্ × × তস্য লৌহিত্যস্য সমীপে × পৈতামহং কটকং ॥ ২৫শ শ্লোকাংশ—
(শাসনাবলী ৭৭ পৃঃ)

ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন—'Near × × Lauhitya there *stands* that ancestral encampment (২)of his. (J. A. S. B. LXVI—1 P. 295)। কিন্তু তিনিই (তৎপূর্ব্বে আলোচিত) (৩) ইন্দ্রপালের (প্রথম) শাসনের—

× × **রাজ্ঞ স্তস্যানুরূপগুণবসতিঃ × × আসীন্নগরী শ্রীদুর্জ্জয়া নাম** ॥১৯শ শ্লোকাংশ—
(শাসনাবলী—১২২ পৃঃ)

ইহার অনুবাদে লিখিয়াছিলেন—that king *had* a residence of corresponding virtues a town × × named Sri Durjaya (J. A. S. B. LXVI—1 P. 130)।

গৌড়লেখমালায়ও এইরূপ স্থলে অতীতকালের ক্রিয়াপদের অনুবাদে বর্ত্তমান এবং অতীত উভয় কালেরই প্রয়োগ দেখা যায়। যথা, ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে (৮ম ও ৯ম শ্লোকের) **উল্ললাস** ও **প্রজজ্বাল** (গৌড়লেখমালা ১৩ পৃঃ) এই দুই ক্রিয়াপদের অনুবাদ (যথাক্রমে) 'উল্লসিত হইয়া থাকে' ও 'প্রজ্বলিত হইয়া থাকে' করা হইয়াছে (২০ পৃঃ)। কিন্তু দেবপালদেবের শাসনের ১৫শ শ্লোকস্থিত **বুভোজ** (৩৮ পৃঃ) পদের অনুবাদে 'উপভোগ করিয়াছেন' লেখা হইয়াছে (৪৪ পৃঃ)।

অনুবাদ মূলানুযায়ী হওয়াই উচিত; তাই যে স্থলে ক্রিয়াপদ মূলে অতীতকালে আছে—তাহার অনুবাদেও অতীতকালেরই প্রয়োগ বিধেয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে যথাসম্ভব এই নীতিরই অবলম্বনার্থ প্রয়াস করা হইয়াছে। (৪)

(১) পূর্ব্বপৃষ্ঠায় (১) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২) এই শব্দটি এস্থলে ঠিক্ প্রযুক্ত হয় নাই। [শাসনাবলী ৮৪ পৃঃ (৪) পাদটীকা দ্রষ্টব্য]।

(৩) ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন বলবর্ম্মার শাসনের পূর্ব্বেই ডাঃ হর্ণলির হস্তগত হওয়াতে, তিনি ইহার আলোচনাও বলবর্ম্মার শাসনালোচনার পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন।

(৪) তবে যে স্থলে 'হইয়াছেন' 'করিয়াছেন' লেখাই সমীচীন—ঈদৃশ কোনও কোনও স্থলে (যথা, বনমালের শাসনলিপির ১৬ ও ১৭ সংখ্যক শ্লোকানুবাদে—শাসনাবলী ৬৭ পৃষ্ঠা) অনবধানতঃ 'হইয়াছিলেন' 'করিয়াছিলেন' লেখা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট ।

হর্জ্জরবর্ম্মার তেজপুরস্থ পাষাণগাত্রলিপি।

(সমালোচনা)। (১)

ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তরতীরে তেজপুর শহরের অল্প ভাটিতে নদজলবিধৌত একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরের গাত্রে এই লিপি খোদিত রহিয়াছে। স্যর এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুর যখন আসামের ডিরেক্টার অব্ এথ্নোগ্রাফি ছিলেন, তখন (১৮৯৩ অব্দে) কোনও ব্যক্তি ঐ লিপির উপর তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এই লিপির ফটো তুলিয়া স্থানীয় লোকদ্বারা পড়াইতে অসমর্থ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ হর্ণ্লি সাহেবের নিকটে ঐ ফটোখানি প্রেরণ করেন। (২) কিন্তু বোধহয় হর্ণ্লি সাহেব পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।

ইহার ৫।৭ বৎসর পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডাঃ ব্লক্ এই লিপির একটা ছাপ তুলিয়া হর্জ্জরের নাম এবং 'গুপ্ত ৫১০' এই অব্দাঙ্ক মাত্র পাঠ করেন। বোধহয় ঐ ছাপটাই সুবিখ্যাত প্রাত্নতত্ত্বিক ডাঃ কীলহর্ণ্ সাহেবের নিকটে পাঠান হয়। তিনি ইহার প্রথম ২।৩ পঙ্ক্তি এবং সর্ব্বশেষ অব্দাঙ্ক (৫১০) মাত্র পাঠ করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনির এক পত্রিকায় একটা আলোচনা (Epigraphic note) প্রকাশ করেন। তিনিও ইহাই বলেন যে, বনমাল ও বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লেখিত হর্জ্জরবর্ম্মার এই লিপি। লিপির অব্দাঙ্কদ্বারা হর্জ্জরের সময় (৫১০ গুপ্তাব্দ = ৮২৯।৩০ খৃষ্টাব্দ) নিশ্চিত ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট্ ১৯০৫ অব্দে প্রকাশিত তদীয় আসাম ইতিহাস (History of Assam) গ্রন্থের ১ম সংস্করণে এই পাষাণ লিপির উল্লেখ করিয়াছিলেন, পরন্তু হর্জ্জরের নাম এবং ঐ অব্দাঙ্ক ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন নাই।

তারপর লিপির ছাপ (তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট এপিগ্রাফিষ্ট্) রাও সাহেব কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। তিনি কথমপি সমগ্র লিপির একটা পাঠোদ্ধার করিয়া লেখেন যে উহাতে একটা ভূমি-দানের কথা আছে, কোনও বিবাদের মীমাংসাকারীদিগকে ঐ ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।

ইং ১৯১৫ অব্দে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির প্রযত্নে তদানীন্তন ডিরেক্টার অব্ এথ্নোগ্রাফি কর্ণেল গর্ডন্ বাহাদুরের সাহায্যে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় তেজপুরে গমন করিয়া এই লিপির একটা ছাপ স্বয়ং তুলিয়া আনেন; এবং সম্ভবতঃ প্রায় এই সময়েই প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডাঃ স্পূনার বাহাদুরও ইহার একটি ছাপ নিয়াছিলেন। ১৯১৭ অব্দে বহুমানাস্পদ

---

(১) এই সমালোচনা কামরূপ অনুসন্ধানসমিতির বার্ষিক অধিবেশনবিশেষে পঠিত হইয়া ঢাকাসাহিত্য পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা"য়—১৭শ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায়—প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা মধ্যে মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পরিশিষ্টরূপে কামরূপ শাসনাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

(২) P. 4 Para. 8 (1) of Report on the Progress of Historical Research in Assam, 1897, দ্রষ্টব্য।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই. মহোদয় ডাক্তার স্পূনারের ছাপ অবলম্বনে এবং রায় সাহেব নগেন্দ্র বাবুর ছাপের ও অভিজ্ঞতার সহায়তায় সমগ্র লিপিটির পাঠোদ্ধার করিয়া স্বীয় মন্তব্য ও ইংরেজী অনুবাদ সহ ঐ পাঠ বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ্চ্ সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশ করেন। (১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এই লিপির পাঠ (চিত্রসহ) ১৯২২ অব্দে তদীয় Social History of Assam গ্রন্থে (Vol. I Pp. 159a-159b) প্রকাশিত করিয়াছেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ সালের ভাদ্রমাসে আমি তেজপুরে গিয়া ঐ প্রস্তরগাত্রলিপি দেখিয়াছিলাম। তখন প্রায় সম্পূর্ণ বর্ষা; নৌকায় ঐ প্রস্তরের কাছে গিয়া লেখাটা দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ মাত্র করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, ইহা এক প্রকার অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। এগার শত বৎসর যাবৎ ইহা বর্ষাতপের অত্যাচারে ক্ষয়িত, স্ফুটিত ও বিকৃত হইয়া অতীব অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রের তীরভাগ প্রস্তরময় অনুচ্চ পাহাড় সঙ্কুল; তথা হইতে নদরাজের প্রবল স্রোতোবশতঃ অথবা ভূকম্পাদি কোনও কারণে মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড শিলাগুলি খসিয়া আসিয়া নদগর্ভস্থ বালুকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। তাদৃশ একটা বৃহৎ প্রস্তরের নদপুরোবর্ত্তী ভাগে ৯ পঙ্ক্তি লেখা এবং ১০ম পঙ্ক্তিতে আয়তক্ষেত্রাকারে দুই ফের বেষ্টনীর মধ্যে গুপ্ত ৫১৫০ খোদিত রহিয়াছে। প্রস্তর লিপির পরিমাণ ৯২″×৪৮″; প্রত্যেকটি অক্ষর গড়ে ৩″ আন্দাজ।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় এই অতি অস্পষ্টলিপির যে এতটা পাঠ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ; তবে এই অবস্থায় ভ্রম ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি প্রবন্ধে বলিয়াছেন— I am conscious of my shortcomings and I hope some future epigraphist more favourably situated perhaps at Tezpur, may do it better by constantly referringe to the original stone. (২)

আমিও সেই উদ্দেশ্যে এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; আশাকরি ইহাতে ভবিষ্য কোনও লিপি-বিজ্ঞানবিৎ এবং স্থানীয় অবস্থাভিজ্ঞ তথ্যানুসন্ধায়ীর সহায়তা হইবে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের যে সব কথার সহিত মতভেদ হইয়াছে সেই সকল প্রদর্শন করিয়া, পরে এই লিপি কোন্ উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা যথামতি বিবৃত করা যাইবে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ (৩) এবং তাঁহার ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল; কিন্তু তাঁহার পাঠবিচারমূলক ফুটনোট্ ইত্যাদি উদ্ধৃত হইল না।

---

(১) Pp. 508-514 of the Journal of the Bihar and Orissa Research Society—December 1917.

(২) P. 510, Ibid.

(৩) ডাঃ কীলহর্ণ্, রাওসাহেব কৃষ্ণশাস্ত্রী প্রভৃতির পাঠ দেখি নাই; তবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পাঠ দেখিয়াছি। যে যে স্থলে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে নগেন্দ্র বাবুর পাঠের বৈলক্ষণ্য আছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি পাদটীকায় প্রদর্শিত হইল। [শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ দুই রকম অক্ষরে (নাগরী ও ইংরেজীতে) মুদ্রিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঈষৎ প্রভেদও দেখা যায়—সামঞ্জস্য করিয়া এখানে পাঠ গৃহীত হইল।]

হজরৎখাঁর তেজপুরস্থ পাষাণগাত্রলিপি।

শাস্ত্রীমহাশয়ের পাঠ।

১। ॐ। स्वस्ति हारूण्पेश्वरपुरावस्थितस्वभुजबल[मद] (১)

২ दुर्ज्जगर्व्वित मह[ा]राजाधिराजपरमेश्वरपरमभट्टा[र]कपर[ममा]हेश्वर (২)
श्रीहर्ज्जरवर्म्मदेवस्य वर्द्धमानविजयराज्ये महासामन्तसे[ना]ध्यक्ष
श्री सुचित्तस्य अधिकारदिने कैवर्त्तनौ[कु]ल्लि स्वभद्रसाधनी (৩) * * * (৪)
नौरज्ज तस्य नाक्कजोसी शुद्ध (৫) व्यवहारश्चोद्भुत तत्र नौरज्जक नहि (৬)
तत् प्रविस्तः * * *

৬। (৭) सावर्णी श्रीचित्रधरदत्त भट्टजीउ दिनजी लाहिली झा दत्त [ि]दग्ध[ा]
सी दलाकवधा * * *

৭। इत्येते बलध्यक्षा सामन्त शिलाकुट्टकवलेया (৮) पंचकुलशंकरभट्टपुत्रसोम
देवादयः। भूच[तु] (৯)

৮। र्दिक् सीमाकृत प्राक्सलिलद्वारभद्रभूभृद्भाग (১০) पश्चिमस्यां नाक्कजोस
याम्यां प्रवरभूमित्यवरप-(১১)

৯। [र्वत उत्तरा]द्वहिर्वाहकात् (১২) यः व्यवनं करोति तस्य पञ्चवुट्टिकां (১৩)
गृहीतव्यमितिः॥

১০। | गुप्त ५१० |

---

(১) [ ] মধ্যের অক্ষরগুলি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক অনুমানতঃ যোজিত হইয়াছে।

(২) **परममाहेश्वर** স্থলে নগেন্দ্র বাবু **श्रीवाराह** পড়িয়াছেন, ইহা বোধ হয় ঠিক হয় নাই। হর্জ্জরের তাম্রশাসনের মধ্যফলকেও **परममाहेश्वर** ই রহিয়াছে। (শাসনাবলী ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩) নগেন্দ্র বাবু **स्वभद्रसाधनी** স্থলে **अध्यक्षसाधनी** পড়িয়াছেন।

(৪) * * * চিহ্ন স্থলে অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(৫) **शुद्ध** স্থলে নগেন্দ্র বাবু **मुख्य** পড়িয়াছেন।

(৬) নগেন্দ্র বাবু **नौरज्जक नहि** স্থলে **नौरज्जकः हि** পাঠ করিয়াছেন।

(৭) এই ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তি নগেন্দ্র বাবু একেবারেই খালি রাখিয়া দিয়াছেন—কিছুই পড়িতে পারেন নাই।

(৮) **शिलाकुट्टकवलेया** স্থলে নগেন্দ্র বাবু পড়িয়াছেন **शिलाकुटक वलेया**।

(৯) নগেন্দ্র বাবু **भूचतु** স্থলে **चतु** মাত্র পড়িয়াছেন।

(১০) **द्वारभद्रभूभृद्भाग** স্থলে নগেন্দ্র বাবুর পাঠ **द्वारभद्रभूमि भोग**।

(১১) নগেন্দ্র বাবু **भूमित्यवरप** স্থলে **भूमिं अवर पर्व्वतात्** পড়িয়াছেন।

(১২) এই (৯ম) পঙ্‌ক্তির এই পর্য্যন্ত নগেন্দ্র বাবু ছাড়িয়া দিয়াছেন।

(১৩) **वुट्टिकां** স্থলে নগেন্দ্র বাবু **वुटिकां** পড়িয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদানুযায়ী বঙ্গানুবাদ।

ওঁ স্বস্তি হারূপ্পেশ্বর পুরাবস্থিত স্বভুজবল [মদ] দর্পগর্ব্বিত মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম মাহেশ্বর (মহাদেবের পরম ভক্ত) শ্রীহর্জ্জর বর্ম্ম দেবের বর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে মহাসামন্ত সেনাধ্যক্ষ শ্রীসুচিত্তের অধিকারদিনে একটি শুদ্ধ ব্যবহার (অর্থাৎ সোজা মামলা) * (১) উপস্থিত হয়; ১ (নৌকার) * শুল্ক সংগ্রাহক কৈবর্ত্ত ২ নৌরজ্জু (অর্থাৎ গুণটানা ব্যাপারের) * নিয়ামক এবং ৩ নাকজোসাধিকারী (এই তিন পক্ষ ইহাতে সংলিপ্ত ছিল); (কিন্তু) * তাহাতে নৌরজ্জু নিয়ামক যোগ দেয় নাই। সাবর্ণী, চিত্রঘরদক্ষ ভট্টজীউ, লাহলী ঝা (লাহিড়ী উপাধ্যায়), দক্ষিণদিগ্‌বাসী দলাকবব (প্রভৃতি) * এই সকল সেনাধ্যক্ষ এবং পঞ্চকুল (ব্রাহ্মণ) শঙ্কর ভট্টপুত্র সোমদেবাদি যাঁহারা সামন্তশিলকুট্টকে সম্পূর্ণ স্ববশে আনিয়াছিলেন—ইহারা এইরূপে (ভূমির) * চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পূর্ব্বে লোণাজলে ক্ষয়প্রাপ্ত পার্ব্বত্যদেশ, পশ্চিমে নাকাজোস, দক্ষিণে প্রবরভূমি এবং (উত্তরে) আবরপর্ব্বত। যে মধ্য স্রোতে (তাহার নৌকা) চালাইতে অন্যথা করিবে সে পঞ্চবুড়িকা (পাঁচবুড়ি অর্থাৎ ১০০ কৌড়ি) দণ্ডার্হ হইবে।

|গুপ্ত ৫১০|

প্রথম হইতে চতুর্থ পঙ্‌ক্তির অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এবং দশম পঙ্‌ক্তি (গুপ্ত ৫১০) বিষয়ে কোনও কিছু বক্তব্য নাই। তদ্ব্যতীত যত টুকু পঠিত হইয়াছে তাহা প্রায়শঃ অনুমানতঃ ই হইয়াছে, অতএব অর্থগ্রহ ভাল হইতেছে না। লেখা সংস্কৃত ভাষায় হইলেও তন্মধ্যে নামগুলি অনেকটাই প্রাকৃত এবং ইদানীং প্রায়শঃ অবোধ্য; ইহার উপর লিপিতে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি ভুল ভ্রান্তিও যথেষ্ট হইয়াছে। লেখা স্পষ্ট হইলে এই সকলে পাঠ আটকাইত না—তাম্রশাসনগুলিতেও তো ঐ সব খুবই আছে, তথাপি লেখা সুস্পষ্ট বলিয়া সুষ্ঠু পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতে পারিয়াছে। এক একটি বাক্যাংশ ধরিয়াই আলোচনা করা যাইতেছে। ([ ] বন্ধনী মধ্যস্থ অঙ্ক মূল লিপির পঙ্‌ক্তি বোধক)।

[৪] **কৈবর্ত্ত নৌ (কু)ক্ষি স্বভক্ষসাধনী**—শাস্ত্রী মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন toll collecting Kaivarttas; পাদটীকায় (২) আছে, Literally "the eater of the property in the interior of boats" এবং কৈবর্ত্ত অর্থ করিয়াছেন the chief of the boatmen কেননা ঐ (নৌকুক্ষিস্বভক্ষসাধনী) বিশেষণ পদই follows that word (অর্থাৎ কৈবর্ত্ত) closely.

রাজলিপিতে শুল্ক সংগ্রাহককে ঐরূপভাবে 'ভক্ষক' বলিয়া বর্ণনা করাটা সমীচীন নহে। তৎপরিবর্ত্তে 'নৌশুল্কগ্রাহী' ইতিরূপ একটা শব্দ লিখিলেই তো হইত। আমার বোধ হয় এখানে 'কৈবর্ত্ত' জাতিবাচক বিশেষণ, 'নৌকুক্ষি' পদ নামবাচক। 'স্বভক্ষ' যদি ঠিক পাঠই হয় তবে স=শ (যথা দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'পরমেশ্বর' স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, written with dental s) (৩) ধরিয়া, শ্বভক্ষ=চণ্ডাল (বিশেষণ) এবং পরবর্ত্তী 'সাধনী' বিশেষ্য (নামবাচক) করিতে পারিতেন।

(১) * চিহ্নিত ( ) মধ্যে লিখিত শব্দগুলি মৎকর্ত্তৃক সংযোজিত।

(২) P. 514—J. B & O. R. S.—Dec. 1917. (৩) P. 509 Ibid.

[৫] **নৌরজ্জ** পাঠ যদি ঠিকই হয় এবং ইহা **নৌরজ্জু** ধরিয়া অর্থ যদি 'the towing rope' করিতেই হয়, তবে উভয় স্থলে 'উকারটি' লুপ্ত করা হইয়াছে কেন? আবার ইহার অর্থ 'controller of towing' কেন হইবে? আমার তো মনে হয়, ইহাও (নৌকুক্ষির ন্যায়) নামবাচকপদই হইবে।

[৫] **সুত্র**—অর্থ uncomplicated করিয়াছেন; তাহা হইলে এই সোজা মামলায় এত আড়ম্বর হইবে কেন? ফলতঃ **সুত্র** পাঠ ঠিক কিনা সন্দেহের বিষয়।

[৫] **প্রবিস্তঃ (স্ত=ষ্ট)**—পাঠ ঠিক কিনা সন্দেহের বিষয়। শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন তাহাও সঙ্গত বোধ হয় না; 'নৌরজ্জ' যদি মামলায় জড়িতই হইয়া থাকে তবে সে উহাতে 'প্রবেশ' করিবে না কেন? বিশেষতঃ শাস্ত্রী মহাশয় তো গুণটানা ব্যাপারটাই প্রধানতঃ এই লিপির বিষয়ীভূত বলিয়াছেন; কেন না গুণ টানিতেই নৌকা সাধারণতঃ তীরের পাশ দিয়া বাহিত হয়; নদের মাঝখান দিয়া নৌকা না বাহিলে দণ্ড হইবে, ইহাই শাসন করা হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন।

[৬] **সাবর্ণী** ইত্যাদি—এই পঙ্‌ক্তি অতীব অস্পষ্ট বলিয়া কৃচ্ছ্র পাঠ্য; শাস্ত্রী মহাশয়ও ইহা বলিয়াছেন। তথাপি তিনি **জীউ জী লাহিড়ী ঝা দক্ষিণবাসী** (Southern i. e. South Indian—ফুটনোট্) এই সকল আনুমানিক পাঠ করিয়াছেন। পরন্তু সেই সময়ে 'জীউ' 'জী' 'ঝা' ইত্যাদি উপাধি প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। (১) দক্ষিণ ভারতের কেহ এখানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কুলপঞ্জিকানুসারে পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমন কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে—বেদ বাণাঙ্ক (৯৫৪ শক=১০৩২ খৃঃ), বেদবাণাঙ্গ (৬৫৪ শক=৭৩২ খৃঃ)—এইরূপ বিভিন্ন কাল নির্দ্দেশিত হয়। '৭৩২' খৃঃ ধরিয়া নিলেও 'লাহিড়ী' ইত্যাদি উপাধি সৃষ্টি তখন (অর্থাৎ ৮২৯ খৃঃ) হইয়াছিল কিনা, এসব বিচার্য্য বিষয়। ফল কথা এই পঙ্‌ক্তির সমস্ত পদই নামবাচক এবং অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃত বলিয়া মনে হয়।

[৭] **পংচকুলসাংকর**—এখানে পাঠ ঠিক হইয়াছে বলিতে পারি না। কামরূপের শাসনলিপি-গুলিতে বরং অনুস্বার স্থলে 'ঙ' বহুশঃ দেখা গিয়াছে, দুই এক স্থলে মাত্র বর্গীয় পঞ্চমবর্ণ স্থলে 'ং' দেখা যায়। নবম পঙ্‌ক্তিতে **পঞ্চ** শব্দ রহিয়াছে—সেখানে স্পষ্ট **ঞ্চ** রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই শব্দের তৃতীয় অক্ষরটি যাহা **কু** পড়া হইয়াছে তাহা **হু** হইতে পারে বলিয়া (চিত্র দৃষ্টে) বোধ হইল। সে যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় পঞ্চকুল বিষয়ে যে ফুটনোট্ লিখিয়াছেন, তাহাতে আছে—Whenever Brahmans migrated to Eastern India they generally migrated in five families. The Bengal Brahmans are the descendants of five. The sylhet Brahmans also migrated in five families and the pargana they live

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী (ভাস্কর বর্ম্মার) এবং পরবর্ত্তী (বনমাল ও রত্নপাল প্রভৃতির) তাম্রশাসনে এইরূপ উপাধিবিশিষ্ট কোনও নাম দৃষ্ট হয় নাই।

in is called '*Panchasara*'. The '*Panchakula*' may be the Sylhet Panchakula or there might have been an Assamese Panchkula." (১) ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গের 'রাঢ়ীয়' ও 'বারেন্দ্র' ব্রাহ্মণের এবং শ্রীহট্টের 'সাম্প্রদায়িক' ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন। শ্রীহট্টের ঐ ব্রাহ্মণেরা যে স্থানে উপনিবিষ্ট হন, তাহার নাম 'পঞ্চখণ্ড', (২) 'পঞ্চসার' নহে। 'পঞ্চসার' ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের (এবং প্রাচীন রামপালের) নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম; প্রবাদ, এখানেই রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রদের কুলপঞ্জিকা কথিত পূর্ব্বপুরুষেরা (পাঁচজন) উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন—তাই ইহার নাম 'পঞ্চসার' হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শব্দটি 'পঞ্চকুল' নহে এবং ইহা কোনও 'ব্রাহ্মণ বংশ' বাচক নহে বলিয়াই মনে হয়। [এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে শাস্ত্রী মহাশয় যে যে স্থানে **ভট্ট** পড়িয়াছেন সেই সেই স্থানে নগেন্দ্র বাবু **ভট** পাঠ করিয়াছেন। নবম পঙ্‌ক্তিতেও শাস্ত্রী মহাশয়ের **ব্রুট্টিকা** পাঠের স্থলে নগেন্দ্র বাবুর **ব্রুটিকা** পাঠই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়, 'বুড়ি'র সংস্কৃত (**ব্রুট্টিকা** না হইয়া) **ব্রুটিকাই** হইবার কথা।]

[৭] **ভূচতু**—ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ের আনুমানিক পাঠ, কিন্তু **ভূ** এবং **চতু** উভয়ই এস্থলে আকাঙ্ক্ষিত নহে; পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিতে ব্রহ্মপুত্র নদের একটা অংশ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অতএব 'ভূ' হইবে না। নদনদীর সীমাতে চতুঃসীমাও নিষ্প্রয়োজন—দ্বিসীমাই প্রচুর। (পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিতে দুই সীমার কথাই আছে, দেখা যাইবে।) পঙ্‌ক্তির শেষাংশে **যস্য** শব্দটি রহিয়াছে, বোধ হয়।

[৮] **দ্বিক্**—বড় অস্পষ্ট অথচ অনাবশ্যক।

[৮] **সীমাকৃত—সীমাকৃতা** হইবে—শেষ আকারটা পড়িয়া গিয়াছে। ঐ সীমা-ব্যাপারে শাস্ত্রী মহাশয় (**চতুর্দ্দিক্** পড়িয়া) ভুল করিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত। **প্রাক্** বলিয়া পূর্ব্বসীমা বর্ণিত হইয়াছে; **পশ্চিমস্যাং** (শুদ্ধ **পশ্চিমায়াং**) শব্দের পর আর যাহা আছে তাহা সমস্তটাই পশ্চিম সীমার বর্ণনা। **যাম্যাং** যদি ঠিক পাঠ হয় তবে ইহার অর্থ নদের দক্ষিণ ভাগ নহে—**নোক্কজোস** (গ্রাম) এর দক্ষিণদিকৃস্থিত।

[৮] **সলিল ক্ষারভগ্ন ভূভৃদ্ভাগ**—যদি বিশুদ্ধ পাঠ হয় তবে ইহার অর্থ কি mountainous country corroded by salt water হইবে? আমি তো পূর্ব্বদিকে পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছি, কুত্রাপি ব্রহ্মপুত্রের জল লবণাক্ত পাই নাই। তবে 'salt water' কোথা হইতে আসিল? ফল কথা এখানেও ব্রহ্মপুত্র নদ পার্শ্বস্থ জায়গার নাম হইবে—পাঠও ঠিক হয় নাই মনে হয়।

[৮।৯] **অবরভূমিত্যবরপ(র্ব্বত উত্তরা)**—পাঠ ঠিক্ হইয়াছে বলা যায় না। **ত্য** মোটেই নয় বরং **শ্র** পড়া যায়। অবরপর্ব্বত পাঠ করিয়া এটাকে উত্তর সীমা করা হইয়াছে; কিন্তু

(১) Footnote 23, p 513, J. B & O. R. S.—Dec. 1917.

(২) ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন—আলোচনাংশ (৭ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

তেজপুরের শতাধিক মাইল উত্তরপূর্ব্বে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ অধিকৃত ভূভাগের পূর্ব্বোত্তরকোণে, আবোর পর্ব্বত অবস্থিত; তাহা এখানে কি প্রকারে আসিতে পারে? তেজপুরের উত্তর দিকে ৪০।৫০ মাইল গেলে 'আকা'দের অধ্যুষিত পর্ব্বত পাওয়া যায় বটে। কিন্তু 'আকা' ও 'আবোর' জাতিতে পরস্পর জ্ঞাতিত্ব আছে বলিয়া কর্ণেল ডাল্টন বলিলেও উভয়ের ঢের পার্থক্য রহিয়াছে। (১) তেজপুরের নিকট পার্শ্বে ঐরূপ পার্ব্বত্য জাতির বসতিযোগ্য উচ্চ পর্ব্বতই বা কোথায়? অযথা 'চতুর্দ্দিক্ সীমা' কল্পনা করাতেই উত্তরসীমাটার কথা সর্ব্বশেষ আনিতে হইয়াছে। কামরূপের শাসনগুলিতে ভূভাগের সীমা বর্ণনায় প্রায়শঃ অষ্টসীমার উল্লেখ দেখা যায়—তাহা পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম, পশ্চিমোত্তর, উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্ব এইরূপ বর্ণিত হয়। চতুঃসীমা বর্ণনাতেও পূর্ব্বের পর পশ্চিম, তারপর দক্ষিণ এবং উত্তর এরূপ উল্লেখ রীতিবিরুদ্ধ। বস্তুতঃ এস্থলে সীমা দুইটি মাত্র তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

[৯] **পঞ্চবুড়িকা গৃহীতব্যমিতিঃ**— পাঠ অশুদ্ধি বহুল। শুদ্ধ পাঠ হইবে **পঞ্চবুড়িকা গ্রহীতব্যাশ্চেতি**। পরন্তু ':' বিসর্গের কোনও চিহ্ন দেখা যাইতেছে না—বরং তৎ স্থলে **শ্চ** রহিয়াছে, বোধ হয়।

এখন এই লিপির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অনুমানতঃ কিঞ্চিৎ বলিতে চাই। ব্রহ্মপুত্র এই স্থলে দুই মাইল আন্দাজ চৌড়া; ইহার মধ্যভাগ দিয়া গুণ টানিয়া যাইতে হইবে, এটা অসম্ভব। গুণটানার কথা এখানে নাই বলিয়াই আমার ধারণা। তবে এই রাজধানীর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের একটা সীমা নির্দ্দেশিত হইয়াছে এবং এই সীমার বাহিরে একটা কিছু করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে—অন্যথা ৫ বুড়ি জরিমানা আদায় করা হইবে। হর্জরের পুত্র বনমালের তাম্রশাসনে রাজধানীর বর্ণনায় প্রসঙ্গতঃ লৌহিত্যের উভয়কূলশোভিনী নৌকাশ্রেণীর মনোহারিণী বর্ণনা রহিয়াছে।

বেশাঙ্গনাভিরিব নানাভরণশোভিতপ্রকটাবয়বাভির্বালকুমারিকাভিরিব ক্বণত্কিঙ্কিণীভিঃ কার্ণাটীভিরিব কঠিনাভিঘাতসংবর্দ্ধিতবেগাভির্ব্বারস্ত্রীভিরিব চামরধারিণীভি র্দ্দশবদনান্তঃপুরিকাভিরিব রুষিতসন্ততদশনাভিঃ পবনকামিনীভিরিবাত্যন্তবেগবতীভিঃ রমণীয়দ্রুহাঙ্গনাভিরিব সকলজনমনোহারিণীভির্নটীভিরিব নর্ত্তকপুরুষাক্রমণসংবর্দ্ধিতোৎকম্পাভির্দুর্গতদেবপালিভিরিব সততোত্তানস্থানকামিনীভির্নৌভিরলঙ্কৃতোভয়তীরোপান্তদেশেন লৌহিত্যভট্টারকেণ সনাথশ্রীহারুপ্পেশ্বরাত্। (২)

---

(১) Col. Dalton * * * thinks that they (Abors) are the same people as the Hill Miris, Daflas and Akas, though in personal appearance at any rate they differ materially from the last-named clan. (Assam Census Report 1901 Part I Ch. XI P. 121).

(২) বনমালের তাম্রশাসন ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঐ বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয়, এই সকল নৌকা রাজার সংরক্ষিত ছিল; যুদ্ধের সময় এই সকল নৌযুদ্ধে ব্যবহৃত হইত, অন্যসময়ে ক্রীড়ার্থে বাহিত হইত। রাজার সেনাধ্যক্ষের অধীনেই এই নৌকাগুলি পরিরক্ষিত হইত। (১) বোধ করি এই সকল নৌকার লোকজনের সহিত কৈবর্ত্তগণের মৎস্য শিকারের নৌকাবাহকদের কোনওরূপ সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল; তাই লিপিতে যুগপৎ 'সেনাধ্যক্ষ' ও 'কৈবর্ত্ত'—উভয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। যাহাতে আর এইরূপ না ঘটে, তদর্থে উভয় পক্ষের মানিত সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের একটা সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এই আদেশ হয় যে কৈবর্ত্তেরা ঐ সীমানার বাহিরে তাহাদের মৎস্যশিকারের নৌকা বাহিবে; যে কেহ অন্যথা করিবে তাহার ৫ বুড়ি জরিমানা দিতে হইবে। এই সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানেই বোধ হয় এই প্রস্তরলিপি রহিয়াছে। (২)

---

(১) 'গম্ভীরনীরপরিপূরিতসর্ব্বদেহ' ব্রহ্মপুত্রে নৌবাহিনী পরবর্ত্তী আহোমদের সময়েও ছিল—'নৌবাইচা' ফুকন কর্ত্তৃক রাজকীয় নৌকাসমূহ পর্য্যবেক্ষিত ও পরিচালিত হইত। মোসলমানদের সঙ্গে আহোমরাজগণের বহুশঃ নৌযুদ্ধ হইয়াছে। মীরজুম্লার সঙ্গীয় জনৈক মোসলমান লেখক তাৎকালিক নৌকা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুরের ইতিহাসে তাহার ইংরেজী অনুবাদ রহিয়াছে:—They build war boats like the *kosahs* of Bengal and call them *bacharis*. There is no other difference between the two than this that the prow and stern of the *kosah* have two projecting horns, while those of the *bachari* consist of only one levelled plank; and as, aiming solely at strength, they build these boats with the heartwood of timber, they are slower than *kosahs*. So numerous are the boats, large and small, in this country that on one occasion the newswriter of Gauhati reported in the month of Ramzan that up to the date of his writing 32,000 *bachari* and *kosah* boats had reached that place or passed it. (History of Assam, P. 147, 2nd Edition.)—এই নৌবলের নিকটে মোগল নৌবাহিনী পরিশেষে পরাস্ত হওয়াতে মোসলমানেরা আহোমদের রাজ্যজয়ের আশা চিরতরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(২) লিপিযুক্ত প্রস্তর বর্ত্তমান তেজপুর শহরের কিয়দ্দূর ভাটিতে (পশ্চিমে) অবস্থিত। এমনও হইতে পারে ইহাই পশ্চিম সীমা ছিল—তাহা হইলে পূর্ব্বদিকে অনুসন্ধান করা উচিত—হয়তো পূর্ব্ব সীমা সূচক আর একটা লিপি সমন্বিত প্রস্তরের আবিষ্কার হইতেও পারে।

সূচী।

শ্রীবিজয়নাথ সরকার সঙ্কলিত

ইহাতে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য শব্দ ও বিষয়গুলি মাত্র দেওয়া হইল। মূল শাসনলিপিতে এবং অনুবাদে কোনও শব্দ বা বিষয় একই রূপ থাকিলে সূচীতে কেবল অনুবাদের স্থলই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। একই শব্দ নানাস্থলে থাকিলে যেখানে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কথা আছে প্রায়শঃ তাহাই মাত্র সূচিত হইয়াছে।

[ ] মধ্যস্থ অঙ্ক ভূমিকা—কামরূপ রাজাবলীর পৃষ্ঠা সূচক।

( ) মধ্যস্থ অঙ্ক পাদটীকা সূচক।

সংযোজনী ও সংশোধনী।

—:※:—

ভূমিকা—কামরূপ রাজাবলী।

সংযোজনী।

[২৩] পৃষ্ঠা ৩ পঙ্‌ক্তি—"১৫৩ হর্ষাব্দে (৭৫৯ খৃষ্টাব্দে)":—সুপ্রসিদ্ধ প্রাত্নতত্ত্বিক সিলভেঁ লেভির মতে (Le Nepal Vol ii. P. 170) এই ১৫৩=৭৪৮ খৃষ্টাব্দ হইবে; লেভি এই অব্দ 'হর্ষাব্দ' মনে করেন না—তিব্বতীয় বলিয়া অনুমান করেন; (Ibid P. 153)। ইহাতে জয়দেবের লিপির সময় ১১ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। [পরন্তু ইহাতে শ্রীহরিষ বা হর্ষবর্ম্মদেবের রাজত্ব সময়ের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না।]

[৩২] পৃষ্ঠা ৮ পঙ্‌ক্তি—"Ram Narayan":—Hunter's Statistical Accounts এ এইরূপই আছে। পরন্তু ইহা Pran Narayan হইবে। মিঃ মার্টিন প্রণীত Eastern India Vol iii তে ডাঃ বুকানন হেমিল্টনের লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে Pran Narayanই রহিয়াছে।

কামতেশ্বরীর মন্দিরের শিলালিপিতেও 'প্রাণ'ই আছে:—

सम्यत्या द्विषदेकजित्वरभुजादण्डप्रतापार्य्यम-

क्रीडाकन्दुकवेगवर्द्धितयशःश्रीप्राणभूमिपतेः।

शाकाब्दे नगनागमार्गणसितज्योतिर्म्मिते निर्म्मितः

श्रीभाजा कविमण्डलेन भजता भव्यो भवानीमठः॥

["কুলশাস্ত্র দীপিকা" ১২৯২ সন—প্রথমভাগে প্রকাশিত "কামতাপুরের ভগ্নাবশেষ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে (ঈষৎ সংশোধন পূর্ব্বক) গৃহীত।]

[৪০] পৃষ্ঠা ১৫ পঙ্‌ক্তি—রামপালের রাজত্বকাল:—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত Pala Chronology শীর্ষক প্রবন্ধ অনুসারে (Indian Historical Quarterly 1930, No. 1. Pp. 153-168) রামপালের রাজত্বকাল ১০৭৮-১১২০; তাহা হইলে ধর্ম্মপালের সিংহাসনারোহণ কাল একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে না ধরিলেও রামপাল কর্ত্তৃক কামরূপ বিজয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের প্রথমাংশে হইতে পারে। অধ্যাপক দীনেশ বাবুর মতে কুমারপালের সময়ও পাদশতাব্দী আন্দাজ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়ে; তাহা হইলেও ধর্ম্মপালকে যে কুমারপালের—তথা বৈদ্যদেবের—সমসাময়িক বলা হইয়াছে (রাজাবলী [৪২] পৃষ্ঠা) তাহার অন্যথা হয় না।

[৪২] পৃষ্ঠা (৫) পাদটীকা—বল্লভদেবের রাজ্যের সংস্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ইঙ্গিত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে তাঁহার শাসনে (৪৭ পঙ্‌ক্তিতে) উল্লেখিত স্থান গুলির মধ্যে 'মৈতড়া' পাওয়া যায়। আজিও ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ সবডিভিশনের মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশীয় অর্দ্ধকালীর সন্তান ভট্টাচার্য্যগণের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ 'মিতড়া' গ্রাম রহিয়াছে। তবে ইহা দ্বাদশ শতাব্দীতে ছিল কি না, অনুসন্ধানের বিষয়। [Assam plates of Vallavadeva (সচিত্র) প্রবন্ধ Ep. Ind. Vol. V তে দ্রষ্টব্য।

সংশোধনী।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[৬]	৪	সন্তানের	সন্তানের
,,	১৪ *	পুন্যর্থ	পুন্য্
[৯]	১৬ *	মাযু	বাযু
[১১]	১৮ *	ইহারই	ইহারই
[১৫]	৩০ *	(১)	(৩)
[১৮]	২৯ *	P. 327	2nd Edition, P. 327
[১৯]	২৫ *	মবিষ্যা	ভবিষ্যা
[২৩]	১৫	নারায়ণ দেবের	নারায়ণ পালের
[২৬]	৩২ *	Dr	Mr
[২৮]	৪	হইে ও	হইলেও
[৩১]	১২ *	অর্দ্ধাধিকশতাব্দী	কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী
[৪০]	১৬	অবিসংবাদিত	অনেকসম্মত
[৪৪]	৭	১৩০৬	১২০৬
,,	২১ *	কানাইবরশীবোয়া	কানাইবরশীবোয়াশিল
[৪৫]	৬	মধ্যে	মধ্যে তিন শতাব্দীকাল

(১) * চিহ্নিত পঙ্‌ক্তি গুলি পাদটীকার প্রাপ্তব্য

কামরূপশাসনাবলী।

সংযোজনী।

৪ পৃষ্ঠা ১ পঙ্‌ক্তি—চন্দ্রপুরিবিষয়ের 'ভুক্তি' ও 'মণ্ডল'—কামরূপ রাজগণের কাহারও শাসনলিপিতে প্রদত্ত ভূমির সংস্থান নির্দ্দেশে 'ভুক্তি' বা 'মণ্ডলের' উল্লেখ দেখা যায় না, কেবল 'বিষয়' রহিয়াছে; ভাস্কর বর্ম্মার শাসনেও তাই চন্দ্রপুরি 'বিষয়' মাত্র উল্লেখিত হইয়াছে; ইহা কোনও 'ভুক্তি' বা 'মণ্ডলে'র অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু গৌড়ের পাল রাজগণের শাসন লিপিতেই 'বিষয়ে'র সঙ্গে সঙ্গে 'ভুক্তি' ও 'মণ্ডলে'র উল্লেখ দেখা যায়—যথা, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের খালিমপুর শাসনে 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি' 'ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল' ও 'মহন্তাপ্রকাশ বিষয়ে'র কথা আছে (গৌড়-লেখমালা—১৫ পৃষ্ঠা)। বৈদ্যদেবের শাসনের ভূমি কামরূপের একটা অংশ হইলেও ইহা গৌড়রাজ্য ভুক্ত হইয়া যাওয়াতে ইহাতে একটা 'ভুক্তি' ও 'মণ্ডলে'র আরোপ হইয়াছিল। (এতৎ সম্পর্কে ভূমিকা—কামরূপরাজাবলী [৪০] পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৪ পৃঃ ৭ পঙ্‌ক্তি—**ভট্টিনন্দিস্বা[মী] অংশাঃ**—ইহার পর "**ভাধুস্বা[মী] অংশঃ ॥**" যোজিত হইবে।

২৬ পৃঃ ৩ পঙ্‌ক্তি—ইহার নিম্নে "শেষ ফলক" এই শিরোনাম যোজিত হইবে।

৪১ পৃঃ ২২ পঙ্‌ক্তি—"জাটলী (জারুল)"—পাটলী যেমন পারুল হয় তেমনি জাটলী জারুল মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন, জাটলী = ঝাটলী (বাং ঝারলী) অর্থাৎ ঘণ্টাপাটলী (বাং ঘণ্টাপারুল)। [বঙ্গীয় অমরকোষে—স্ত্রীপুংসাধিকারে—'জাটলি' রহিয়াছে (অমরার্থচন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য)। বম্বের অমরকোষে সেই স্থানে আছে 'ঝাটলি'; টীকায় আছে **ঝাটলিঃ কিংশুকবৃক্ষসদৃশঃ 'মোক্ষা' ইতি ভাষা** (চিন্তামণি শাস্ত্রী থত্তের সংস্করণ দ্রষ্টব্য)]।

৪২ পৃঃ ১ পঙ্‌ক্তি ও (১) পাদটীকা—'পঞ্চমহাশব্দ' বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র ইংরেজী প্রবন্ধে ডাঃ কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয়ের অভিমতের বিস্তারিত প্রতিবাদ করা হইয়াছে। (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol vii (new Series) Nos 1—2, Pp. 48—51 দ্রষ্টব্য)।

৪৪ পৃঃ ১৭ পঙ্‌ক্তি—"আলোচনা সহ ফলকখানির পাঠ ও বঙ্গানুবাদ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'প্রতিভা' পত্রে (১৮শ বর্ষ ১৩৩৫ সালে) প্রকাশিত হইয়াছিল।" এই মন্তব্য এই স্থলে যোজিত হইবে।

৫০ পৃঃ ১ পঙ্‌ক্তি—ইহার উপরে "দ্বিতীয় পৃষ্ঠা" যোজিত হইবে।

৫৫-৫৬ পৃঃ—আক্ষী—এতদ্বিষয়ে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ "হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা"র ১ম খণ্ডে (২৬৭-২৭১ পৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৬ পৃঃ (৩) পাদটীকা—বনমালের শাসনখানি যথার্থই কিয়ৎকাল পরে সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮৪০ ইং সোসাইটির জর্ণেল্—১৬৬ পৃঃ সম্পাদকীয় পাদটীকায় আছে—"Note, Capt. Jenkins had the kindness to send me subsequently the plates themselves whichwere exhibited at a recent Meeting." দুঃখের বিষয়, শাসনখানি হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের তথ্যানুসন্ধানে সতত যত্নপরায়ণ স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুর ইহার অনুসন্ধানার্থ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই—একথা ডাঃ হর্ণ্‌লির মন্তব্য হইতে জানা যাইতেছে। (J. A. S. B. 1897, Part I—P. 120. দ্রষ্টব্য)।

৫৯ পৃষ্ঠা ৯-১০ পঙ্‌ক্তি—বনমালের শাসনের ৫ম শ্লোক—সোসাইটির পাঠ এইরূপ :—

संप्राप्ते भगदत्ते श्रीप्राग्ज्योतिषाधिनाथत्वं ।
त्रिनयभरोपि तद्वंश्य प्राराधयदीश्वरं तपसा ॥

কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া যদি শাসনের শ্লোকের অর্থসঙ্গতি কথমপি সম্ভাবিত হয়—তবে পরিবর্ত্তন কদাপি উচিত নহে। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত শ্লোকটি সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত রাখিতে গেলে 'বিনয়ভর' নামক ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা করিতে হয়; পরন্তু পুরাণেতিহাসে বা শাসনান্তরে এই নামের কাহাকেও পাওয়া যাইতেছে না। তাই ছন্দঃ অব্যাহত রাখিয়া **संप्राप्तो भगदत्तः** এবং **विनयभरेण** এই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। [মূল শাসনখানি পাওয়া যায় নাই—অথচ সোসাইটির পাঠ অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল—ইহাতে আরো নানাস্থলেই এতাদৃশ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।] এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে ভগদত্ত তো প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিনাথত্ব লাভই করিলেন তথাপি তাঁহার তপস্যার প্রয়োজন কি ছিল? ইহার উত্তর ভূমিকা—কামরূপ রাজাবলী [১১] পৃষ্ঠা (২) পাদটীকায়ই প্রদত্ত হইয়াছে। অপর আপত্তি এই যে তাঁহার অবসানে তদ্বংশীয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রেই তো রাজত্ব পাইবেন, তাহা হইলে তদর্থে (পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ শ্লোকে উল্লেখিত) মহাদেবের বর লাভেরই বা

আবশ্যকতা কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে রাজ্যাধিপ নরককে নিহত করাতে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য শ্রীকৃষ্ণের অধিকারেই আসিয়াছিল; তবে তদ্বনিতাকরুণবিলাপে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তিনি ভগদত্তকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভগদত্তের জীবিতকালে শ্রীকৃষ্ণ তাহা দখল না করিতে পারেন, পরন্তু তাঁহার অবসানে যে শ্রীকৃষ্ণ (বা তদুত্তরাধিকারী কেহ) আসিয়া পুনরধিকার করিবেন না—তাহার নিশ্চয় কি? তাই তদ্বংশীয়দের উপকারার্থেও বর লাভের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

একটি কথা এখানে প্রণিধান যোগ্য। ইতঃপূর্ব্বে মহাভারতোক্ত কৃতপ্রজ্ঞের নামান্তরই হর্ষচরিতোক্ত পুষ্পদত্ত—এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। (ভূমিকা—কামরূপ রাজাবলী [১০] পৃষ্ঠা (২) পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ 'বিনয়ভর'ও বজ্রদত্তের নামান্তর কি না বিভাব্য। সেই নামান্তর সম্ভবতঃ 'বিনয়হর' ছিল—**বিনয়ঃ(=অমলভক্তিঃ) হরে (ঈশে) যস্য** (পাণিনি ২।২।৩৫ বার্ত্তিক—**গড্বাদেঃ পরা সপ্তমী**)। শাসনলিপিতে **হ** ও **ভ** পরস্পর এতই সদৃশ যে এই (বনমালের) শাসনের সোসাইটির পাঠে **লহ** স্থলে **লভ** রহিয়াছে। [৬৪ পৃঃ (১০) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।] তাহা হইলে (উপরি লিখিত) শ্লোকটি সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিলেও অর্থের একটা সঙ্গতি হইতে পারে। (শাসনের মতে) জ্যায়ান্‌ ভ্রাতা ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিনাথত্ব পাইলেন দেখিয়া কনীয়ান্‌ বজ্রদত্তও (**বিনয়যোপি বা বিনয়হরোপি**) কিছু পাইবার জন্য তপস্যা পূর্ব্বক মহাদেবের সন্তুষ্টি বিধান করিলেন। মহাদেব আপাততঃ তাঁহাকে 'উপরিপত্তনাধিনাথত্ব' দিলেন—**কালেন** প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিরাজ্য (কেবল তাঁহার নহে—অপিতু) তৎসন্ততিরও (**তদন্বয়স্যাপি**) হইবে এইরূপ বর প্রদান করিলেন। (পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এতৎসমর্থনকল্পে বলবর্ম্মার শাসনের যে (৮ম) শ্লোকে বজ্রদত্তের কথা রহিয়াছে—তাহার শেষাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—* * **অমলভক্তিরীশে যং প্রাহুর্বজ্রদত্ত ইতি কবয়ঃ॥** ইহাতে দুইটি বিষয় দেখা যায়; (১) বজ্রদত্ত ঈশ্বরে (অর্থাৎ মহাদেবে) অতিশয় ভক্তিমান্‌ ছিলেন এবং (২) কবিগণ তাঁহাকে বজ্রদত্ত বলিতেন। প্রথমটি হইতে সূচিত হইতেছে, তিনি কি জন্য **প্রারাধয়দীশ্বরম্‌**; এবং দ্বিতীয়টি হইতে তাঁহার নামান্তরের কল্পনা করা যাইতে পারে। অপিচ বনমালের শাসনের ৭ম শ্লোকে এবং বলবর্ম্মার শাসনের ৯ম শ্লোকে যে ভাবে (যথাক্রমে) **তস্যান্বয়ে** ও **তদ্বংশে** রহিয়াছে, তাহাতে প্রতীত হয় বিনয়ভরের (বা বিনয়হরের) অর্থাৎ বজ্রদত্তের সন্ততিরাই কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এস্থলে স্মর্ত্তব্য যে উক্ত উভয় শাসনের মতেই বজ্রদত্ত ভগদত্তের ভ্রাতা, সন্ততি নহেন।

৬৪ পৃঃ ৭ পঙ্‌ক্তি—এখানে শাসনপ্রদাতা বনমালের বিশেষণাবলীর শেষ হইয়াছে। অতঃপর দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের কথা আরব্ধ হইয়াছে। অন্যান্য শাসনে দাতা ও গ্রহীতার বর্ণনার মধ্যে প্রদত্ত ভূমির বর্ণনাদিসমন্বিত অনুশাসনবাক্য রহিয়াছে—ঐ সকল শাসনে 'ক্ষেত্র' দানকরা হইয়াছে; এখানে 'গ্রাম' দান করাতেই কি এইরূপ প্রভেদ ঘটিয়াছে? [শাসনাবলী—৮৬ পৃঃ (৫) পাদটীকায় যাহা

সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক না হইতেও পারে—হয়তো এস্থানে অনুশাসনবাক্য নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া মূল শাসনলিপিতেই তাহা দেওয়া হয় নাই।]

৭৫ পৃঃ ৮ পঙ্‌ক্তি—ত্রয়োদশ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ এইরূপ হইবে—

ন কুক্ষং বিকৃতাস্যং ন চ হসিতং ন চ ঘনঘশুষ্কতনীবান্।

১০৮ পৃষ্ঠা (৪) পাদটীকা—'ষট্‌কর্ম্ম' কেবল যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ নহে; অপিচ অপর দ্বিবিধও রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষ উচ্চাটন ও মারণ এই ছয় কর্ম্মের উল্লেখ আছে। হঠযোগে ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক ও কপালভাতি—এই ষট্ কর্ম্মের কথা রহিয়াছে। (ব্যাখ্যার্থ শব্দকল্পদ্রুমে 'ষট্‌কর্ম্ম' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

১১৭পৃঃ১পঙ্‌ক্তি—'শাসনের পাঠ'—ইহার নিম্নে 'প্রথম ফলক' এই শিরোনাম যোজিত হইবে।

১২০ পৃঃ ৯ পঙ্‌ক্তি—**পুরন্দরপোলঃ** শব্দে **পু** স্থলে মূল শাসনে **পু** লেখা রহিয়াছে। ডাঃ হর্ণ্‌লিও তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

১৩০ পৃঃ ৫ পঙ্‌ক্তি—গুয়াকুচি গ্রাম নলবাড়ী হইতে ৫ মাইল আন্দাজ পূর্ব্বেদক্ষিণে অবস্থিত।

১৩০ পৃঃ ১৭ পঙ্‌ক্তি—ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় শাসনের আকারাদি প্রথম খানির অবিকল অনুরূপ নহে—দ্বিতীয় শাসনের ফলকের দৈর্ঘ্য ৯ ইঞ্চি—প্রস্থ ৬½ ইঞ্চি; অতএব ইহা প্রথম শাসনের ফলক অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে কিছু ছোট, প্রস্থে কিছু বড়।

১৩১ পৃঃ (৩) পাদটীকায় যোজয়িতব্য—"কামেশ্বর-মহাগৌরী সম্ভবতঃ ভগদত্তবংশীয় কামরূপ-নৃপতিগণের ইষ্টদেব-দেবী ছিলেন। [ভূমিকা রাজাবলী [৩২] পৃঃ (২) পাদটীকা দ্রষ্টব্য]"

১৩২ পৃঃ ১৭ পঙ্‌ক্তি—এই চিত্রগুলি শাসনে বর্ণিত বিষয়ের সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত—একথা বলা যায় না। ইন্দ্রপালের শাসনেই সর্ব্বপ্রথম রাজবিশেষণে 'বারাহপরমেশ্বর' শব্দটি দৃষ্ট হইতেছে। (প্রথম শাসনলিপি ৩৩পঙ্‌ক্তি—১২২ পৃষ্ঠা, এবং দ্বিতীয় শাসনলিপি ৩২ পঙ্‌ক্তি— ১৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বরাহ বিষ্ণুর অবতার—তাই তৎসন্ততি (=বারাহ) 'পরমেশ্বরে'র দ্বাত্রিংশৎ নাম গ্রহণের পরে তদীয় আয়ুধাসনাদির চিত্র শোভনই হইয়াছে। ধ্যানে নারায়ণ **ধৃতশঙ্খচক্রঃ** বলিয়া বর্ণিত হন—এমন কি (শব্দকল্পদ্রুমধৃত বহ্নিপুরাণে) বরাহদেবকে হিরণ্যাক্ষ বধের সময়ে **শঙ্খচক্রধরো হরিঃ** বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—তাই শঙ্খ ও চক্র; ঐ ধ্যানেই নারায়ণ **সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ**—তাই 'পদ্ম'; এবং বিষ্ণুর **বাহনং পন্নগারিঃ** সর্ব্ববিদিত—অতএব সর্পের উপর গরুড়; এই সকল সুষ্ঠু চিত্রিত হইয়াছে।

১৪১ পৃঃ শেষ পঙ্‌ক্তি (৩)পাদটীকায় যোজয়িতব্য—"আসামে ইহার নাম'কুহিমালা'; ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় 'জিজিনী' ও 'কাশ্মিরলা' একই বৃক্ষ—স্থানভেদে বিভিন্ন নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে।"

১৪৫ পৃঃ ৭-৮ পঙ্‌ক্তি—"এতাদৃশ লিপিভঙ্গ পরবর্ত্তী ধর্ম্মপালের শাসনদ্বয়েও দেখা যায় নাই"—ইহার পর যোজিত হইবে—"তবে ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনের লিপিতে অধোমুখ ত্রিকোণাকৃতি মাত্রা দেখা যায়, পরন্তু তাহা শূন্যগর্ভ নহে।"

১৫৫ পৃঃ (৭) পাদটীকা—" 'আকর' শব্দটি কামরূপের অপর কোনও শাসনে দেখা যায় নাই"; ইহার পরে যোজিত হইবে—"তবে রত্নপালের প্রথম শাসনে 'কমলাকর' শব্দে তাম্রের আকরের শ্লেষমূলক উল্লেখ দেখা যায়। [১০৩ পৃঃ (১০) পাদটীকা দ্রষ্টব্য]।"

১৬৬ পৃঃ (৩) পাদটীকায় যোজয়িতব্য—"সকটী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের একটা 'গাঞি' ছিল। [ভূমিকা রাজাবলী [৪১] পৃঃ (২) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।]"

১৭৭ পৃঃ ১৭ পঙ্‌ক্তি—**শ্রীবিনীতেন জনিতমিতি**—ইতঃপূর্ব্বে **বিনীতেন** স্থলে **বিনতেন** পঠিত হইয়াছিল ; সেই ভুল পাঠ "হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা"র ১ম খণ্ডে মদীয় 'অদ্ভুত তাম্রশাসন' প্রবন্ধে (১৬৬ পৃঃ ৩য় পঙ্‌ক্তিতে) দৃষ্ট হইবে।

সংশোধনী।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২০ * (১)	Inscriptionem (২)	Inscriptionum
”	২৩* ও ২৬*	(চতুর্থ ?)	পঞ্চম
৪	২৮*	P. 20	P. 10
৬	১০	খালিসপুরে	খালিমপুরে
১১	৪	কিঞ্চিদস্ত্যুন্নত	কিঞ্চিদভ্যুন্নত
”	১৪	গায়	গৌড়

(১) * চিহ্নিত পঙ্‌ক্তিগুলি পাদটীকায় প্রাপ্তব্য।

(২) এই অশুদ্ধি ৫ পৃষ্ঠা (১) পাদটীকায় ও ৮ পৃষ্ঠা (২) পাদটীকায়ও দৃষ্ট হইবে।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	১০	(চতুর্থ ফলক প্রথম পৃষ্ঠা)	(পঞ্চম ফলক দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)
২১	১১	(চতুর্থ ফলক দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)	(পঞ্চম ফলক প্রথম পৃষ্ঠা)(১)
২৪	১৮ *	গায়াগ্নিপাল	গাযগ্নিপাত্ত
"	২৩ *	বাহ্বৃচ্যে	বাহ্বৃচ্যে
২৯	১৭-১৮*	প্রথমভাগ	প্রথমভাগ—১ম সংস্করণ
৩৪	২৮ *	গোষ্ঠ্যসহ	গোগ্ন্যসহ
৪১	২২	জাটলী (জারল)	বড় জাটলী (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)
৪২	৩ *	Pp. 296-28	Pp. 296-298
৪৮	১৯	দা-(২)	দা-
৪৯	১৮ *	অর্থের কে	অর্থের কোনও
৫০	১৩	আমষিক্তো বণিক্‌	অভিষিক্তো বণিক্‌
৫৯	১	সুরবধূ	সুরবধূ
৫৯	৩০	(১০) মূলে আছে	(১০) সো-পাঠ
৬৩	৪	প্রত্যাগচ্ছদ্ভিশ্ব-	প্রত্যাগচ্ছদ্ভিশ্ব
"	১৫	বৈযগ্নুনাভি	বৈযাগ্নুনাভি
"	"	কলবু	কযবু
৬৪	২	দ্বঁঘবদুলা	দংঘবদুলা

(১) এই সংশোধনের ফলে (ক) শাসনলিপির (২১-২৩ পৃঃ) ৮৮ হইতে ১০২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত যথাক্রমে ৭৩ হইতে ৮৭ পঙ্‌ক্তি হইবে এবং (১৯-২১ পৃঃ) ৭৩ হইতে ৮৭ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত যথাক্রমে ৮৮ হইতে ১০২ পঙ্‌ক্তি হইবে। (খ) অনুবাদে (৩৭-৩৯ পৃঃ) ক্রমিক সংখ্যা ৯৭ হইতে ১৩৯ পর্য্যন্ত যথাক্রমে ৫৪ হইতে ৯৬ হইবে এবং (৩৬-৩৭ পৃঃ) ৫৪ হইতে ৯৬ পর্য্যন্ত যথাক্রমে ৯৭ হইতে ১৩৯ হইবে। (গ) ৯৭ (পরিবর্ত্তিত ৫৪) ক্রমিক সংখ্যায় 'বেদ পরিচয়' ও 'গোত্র' স্থলে ঐ ঐ না হইয়া + + এইরূপ হইবে অর্থাৎ শূন্য থাকিবে; এবং ৫৪ (পরিবর্ত্তিত ৯৭) সংখ্যায় ও তৎ পরবর্ত্তী ক্রমিক সংখ্যাগুলিতে 'ঐ' 'ঐ' থাকিবে—কিন্তু তাহা 'বাহ্বৃচ্য' 'বারাহ' না বুঝাইয়া যথাক্রমে 'বাজসনেয়ী' 'সাবর্ণিক' বুঝাইবে। (ঘ) ১৯ পৃষ্ঠার (৫)ও(৬) পাদটীকা, ২১ পৃষ্ঠার (৫)পাদটীকা এবং ৩৭ পৃষ্ঠার (২) পাদটীকা অনাবশ্যক বলিয়া উঠিয়া যাইবে। [এই (পঞ্চম) ফলকখানির লিপির সঙ্গে তৎপূর্ব্বে প্রকাশিত অপর কোনও ফলকের লিপির সম্বন্ধ না থাকায় এবং ভাস্করবর্ম্মার শাসনের (প্রথমফলকের চিত্রের নিম্নে প্রদর্শিত) ছিদ্রবৈশিষ্ট্যে অনবধানতা বশতঃ,যে পৃষ্ঠায় ছিদ্র বামদিকে ছিল (অন্যান্য শাসনানুসরণে) তাহাই ফলকের প্রথম পৃষ্ঠা মনে করাতেই ভুল হইয়াছিল।]

এস্থলে আরো বক্তব্য যে অপ্রাপ্ত (৪র্থ) ফলকখানিতে ৩য় ও ৫ম ফলকের মত ৩০ পঙ্‌ক্তি লেখা থাকিলে লিপির পঙ্‌ক্তি সংখ্যা এবং নামের ক্রমিক সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হইবে; তাহাতে অংশসমষ্টিও সমধিক হইবার কথা।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৪	২	বাঁথিত	বংথিত
”	৪	বুংগিত	বৃংগিত
৭১	২৩	শ্রীম্রাগ্	শ্রীমা(ন্)ম্রাগ্
৭৩	১৭	জিতকামরূপো	জিতকামরূপঃ
৭৪	১৬	অসবন্মবি	অসবন্মুখি
৭৫	৮	বিকৃতাস্য	বিকৃতাস্যং
”	”	মুতর্লীষাৎ	মুতর্জীষাৎ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)
৭৮	১৮	মহঃ	মহঃ
”	২৩*	সুস্বাদী	সুম্বাদী
৭৯	৬	যুগ্ম	যুগ্মং
৮১	৩১*	কিন্তু ইন্দ্রপালের	কিন্তু ভাস্করবর্ম্মা ও ইন্দ্রপালের
৮৩	২৫*	বনমাল অর্থে	বনমাল শব্দে
৮৫	১	জনপদের	বিষয়ের
৯৪	২২*	স্বরাস্সা	স্বরাস্সৌ
৯৫	১৪	মুক্তিকাভিঃ	মুক্তিকাভিঃ
৯৬	৬	জিতনরপাত	জিতনরপতি
৯৭	৭	নাগেশা	নাকেশা
১০৩	২১*	বজ্রদত্ত ও ভগদত্তের	বজ্রদত্ত ভগদত্তের
১০৪	৭	রক্ষিত	ক্ষরিত
১১৫	১৫ *	গ্রহ	হয়
১১৬	২৫	হাপ্যোমা	হপ্যোম,
১১৮	৪	বংষ্ট্রাঙ্কুরোদ্ধত	দংষ্ট্রাঙ্কুরোদ্ধৃত
”	১০	কক্ষমাঃ	কক্ষ্যাঃ
১১৯	২২ *	বসুস্য	বসূস্য
”	২৩ *	মূলে আছে স্তনুজঃ	মূলে আছে স্তনুজঃ
১২০	১৩	শার্ঙ্গলৈঃ	শার্ঙ্গলৈঃ
”	১৮	হূরেরিব	হরেরিব

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২১	৪	বহু (১)	বহু
১২৩	৯	বন্দুলা	বন্দুলা
১২৮	১৫	(২)	(৩)
১২৯	২৬*	কল্পনা	কল্পনা
১৩০	৫	২৫ মাইল	৫ মাইল (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)
১৩৪	১০	মুলু	মুলু
১৪২	৪	উত্তরপূর্ব্ব	উত্তর
১৪৩	২৮	বুদ্ধরূপ	বুদ্ধরূপ
১৪৮	৪	যাত্রা	যাত্রা
”	২৫*	নসাণক্রী	নৈসর্গিকী
১৪৯	১০	প্রাণাধিক	হিমাদ্র
১৫০	১৬	ফণামাণ	ফণামণি
১৫১	১৫	মহপীতি	মহীপতি
১৫২	২৬*	বিধিবিবর্য্যয়	বিধিবিপর্য্যয়
১৫৩	১২	পিবন্তি	পিবন্তি
১৫৯	শিরোনাম	ধর্ম্মপালের দ্বিতীয়	ধর্ম্মপালের প্রথম
১৬৫	১১	পুণ্ড্রেষু	পুণ্ড্রেষু
১৭২	১৯	পত্নী	পত্নী
১৭৪	১৩	পীড়া-	পীড়া
১৭৬	১১	বল্লী-	বল্লী

(১) এই ভুল ১৩৫ পৃষ্ঠা ১৪ ও ২৪ পঙ্‌ক্তিতেও দৃষ্ট হইবে।

অতিরিক্ত সংযোজনী ও সংশোধনী।

ভূমিকা—কামরূপরাজাবলী [৩৩]-[৩৪] পৃঃ—রত্নপালের দ্বিতীয় (সোয়ালকুচি) তাম্রশাসনের ধর্ম্মপালের উপর আরোপ :— এই বিষয়ে প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে জেনারেল্ জেন্‌কিন্‌স্ বাহাদুর কর্ত্তৃক এশিয়াটিক্ সোসাইটীতে লিখিত চিঠির কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি এতৎ সম্বন্ধে স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুরের এক রিপোর্টেও উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে ; ১৮৯৭ অব্দে মুদ্রিত তদীয় Report on the Progress of Historical Research in Assam—Para: 17 (5) তে আছে :—Endeavours have been made to procure the copper plate grant of Dharmapala, referred to by General Jenkins in his account of the Tezpur plate * * but so far without success. An account of this plate was, however, given in connection with certain enquiries which were carried out under Colonel Keatinge's orders from which it appears that Raja Dharmapala, a descendant of Narakasura, made, in the month of Sravana in the year 36, a grant of land, situated in the village Kalaja and producing three thousand measures of paddy, to a Brahman named Kulapa, son of Vasudeva and grandson of Bhattadeva, sprung of the race of Bharadwaja. ইহাতে, পূর্ব্বে যাহা অনুমান করা গিয়াছিল, তাহা এখন সপ্রমাণ হইল ; অর্থাৎ ইহা যে রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনই ছিল, তাহা নিঃসংশয় ভাবেই বলা যাইতে পারে। রত্নপালের দ্বিতীয়শাসনদ্বারা 'কলঙ্গা' বিষয়ান্তঃপাতী ৩০০০ ধান্যোৎপত্তিমতী ভূমি দানকরা হইয়াছে ; এখানেও তাহাই আছে—'কলঙ্গা' স্থলে 'কলজা' তদানীন্তন শাসন পাঠকের ভ্রান্তি-সূচক মাত্র। রত্নপালের ঐ শাসনে দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজগোত্রীয় ; নাম কামদেব, পিতার নাম বাসুদেব, পিতামহের নাম ভট্টবলদেব ; এখানেও প্রায় তাহাই আছে ; কেবল 'ভট্টবলদেব' স্থলে 'ভট্টদেব' এবং কামদেব স্থলে 'কুলপ'—স্পষ্টই পাঠে বা লেখায় ভ্রম বশতঃ ঘটিয়াছে। পরন্তু উভয়ত্র—জেনারেল্ জেন্‌কিন্‌সের লিপিতে ও স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইটের রিপোর্টে—৩৬ অব্দ রহিয়াছে ; তাই পুনরায় মূলশাসনলিপির চিত্র সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে ডাঃ হর্ণ্‌লি যে **ষড়্‌বিজ্ঞ্যদাব্দিকে** পাঠ করিয়াছিলেন, সেই পাঠে ভুল হয় নাই—ব এর পর যাহা আছে তাহা যেন **ত্রি**ই পড়া যায়। [চিত্র দ্রষ্টব্য ; এই (রত্নপালের দ্বিতীয়) শাসনের দ্বিতীয় ফলকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার এবং তৃতীয় ফলকের চিত্র যথাস্থানে (শাসনাবলী ১১১ পৃষ্ঠাভিমুখে) প্রদত্ত হইয়াছে ; তৃতীয় ফলকের ১ম পঙ্‌ক্তিতেই **ষড়্‌বিজ্ঞ্যদাব্দিকে** দৃষ্ট হইবে—তবে ব্ব এর নীচের অক্ষরটি স্পষ্ট নহে।] কিন্তু **ষড়্‌বিংশদাব্দিকে** পদ শুদ্ধ নহে ; **ষড়্‌বিংশত্যাব্দিকে** শুদ্ধ হইত, কিন্তু তাহাতে ছন্দঃপাত হয়। অতএব এই অশুদ্ধিবহুল শাসন লিপিতে **ড়্‌বি** লেখাটাও ভুলই মনে হয়—হওয়া উচিত ছিল **ট্‌ত্রি** অর্থাৎ **ষট্‌ত্রিজ্ঞ্যদাব্দিকে** (বা **ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকে**)। শাসনরচয়িতা পণ্ডিত মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের--

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।

ইত্যাদিক প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটীর স্মরণেই এখানে **ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকে** লিখিয়াছিলেন, মনে হয়।

কামরূপের ব্রাহ্মণ পাঠকেরা এখানে পাঠ শুদ্ধরূপেই করিয়াছিলেন এবং তাই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ৩৬ অব্দের কথা বলিয়াছেন।

[স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুরের রিপোর্টের উপরিউদ্ধৃতাংশ যে লিপি অবলম্বনে লিখিত—তাহার একটা নকল সম্প্রতি গৌহাটি হইতে শ্রীযুক্ত সোণারাম চৌধুরী মহাশয় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে দেখা গেল যে ইহা রত্নপালের দ্বিতীয় (সোয়ালকুচি) শাসনলিপির যে অংশের চিত্র (১১১ পৃষ্ঠাভিমুখে) প্রদত্ত হইয়াছে—তাহারই অশুদ্ধিবহুল প্রতিলিপি। তবে ইহাতে 'ভট্টবলদেব' ও 'কামদেব' শুদ্ধভাবেই লিখিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় ফলকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ পঙ্ক্তিতে (শাসনাবলী ১১২ পৃঃ ১৫পঙ্ক্তিতে) **বিষ্ণোঃ স্বপুণ্যমুদ্দিশ্য**র পরবর্তী অস্পষ্টাংশস্থলে প্রতিলিপিতে **কর্কটং যাতি ভাস্করঃ** এই (আনুমানিক) শ্লোকপাদ যোজিত হইয়াছে—তাই রিপোর্টে in the month of Sravana লিখিত হইয়াছে। এই প্রতিলিপির অন্তে দুইটি শপথ শ্লোক দেখা যায়—তাহা স্পষ্টই আধুনিক যোজনা।]

ষড়্বিংশ স্থলে **ষট্ত্রিংশ** পাঠ গ্রহণ করাতে গ্রন্থের নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে অশুদ্ধি শোধন করিতে হইবে :—

	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূমিকা—				
কামরূপরাজাবলী	[২৮]	৭	২৬শ	৩৬শ
	”	৮	৩০ বৎসর	৪০ বৎসর
	[৩৪]	২৩-২৪ (পাদটীকা)	রাজ্যে **ষড়্বিংশদ্বাব্দিকে** × × ছিল ; আর এই অব্দ	রাজ্যে **ষট্ত্রিংশদ্বাব্দিকে** ছিল ; এই অব্দ
কামরূপশাসনাবলী	১১১	৪	২৬শ	৩৬শ
	”	৫	এক বৎসর	এগার বৎসর
	১১২	১৮	**ষড়্বিংশদব্দিকে** (১)	**ষট্ত্রিংশদ্বাব্দিকে**
	১১৪	১৩	ষড়্বিংশ	ষট্ত্রিংশ

[(১) মূলে আছে **ষড়্বিংশদ্বাব্দিকে** (ইহা ১১১ পৃষ্ঠায়—পাদটীকাদ্বারা—উল্লেখ করা উচিত ছিল—ভ্রমতঃ তাহা করা হয় নাই।)]

শাসনাবলী ১৩৭ পৃষ্ঠা, ১৫ পঙ্ক্তি—সাবথি :—ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় (গুয়াকুচি) শাসন লিপিতে দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের বাসস্থানের পরিচয়ে আছে :—

সাবথ্যামস্তি বৈনামা গ্রামো ধাম দ্বিজন্মনাং।

এই 'সাবথি' 'শ্রাবস্তি' শব্দের প্রাকৃতরূপ বলিয়াই বোধ হয়।

ধর্ম্মপালের প্রথম (শুভঙ্করপাটক) শাসন লিপিতে দানগ্রহীতার আবাসস্থল সম্বন্ধে আছে—

গ্রামঃ ক্রোষঞ্জনামাস্তি শ্রাবস্ত্যাং—১৫৫ পৃঃ ১৪ পঙ্ক্তি।

প্রশ্ন হইতে পারে, ইন্দ্রপালের শাসনের 'সাবথি' আর ধর্ম্মপালের 'শ্রাবস্তি' অভিন্ন কি না। 'সাবথি'র ব্রাহ্মণ (দেবদেব) 'পণ্ডরী' ভূমির অন্তর্গত এক খণ্ড ধানের জমি পাইয়াছিলেন; কামরূপ জেলায় বর্ত্তমানেও একটি মৌজার নাম 'পাণ্ডুরী'—রঙ্গিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনটি ঐ মৌজার মধ্যে; অতএব 'পণ্ডরী' ভূমির অবস্থান এক প্রকার নিশ্চিত ভাবেই জানা যাইতেছে—ঐ রঙ্গিয়া ষ্টেশন গৌহাটি শহর হইতে ২০ মাইল আন্দাজ উত্তরদিকে অবস্থিত। 'সাবথি' জনপদ এই স্থানের সমীপবর্ত্তী হইবারই কথা, কেননা প্রদত্ত ভূমি (বিশেষতঃ ধানের জমি) প্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণের বসতিস্থান হইতে অধিক দূরে হইলে ভোগদখলের অসুবিধাই হয়।

পরন্তু শ্রাবস্তির সংস্থান কামরূপরাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে (পৌণ্ড্র দেশের সন্নিহিত) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (শাসনাবলী ১৬৬ পৃষ্ঠা)। সেই স্থান হইতে 'পাণ্ডুরী' মৌজা প্রায় দুই শত মাইল ব্যবহিত; অতএব সাবথিকে ঐ স্থানবর্ত্তী ধরিলে সুদূরবর্ত্তিতানিবন্ধন তত্রত্য ব্রাহ্মণের পণ্ডরী ভূমিস্থ জমি ভোগ করা নিতান্তই অসুবিধাজনক হইত। আবার ধর্ম্মপালের শাসনোক্ত শ্রাবস্তিকে সাবথির স্থলে (পাণ্ডুরী মৌজার নিকটে) কল্পনা করিলে শাসনপ্রদত্ত দিজ্জিন্না বিষয়ের জমি ভোগ করা দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধার হেতু হইত—কেননা দিজ্জিন্নার সংস্থানও কামরূপরাজ্যের পশ্চিম সীমার সন্নিকট বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। (১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

অপিচ, যদি 'সাবথি' ও 'শ্রাবস্তি' অভিন্ন হয়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী ইন্দ্রপালের শাসনে সংস্কৃত শ্লোক মধ্যে প্রাকৃত নাম এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্মপালের শাসনে সংস্কৃত নাম থাকাটা কিরূপে সঙ্গত হইবে? যে নাম পূর্ব্বে সংস্কৃত ছিল, কালক্রমে প্রাকৃত হইয়া পড়িয়াছে—এমনকি সংস্কৃত রচনায়ও প্রাকৃতরূপেই উল্লেখিত হইয়াছে—তাহা (অন্ততঃ) অর্দ্ধশতাব্দীকাল পরেই পুনঃ সংস্কৃতাকার ধারণ করিল, ইহা অসম্ভাব্য বলিয়াই মনে হয়। ফলকথা 'সাবথি' ও 'শ্রাবস্তি' ভিন্ন ভিন্ন জনপদ—এক হইতে পারে না বলিয়াই বোধ হয়।

তবে এতদ্বিষয়ে একটা সমাধান এই ভাবে হইতে পারে। বৌদ্ধবিপ্লাবিত উত্তরকোশল স্থিত শ্রাবস্তী হইতে বহু প্রাচীন সময়ে একদল ব্রাহ্মণ কামরূপরাজ্যে আসিয়া রাজধানীর সন্নিকটে উপনিবিষ্ট হইয়া জনপদটিকে 'শ্রাবস্তি' নামে সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন; পরে ক্রমশঃ (কিরাতাদি) আদিম অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্য হইলে ঐ জনপদের নামটি প্রাকৃতে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'সাবথি' হইয়া পড়িয়াছিল। পশ্চাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে অপর এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তী হইতে আসিয়া [অথবা, এমনও হইতে পারে, কামরূপের ঐ প্রাচীন শ্রাবস্তির (সম্ভবতঃ নাম-বিকৃতি ঘটিবার পূর্ব্বেই) একদল ব্রাহ্মণ সেই স্থান হইতেই রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে গিয়া] অপর এক শ্রাবস্তির পত্তন করিয়াছিলেন। কামরূপরাজ্যে একাধিক শ্রাবস্তির অস্তিত্বপরিকল্পনা বিস্ময়াবহ নহে। প্রাচীন সময়ে পূর্ব্বউপদ্বীপে (Indo-Chinese Peninsulaতে) একাধিক 'চম্পা'র অস্তিত্বসংবাদ পাওয়া যাইতেছে। [মদীয় 'সমতটের পূর্ব্বে' শীর্ষক প্রবন্ধ (সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা—১৩২৬, প্রথম সংখ্যা—১৪ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।]

কামরূপশাসনাবলী ১৬৮ পৃঃ—ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসনের 'পুষ্পভদ্রা' নাম :—এই লিপির ফলকগুলি পুষ্পভদ্রা নদীর শুষ্কগর্ভে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে, এই কথা শাসনালোচনায় বলিয়াছি। শাসনখানি ৺হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হইবার পরেই আমি তাঁহার সহিত এই লিপি বিষয়ে আলোচনা করি এবং ইহার বঙ্গানুবাদ করি। ৺গোস্বামী মহাশয় তাহা গৌহাটিস্থ বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় পাঠ করেন, এবং ইহার প্রাপ্তির বিবরণ তিনিই সাধারণ্যে প্রচার করেন। ১৩২২ সালে রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় মদীয় প্রবন্ধেও লিখিত হইয়াছে :—"ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে উক্ত গোস্বামী মহাশয় হইতে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা এই। গৌহাটির উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরকূলে পুষ্পভদ্রা নামক একটি ক্ষুদ্র নদী আছে—হেমন্তকালে উহার গর্ভভাগ শুষ্ক হইয়া যায়; তাহাতে গো মহিষাদি চরিয়া থাকে। একদিন একটা মহিষের খুরাঘাতে মাটিতে একটুকু সামান্য গর্ত্ত হওয়াতে অঙ্গুরীয়াকারের খানিকটা কিছু দেখা গেল। গোরক্ষক তাহা খুঁড়িয়া বাহির করিয়া দেখিল তিন খানি তামার পাত অঙ্গুরীয়ক দ্বারা গ্রথিত রহিয়াছে" ইত্যাদি—রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা দশম ভাগ (১৩২২) ২য় সংখ্যা—৭০ পৃষ্ঠা। এই প্রবন্ধ রঙ্গপুরে প্রেরণের পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয়কে দেখাইয়া প্রবন্ধ প্রকাশে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছিল; এবং খুব সম্ভব, পরে মুদ্রিত প্রবন্ধও তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। অতএব এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবসর ছিল না।

সম্প্রতি গৌহাটি হইতে (ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখিত) শ্রীযুক্ত সোণারাম চৌধুরী মহাশয় এই শাসনের প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে (আমার এক পত্রের উত্তরে) লিখিয়াছেন :—"ধর্ম্মপালের পুষ্পভদ্রালিপি সম্বন্ধে ৺গোসাঁইর কথা ঠিক নয়; আমি রংমহলগ্রামের অন্তর্গত আঠগাঁও নামক পাড়ার ৺বালীরাম নামক কেওটকুলীয় একজন লোক হইতে ইহা লইয়া গোসাঁইকে দিয়াছিলাম। এবং তাঁহার কাছ হইতে ইহার দাম ১০৲ টাকা লইয়া বালীরামকে দিয়াছিলাম। উক্ত আঠগাঁও পুষ্পভদ্রা মরা নদী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে দক্ষিণে। লিপিখানি বালীরামের ঘরের পশ্চাতে তাম্বূল বাগানে মাটির নীচে পাওয়া গিয়াছিল। রংমহল গ্রামই প্রসিদ্ধ; আঠগাঁও সামান্য একটি পাড়া। সুতরাং ইহাকে রংমহল লিপি বলাই শ্রেয়ঃ। গোসাঁই নিজে কিছু অনুসন্ধান করেন নাই। আমি তাঁহাকে উপরি লিখিত প্রকারে information দিয়াছিলাম। বিশেষতঃ আমি রংমহল নিবাসী।"

৺গোস্বামী মহাশয় একটা কাল্পনিক কথা বলিয়া গিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভাব্য নহে; সোণারাম বাবুও তথ্যানুসন্ধায়ী লোক—তিনি অলীক কিছু বলিতেছেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে না। তবে খুব সম্ভব, গোস্বামী মহাশয় শাসন প্রাপ্তির পরে স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া যেরূপ বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন—তাহাই সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় গোস্বামী মহাশয় পরলোক গত—এবং বালীরামও জীবিত নহে। পুরস্কারের লোভে হয়তো বালীরাম সোণা-

রাম বাবুর নিকটে নিজকেই শাসনের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছিল, সেই গোরক্ষকের (কিংবা তন্মধ্যবর্ত্তী অপরের) নিকট হইতে ইহা তাহার হস্তগত হওয়ার বিষয়টা গোপন করিয়াছিল। অথবা, বালীরামের প্রাপ্ত এই শাসনখানিই সম্ভবতঃ ধর্ম্মপালের অপর (অর্থাৎ প্রথম) শাসন—যাহা (আবিষ্কার স্থানের কথা পরিজ্ঞাত না হওয়াতে) শাসনপ্রদত্ত ভূমির নামে 'শুভঙ্করপাটক লিপি' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এইরূপ অনুমানের একটি কারণ এই যে পুষ্পভদ্রালিপি ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮-০৯ ইং সনে) ৺গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হয়—এই (বালীরামের আবিষ্কৃত) লিপি আনুমানিক ১৯১০ ইং সনে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া (আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে) সোণারাম বাবু জানাইয়াছেন। তবে শুভঙ্করপাটকলিপির ফলকের সিল্ দ্বিখণ্ডিত—সোণারাম বাবু বলেন যে তৎপ্রদত্ত শাসনের সিল্ অখণ্ডিত ছিল। মনে হয়, ঐ সিল্ গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হইবার পরেই ভাঙ্গিয়াছে; কারণ, ইহা পাইবার পরে গোস্বামী মহাশয়ের উপর নানারূপ বিপদ্ গিয়াছে—হয়তো সেই হেতু এই শাসনের কথা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন—এবং এই নিমিত্তে ইহা অনেকদিন অনবেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকায় সিল্‌টি কথমপি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই শাসনখানি গোস্বামী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হইতে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় পাইয়াছিলেন। (শাসনের আলোচনাংশ ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এদিকে দেখা যাইতেছে যে গোস্বামী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিবার পরে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সোণারাম বাবু ইহার আর কোনও খোঁজখবর রাখেন নাই।

যদি উপরি লিখিত আনুমানিক কথা অনুমোদনযোগ্য বিবেচিত না হয় এবং সোণারাম বাবুর উক্তি (অর্থাৎ এই পুষ্পভদ্রা সংজ্ঞিত শাসনখানি বালীরাম কর্ত্তৃক আবিষ্কারের কথা) যথার্থ বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তথাপি লিপির নামটি অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও অসমীচীন হইবে না; আঠগাঁও পুষ্পভদ্রা হইতে মাত্র অর্দ্ধমাইল ব্যবহিত; ইহা ঐ নদীর তীরবর্ত্তী না হইলেও অববাহিকান্তর্বর্ত্তী, সন্দেহ নাই। প্রাপ্তিস্থানের দিঙ্‌নির্দ্দেশ ঠিকই হইয়াছে; ভূমিকা—কামরূপ রাজাবলী [৩০] পৃষ্ঠা—(৩) পাদটীকায় এই শাসনটি উপলক্ষ্য করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও অব্যাহতই রহিবে। বলবর্ম্মার শাসন এবং ইন্দ্রপালের প্রথমশাসন যথাক্রমে জেলা ও সব্‌ডিভিশনের নামে পরিচিত হইয়াছে; অতএব আঠগাঁও ইহার প্রাপ্তিস্থান অবধারিত হইলেও পার্শ্বস্থ পুষ্পভদ্রা নদীর নামে ধর্ম্মপালের এই (দ্বিতীয়) শাসনখানি আখ্যাত হওয়াতে যে অশোভন কিছু হইল, তাহা মনে করা যাইতে পারে না।

[সংযোজনী ও সংশোধনীতে লক্ষিত কতিপয় মুদ্রাকর প্রমাদের সংশোধন :—

১৯৯ পৃঃ ১৩ পঙ্‌ক্তিতে সম্মন্যো স্থলে সম্মন্যো, ২০০ পৃঃ ৯ পঙ্‌ক্তির ৪র্থ স্তম্ভে দ্রুম স্থলে দ্রুম, ২০৪ পৃঃ ৫ পঙ্‌ক্তিতে 'কব' স্থলে 'কেবল', এবং ২০৭ পৃঃ ২৩ পঙ্‌ক্তি ৪র্থ স্তম্ভে বৃদ্ধাঙ্কুরোদ্ধর স্থলে বৃদ্ধাঙ্কুরোদ্ধৃত হইবে।]

উপসংহার।

কেহই—বিশেষতঃ ঈদৃশ পুস্তকের প্রণয়নকারী—ইহা বলিতে পারেন না যে তিনিই সব কথা, অথবা কোনও কিছু সম্বন্ধে শেষ কথা, বলিয়া গেলেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে কামরূপের প্রাচীন লিপি উপলক্ষ্য করিয়া তৎসম্পৃক্ত পুরাবৃত্ত আলোচনার প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র করা হইয়াছে; পরবর্ত্তী পটুতর গবেষণাকারিগণ এই ক্ষেত্রে সমুচিত অধ্যবসায় সহকারে আত্মনিয়োগ করিয়া সমধিক তথ্যাবিষ্কার করিবেন—ইহাই প্রত্যাশিত। ভাস্করবর্ম্মার শাসনের একটি, হর্জরবর্ম্মার হায়ুংথল লিপির (অন্ততঃ) দুইটি এবং রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনের একটি ফলক এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; বনমালের শাসনখানির কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না—এমন কি এই শাসনলিপির কোন চিত্রও নাই; রত্নপালের শাসনদ্বয়ের ও ইন্দ্রপালের প্রথম শাসনের মূল শাসন ফলকগুলি প্রাপ্ত হই নাই—এশিয়াটিক্ সোসাইটির প্রবন্ধে প্রকাশিত চিত্রগুলির অবলম্বনেই যাহা কিছু পাঠ ও আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল ফলক ও শাসন যথোচিত অনুসন্ধান পূর্ব্বক আবিষ্কৃত ও হস্তগত করিতে পারিলে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ বিষয়াবলীতে সুবহু সংযোজন ও সংশোধন হইবার কথা। অপিচ তাদৃশ অনুসন্ধানের দ্বারা নরক বংশীয় রাজগণের—তথা তৎসাময়িক অপর রাজ্যাধিপতি প্রভৃতির—অভিনব তাম্রশাসন, শিলালিপি ইত্যাদির আবিষ্কার হইলে, এতদ্‌গ্রন্থালোচিত ঐতিহাসিক তত্ত্বনিচয়ের উপর নূতন আলোকসম্পাত হইতে পারে এবং তাহার ফলে অনেক কথা সংযোজিত এবং বহু সংশোধিত হওয়াই সম্ভাবিত। ঈদৃশ আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পরিপোষণ পূর্ব্বক নিবন্ধের উপসংহার করা হইল।

চিত্রসূচী।

ভূমিকা—কামরূপরাজাবলী।

কামরূপশাসনাবলী।